শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৪শ বর্ষ

১ম সংখ্যা

ফাল্গুন ১৩৮০

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪১৭৪০

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৪শ বর্ষ — শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৮০। — ১ম সংখ্যা
২১ গোবিন্দ, ৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ফাল্গুন, বুধবার; ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—অবিদ্যাহরণ-শ্রবণসদন, শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
কাল—সন্ধ্যা, ইং ২৯ জানুয়ারী, ১৯৩৬।

অদ্বৈতবীথিপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥

অদ্বৈতমার্গের পথিকগণদ্বারা উপাস্য, আর আত্মানন্দ-সিংহাসন হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও আমি কোন গোপবধূলম্পট হঠশঠ-কর্ত্তৃক দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই, অথবা ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই; কিন্তু স্বতঃপ্রকাশমান নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণ অমৃত-সমুদ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

অদ্য ঈশাবতারের কথা আমাদের আলোচ্য। 'ঈশাবতারকান্ অহং বন্দে'। ঈশাবতারাঃ—ঈশস্য অবতারাঃ অর্থাৎ ঈশাবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি। আবার ঈশাবতারাঃ—ঈশায়াঃ অবতারাঃ অর্থাৎ ঈশা বার্ষভানবীর অবতার অর্থাৎ কায়ব্যূহগণ শ্রীদামোদরস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ প্রভৃতি। শ্রীবার্ষভানবীর কায়ব্যূহগণ পঞ্চপ্রকার যথা—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরম প্রেষ্ঠসখী। 'ঈশাবতার' বলিতে ঈশ কৃষ্ণের অবতার, আর ঈশা বার্ষভানবীর অবতারগণকেও জানিতে হইবে। শ্রীগৌরসুন্দরের 'বিশ্বম্ভর' ও 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' নামের সার্থকতা আছে। বিশ্বম্ভর—যিনি বিশ্বকে পালন ও পোষণ করেন, তিনিই বিশ্বম্ভর। বিশ্বকে শ্রীকৃষ্ণ-জ্ঞান দান করিয়া চেতন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। 'বন্দে গুরূনীশভক্তান্'; এস্থলে ঈশভক্ত—ঈশ্বরকে যিনি ভজন করেন, তিনিই ঈশভক্ত। ঈশভক্তগণ — গোলোক-বৈকুণ্ঠবাসী। ঈশ্বরের সেবাবিমুখ হইলে জীবের সংসার লাভ হয়। ঈশ্বরের ভজনহীনগণ এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে নিজকে সেব্য বলিয়া অভিমান করিতেছে। হরিকথা-বিমুখ হইলে সংসার লাভ অনিবার্য্য।

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেবা
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥

যে ব্যক্তি কৃষ্ণভজন করে না, কৃষ্ণেতর বস্তু তাহাকে গ্রাস করে। প্রভুর আসন গ্রহণ করিতে গেলেই কর্ম্মকাণ্ডে প্রবেশ-লাভ হয়। কর্ম্মের ফল যে অমঙ্গল আবাহন করে, তাহা শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

কর্ম্মের ফল নশ্বর বিধায় বিরিঞ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রগোপকীট পর্য্যন্ত সকলেরই অমঙ্গল উদয় হয় এবং উহাদের পদ কালক্ষোভ্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে। দৃষ্ট বা আপাতসুখ যে-প্রকার অনিত্য, অদৃষ্ট বা স্বর্গসুখও সেইপ্রকার অনিত্য বলিয়া জানিবে।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিদ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

আমরা কর্ম্মী বা জ্ঞানী নহি। আমরা হরিদাসগণের পাদত্রাণবাহী। ভক্ত হইতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। তাঁহার ভজন একান্ত আবশ্যক। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া দীক্ষার সঙ্গে কৃষ্ণভজন আরম্ভ হয়।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

অপ্রাকৃত দেহ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের ভজন হয় না। প্রাকৃত স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ ব্যতীতও জীবের অপ্রাকৃত দেহ আছে। সূক্ষ্ম দেহ-মনও জড়ভাব-মিশ্রিত । বিচার হইতে আচার পৃথক্—এই বুদ্ধি নির্ব্বিশেষবাদী ত্যাগীর পক্ষে শোভা পায়। ভগবদ্ভক্তের বিচার ঐরূপ নহে। জীবের অস্তিত্ব-বিনাশের প্রয়োজন নাই। জড়জগতে বস্তুশক্তির পরিণাম আছে। চেতনজীব কাঠ-পাথরের ন্যায় নিস্পৃহ বা নিষ্ক্রিয় হইতে পারে না। জীব সেবা-চেষ্টারহিত বা indolent হইলে নির্ব্বিশেষজ্ঞানী হইয়া পড়ে। জ্ঞানমার্গে বশিষ্ঠ, দত্তাত্রেয়, শাক্যসিংহ, শঙ্কর প্রভৃতির বিচার নির্ব্বিশেষ-চিন্তাপর। ইঁহারা সকলেই মোক্ষকামী। ত্যাগীরা নিজদিগকে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য বলিয়া প্রচার করিলেও তাহারা মোক্ষোপাসনারূপ কপটতা ছাড়িতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের কোনই অভিলাষ নাই। তাঁহারা সকল ফল কৃষ্ণকে ভোগ করাইয়া থাকেন। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং।"

'পরমধর্ম্মের আশ্রয় করা' অর্থে—ভক্তিমান্ হওয়া বুঝায়। ভগবদ্ভক্তিতেই সব সুবিধা হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ থাকিলে ভক্তিপথাবলম্বনের ভাণ করিলেও অসুবিধা হইবে। অভাবের রাজ্যে থাকিলে কোনই সুবিধা হইবে না। ভাবের রাজ্যে পৌঁছিতে পারিলে কৃষ্ণসেবানন্দের উৎস প্রবাহিত হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

বৈষ্ণবগৃহস্থ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

প্রশ্ন :—সদ্গৃহস্থ কে? কাহার গৃহে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন?

উত্তর :—"তিনিই সদ্গৃহস্থ - যিনি প্রত্যহ লক্ষ-নাম গ্রহণ করেন; তাঁহার গৃহেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।" —'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

প্রঃ—গৃহত্যাগী ও গৃহস্থের সাধারণ অধিকার কি?

উঃ—"যাঁহারা বিষয়রাগে পূর্ণ, তাঁহারা কখনই উপস্থবেগ সহিতে পারেন না, অনেক অবৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত

হন। এই প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে দুই প্রকার ভজন-পিপাসু দৃষ্ট হয়। সাধুসঙ্গ-বলে যাঁহাদের রতি শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারা একবারে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে থাকেন—ইঁহারা 'গৃহত্যাগী' বৈষ্ণব। যাঁহাদের স্ত্রীসঙ্গ-প্রবৃত্তি দূরীকৃত হয় নাই, তাঁহারা বিবাহ-বিধিক্রমে 'গৃহস্থ' থাকিয়া ভগবদ্ভজন করেন।"

—'ধৈর্য্য,' সঃ তোঃ ১১।৫

প্রঃ—বৈষ্ণব-গৃহস্থের পত্নী ও সন্তান-সন্ততির প্রতি আচরণ কিরূপ হইবে ?

উঃ—"বিবাহিত স্ত্রীকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে যতদূর পারা যায়, বৈষ্ণব-তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। * * * বৈষ্ণবী-পত্নী-সহকারে বৈষ্ণব-জগৎ সমৃদ্ধ করিলে আর বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তির আলোচনা হয় না। যে-সকল সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগকে **ভগবদ্দাস** বলিয়া জ্ঞান করিবে।" —চৈঃ শিঃ ৩।২

প্রঃ—ষড়্বেগ-দমনের উপদেশ কি গৃহস্থগণের জন্য নহে ?

উঃ—"ষড়্বেগজয়কারী আত্মানুগত ব্যক্তিই পৃথ্বী-জয়ী হন। এই **বেগ-সহন-উপদেশ কেবল গৃহি-ভক্তের পক্ষে**; কেন না, **গৃহত্যাগীর পক্ষে পরা-কাষ্ঠারূপ সম্পূর্ণ বেগাদি-বর্জ্জন গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে।"**

পীঃ পঃ বৃঃ, ১ম শ্লোক

প্রঃ—সাধারণ গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণের জীবনযাত্রা-বিধি কিরূপ ?

উঃ—"সাধারণ গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা নিষ্পাপ-চরিত্রে, ন্যায়-দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্ব্বাহ করিবেন।"

—'বৈরাগী-বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্ম্মল হওয়া চাই', সঃ তোঃ ৫।১০

প্রঃ—গৃহস্থগণের সর্ব্বাপেক্ষা সদ্ব্যয় কিরূপে হইতে পারে ?

উঃ—"যাঁহাদের বেতন স্থূল এবং যাঁহারা রাজার মূলধন দিয়া কিছু বিশেষ উদ্বৃত্ত ধন পান, তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া কিছু কিছু সঞ্চয় হয়। সঞ্চিত অর্থ সৎকর্ম্মে ব্যয় করা উচিত। মদ্য-মাংস-ভোজন, অসৎ নাট্যাদি-দর্শন, বৃথা মোকদ্দমা, অসৎ পাত্রে দান ইত্যাদি বহুবিধ অসদ্ব্যয় আছে। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা অসদ্ব্যয় না করিয়া সদ্ব্যয় করিবেন। অতিথি-সেবা, দুঃখী লোককে অন্ন-দান, পীড়িত লোককে ঔষধ ও পথ্য দান, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যা-দান, দরিদ্র লোককে কন্যাদি-দায় হইতে মুক্তকরণ—এই **সমস্ত সদ্ব্যয় অপেক্ষা একটী বিশেষ গুরুতর সদ্ব্যয় আছে। সেই ব্যয় শ্রীভগবৎসেবা ও শ্রীভাগবত-সেবাতে হইয়া থাকে।** * * প্রভুর দৈনন্দিন সেবা-সংস্থাপনের জন্য সমস্ত গৃহস্থ-বৈষ্ণবের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য।"

—'গৃহস্থবৈষ্ণবদিগের জীবনবৃত্তি', সঃ তোঃ ৭।২

প্রঃ—অতিথি-সেবা গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য কেন ?

উঃ—"আতিথ্য একটি প্রধান ধর্ম্ম। যে-দেশে আতিথ্য নাই, সে-দেশ মরুভূমিতুল্য পরিত্যাজ্য। সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে যাঁহার আতিথ্য নাই, তাঁহার বৃথা জীবন—লোকে প্রাতঃকালে তাঁহার নাম করে না; সুতরাং তিনি একজন পাপিষ্ঠদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। আতিথ্যই গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। গৃহস্থের যে-সকল অনিবার্য্য পাতক হয়, তাহা আতিথ্যের দ্বারা দূর হয়।"

—'বৈষ্ণব -গৃহস্থের আতিথ্য', সঃ তোঃ ৮।১২

প্রঃ—সাধারণ-অতিথি ও বৈষ্ণব-অতিথির সেবায় বৈষ্ণবগৃহস্থের কোন তারতম্য করা উচিত কি ?

উঃ—"ভক্ত-গৃহস্থও যখন অতিথি পান, তখন দেখিয়া থাকেন যে, সে অতিথিটী সাধারণ-অতিথি, কি বৈষ্ণব-অতিথি। যদি বৈষ্ণব-অতিথি দেখেন, তবে তাঁহাকে স্বীয় ভ্রাতার অধিক স্নেহ করিয়া তাঁহার সেবা করেন **এবং তাঁহার সঙ্গে ভক্তির উন্নতি সাধন করেন।** যদি সাধারণ অতিথি পান, তবে সাধারণ-আতিথ্য-বিধানে সেই অতিথিকে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সেবা করেন। এইরূপ ব্যবহারই বৈষ্ণব-গৃহস্থের ব্যবহার।"

—'বৈষ্ণব-গৃহস্থের আতিথ্য', সঃ তোঃ ৮।১২

প্রঃ—গৃহস্থের প্রধান কার্য্য কি?

উঃ—"ভক্ত-সেবাই গৃহস্থের প্রধান কর্ম্ম।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

প্রঃ—গৃহস্থ কোন্ বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইবেন?

উঃ—"গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গে বিশেষ যত্ন থাকা চাই।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

প্রঃ—বৈষ্ণব-গৃহস্থ কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিবেন? তাঁহাদের পক্ষে অন্যাভিলাষ একান্তভাবে পরিত্যাজ্য কেন?

উঃ—"মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর গণের গৃহস্থ-চরিত্র দেখিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণব আপনার চরিত্র গঠন করিবেন। জীবনযাত্রা ও জীবনোপায় সংগ্রহার্থ প্রভুর ভক্তগণ ও প্রভু স্বয়ং যে চরিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাই ভক্ত গৃহস্থের অনুকরণীয়। কৃষ্ণকাম হইয়া যে কার্য্যই করুন, তাহাই ভাল। আর **অবান্তর-ফল-কামনার ও ইন্দ্রিয়-তুষ্টির জন্য যাহাই করিবেন, তাহাতেই সংসারী হইয়া পড়িবেন।**"

—'সাধুবৃত্তি,' সঃ তোঃ ১১।১২

প্রঃ—গৃহস্থ-বৈষ্ণবের অন্যান্য কৃত্য কি?

উঃ—"গৃহস্থ-বৈষ্ণব তুলসীর সম্মান করিবেন।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

প্রঃ—অধিক সঞ্চয় করা কি বৈষ্ণব-গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে?

উঃ—"গৃহি-বৈষ্ণবের যাবৎ ভক্তি-নির্ব্বাহ তাবৎ সঞ্চয়েরই আবশ্যকতা; ততোঽধিক সঞ্চয়ে অত্যাহার। ভজন-প্রয়াসিগণ বিষয়ীদিগের ন্যায় সেরূপ অত্যাহার করিবেন না।"

—পীঃ পঃ বৃঃ, ২য় শ্লোক

প্রঃ—বৈষ্ণব-গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিশেষ প্রয়াস করা কি উচিত নহে?

উঃ—"গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাহা অনায়াসে পান, তাহাতেই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সুখবোধ করা উচিত।"

'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

প্রঃ—কিরূপ বৈষ্ণব লইয়া বৈষ্ণব-গৃহস্থ মহোৎসব করিবেন?

উঃ—"বৈষ্ণবকে সম্মান করিবেন, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের চরণাশ্রয় করিবেন এবং এইরূপ বৈষ্ণব লইয়াই গৃহস্থ-বৈষ্ণব মহোৎসব করিবেন।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

প্রঃ—গৃহস্থ কোন্ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন?

উঃ—"বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না হয়,—ইহাতে গৃহস্থ বিশেষ সতর্ক থাকিবেন।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

প্রঃ—ভক্তের পক্ষে 'গৃহত্যাগী, বা 'গৃহস্থ' কোন্টী হওয়া উচিত?

উঃ—"ভক্ত লোকের পক্ষে গৃহস্থ থাকা বা গৃহ ত্যাগ করা—একই কথা।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

প্রঃ—গৃহস্থ অবস্থাটী কি? ইহা কি চিরকাল রক্ষা করিতে হইবে?

উঃ—"গৃহস্থ-অবস্থাটী জীবের **আত্ম-তত্ত্ব উদিত করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী-বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ** করিতে পারে।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

প্রঃ—গৃহস্থ কি ভেক বা সন্ন্যাসাশ্রম প্রদান করিতে পারেন?

উঃ—"গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের নিকটই বেষাশ্রম গ্রহণ করা উচিত। গৃহস্থ-ভক্ত গৃহত্যাগীর ব্যবহার আস্বাদন করেন নাই; এইজন্য কাহাকেও বেষাশ্রম দিবেন না।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

বর্ষারম্ভে শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী

'শ্রীচৈতন্য-বাণী' আজ ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করতঃ চতুর্দ্দশে প্রকাশিতা হইলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাচ্য ও বাচক দ্বিবিধ-স্বরূপ। তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ঔদার্য্য-লীলারসময়-স্বরূপ। তাঁহার বাচক-স্বরূপ বা বাণী উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ। তজ্জন্য আমাদের ন্যায় জড়-বিষয়াবদ্ধ, বিমুখ ও অন্ধ জীবগণের নিকটে প্রেমময় পরম দয়ালু অবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বাণীর প্রাকট্য কত সৌভাগ্যসূচক তাহা বর্ণনাতীত। আমি তাঁহার শুভাবির্ভাব তিথির বন্দনা করি।

কলির তাণ্ডব-নৃত্যে যে-সময়ে জগতের বহির্ম্মুখ জনগণ প্রমত্ত, এমন কি ধার্ম্মিক বলিয়া অজ্ঞজনের নিকট মহাসমাদরে পূজ্যপাদ বলিয়া খ্যাত, কলির গুপ্তচরগণ যে-সময়ে কোমলমতি সজ্জনদিগকে ছলবাক্যে বিপথে চালিত করিতেছিল, সেই সময়ে জগতের কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের অনতিদূরে শ্রীচৈতন্যের প্রেমিক-পার্ষদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংকীর্ত্তন মুখরিত ভক্তিপূত গৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণ ও বাণীর বৈশিষ্ট্য স্বয়ং আচরণ-পূর্ব্বক প্রচার করিবার জন্য প্রেমময় পতিতপাবনাবতার শ্রীজগন্নাথদেবের প্রেরণায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেম ও বাণীর সেই মূর্ত্তবিগ্রহ '**শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী**' নামে আখ্যাত হইয়া জগজ্জীবকে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেজন্য বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে এই বলিয়া প্রণাম করিয়া থাকেন—

"নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥"

আমাদের ন্যায় শ্রীভগবদ্বহির্ম্মুখ ও বিষয়াসক্ত দুর্ভাগাগণের তথা কাঙ্গালদের ত্রাণের নিমিত্ত ভুবনপাবনধামে শ্রীচৈতন্য-বাণী বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বাচ্য ও বাচক স্বরূপ-দ্বয়ের মধ্যে বাচক-স্বরূপ অধিকতর কৃপালু। আমাদের ন্যায় বিমুখ জীবও জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাত সুকৃতিবলে তাঁহার সঙ্গলাভ করিলে আত্মকল্যাণ-সাধনে ব্রতী হইতে পারে। শ্রীচৈতন্য-বাণীর কৃপায় আজ পৃথিবীর বিভিন্নদেশ হইতে ম্লেচ্ছ, দুরাচার ব্যক্তিও হিংসা এবং অসদাচার বর্জ্জন করতঃ প্রেমময় শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণসেবাভিলাষী হইয়া ভারতের নানা স্থানে আগমন পূর্ব্বক নিজদিগকে কৃতার্থ-বোধ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর দয়ার কোন সীমা নাই। শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকটে তাঁহার বাচক-স্বরূপ বা তাঁহার বাণী 'শ্রীচৈতন্যবাণী'-রূপে উপস্থিত হইয়া আরাধ্যের বিরহে আমাদের সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার প্রাকট্য বিধান করিতেছেন। এইরূপ পরমোদার, শুদ্ধভক্তগণের বিরহবেদনায় প্রাণসঞ্চারকারী এবং ভজনবলপ্রদানকারী শ্রীগুরু-রূপী শ্রীচৈতন্যবাণী সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্তা হউন।

শ্রীচৈতন্যবাণীর কৃপায় আজ বিশ্বের নানা দেশবাসী সুকৃতিমান্ সজ্জনগণ শ্রীচৈতন্যচরণে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ জীবন সার্থক করিতেছেন। ত্রিতাপক্লিষ্ট মনুষ্যগণ যে-দিকে দৃষ্টি দেন সেই দিকেই হতাশ হইয়া কেবল দুঃখ, ভয় ও শোকের মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছেন। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ বাক্যাড়ম্বের ছলনায় লোকদিগকে প্রলোভিত করতঃ কেবল বঞ্চনা করিতেছেন। নিজ পার্থিব বিত্ত ও যশের মোহ ছাড়িতে সমর্থ হইতেছেন না। তাঁহাদের আও-তায় পড়িয়া বহুলোক নীতিবিগর্হিত কার্য্যে জীবন ক্লিষ্ট করিতেছেন। অর্থনীতিবিদ্গণ অর্থ সমস্যার সমাধান দিতে আসিয়া অজ্ঞতা ও প্রাকৃত স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থসমস্যাকে দুঃখদায়ক এবং আরও জটিলতর করিতেছেন। সমাজনীতিবিদ্গণ লোকের নিকট বাহাবা প্রাপ্তির আশায় মনুষ্যের পরম কল্যাণের পথ

বিসর্জ্জন দিয়া অবুঝলোকদের আপাত মনোমুগ্ধকর কথাদ্বারা 'জগাখিচুড়ীবাদ' প্রবর্ত্তন করিতেছেন। অধিকাংশ বণিক কেবল প্রাকৃত অর্থকেই জীবনের মৃগ্য ও সুখের প্রতীক মনে করিয়া যে কোন উপায়ে অপরের স্বাস্থ্য এবং ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াও নানাবিধ অসদুপায়ে নিজ কল্পিত সুখের আশায় কল্পনাতীত অতীব গর্হিত আচরণেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। সুখের আশায় তাঁহারা অন্যায়কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত সুখের সঙ্গ তাঁহারা লাভ করিতেছেন না। শ্রীভগবান্‌ই প্রকৃত সুখের স্বরূপ। ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহুস্থানে কপটতা, ভেল্কিবাজী এবং বেদ ও বেদানুগ সৎশাস্ত্রের নির্দ্দেশাবলী উল্লঙ্ঘন করিয়া অজ্ঞব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করতঃ নিজের প্রাকৃত লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক আনয়ন করিতেছেন। সংযমের আচরণ ও উপদেশ যেন দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। উচ্ছৃঙ্খলতা সর্ব্বস্তরে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। পূর্ব্বে শিক্ষা ও ডাকবিভাগের কলঙ্ক কেহ দেখেন নাই। এখন তথায়ও জঘন্য আচরণ এবং কল্পনাতীত দুষ্প্রবৃত্তি লক্ষিত হইতেছে। অনেকে বেকার সমস্যা, অন্ন, বস্ত্র ও গৃহাদির সমস্যাকেই এই অধঃপতনের প্রধান কারণ বলিতেছেন। আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। কারণ নিষ্কাম একাহারী ছিন্নবস্ত্র বাসহীন ব্যক্তিকেও সুখী দেখা যায়; পরন্তু বহু লালসাযুক্ত কোটিপতিও দুঃখ অশান্তিতে দগ্ধীভূত হইতেছেন। এমন কি, অসহ্য যন্ত্রণায় ও মনঃকষ্টে আত্মহত্যা করারও নজীর আছে। ভোটের আশায় দুষ্ট ব্যক্তিদের যথোচিত শাসন করা হয় না এবং শাসকশ্রেণীও নিজেদের রচিত দেশের হিতকর নীতির প্রতি বিশ্বাসের অভাবহেতু অনেকে কেবল নিজের চেয়ার থাকিবে না ভয়ে যথোচিত ন্যায়ের মর্য্যাদা দিতে পারেন না। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, তাহাই সাধারণভাবে জন-সাধারণ বা তাঁহাদের অনুগত জনগণ অনুকরণ করিয়া থাকেন। মুখে কেবল লোকহিতকর বুলি আওড়াইয়া নিজে অন্যের অহিত সাধন করতঃ দুষ্ট আচরণ প্রদর্শন করিলে তদ্দ্বারা রাষ্ট্রের বা সমাজের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। সমাজে যে-সকল বুদ্ধিমান্ ও ভাললোক রহিয়াছেন, তাঁহাদের যোগ্যতারও উপকারিতা সমাজ বা রাষ্ট্র গ্রহণ করিতে পারেন না; কারণ তাঁহারা "যো হুকুম"-দার নহেন বলিয়া। বহুস্থানে, এমন কি, বিদ্যার্থিগণও মদ্যপান ও অন্যান্য নেশায় প্রমত্ত হইতেছে; তবু তাহাদিগকে উপদেশ করিবার নিমিত্ত—তাহাদিগকে সংযমের পরামর্শ দিবার নিমিত্ত, গভর্ণমেণ্ট, শিক্ষকবর্গ এবং অভিভাবকগণও কিছু বলিতে সাহস করেন না। কারণ তাঁহাদের মধ্যেও বহু ছিদ্র থাকায় তাঁহারা বলিতে সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য। ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের প্রধানগণ অন্ততঃ সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত কিছু শাস্ত্রবিহিত নিষ্কপট উপদেশ দিতে পারেন, যদি তাঁহারা নিজেরা সংযত থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে লোকসংগ্রহের লালসায় এবং প্রতিষ্ঠার লোভে সমাজে সদাচার প্রবর্ত্তনের কোন যত্ন করেন না।

এহেন দুঃসময়েও হে করুণাময়ি শ্রীচৈতন্যবাণি! আপনি মুক্তকণ্ঠে জগতের স্থানে স্থানে শাস্ত্রবিহিত উপায়ে জীবের কল্যাণের মার্গ অকুণ্ঠচিত্তে প্রদর্শন করিতেছেন। আপনার কৃপাময় প্রচারের ফলে বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাবলম্বীদের মধ্যেও আপনার কৃপার প্রসার দর্শন করিয়া হতাশার মধ্যেও যেন আলোক ও আশার সঞ্চার দেখিতেছি।

বিশ্বের সর্ব্বত্র আপনার কৃপার মহিমা উপলব্ধি করুক এবং আপনার অসমোর্দ্ধ্ব দয়ায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী বাচকস্বরূপের আশ্রয়ে জগদ্বাসী পরম মঙ্গললাভে মনুষ্যজন্ম সার্থক করুক। আমি পুনঃ পুনঃ আপনার বাচ্য ও বাচক এই উভয় স্বরূপের নিকটে করুনা ভিখারী—এদীনের প্রতি প্রসন্ন হউন। জগদ্বাসী শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে মাতিয়া উঠুক; পরস্পর পার্থিব ও নশ্বর ইন্দ্রিয়জ সুখমন্য দুঃখের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করুক। আপনার কৃপায় সকলে বাস্তব পূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ মাধুর্য্যরসময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচরণে ও ঔদার্য্যরসময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণে আকৃষ্ট হউন। তাঁহার সহিত নিজেদের নিত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করতঃ মনুষ্য-কল্পিত প্রাকৃত ভৌগোলিক দেশ, জাতি,

বর্ণ ও আশ্রমাদির ভেদ ছাড়িয়া শ্রীভগবানে প্রীতিযুক্ত হউন। শ্রীভগবৎসম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মমতা-যুক্ত ও প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া উত্তম কল্যাণ-সাধনে সমর্থ হউন।

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি-পূজা উপলক্ষে দিবসপঞ্চকব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-শতবার্ষিকীর প্রথম শুভারম্ভানুষ্ঠান শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ১০ই ফাল্গুন (১৩৭৯ বঙ্গাব্দ), ইং ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭৩) বৃহস্পতিবার শ্রীব্যাসপূজাবাসরে অনুষ্ঠিত হইয়া সম্বৎ-সরাবধি ভারতের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত বহু বিদ্বজ্জন-মণ্ডিতা সভা-সমিতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য জীবন চরিত ও শিক্ষার দান-বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে—কলিকাতা, সহর নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, বোলপুর (বীরভূম), মেদিনীপুর সহর, আনন্দপুর (জেঃ মেদিনীপুর) কুচবিহার সহর, দিনহাটা ইত্যাদি স্থানে; আসামে—তেজপুর, গোয়ালপাড়া, সরভোগ, গৌহাটী প্রভৃতি স্থানে; উৎকলে—শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র, ভুবনেশ্বর, কটক, বালেশ্বর, বারিপদা (ময়ূরভঞ্জ), উদালা (ঐ) ইত্যাদি স্থানে; দিল্লী, চণ্ডীগড়, জগদ্ধ্রী (হরিয়ানা), শ্রীধাম বৃন্দাবন, দেরাদুন প্রভৃতি বহু স্থানে বিভিন্ন সময়ে বহু সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বন্মণ্ডলিমণ্ডিতা মহতী সভায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরমপূত চরিতামৃত ও শিক্ষাবৈশিষ্ট্য বক্তৃতা এবং মুদ্রিত পুস্তিকা ও পত্রিকাদি মাধ্যমে বিপুল ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যবাণী ১৩শ বর্ষের শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা বা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জন্মশত বার্ষিকী সংখ্যায় (১২শ সংখ্যা) শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য বিগত ৭ই মাঘ (১৩৭৯), ২১জানুয়ারী (১৯৭৩) রবিবার তারিখে নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের সভাপতিত্বে কলিকাতা মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অধস্তন বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিগণকে লইয়া 'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতি' বা B. S. S. Centenary Committee নামক একটি সমিতির সংগঠন ও ভারতের বিভিন্নস্থানে উক্ত সমিতির উদ্যোগে কতিপয় সভার অধিবেশন-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায়ও কতিপয় সভার অধিবেশনের কথা প্রকাশ করা হইতেছে। এই সকল সভা সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা—পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে—প্রাণৈরর্থৈ-র্ধিয়াবাচা—সর্ব্বতোমুখী সহযোগিতায়—অফুরন্ত উদ্যমে উৎসাহে উক্ত শতবার্ষিকী সমিতির বর্ষব্যাপী ও নিখিল ভারতব্যাপী অনুষ্ঠানসমূহ সর্ব্বত্রই জয়যুক্ত ও সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। আজ পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের পরম মঙ্গলময় নামগুণগানে আসমুদ্র হিমাচল ভারতের দিগ্‌দিগন্ত—আকাশ বাতাস মুখরিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা তাঁহার বিঘসাশী দাসানুদাসগণের আনন্দের ও গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে! শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমাশংসনরত জিহ্বাই শ্রীগৌর-গোবিন্দগুণগাথা কীর্ত্তন-সামর্থ্য লাভ করিতে পারে।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ২৬শে মাঘ (১৩৮০), ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৪) শনিবার হইতে ১লা ফাল্গুন (১৩৮০), ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৪) বুধবার পর্য্যন্ত যে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্ম সম্মেলনে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবমহিমাশংসন, শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপাদপদ্মপূজা, মহোৎসব ও সুমহান্ নগর-সংকীর্ত্তনের সুব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের বিভিন্ন

স্থানস্থিত মঠ-মন্দির হইতে তত্তৎ মঠাধ্যক্ষ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং মঠবাসী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ আসিয়া যোগদান করায় মঠ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন মুখরিত ছিল। নবদ্বীপ হইতে পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ, মেদিনীপুর হইতে পূজ্যপাদ যাযাবর মহারাজ, বর্দ্ধমান হইতে পূজ্যপাদ মধুসূদন মহারাজ, রিষড়া হইতে পূজ্যপাদ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে পূজ্যপাদ ভক্তিসার মহারাজ, দমদম হইতে পূজ্যপাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে পূজ্যপাদ দামোদর মহারাজ, তালতলা শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ অকিঞ্চন মহারাজ, কালনার শ্রীমৎ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উৎসবে যোগদান করেন।

শতবর্ষপূর্ত্তি সম্মেলনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সান্ধ্য অধিবেশন হয় কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম সান্ধ্য অধিবেশন হইয়াছিল—১৫নং হাজরা রোডস্থ 'মহারাষ্ট্রনিবাস হলে'। ঐ কএকটি অধিবেশনে **বক্তব্য-বিষয়** ছিল যথাক্রমে —'বিশ্বশান্তি লাভের উপায় ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর,' 'মঠ-মন্দির ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর,' 'শ্রীগুরুপূজার আবশ্যকতা সম্বন্ধে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষা,' 'সমাজ-কল্যাণে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অবদান' এবং 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর।' **সভাপতি** ছিলেন যথাক্রমে —কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ্ জাষ্টিস্ শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, ঐ জাষ্টিস্ শ্রীঅনিল কুমার সিংহ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, কলিকাতা হাইকোর্টের জাষ্টিস্ শ্রীসলিল রায় চৌধুরী এবং ঐ জাষ্টিস্ শ্রীশম্ভু চন্দ্র ঘোষ। **প্রধান অতিথি** ছিলেন যথাক্রমে —পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, কলিকাতা হাইকোর্টের জাষ্টিস্ শ্রীসলিল কুমার হাজরা, ঐ য্যাড্ভোকেট শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য। চতুর্থ অধিবেশন দিবসে **বিশিষ্ট বক্তা** ছিলেন—শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা। বিভিন্ন দিবসে ভাষণ দান করেন—ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রভৃতি।

বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবস ২৭শে মাঘ, ১০ই ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ২-৩০ ঘটিকায় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল পরমগুরুদেব, শ্রীল পরাৎপর গুরুদেব ও শ্রীল পরমেষ্ঠি গুরুদেব এবং শ্রীল মধ্বাচার্য্য, শ্রীল রামানুজাচার্য্য, শ্রীল বিষ্ণুস্বামী আচার্য্য ও শ্রীল নিম্বাদিত্যাচার্য্য প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আলেখ্যার্চ্চাসহ শ্রীমঠ হইতে একটি বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়।

পরমারাধ্য প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা লওয়া হইয়াছিল দাস এণ্ড কোম্পানীর (১৬ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, কলিকাতা-১২) সৌজন্যে প্রাপ্ত বস্ত্রাভরণ ও পুষ্পমাল্যাদি বিভূষিত বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত ঘোটকদ্বয় চালিত মনোহর রৌপ্য সিংহাসনোপরি এবং পূজনীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে লওয়া হইয়াছিল দুই দুই জন সেবক বাহিত বিচিত্র মখমল বস্ত্র ও পুষ্পমাল্যাদি আভরণ বিভূষিত সুসজ্জিত বিমানে করিয়া।

ইংলিশ ব্যাণ্ড পার্টি ছিল—দুইটিঃ—(১) ইণ্ডিয়া-ন্যাশন্যাল ব্যাণ্ড (১১৪নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭) ও (২) নিউ ইণ্ডিয়া ন্যাশন্যাল ব্যাণ্ড সাপ্লায়ার্স (ঐ ঠিকানা)। উহারা বিচিত্র বেষভূষাধারী। পাইপ ব্যাণ্ড পার্টি—বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাণ্ড সাপ্লায়ার্স (ঐ ঠিকানা) ছিল ১টি। ইহা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ য্যাথলেটিক ক্লাবের ব্যাণ্ড পার্টি ১টি এবং সোসিয়াল ক্লাবের (২৭।১ শ্রীমোহন লেন—কলিকাতা-২৬) ব্যাণ্ড পার্টি ১টি ছিল। সুতরাং ৫টি ব্যাণ্ড পার্টি ছিল। ইহা ব্যতীত একদল হিন্দুস্থানী কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। ইঁহারা সকলেই শোভাযাত্রার

পুরোভাগে অবস্থিত ছিলেন। শ্রীমঠের সেবকগণের সংকীর্ত্তনদল উঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত ছিলেন। ছোট ছোট বালক-বালিকারাও বিচিত্রবর্ণের পতাকা হস্তে নৃত্য করিতে করিতে শোভাযাত্রার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। অগণিত নরনারী পদব্রজে চলিয়াছেন কেহ কেহ পতাকাহস্তে। সকলেই এক অপার্থিব আনন্দে আত্মহারা। মঠবাসী বৈষ্ণবগণের শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-মন্দিরার ঐকতান বাদ্য ধ্বনিসহ শত শত কণ্ঠোত্থ উচ্চ সংকীর্ত্তনধ্বনি আজ কর্ম্মব্যস্ত সহরের সকল পার্থিব শব্দ স্তব্ধীভূত করিয়া তাঁহার গগন পবন—দিগ্‌দিগন্ত নাম-সংকীর্ত্তনে মুখরিত করিয়া তুলিতেছিলেন। নামানন্দে মাতোয়ারা ভক্তবৃন্দের উদ্দণ্ড-নর্ত্তনসহ মধুর কীর্ত্তন-ঝঙ্কার আজ হৃদয়-তন্ত্রী স্পর্শ করিতেছে, কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া ভক্তগণের প্রাণমন ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে আজ আর কাহারও পথকষ্ট মনে হইতেছে না।

পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ, মধুসূদন মহারাজ ও যাযাবর মহারাজ বাষ্পীয় যানারোহণে ধীরে ধীরে আসিতেছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সকল-পথ পদব্রজে চলিয়া শোভাযাত্রার শৃঙ্খলা সংরক্ষণ করিতেছিলেন। শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া লাইব্রেরী রোড, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা জংসন, হাজরা রোড, শরৎ বোস রোড, মনোহর পুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীন বাগ্‌চি রোড, পূর্ণদাস রোড, লেকটেরেস্, লেক রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, সদানন্দ রোড, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, মনোহর পুকুর রোড এবং সতীশ মুখার্জী রোড হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালেই শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় রাস্তায় কোন প্রকার বিঘ্নবিপত্তি সংঘটিত হয় নাই।

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শতবর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাবতিথি-পূজা বা শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রভাতে শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীমন্দির পরিক্রমণ ও উষঃ কীর্ত্তনের পর পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ 'শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী' গ্রন্থ হইতে কএকখানি পত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক ও পূজাদি সমাপন পূর্ব্বক সংকীর্ত্তনভবনে (শ্রীমঠের নাট মন্দিরে) শুভবিজয় করেন। তথায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা উচ্চমঞ্চোপরি বিচিত্রবর্ণের বস্ত্র, পুষ্পমালা, পতাকাদিমণ্ডিত সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। তন্নিম্নে ভূতলে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আসন রচিত হইয়াছিল। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব প্রথমে পুষ্পচন্দন ও মাল্যাদিদ্বারা সতীর্থ অগ্রজ আচার্য্য ও বৈষ্ণবগণের যথাযোগ্য পূজা ও প্রণত্যাদি বিধান পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে শ্রীল প্রভুপাদের মহাপূজা ও ভোগরাগাদি বিধান করিয়া মহাসংকীর্ত্তন মধ্যে শততম দীপারতি (ধূপ দীপ শঙ্খ বস্ত্র পুষ্পাঞ্জলি চামর-ব্যজন শঙ্খ-বাদনাদি ক্রমানুসারে) বিধান করেন। তাঁহার পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, পুষ্পমাল্য দান ও প্রণতি হইয়া গেলে তাঁহার সতীর্থগণ অঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর তাঁহার শিষ্য ও শিষ্যাগণ অঞ্জলি প্রদান করেন। আচার্য্যদেবের শ্রীমন্দিরে পূজারম্ভ হইতে সংকীর্ত্তন-ভবনে মহাসঙ্কীর্ত্তন চলিতেছিল। নাটমন্দিরে পূজাকালে পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের শিষ্য বালক নিমাই শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ রচিত "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদাবির্ভাবশতবর্ষপূর্ত্তৌ তদীয় বন্দন-দ্বাদশকম্"—এই সংস্কৃতস্তোত্র এবং 'নিতাই পদ কমল' প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিল। পরম দয়াল প্রভুপাদ তচ্ছিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের শ্রীমুখে যে "শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ"—গীতিটি শুনিতে চাহিয়াছিলেন এবং

তিনিও তাহা প্রভুপাদকে শুনাইয়াছিলেন, আজ সহসা প্রভুপাদের সেই প্রকট-কালীয়া স্মৃতি জাগরূক হওয়ায় শ্রীধর মহারাজ অপূর্ব্ব ভাবাবিষ্ট হইয়া সেই গীতিটি কীর্ত্তন পূর্ব্বক "রাধে রাধে জয় জয় রাধে রাধে" বলিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে অনেকক্ষণ যাবৎ উদ্দণ্ড নৃত্য করিলেন। আজ তিনি আত্মহারা। অশীতিপরবৃদ্ধ, একজনের সহায়তা ব্যতীত যিনি চলিতে পারেন না, আজ তাঁহার এইরূপ ভাবাবেশে বাহুতুলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তনে সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। পঞ্চ দিবসীয় সভার চার দিনই তাঁহার ভাষণ অতীব অপূর্ব্ব হইয়াছিল। পঞ্চম অধিবেশন দিবসে তিনি বিশেষ কার্য্যবশতঃ শ্রীধাম-নবদ্বীপ যাত্রা করেন। যাহা হউক, শ্রীব্যাসপূজা মহাসঙ্কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইলে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর অগণিত নর নারী বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ সেবা করেন। এদৃশ্য এক অপূর্ব্ব মনোরম দৃশ্য।

বলাবাহুল্য পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব সম্বৎসরব্যাপী যেখানেই শ্রীল প্রভুপাদের শতবর্ষপূর্ত্তি সভার অধিবেশন করিয়াছেন, সেখানেই সভারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার যথাবিধি পূজা ও শততম দীপারতি সম্পাদন করিয়া তিনিও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তনে আত্মহারা হইয়াছেন। প্রভুপাদের উপদেশামৃত বিবিধ শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা সরলভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার অপূর্ব্ব শক্তি তিনি লাভ করিয়াছেন। প্রভুপাদই তাঁহাকে কৃপা পূর্ব্বক এই শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। কৃষ্ণই গুরুরূপ ধারণ করিয়া ভক্তগণকে কৃপা করেন। সম্বৎসর ধরিয়া হরি-কথামৃতের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে। এখনও তাহার নিবৃত্তি নাই।

শ্রীব্যাসপূজাবাসরে সন্ধ্যায় প্রভুপাদের শততম বর্ষ-পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় একাধিক শততম দীপারতি সম্পাদিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ ঐ দিবস এবং ৪র্থ ও ৫ম দিবসের সন্ধ্যায়ও ঐ ১০১ দীপারতি বিধান করেন।

শ্রীমঠের এবং উচ্চচূড় শ্রীমন্দিরের বহির্দ্দেশ মাল্যা-কারে বিচিত্রবর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালায় অতিসুন্দর-রূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। নাটমন্দিরটিও সুন্দররূপে সাজান হইয়াছিল। লাইব্রেরী রোডের প্রবেশ পথে একটি বিরাট সুদৃশ্য তোরণ নির্ম্মিত হইয়া বিবিধ রং এর আলোক মালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। মঠের প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বও সাজান হইয়াছিল।

বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের দর্শন লাভ ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণে কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোঽভীষ্টের কএকটি কথা

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ১৮ই চৈত্র, ১৩৩২; ১লা এপ্রিল, ১৯২৬ সালে লিখিত একখানি পত্রে লিখিতেছেন—"শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের মনোঽভীষ্টের কতিপয় নিজ কথা তাঁহারই ভাষায় আমি নিম্নে লিখিতেছি।" শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ তাঁহার মনোঽভীষ্ট প্রচারের যাবতীয় ভার শ্রীল প্রভুপাদের উপরই ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল প্রভু-পাদও তাঁহার শেষ বাণীতে আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন—"ভক্তিবিনোদ ধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তি-বিনোদ মনোঽভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হ'বেন।" শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীশ্রীরাধারাণীর দ্বিতীয় প্রকাশ-বিগ্রহরূপেই দর্শন করিতেন। এজন্য বলিতেন—তাঁহাকে 'বাবা' ইত্যাদি বুদ্ধিতে 'রাধা' দর্শনে 'বাধা' উপস্থিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মঠের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে প্রায়শঃই শ্রীবিনোদপ্রাণ, শ্রীবিনোদানন্দ, শ্রীবিনোদকান্ত, শ্রীবিনোদকিশোর, শ্রীবিনোদনাথ, শ্রীবিনোদমাধব, শ্রীবিনোদরমণ, শ্রীবিনোদগোবিন্দানন্দ, শ্রীবিনোদবিনোদ, শ্রীবিনোদ-বিলাস, শ্রীবিনোদরাম ইত্যাদি রূপে নামকরণ

করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট লিপিবদ্ধ করিয়া তচ্চরণাশ্রিত—তদ্‌বিষসাশী আমাদের উপরও কৃপাপূর্ব্বক সেই মনোঽভীষ্টপ্রচারে ব্রতী হইবার নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সেই মনোঽভীষ্ট আমাদের সকলেরই অবশ্যজ্ঞাতব্য-বিধায় আমরা নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি :—]

১। "জাগতিক আভিজাত্য গৌরব-বাদিগণ নিজেরা প্রকৃত আভিজাত্য লাভ করিতে না পারিয়া প্রকৃত বৈষ্ণবগণ পাপফলে নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—এরূপ বলিয়া থাকেন; ইহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধ হয়। সম্প্রতি ইহার প্রতিকার-স্বরূপ **বৃত্তদৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপন-কার্য্য**— যাহা তুমি আরম্ভ করিয়াছ, উহাই প্রকৃত বৈষ্ণব-সেবা বলিয়া জানিবে।

২। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারের অভাব হইতেই মেয়েলি কুসংস্কার ও কুশিক্ষাগুলি সহজিয়া, অতিবাড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভক্তি বলিয়া সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি **ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার ও প্রকৃত আচার দ্বারা** সেই সকল বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সর্ব্বদা দলন করিও।

৩। **শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা** যত শীঘ্র পার, আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে। এই কার্য্যেই জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। শ্রীমায়াপুরের সেবাটী যাহাতে স্থায়ী হয়, দিন দিন উজ্জ্বল হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। **মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচার** (নির্জ্জন ভজন নহে) **দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে।** তুমি **নিজের জন্য নির্জ্জন ভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা শ্রীমায়াপুরের সেবার ক্ষতি করিও না।**

৪। আমি না থাকা কালে তোমার *** **বড় আদরের শ্রীমায়াপুরের সেবা। তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে, ইহা তোমার প্রতি আমার বিশেষ আদেশ।** বনমানুষ, * * মানুষ প্রভৃতির কোনদিন ভক্তি হইতে পারে না; কখনও তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবে না, অথচ তাহাদিগকে একথা জানিতে বা জানাইয়া দিবে না।

৫। 'শ্রীমদ্ভাগবত,' 'ষট্‌সন্দর্ভ,' 'বেদান্তদর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থের শুদ্ধভক্তিতাৎপর্য্যময়তা দেখাইবার আমার আন্তরিক যত্ন ছিল। সেই কার্য্যের ভার তুমি গ্রহণ করিবে। **শ্রীমায়াপুরে বিদ্যাপীঠ স্থাপন** করিলে শ্রীমায়াপুরের উন্নতি হইবে।

৬। নিজ-ভোগের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসংগ্রহ **বা অর্থ**-সংগ্রহের জন্য কোন দিন যত্ন করিও না, কেবল ভগবৎসেবার জন্যই ঐসকল সংগ্রহ করিবে; **অর্থের বা স্বার্থের জন্য কখনও দুঃসঙ্গ করিবে না।"**

[অর্থাৎ বৃত্তদৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংস্থাপন ; শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রচার ও তাহার প্রকৃত আচার ; শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা, মুদ্রাযন্ত্রস্থাপন, ভক্তিগ্রন্থ ও নামহট্টের প্রচার-দ্বারা শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা-সম্পাদন ; শ্রীমায়াপুরের সেবার জন্য বিশেষ যত্নই শ্রীল ঠাকুরের মদীয় প্রভুপাদ-প্রতি বিশেষ আদেশ, সুতরাং আমাদেরও ঐ আদেশ শিরোধার্য্য, শ্রীমায়াপুরে বিদ্যাপীঠ স্থাপন-দ্বারা শ্রীমায়া-পুরের সেবোন্নতি বিধান ও অর্থ বা স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়— এই মনোঽভীষ্ট-ষট্‌ক আমাদের প্রত্যেকেরই প্রণিধান-যোগ্য। আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া।]

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমার বিধি

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত।
জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাশয়।
গদাধর শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয়॥
জয় জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম-সার।
যেই ধাম সহ গৌরচন্দ্র অবতার॥

ষোলক্রোশ নবদ্বীপ মধ্যে যাহা যাহা।
বর্ণিব এখন ভক্তগণ শুন তাহা॥
ষোলক্রোশ মধ্যে নবদ্বীপের প্রমাণ।
ষোড়শ প্রবাহ তথা সদা বিদ্যমান॥
মূল-গঙ্গা পূর্ব্বতীরে দ্বীপ চতুষ্টয়।
তাহার পশ্চিমে সদা পঞ্চদ্বীপ রয়॥

স্বর্ধুনী প্রবাহ সব বেড়ি দ্বীপগণে।
নবদ্বীপধামে শোভা দেয় অনুক্ষণে॥
মধ্যে মূল-গঙ্গাদেবী রহে অনুক্ষণ।
অপর প্রবাহে অন্য পুণ্যনদীগণ॥
গঙ্গার নিকটে বহে যমুনাসুন্দরী।
অন্য ধারা মধ্যে সরস্বতী বিদ্যাধরী॥
তাম্রপর্ণী কৃতমালা ব্রহ্মপুত্রত্রয়।
যমুনার পূর্ব্বভাগে দীর্ঘ ধারাময়॥
সরযু নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী গোমতী।
প্রস্থে বহে গোদাবরী সহ দ্রুতগতি॥
এই সব ধারা পরস্পর করি ছেদ।
এক নবদ্বীপে নববিধ করে ভেদ॥
প্রভুর ইচ্ছায় কভু ধারা শুষ্ক হয়।
পুনঃ ইচ্ছা হৈলে ধারা হয় জলময়॥
প্রভুর ইচ্ছায় কভু ডুবে কোন স্থান।
প্রভুর ইচ্ছায় পুনঃ দেয় ত' দর্শন॥
নিরবধি এইরূপ ধাম লীলা করে।
ভাগ্যবান্ জনপ্রতি সর্ব্বকাল স্ফুরে॥
উৎকট বাসনা যদি ভক্তহৃদে হয়।
সর্ব্বদ্বীপ সর্ব্বধারা দর্শন মিলয়॥
কভু স্বপ্নে কভু ধ্যানে কভু দৃষ্টিযোগে।
ধামের দর্শন পায় ভক্তির সংযোগে॥
গঙ্গা-যমুনার যোগে যেই দ্বীপ রয়।
অন্তর্দ্বীপ তার নাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
অন্তর্দ্বীপ মধ্যে আছে পীঠ **মায়াপুর**।
যথা জন্মিল প্রভু চৈতন্য ঠাকুর॥
গোলোকের অন্তর্ব্বর্ত্তী যেই মহাবন।
মায়াপুর নবদ্বীপে জান ভক্তগণ॥
শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ গোলোক বৃন্দাবন।
নবদ্বীপে সব তত্ত্ব আছে সর্ব্বক্ষণ॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী আর।
অবন্তী দ্বারকা যেই পুর সপ্তসার॥
নবদ্বীপে সে-সমস্ত নিজ নিজ স্থানে।
নিত্য বিদ্যমান গৌরচন্দ্রের বিধানে॥
গঙ্গাদ্বার মায়ার স্বরূপ মায়াপুর।
যাহার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে আছয়ে প্রচুর॥
সেই মায়াপুরে যে যায় একবার।
অনায়াসে হয় সেই জড় মায়া পার॥
মায়াপুরে ভ্রমিলে মায়ার অধিকার।
দূরে যায়, জন্ম কভু নহে আরবার॥
মায়াপুর উত্তরে সীমন্তদ্বীপ হয়।
পরিক্রমা-বিধি সাধু শাস্ত্রে সদা কয়॥
অন্তর্দ্বীপে মায়াপুর করিয়া দর্শন।
শ্রীসীমন্তদ্বীপে চল বিজ্ঞ ভক্তজন॥
গোদ্রুমাখ্য দ্বীপ হয় মায়ার দক্ষিণে।
তাহা ভ্রমি চল মধ্যদ্বীপে হৃষ্টমনে॥
এই চারি দ্বীপ জাহ্নবীর পূর্ব্বতীরে।
দেখিয়া জাহ্নবী পার হও ধীরে ধীরে॥
কোলদ্বীপ অনায়াসে করিয়া ভ্রমণ।
ঋতুদ্বীপে শোভা তবে কর দরশন॥
তারপর জহ্নুদ্বীপ পরম সুন্দর।
দেখি মোদদ্রুম দ্বীপে চল বিজ্ঞবর॥
রুদ্রদ্বীপ দেখ পুনঃ গঙ্গা হয়ে পার।
ভ্রমি মায়াপুর ভক্ত চল আর বার॥
তথায় শ্রীজগন্নাথ শচীর মন্দিরে।
প্রভুর দর্শনে প্রবেশহ ধীরে ধীরে॥
সর্ব্বকালে এইরূপ পরিক্রমা হয়।
জীবের অনন্ত সুখ প্রাপ্তির আলয়॥
বিশেষত মাকরী সপ্তমী তিথি গতে।
ফাল্গুনী পূর্ণিমাবধি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে॥
পরিক্রমা সমাধিয়া যেই মহাজন।
জন্মদিনে মায়াপুর করেন দর্শন॥
নিতাই গৌরাঙ্গ তারে কৃপা বিতরিয়া।
ভক্তি অধিকারী করে পদছায়া দিয়া॥
সংক্ষেপে কহিনু পরিক্রমা বিবরণ।
বিস্তারিয়া বলি এবে করহ শ্রবণ॥
যেইজন ভ্রমে একবিংশতি যোজন।
অচিরে লভয় সেই গৌরপ্রেমধন॥
জাহ্নবী নিতাই পদ ছায়া যার আশ।
এ ভক্তিবিনোদ করে এ তত্ত্ব প্রকাশ॥

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে

বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ** প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পরিব্রাজক ওঁ **শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী** বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে কলিকাতাস্থ ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডের **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব** গত ১৯ পৌষ, ৪ জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ২৩ পৌষ, ৮ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীনিখিল চন্দ্র তালুকদার, বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী, মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিলকুমার হাজরা, মাননীয় বিচারপতি শ্রীশচীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য এবং প্রাক্তন বিচারপতি মাননীয় শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সভার প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার বার্ত্তা-সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, য়্যাড্‌ভোকেট। প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনের বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, উদালা শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, বর্দ্ধমানস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, রিষ্‌ড়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, দমদমস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ ও অধ্যাপক শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল যথাক্রমে 'ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা'; 'সংসার দুঃখের প্রতিকার'; 'সাধ্য ও সাধন'; 'শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য' এবং 'শ্রীবিগ্রহসেবার উপকারিতা'।

বিচারপতি **শ্রীনিখিল চন্দ্র তালুকদার** প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"আমাদের দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবার বহুমুখী প্রচেষ্টার জন্য আমি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সেবকগণকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। শ্রীমদ্‌ মাধব মহারাজ ও বিশিষ্ট আচার্য্যবর্গের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ ক'রে আমরা সকলেই উপকৃত হয়েছি। ধর্ম্ম বলতে কেবল বাহ্যানুষ্ঠান বা আড়ম্বরকে বুঝায়

না। যা' সত্য, সুন্দর ও শিব তাই ধর্ম্ম। যা' আমাদিগকে শান্তির পথে, সত্যের পথে ধরে রাখতে পারে তাকেই ধর্ম্ম বলে। ধর্ম্মের মূল কথা হচ্ছে পরমপুরুষে বিশ্বাস। এই ঈশ্বর বিশ্বাস না থাকলে, ধর্ম্মভিত্তিক জীবন না হ'লে, আমরা জাতি হিসাবে দাঁড়াতে পারবো না। ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাব জাতীয় জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা এনে আমাদের প্রগতিকে ব্যাহত করবে। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—আমরা অমৃতের সন্তান, এটা বুঝতে পারলে আর অশান্তি থাকবে না।"

ধর্ম্ম শুধু মতবাদ মাত্র নহে, উহা দৈনন্দিন জীবনে আচরণের মাধ্যমে পরিস্ফুট। উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও দৈনন্দিন জীবনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলেই আজও ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সজীব রয়েছে, এই সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্টিকে কেহ ধ্বংস করতে পারে নাই, পারবেও না। ধর্ম্মের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি আমরা বর্ত্তমানে দেখ্‌তে পাই শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মে, যিনি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সকলকেই কোল দিয়েছিলেন। প্রকৃত ধর্ম্মের অনুশীলন মানুষের মধ্যে অবশ্যই পরিবর্ত্তন এনে

বিচারপতি **শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—"আজকের দিনে দৈনন্দিন জীবনে যে নৈরাশ্য, দুঃখ দৈন্য দেখা দিয়েছে, তাতে আজকের আলোচ্য বিষয়ের সমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করবেন। ধর্ম্মই সত্য এবং পরমসত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্। ভগবান্ আছেন, কি নেই, এই নিয়ে বৃথা তর্ক না ক'রে যদি আমরা মেনেই নি তাতে আমাদের ক্ষতি কিছু হবে না, বরং অনেক দিক্ দিয়ে সুবিধা হবে। ভগবদ্বিশ্বাস আমাদের মনে ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পুণ্যের বোধ এনে দিবে এবং বিপৎকালে আমাদের সহায় ও অবলম্বনস্বরূপ হবে।"
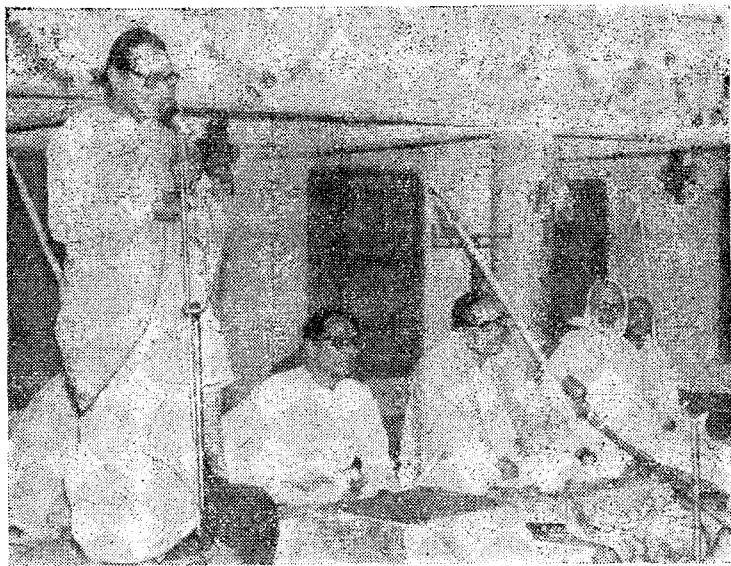
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় **মঠের বার্ষিক অধিবেশনে (প্রথম দিনের)** বাম হইতে—**অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ (ভাষণরত), বিচারপতি শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীনিখিল চন্দ্র তালুকদার ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।**

অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ তাঁহার ভাষণে বলেন,—"ভারতবর্ষের ধর্ম্মে সঙ্কীর্ণতা নাই। ধর্ম্মের বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক অদ্ভুত ঐক্য রয়েছে। আমাদের

দিবে। ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির জন্য এই জাতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা রয়েছে, যাতে করে আলোচনার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রাচীন

ঐতিহ্য ও কৃষ্টির কথা জানতে পারি, বুঝতে পারি এবং অনুপ্রাণিত হ'তে পারি।"

সাংবাদিক **শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী** দ্বিতীয় দিবসে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

"এ যুগের বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, সর্ব্বত্রই চেষ্টা চলছে কি ক'রে মানুষের দুঃখ দূর করা যায় ও সুখ লাভ হয়। কিন্তু এসব চেষ্টার সুফল দেখা যাচ্ছে না, বরং দুঃখ বেড়েই চলছে। জৈমিনীর কর্ম্ম-মীমাংসা, কণাদের বৈশেষিক, পতঞ্জলি ঋষির যোগ, কপিলের সাংখ্য এবং গৌতমের ন্যায়-দর্শন সমূহেও দুঃখ প্রতিকারের পন্থা প্রদর্শিত হয়েছে। এ সবগুলো বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝা যায় অজ্ঞানই দুঃখের কারণ। বাস্তব জ্ঞানের আবির্ভাবেই অজ্ঞান দূর হ'তে পারে। উক্ত বাস্তব জ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলে, উহা আনন্দস্বরূপ। বেদান্ত বলছেন 'আনন্দং ব্রহ্ম'। বেদান্তের পরই সুখের ধারণা এলো। অদ্বৈতবাদী জ্ঞানী সম্প্রদায় 'সোঽহং' বাদ প্রচার করলেন অর্থাৎ 'আমি সেই ব্রহ্ম'। এতে সমস্যা দাঁড়ালো, আমিই যদি সেই ব্রহ্ম হই, তবে কাকে প্রণাম করবো? এই বিপদ্ হ'তে উদ্ধার করলেন দ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বমুনি এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামী। তাঁরা বল্লেন ঈশ্বর অখিল কল্যাণগুণের মূর্ত্তস্বরূপ, তাঁকে আমরা ভালবাসতে পারি। এই ভক্তিধর্ম্মের মহিমা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বেদান্তের তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। আবার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠে প্রেম-ভক্তির পরাকাষ্ঠা বিষয়সমূহ আমরা জান্‌তে পারি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কাম ও প্রেমের পার্থক্য এই ভাবে জানিয়েছেন—"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥" এই কৃষ্ণপ্রেমের সর্ব্বোত্তম আদর্শ ব্রজগোপীগণ, যাঁদের কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে আত্মসমর্পণের তুলনা নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উক্ত কৃষ্ণপ্রেম লাভের সহজ সরল পন্থা ব'লেছিলেন শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন।"

বিচারপতি **শ্রীসলিল কুমার হাজরা** তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

"সাধারণ মানুষ চায় টাকা-কড়ি, আহার-বিহার, পার্থিব জিনিষ। ঐ সব বস্তু প্রাপ্তির জন্য তারা সাধন করছে। কিন্তু তারা স্থায়ী শান্তি পাচ্ছে না, বরং তাদের জীবনে আছে দুঃখ ও ব্যথা। সুখের সন্ধান করতে গিয়ে মানুষ ধর্ম্ম করছে। গীতা শাস্ত্র আলোচনায় আমরা জান্‌তে পারি প্রকৃতির তিনটি গুণ মানুষকে আবদ্ধ করে রেখেছে। সত্ত্বগুণে মানুষ জ্ঞান ও সুখের সন্ধান করে, রজোগুণে কর্ম্ম করতে প্রবৃত্ত হয়, আর তমোগুণে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়ে। সত্ত্বগুণে মানুষ ঊর্দ্ধগতি, রজোগুণে মধ্য এবং তমোগুণে অধোগতি লাভ করে থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করতে পারলেই মানুষ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি হতে বিমুক্ত হ'য়ে পরমানন্দময় অবস্থা (অমৃত) লাভ করতে পারে। অব্যভিচারী ভক্তিযোগযুক্ত হ'য়ে সেবার দ্বারাই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। ঈশ্বর লাভ-ই মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য। "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"॥—(গীতা ৬।২২)। তাঁকে পেলে অন্য লাভকে অধিক বলে মনে হবে না, তাঁতে স্থিত হ'লে গুরুতর দুঃখ এসেও আমাদিগকে বিচলিত করতে পারবে না। সেই ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গীতাশাস্ত্র উপদেশ করেছেন তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী গুরুতে প্রপন্ন হ'তে, ভগবৎকথা শুনতে, আলাপ করতে, প্রীতি পূর্ব্বক তাঁর ভজনা করতে। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" (গীঃ ৪।৩৪)। "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ

মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" (গীতা ১০।৯-১০)। ভক্তির তিনটি স্তর সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেমভক্তি। প্রেম-ভক্তিই জীবের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। প্রেমভক্তির মধ্যেও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদিরূপ ক্রমোৎকর্ষ বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রদর্শিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রেমভক্তি প্রচার করেছিলেন।"

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—

"মানুষের চরম প্রাপ্য বস্তু কি, কি উপায়ে সেখানে পৌঁছান যায় এ বিষয়ে মনুষ্য সভ্যতার প্রারম্ভ হ'তেই চেষ্টা চলছে। মানুষের মধ্যে দিব্যভাবই মানুষকে জন-কল্যাণকর কার্য্যে প্রবুদ্ধ করে। পুষ্করিণীতে একজন ডুবে যাচ্ছে দেখে নিজের প্রাণের মমতা ছেড়ে তাকে বাঁচাবার যে চেষ্টা মানুষের মধ্যে লক্ষিত হয় তাকে দিব্যভাবের স্ফুলিঙ্গ বলতে পারেন। ঐ দিব্যভাবের সমৃদ্ধিই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু আজকের দিনে তদ্বিপরীত আসুরিকভাবের প্রাবল্য দেখা যাচ্ছে, ভাইয়ে ভাইয়ে মারপিট দাঙ্গা হচ্ছে, রাবণের মত নারী হরণ করছে, হিট্‌লারের মত পৃথিবীকে বশীভূত করবার চেষ্টা চল্‌ছে, আমেরিকাতে এমন সব মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যাতে দু' ঘণ্টায় বিশ্ব ধ্বংস হতে পারে। মানুষ যেন আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দিব্যভাবের সমৃদ্ধি ব্যতীত মানুষকে এই ধ্বংসের হাত হ'তে রক্ষা করার অন্য উপায় নাই। কোন কোন রাজনৈতিক সম্প্রদায় ধর্ম্মহীন সাম্যবাদের দ্বারা সমাধানের চেষ্টা করছেন, কিন্তু উহা সুসমীচীন ব'লে আমি মনে করি না। যৌবনের উন্মাদনায় অনেক সময় আমরা ধর্ম্মকে মান্‌তে চাই না। কিন্তু যখন বার্দ্ধক্য আসে, যৌবনের গরিমা আর থাকে না, সম্মুখে মৃত্যুকে দেখ্‌তে পাই, তখন যৌবনের বিষয়গুলির প্রতি আর আমাদের আকর্ষণ থাকে না, ভগবানের দিকে মুখ ফিরিয়ে অন্যভাবে আমরা শান্তি লাভের চেষ্টা করি। মানুষের যৌবনটাই সমগ্র জীবন নয়। সমগ্র জীবনকে বিবেচনা করলে আমার ধারণা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মভিত্তিক সাম্যবাদই মানুষকে সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে।"

বার্ষিক সভার তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ভাষণ দিতেছেন, তাঁহার দক্ষিণে বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ।

শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন,—"লক্ষ্যহীন জীবন বৃথা। লক্ষ্য স্থির ক'রে সাধন করলে সাধ্য

বস্তু প্রাপ্তিতে সাফল্য আসতে পারে। তবে লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তা' প্রথমে স্থির করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে স্বামীজীগণ বল্লেন পূর্ণ বস্তুই জীবের সাধ্য। শ্রুতি বলেছেন—যাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়, যাঁকে জান্‌লে সব জানা হয়, তাঁকে তুমি জান, তিনি ব্রহ্মবস্তু। ব্রহ্মবস্তুকে না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অভাব মিটবে না। কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণ দেবতা কর্তৃক আদিষ্ট হ'য়ে গিয়েছিলেন বৃন্দাবনে শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট স্পর্শমণি প্রাপ্তির জন্য। শ্রীসনাতন গোস্বামী স্পর্শমণির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন।
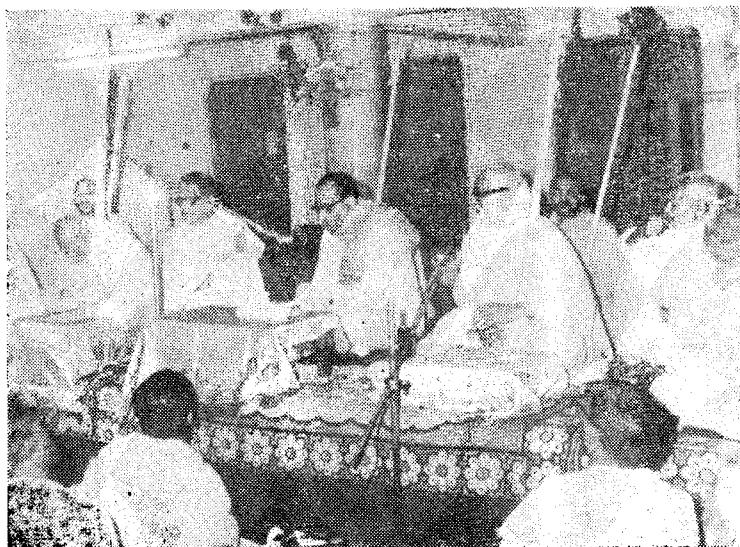
বার্ষিক সভার চতুর্থ অধিবেশন (বাম হইতে)—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীশচীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও তৎপশ্চাতে শ্রীমৎ পরমহংস মহারাজ।

কিন্তু ব্রাহ্মণের দৈবাদেশের কথা শুনে অনেক চিন্তার পর তাঁর স্মৃতি পথে এলো, অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় তিনি মণিকে তুচ্ছ স্থানে ফেলে রেখে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণকে তিনি প্রাপ্তিস্থান নির্দ্দেশ ক'রে দিলেন। ব্রাহ্মণ স্পর্শমণি প্রাপ্ত হ'য়ে আনন্দমনে কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে চিন্তা করলেন,—'গোস্বামীজী এমন কি ধন পেয়েছেন যে জন্য স্পর্শমণিকেও অতি তুচ্ছ বোধে ফেলে রেখে দিয়েছিলেন, তা'হ'লে কি আমি ঠকলাম, গোস্বামীজীর নিকট নিশ্চয়ই আরও মূল্যবান্ ধন রয়েছে।' তিনি ফিরে এসে বল্লেন—'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি, তার কিছু মাগি নত শিরে, এত বলি ফেলিলা মণি নদী-নীরে।' গোস্বামীজী তখন তাঁকে কৃষ্ণপ্রেম দিলেন। 'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। দাস করি দেহ মোরে কৃষ্ণপ্রেম ধন॥' সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমই জীবের সাধ্য এবং শুদ্ধভক্তি তার সাধন। ভক্তসঙ্গের ফলেই ভক্তি লভ্য হয়। ভক্তকে অতিক্রম ক'রে আমরা ভগবান্‌কে পেতে পারি না, কারণ তিনি ভক্তাধীন।"

বিচারপতি **শ্রীশচীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য** সভার চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"শ্রীনামপরায়ণ ভক্তগণের শ্রীমুখে হরিনাম-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য শুন্‌বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি এখানে এসেছি। আপনাদিগকে শুনাব এ প্রকার ধৃষ্টতা আমি করতে চাই না। আমাকে সভাপতির আসন প্রদান ক'রে হরিনাম-মাহাত্ম্য শুনবার সুযোগ দেওয়ায় আমি ভক্তগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"আলোচনার বিষয় বস্তু খুবই কঠিন। মহারাজগণ এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা

করলেন তা' আমার মত ব্যক্তির পক্ষে ধারণা করা বা পুনরাবৃত্তি করা শক্ত। হরিনামের মাহাত্ম্য অনন্ত। কেহই নামের মহিমা কীর্ত্তন করে শেষ করতে পারেন না। জড় জগতের শব্দের তুল্য হরিনাম নহে। এ জগতে শব্দ ও শব্দোদ্দিষ্ট-বস্তুতে পার্থক্য আছে। কিন্তু হরিনাম ও হরি অভিন্ন। বৈকুণ্ঠ নাম উচ্চারণের যোগ্যতা সকলের হয় না। ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে যে ভগবন্নাম তাহাই বৈকুণ্ঠ নাম। অবান্তর মতলবযুক্ত হ'য়ে ভগবন্নাম উচ্চারণ করলে বৈকুণ্ঠ নাম কীর্ত্তিত হয় না। এ বিষয়ে অধিক বলা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। মঠাধ্যক্ষ শ্রীল মাধব মহারাজ ও অন্যান্য মহারাজগণের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির আশায় আমি মঠের প্রতি অনুষ্ঠানে এসে থাকি এবং হরিকথা শুনবার সৌভাগ্য বরণ করে ধন্য হই।"

শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

"এতক্ষণ আপনারা যে সব কথা শুন্‌লেন শাস্ত্রের বচন উদ্ধার ক'রে আমি সে ভাবে বুঝাতে পারবো না। গোড়ায় আচার্য্যদেব বলেছেন আমরা পুতুল পূজা করি না। ধাতু বা মাটী পূজা আমরা করি না। ভগবানের আবির্ভাব জেনে তাঁতে পূজা বিধান ক'রে থাকি। রাজস্থানের এক বিচার সভায় স্বামী দয়ানন্দ এবং কাশীর একজন সাধু উপস্থিত হয়েছিলেন। মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে দয়ানন্দ স্বামী বৈদিক মত ব্যাখ্যা করলেন। কাশীর সাধু সনাতন ধর্ম্মের পক্ষে মূর্ত্তি-পূজার সমর্থনে বৈদিক সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করলেন। দয়ানন্দের পিতৃদেবের একটি বিশাল তৈলচিত্র সেই সভাতে ছিল। কাশীর সাধু লাঠি নিয়ে তৈলচিত্রটী আঘাত করতে গেলে স্বামী দয়ানন্দ ও তাঁর পক্ষের লোক বাধা দিলেন। সাধু বল্লেন—'এটা একটা কাপড়, একে ছিঁড়ে ফেলতে আপনাদের আপত্তি কেন? এতে কি আপনার পিতৃদেব জীবিত আছেন? এই প্রাণহীন তৈলচিত্রকে আপনারা পূজা করছেন, মালা দিচ্ছেন? এই তৈলচিত্রের পূজার দ্বারা আপনাদের পিতৃদেবকে ভক্তি করাতে যদি দোষ না হয়, তা'হ'লে আপনার পিতার কারণ, সকলের কারণ যিনি, সেই পরমপিতাকে ভক্তি করাতে দোষ কি?' পিতার তৈলচিত্রটি যেমন পিতার প্রতীক, পিতৃদেবের অধিষ্ঠান চিন্তা করেই পূজা বিধান করা হয়, তদ্রূপ শ্রীমূর্ত্তি পরমপিতার প্রতীক, তাঁতে ভগবদ্‌ভাবের অধিষ্ঠান জেনে পূজা করা হয়। শ্রীল মাধব মহারাজ মূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধে যে সব মূল্যবান্ কথা বল্লেন তা আপনারা মনে রাখবেন। মঠ হ'তে বেরিয়ে গিয়ে ভুলে যাবেন না। দরকার বাড়ীতে গিয়েও এ সব বিষয়ের অনুশীলন করা এবং ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শ্রীমূর্ত্তির পূজা করা, সেবা করা পারিবারিক স্বার্থের জন্যও প্রয়োজন। পিতামাতা পরম পিতাকে ভক্তি করলে, সন্তানেরাও পরম পিতাকে ভক্তি করতে শিখবে এবং সেই সঙ্গে পিতামাতাকেও ভক্তি করবে।"

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—

"শ্রীমদ্ভাগবতে আটপ্রকার শ্রীবিগ্রহের কথা বলেছেন—(১) শৈলী, (২) দারুময়ী, (৩) লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুময়ী, (৪) মৃন্ময়ী, (৫) চিত্রপটময়ী, (৬) বালুকাময়ী, (৭) মনোময়ী ও (৮) মণিময়ী। শ্লোকটী হচ্ছে এই—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥"

নাস্তিকগণ বিগ্রহতত্ত্ব বুঝতে পারে না, তাদের বুঝবার অধিকার নাই। চর্ম্মচক্ষে তাঁকে দেখা যায় না। ভগবান্ যাঁকে দেখ্‌বার শক্তি দিবেন তিনি দেখ্‌তে পাবেন। 'ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥'—গীতা (১১।৮)।

ভগবান্ তাঁর ঐশ্বরিক রূপ দেখবার জন্য অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু দিলেন। কামময় চিত্তবৃত্তিতে কখনও ভগবত্তানুভব হয় না, চাই অন্যাভিলাষাদিশূন্য শুদ্ধভক্তি; যথা—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" —ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ভক্তির দ্বারা যশোদামাতা ভগবান্‌কে বেঁধেছিলেন। একদিকে ভক্তের ভক্তি,

বার্ষিক সভার পঞ্চম অধিবেশনে শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভাষণ দিতেছেন, তাঁহার বাম পার্শ্বে শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল মধুসূদন মহারাজ।

অন্যদিকে ভগবানের কৃপা, তবে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। তাঁর কৃপা ছাড়া আমরা জোর ক'রে তাঁকে পেতে পারি না। এ রকম অনেক ঘটনার কথা শুনা যায়। ভক্তের ভক্তিতে বশীভূত হ'য়ে শ্রীমূর্ত্তি চলেন, কথা বলেন, খান, তাঁর শরীর দিয়ে ঘাম ঝরে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ভগবৎ প্রেম লাভের জন্য যে পাঁচটী ভক্তি সাধনের কথা বলেছেন তন্মধ্যে একটী শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন। 'সাধু সঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন॥ সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ॥ কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥' —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

২১ পৌষ, ৬ জানুয়ারী রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রী গুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করেন। রথাকর্ষণে নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিল বহু বাদক দল এবং বিচিত্র রঙ্গের পতাকাসহ বালক-বালিকাগণ, তৎপরে সংকীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দের দল। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ প্রভুর প্রাণমাতান নৃত্য কীর্ত্তনে ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। রথ নির্ম্মাণ ও সজ্জায় বিশেষভাবে আনুকূল্য করিয়া শ্রীপাদ গোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী প্রভু ও তদ্বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহায়তা করিয়া শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদভাজন হন। রথের জন্য গাড়ী দিয়া সাহায্য করায় আজাদ ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর মালিক ও সদস্যগণ ধন্যবাদার্হ হন।

কলিকাতা সহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ পরিচালিত সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় নরনারীগণ পরমোল্লাসে রথাকর্ষণ করিতেছেন।
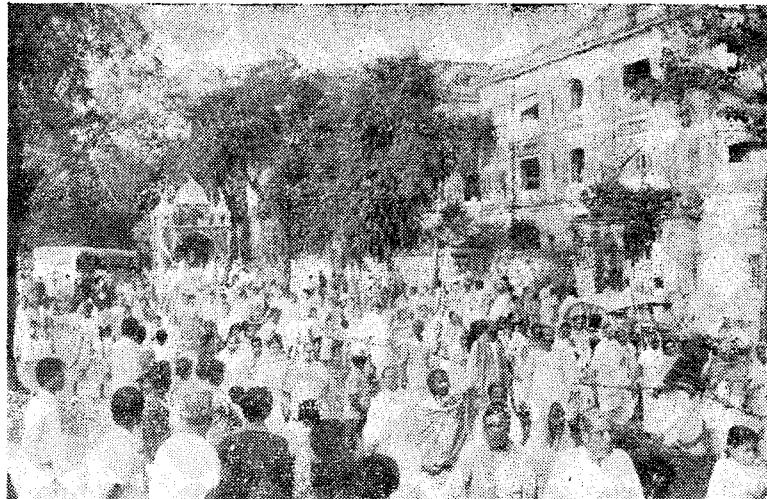
আসামে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব শতবার্ষিকী উৎসব

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ —

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মিশন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট প্রভুপাদ **১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী** গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব **শতবার্ষিকী উৎসব** আসামে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ পরিচালিত কামরূপ জেলান্তর্গত সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত ৬ মাঘ, ২০ জানুয়ারী রবিবার হইতে ৮ মাঘ, ২২ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দিবসের সান্ধ্য অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসত্যকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং অবসরপ্রাপ্ত এস্-পি শ্রীজীবন চন্দ্র নাথ। সান্ধ্য অধিবেশনের বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ও তাঁহার অবদান-বৈশিষ্ট্য'; 'সংসার দুঃখের প্রতিকার [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষাবলম্বনে]' 'ভাগবতধর্ম্ম ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর'। প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে বিপুল নরনারীর সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব অভিভাষণ প্রদান করেন। তদ্ব্যতীত উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীপাদ চিদ্ঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ অঘদমন দাসাধিকারী, শ্রীপাদ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীমধুসূদন দাস বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

৬ মাঘ অপরাহ্ণ ২-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সরভোগ, বরনগর, চকচকাবাজারের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে। ৮ই মাঘ মহোৎসবে কয়েক সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শুভ উপস্থিতিতে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে দরং জেলা-সদর তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত ১১ মাঘ, ২৫ জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত দিবস চতুষ্টয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। দরং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীহেমেন্দ্র নাথ বরঠাকুর, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীশ্রীকান্ত শর্ম্মা তৃতীয় ও চতুর্থ সান্ধ্য অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তৃতীয় অধিবেশনের প্রধান অতিথি হন পুলীশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীপ্রিয়নাথ গোস্বামী। শ্রীল প্রভুপাদের অবদান ও শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ বার্ষিক রথযাত্রা অনুষ্ঠান ১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বদিবস ১৩ মাঘ সাধারণ মহোৎসবে কয়েক সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়ালপাড়া—শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-শতবার্ষিকী ও বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গোয়ালপাড়াস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ১৭ মাঘ, ৩১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভা, সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীবিগ্রহগণের রথযাত্রা, মহোৎসবাদি বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শেষ সান্ধ্য অধিবেশনের প্রধান অতিথি ছিলেন গোয়ালপাড়া জেলার যুব কংগ্রেস সমিতির সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথ নাথ। স্থানীয় নর-নারীগণ ছাড়াও গোয়ালপাড়া জেলার পার্ব্বত্যাঞ্চলবাসী ভক্তবৃন্দ ঢোল ও ব্যাণ্ডপার্টি আদিসহ বিপুল সংখ্যায় মহোৎসবে ও শোভাযাত্রায় যোগ দেন। সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ ও শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। ২ ফেব্রুয়ারী মহোৎসব দিবসে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী—গত ২০ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারী গৌহাটী পল্টনবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সভাভবনে এবং তৎপরদিবস স্থানীয় শ্রীরবীন্দ্র-ভবনে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-শতবার্ষিকীর দুইটী বিশেষ সান্ধ্য অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন গৌহাটী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর জে, সি, মহন্ত এবং গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য ডক্টর এম্, এন্, গোস্বামী। সভায় প্রধান অতিথি হন যথাক্রমে মুনিকুল আশ্রমের আচার্য্য শ্রীবিপিন চন্দ্র গোস্বামী ও অবসরপ্রাপ্ত ডি-পি-আই শ্রী ডি, গোস্বামী। 'সঙ্কীর্ণতা ও শুদ্ধপ্রীতি' এবং 'ঈশ্বর, জীব ও জগৎ' এই বক্তব্য বিষয়ের উপর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের জ্ঞানগর্ভ হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণ করিয়া সমুপস্থিত শিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ ও গৌহাটী মঠের মঠরক্ষক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্-সি ভক্তিশাস্ত্রী

বিস্তারত্র বক্তৃতা করেন। সভার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন করেন সুকণ্ঠ গায়কদ্বয় শ্রীউপনন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনামোদ।

৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমঠে প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে ভজনোন্নতি-বিষয়ক বহু মূল্যবান্ কথা শ্রবণ করতঃ শ্রোতৃবৃন্দ কৃষ্ণভজনবিষয়ে অনুপ্রাণিত হন। ২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নানন্দ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে অপরাহ্ণ ২-৩০ মিঃ এ শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া গৌহাটী সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। তৎপরদিবস মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

কলিকাতায় প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের
আবির্ভাব শততম বর্ষপূর্ত্তি অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী **শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ** ২৬ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারী শনিবার কলিকাতা **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব শততম বর্ষপূর্ত্তি** অনুষ্ঠানের প্রথম সান্ধ্য অধিবেশনে প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—

"আমি এখানে এসেছি প্রণাম জানাতে ও আশীর্ব্বাদ নিতে। আমি কিসের জন্য এসেছি, তা' শ্রীমৎ মাধব মহারাজ বল্লেন। আমার পিতামহ শ্রীশিশির কুমার ঘোষের সঙ্গে এই মঠের সম্বন্ধ, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। এজন্য আমার এখানে আসা স্বাভাবিক।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষের জীবনচরিত আলোচনার দ্বারা আমরা শান্তির পথের সন্ধান পেতে পারবো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা তাঁর শিক্ষা ঠিক ঠিক ভাবে অনুসরণ করতে ইচ্ছা করি না, সাময়িকভাবে কেবল শুনতে আসি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে শিক্ষা তাই শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর প্রচার ক'রে
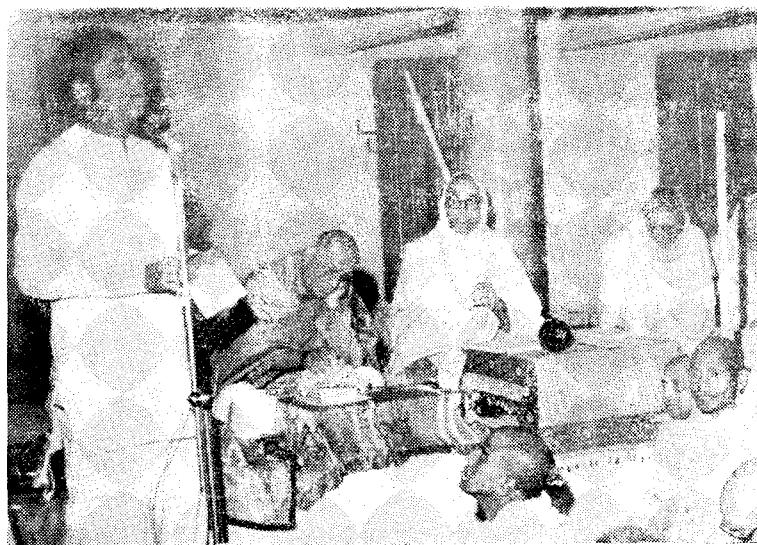
শ্রীল প্রভুপাদের শততম বর্ষপূর্ত্তি অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ ভাষণ দিতেছেন, তাঁহার বামে মঞ্চোপরি প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীল শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ।

গেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন 'নামৈব কেবলম্', খুব সহজ পথ নির্দ্দেশ করলেন, কিন্তু আমরা হরিনাম করি না। তিনি বলেছেন, 'তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী মানদ' হ'য়ে হরিকীর্ত্তন করতে। কিন্তু আমরা সেভাবে আচরণ ক'রে চলি না। সুনীচ হওয়া যে কত শক্ত তা' বলা যায় না। আর আজকাল সহিষ্ণুতার ত' বালাই নাই, গায়ে গা লাগলেই আমরা চটে উঠি। পিতামহ নবদ্বীপধাম ঘুরে এসে বল্লেন গোঁসাইরা অনেক প্রচার করেছেন বটে, কিন্তু সব ভোগবিলাসী হয়ে গেল। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম নেড়ানেড়ীর ধর্ম্মে পরিণত হ'য়েছিল। তার ফলে সমাজের ব্রাহ্মণ ও বিদ্বৎ সমাজ বৈষ্ণবধর্ম্মকে হেয় জ্ঞান করতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর, আমার পিতামহ প্রভৃতির প্রচার প্রচেষ্টায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্য্যাদা পুনঃ সংস্থাপিত হয়েছে। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বৈষ্ণবধর্ম্ম যে কত মহান্ তা' বিশ্বকে জানিয়ে গেছেন। তিনি হাজার হাজার অভক্তকে ভক্ত করেছেন। আপনারাও অভক্তদের ভক্ত করুন। মানুষের চিত্তবৃত্তির যে কত পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, বর্ত্তমান সমাজচিত্র কি, তা' একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আপনারা বুঝতে পারবেন। আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, এমন এক দিন ছিল যে সময়ে শুধু 'অমিয় নিমাই চরিত' বিক্রয় করে আমাদের বিরাট সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ হ'ত। কিন্তু আজ সেই চাহিদা কোথায়? মানুষ দ্রুত গতি কোথায় নেমে যাচ্ছে চিন্তা করুন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব তিথি আসছে। তাতে বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন, বিরাট্ সভা হবে, কিন্তু তাতেও কিছু হবে না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট আমার আবেদন তাঁরা মানুষের এই অধোগতিকে প্রতিরোধ করুন, ক্ষয়িষ্ণু বৈষ্ণব সমাজের পুনরুদ্ধার সাধন করুন।"

প্রধান বিচারপতি মাননীয় **শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

"প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শততম বর্ষপূর্ত্তি অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক সভায় যোগদানের সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত এবং নিজেকে ধন্য মনে করছি। শৈশবে প্রভুপাদকে দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার মাতামহ স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর সহিত প্রভুপাদের সম্বন্ধ ছিল। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুরুতে ভাড়া বাড়ীতে ছাদে প্যাণ্ডেল ক'রে যখন সভা হ'ত আমার শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে কথা শুনবার সুযোগ হ'য়েছিল, কিন্তু তখন কিছুই বুঝি নাই। তবে অনুভব করেছি তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্মীতা ও সুবিচক্ষণতা। তাঁর তিরোধানের পর শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনেরও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা কেহই অস্বীকার করতে পারবেন না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু প্রেমভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বলেছেন। তিনি বিদগ্ধ সমাজ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন এই প্রেমভক্তির বাণী প্রচার ক'রে, সকলকে হরিনাম সংকীর্ত্তনে উদ্বুদ্ধ ক'রে। দেশে দেশে যে সুসংহত মনুষ্য সমাজ গঠনের প্রয়াস হচ্ছে তা' ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি প্রেমভক্তিকে আশ্রয় না করে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রেমভক্তির বাণী শুধু বাংলায় নয়, ভারতে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার করেছিলেন শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। বৈষ্ণবধর্ম্মে যে বহু ভ্রান্তি, ত্রুটী প্রবেশ করেছিল তা' দূর করলেন ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। দেশে অন্ন সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, বেকার সমস্যা প্রভৃতি বহু সমস্যা আছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি সেদিন খেদের সহিত বল্লেন, সব চেয়ে বড় সমস্যা

দেশের চরিত্র-সমস্যা। চরিত্র-সমস্যার সমাধান করতে হ'লে এই জাতীয় সভা-সমিতির অত্যাবশ্যকতা রয়েছে; তা' সম্মিলিতভাবেই করা হউক বা পৃথক-ভাবেই করা হউক; নতুবা দেশকে রক্ষা করা যাবে না। এজন্য গৌড়ীয় মঠের সকল মহানুভবের নিকট প্রার্থনা করছি আপনারা ব্যাপকভাবে প্রচার ক'রে দেশকে চরিত্র-সমস্যা হ'তে উদ্ধার করুন।"

শ্রীশ্রীগৌরস্তুতি

ব্রহ্ম যাঁর অঙ্গকান্তি পরতমা বিভূতি।
ভগবান্ গৌরকৃষ্ণ তাঁর করি স্তুতি ॥১॥
গৌর কৃষ্ণ ভিন্ন নন সাধু-শাস্ত্র-বাণী।
নিজ নাম প্রেম দিতে আইলা অবনী ॥২॥
গৌরহরি বিশ্বম্ভর কৃষ্ণ-প্রেম দিলা।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ হইলা ॥৩॥
রাধাভাবকান্তি ল'য়ে কৃষ্ণ গৌর হ'ল।
নামপ্রেমামৃত দিয়া জগৎ মাতা'ল ॥৪॥
অনর্পিতচর প্রেমভক্তি বিলাইলা।
রাধাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা প্রচারিলা ॥৫॥
কলিযুগ-ধর্ম্ম কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন।
যুগাবতার-রূপে তাহা কৈলা প্রবর্ত্তন ॥৬॥
কলিযুগ-অবতার গৌরহরি হন।
ভাগবত-শাস্ত্র-বাক্য ইহাতে প্রমাণ ॥৭॥
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার শ্রেষ্ঠ বলি জানি।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ তাঁর অঙ্গ মানি ॥৮॥
গৌরশক্তি গদাধর, ভকত শ্রীবাস।
পঞ্চতত্ত্বরূপে কৃষ্ণ হইলা প্রকাশ ॥৯॥
চৌদ্দশত সাত শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে।
নবদ্বীপ মায়াপুর শ্রীযোগপীঠেতে ॥১০॥
শচী-জগন্নাথমিশ্র-পুত্ররূপ ধরি'।
প্রকট হইলা আমার শ্রীগৌরহরি ॥১১॥
গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস-লীলায় নাম প্রেম দিলা।
আটচল্লিশ বর্ষশেষে অন্তর্দ্ধান কৈলা ॥১২॥
"পৃথিবী-পর্য্যন্ত আছে যত দেশ-গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম ॥"১৩॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ঐ বাণী।
তাঁর কথা সত্য এবে জানিলা ধরণী ॥১৪॥
প্রেমদাতা গৌরহরি প্রেম দাও মোরে।
তব কৃপা বিনা প্রেম মিলিতে না পারে ॥১৫॥
তব নাম সদা গাই এই কৃপা চাই।
তব কৃপা বিনা আর অন্য গতি নাই ॥১৬॥
সপার্ষদ গৌরহরি দয়া কর মোরে।
ভক্তিবিচার যাযাবর গৌরস্তুতি করে ॥১৭॥

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ

আগামী ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে ১০ বৈশাখ, ২৪ এপ্রিল বুধবার পর্য্যন্ত হরিদ্বারে পন্তদ্বীপ মহল্লায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শিবির খোলা হইবে। নিজ নিজ ব্যয়ে যাতায়াত করতঃ মঠ-শিবিরে অবস্থান ও আহারের ব্যয় বহন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ (স্ত্রী-পুরুষ) পূর্ব্বে সংবাদ দিলে মঠ হইতে বাসস্থান ও শাস্ত্রবিহিত আহারাদির ব্যবস্থা হইতে পারিবে। বিস্তৃত বিবরণ মুখ্য কার্য্যালয় কলিকাতা মঠ [৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯০০] হইতে জ্ঞাতব্য। হরিদ্বার ক্যাম্প ঠিকানা:—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ক্যাম্প, পন্তদ্বীপ (ফ্লাইং ফক্স) পোঃ, টেলিং হরিদ্বার (উত্তর প্রদেশ)।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭.২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.৬০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৬০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৪শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

চৈত্র ১৩৮০

সম্পাদক: —

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১৭৪০

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৮০।

১৪শ বর্ষ | ২১ বিষ্ণু, ৪৮৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ চৈত্র, শুক্রবার; ২৯ মার্চ্চ ১৯৭৪। | ২য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪ শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ২য় পৃষ্ঠার পর)

শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য নির্বিশেষ ব্রহ্মের বিষয় শ্রুত হইলেও, উহা কৃষ্ণকথারূপ অমৃত হইতে বহুদূরে অবস্থিত। যেহেতু ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা চিত্ত দ্রব বা কম্পাশ্রু, পুলকোদ্গমাদি কিছুমাত্র হয় না। হরিকথা বাদ দিয়া শ্রুতির বিচার আলোচনা করিতে গেলে আমরা জ্ঞানী হইয়া পড়ি। বিষ্ণুর বিষয় শ্রবণ করা আবশ্যক। প্রহ্লাদ মহারাজ নববিধা ভক্তিকেই উত্তম অধ্যয়ন বলিয়াছেন, যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

বিষ্ণুর শ্রবণ না হইলে সংসারাসক্তিতে আবদ্ধ থাকিয়া কর্ম্মকাণ্ডে বেদালোচনায় ধাবিত হই। চিন্তা করা উচিত যে, বেদপাঠের দ্বারাও সংসার লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পরমধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে বলিয়াছেন—'তাপত্রয়োন্মূলনম্' অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্ম যাজন করিলে ত্রিতাপ উন্মূলিত হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ তাপ উন্মূলিত হওয়া দরকার। 'অন্যের উপর প্রভুত্ব করিয়া নিজের সুবিধা করিয়া লইব'—এইরূপ বিচারে এষণায় বা বাসনায় চালিত হইতে গেলে ঐ আধিভৌতিক তাপ উপস্থিত হয়। মৎসরতা উপস্থিত হইলে এষণার বা বাসনার উদয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিধর্ম্মকে 'নির্ম্মৎসরাণাং সতাং' বলিয়াছেন। সাধু ও নির্ম্মৎসর হইলে পরমধর্ম্মের আলোচনা হয়। ভাগবতধর্ম্ম 'প্রোজ্ঝিতকৈতব'। শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" মোক্ষবাঞ্ছাও কামনার অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু তাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নাই।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥

নিজের ভোগ বা ত্যাগে কৃষ্ণের সেবা নাই। মোক্ষবাঞ্ছাতেও সূক্ষ্মভাবে নিজের ভোগ পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই পরমধর্ম্মের কথা বিস্তৃতরূপে আছে। সেই পরমধর্ম্মটি কি? শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

যাহাতে অধোক্ষজ বস্তুতে ভক্তি আছে, তাহাই পরমধর্ম্ম। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি কর্ত্তব্য। অক্ষজবস্তুতে হেতুমূলে যে ভক্তি, তাহা পরমধর্ম্ম নহে।

ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

ভোগ-মোক্ষ-বাসনা থাকা পর্য্যন্ত ভক্তি হয় না। ভুক্তি ও মুক্তি ডাইনী বা পিশাচীদ্বয় আমাদের চিদ্রক্ত বা হরিভজনের বল শুষিয়া লইবে। নিজানন্দ একটুকু কম হইয়া যাওয়া ভাল। ইহ জগতে নিজেন্দ্রিয়-ভোগ পূর্ণমাত্রায় চালাইতে গেলে অপরের স্বার্থে ব্যাঘাত করিতে হয়। অসাধু কর্ম্মী ও জ্ঞানী, শুদ্ধভক্তের হিতোপদেশে কর্ণপাত না করিয়া স্বেচ্ছায় অমঙ্গল বরণ করে। পাষণ্ড মায়াবাদীরা সাধু-শাস্ত্রের সদ্যুক্তি কিছুতেই শুনিবে না। শাস্ত্র তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥

আমাদের যদি শান্তির জন্য পিপাসা না হয়, তবে আমরা অশান্ত হইয়া পড়ি। শম্ ধাতু হইতে 'শান্তি'-শব্দের উৎপত্তি। ভগবদ্ভজনের প্রতি বুদ্ধি স্থির হইলে শমগুণ লাভ হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"শমো মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধেঃ"

শ্রীমদ্ভাগবতে "নির্ম্মৎসরাণাং সতাং পরমোধর্ম্মঃ" কথিত হইয়াছে। ভাগবতগণ নির্ম্মৎসর, তাঁহাদের ধর্ম্মই পরমধর্ম্ম। নির্ম্মৎসর না হইলে সাধু হওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতই সাধুগণের জীবন।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥
(ভাঃ ১২।১৩।১৮)

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও বিচারণপর হওয়াই ভক্তি। বিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্ত্তন বাদ দিয়া কৃত্রিম উপায়ে স্মরণ বা নির্জ্জনে ধ্যান করিতে গেলে আমাদের পক্ষে জড়ের বা ভোগের ধ্যান হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবের সজ্জায় ভণ্ডেরা অপরের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে দ্বিধা বোধ করে না।

কোন সময়ে কএকটি গ্রাম্য সরল লোক কোন মালা-তিলকধারী স্বর্ণকারের দোকানে অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইবার জন্য কিছু স্বর্ণ লইয়া গিয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া গৃহের অভ্যন্তর হইতে দোকানের মালিক তাহার কর্ম্মচারীদিগকে হাঁকিয়া বলিতেছিল, "কেশব, কেশব" (কে সব ? কে সব ?)। ধূর্ত্ত কর্ম্মচারী ইঙ্গিতে উত্তর করিল গো (গরুর) পাল! গো (গরুর) পাল!! (নির্ব্বোধ নির্ব্বোধ।) কর্ম্মচারীরা পুনরায় বলিল, "হরি (চুরি করি)! হরি(চুরি করি)!!" মালিক উত্তর করিল—"হর! হর!!" (চুরি কর, চুরি কর।) এই প্রকার সাধুতার ভাণ ও নামাপরাধের মত গুরুতর অপরাধ আর কি হইতে পারে ?

'বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।' শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় লইলে ত্রিতাপ সমূলে উৎপাটিত হয়। ত্রিতাপ বৃদ্ধির কার্য্য না করিয়া অর্থাৎ অভক্তির বৃদ্ধি না করিয়া আনুষঙ্গিকভাবে ত্রিতাপ উন্মূলনের হেতু ভক্তি-বৃদ্ধির জন্য যত্ন করা উচিত। অধোক্ষজবস্তুই বাস্তব বস্তু। তিনিই বেদ্য। নিঃশক্তিক ব্রহ্ম বেদ্য হন না। সশক্তিক হইলে তিনি বেদ্য হন। অধোক্ষজ বিষ্ণু কৃপা করিয়া অবতরণ করিলে বাস্তব বস্তুর সন্ধান মিলিবে। কিন্তু জড় ভোগীদিগের ও নির্ব্বিশেষ জ্ঞানীদিগের জ্ঞেয়বস্তুর লোপ হইলে বাস্তব বস্তুর আসা হইল না; অর্থাৎ তাঁহার সন্ধান মিলিল না। নিখিল অবস্থায় কায়মনোবাক্যে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিলে জীবন্মুক্তি ঘটে।

ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

জীব অধোক্ষজ-সেবোন্মুখ হইলে মুক্ত হয়। অধোক্ষজ-সেবাবিরোধী ব্যক্তি আরোহপন্থায় যত ঊর্দ্ধে আরোহণ

করুক না কেন, তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

কিন্তু যাঁহারা কায়মনোবাক্যে মাধবের আশ্রিত, তাঁহাদের কোনও কালে পতন বা চ্যুতি ঘটে না।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

জড়জগতে যে সমস্ত অমঙ্গল আছে, তাহা নিরাকরণের জন্য আমরা গণেশের পূজা করি। গণেশকে কেহ কেহ ভগবানের অবতারও বলিয়া থাকে। কিন্তু তিনি তাহা হইতে পারেন না। দেবতাসকল ভগবানের নিকট হইতে প্রাপ্ত শক্তিবিশিষ্ট। অন্য দেবতার পূজা করি অর্থাৎ তাঁহাকে ভৃত্য জ্ঞান করি; যেহেতু আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে তাঁহাকে আর পূজা করি না, তাঁহাকে বিসর্জ্জন দেই। বিষ্ণুর সেবক গণেশ, শিব, কাত্যায়নী সকলেরই নিকট বিষ্ণুভক্তি প্রার্থনা করিতে পারেন।

এই অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে সাধুসঙ্গে হরিকথা আলোচনায় অবিদ্যার ধ্বংস হয়। শ্রীহরির প্রীতির উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া যাহা কিছু করা যায় সকলই বৃথা। সেজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

মানুষ যদি মনে করে, আমি জগতের কার্য্যে ব্যস্ত আছি, আমার হরিকথা শুনিবার অবসর কোথায়, তাহা হইলে সে ভোগী হইয়া পড়ে। আবার ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া লোক বৈরাগী হইলে নির্ব্বিশেষজ্ঞানের দিকে প্রধাবিত হয়। ফল্গু বা মর্কট বৈরাগীদিগের সুবিধা হয় না। ভোগ বা ত্যাগ জীবের ধর্ম্ম নহে। ভক্তিই জীবের পরমধর্ম্ম।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুপাদাশ্রয়

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

প্রশ্ন—'শ্রীগুরুপাদাশ্রয়'-সম্বন্ধে আমাদিগকে একটু বিশেষ করিয়া উপদেশ করুন।

উত্তর—শিষ্য অনন্যকৃষ্ণভক্তির অধিকারী হইয়া, উপযুক্ত গুরুদেবের নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবার জন্য শ্রীগুরু-চরণাশ্রয় করিবেন। শ্রদ্ধাবান্ হইলেই জীব কৃষ্ণভক্তের অধিকারী হন; পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে সাধুদিগের মুখ হইতে হরিকথা শ্রবণানন্তর হরিবিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহাই 'শ্রদ্ধা'; 'শ্রদ্ধার' উদয় হইতে হইতেই একটু শরণাপত্তির উদয় হয়—শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি প্রায় একই তত্ত্ব। জগতে কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি—'কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাহা, তাহাই আমার কর্ত্তব্য; শ্রীকৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা, তাহাই আমার বর্জনীয়; কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা; আমি কৃষ্ণকে একমাত্র পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিলাম; আমি অত্যন্ত দীন ও অকিঞ্চন এবং আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা ভাল নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছার আনুগত্যই ভাল'—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যাঁহার হইয়াছে, তিনিই অনন্যভক্তির অধিকারী। অধিকার লাভ করিবা মাত্রই ভক্তিশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া যেখানে সদ্গুরু পান, তাঁহার চরণাশ্রয় করেন। বেদ বলিয়াছেন,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" —মুঃ ১।২।১২

[সেই ভগবদ্‌বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তি-সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধ্‌হস্তে বেদতাৎপর্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।]

"আচার্যবান্ পুরুষো বেদ।" —ছাঃ ৬।১৪।২

[আচার্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন।]

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সদ্‌গুরু-লক্ষণ ও শিষ্য-লক্ষণ বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন। মূল কথা এই যে, শুদ্ধচরিত্র, শ্রদ্ধাবান্ পুরুষই শিষ্য হইবার যোগ্য এবং শুদ্ধভক্তি-বিশিষ্ট, ভক্তিতত্ত্ব-অবগত, সাধু চরিত্র, সরল, নির্লোভ, মায়াবাদশূন্য ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিই সদ্‌গুরু; এবম্ভূত-গুণবিশিষ্ট, সর্ব্বসমাজমান্য ব্রাহ্মণ হইলে অন্যবর্ণদিগের গুরু হইতে পারেন; ব্রাহ্মণাভাবে শিষ্য হইতে অন্য বর্ণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও গুরু হইতে পারেন। এই সমস্ত বিধানের মূল তাৎপর্য এই যে, বর্ণাশ্রমবিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ-মধ্যে সেরূপ পাইলে আর্যবংশজাত বর্ণাভিমানী সংসারে কিছু সুবিধা হয়, এইমাত্র; বস্তুতঃ উপযুক্ত ভক্তই গুরু। শাস্ত্রে গুরুশিষ্য-পরীক্ষার নিয়ম ও কাল নির্ণয় করিয়াছেন; তাহার তাৎপর্য এই যে, গুরু যখন শিষ্যকে অধিকারী বলিয়া জানিবেন এবং শিষ্য যখন গুরুকে শুদ্ধভক্ত বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন, তখনই গুরু শিষ্যকে কৃপা করিবেন।

গুরু দুই প্রকার,—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। দীক্ষা-গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ও অর্চনপ্রণালী শিক্ষা করিবে। দীক্ষাগুরু একমাত্র, শিক্ষা-গুরু অনেক হইতে পারেন; দীক্ষাগুরুও শিক্ষাগুরুরূপে শিক্ষা দিতে সমর্থ।

প্রঃ—দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য; তিনি যদি সৎশিক্ষা-দানে অপারক হ'ন, তবে কিরূপে শিক্ষা দিবেন?

উঃ—গুরুবরণ-কালে গুরুকে শব্দোক্ততত্ত্বে ও পরতত্ত্বে পারঙ্গত দেখিয়া পরীক্ষা করা হয়; সেরূপ গুরু অবশ্য সর্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সমর্থ। দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটি কারণে তিনি পরিত্যাজ্য হইতে পারেন—শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার বহুতর শাস্ত্র-প্রমাণ আছে; যথা শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২)

[যিনি (আচার্যবেশে) অন্যায় অর্থাৎ সাত্বত-শাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্ত-কাল ঘোর নরকে গমন করেন।]

অন্যত্র—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

[অর্থাৎ "ভোগ্য-বিষয়লিপ্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং ভক্তি ব্যতীত ইতর পন্থানুগামী ব্যক্তি গুরু হইলেও পরিত্যাগ করিবে।"] (মহাভাঃ উদ্যোগ-পঃ অম্বোপাখ্যান ১৭৯।২৫)

পুনশ্চ,—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪)

[স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরক গমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণব-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।]

দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ-সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণববিদ্বেষী হইয়া যান; এরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। গৃহীত গুরু যদি মায়াবাদী বা বৈষ্ণবদ্বেষী বা পাপাসক্ত না হন, তবে তাঁহাকে অল্প-জ্ঞানপ্রযুক্ত পরিত্যাগ করা উচিত নয়, সে স্থলে তাঁহাকে গুরু-সম্মানের সহিত তাঁহার অনুমতি লইয়া অন্য ভাগবত-জনের যথাযথ সেবাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে তত্ত্বশিক্ষা করিবে।

প্রঃ—কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষা কিরূপ ?

উঃ—শ্রীগুরুর নিকট হইতে ভগবদর্চ্চন ও বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করতঃ সরলভাবে অনুবৃত্তির সহিত কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণানুশীলন করিবে, পরে অর্চ্চনের অঙ্গসকল পৃথক্ পৃথক্ উপদিষ্ট হইবে। সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়জ্ঞান ও প্রয়োজনজ্ঞান শ্রীগুরুচরণে শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

প্রঃ—বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা কিরূপ ?

উঃ—শ্রীগুরুকে মর্ত্যবুদ্ধি অর্থাৎ সামান্য-জীববুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদেবময় জানিবে ; তাঁহাকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না ; তাঁহাকে বৈকুণ্ঠতত্ত্বান্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া জানিবে। ('আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥'

—ভাঃ ১১।১৭।২৭

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সর্ব্বপ্রথম ব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'প্রতি-সম্ভাষণ'

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থের কএক স্থানেই (আদি ৮ ম পঃ; ১১ শ পঃ; ১৩শ পঃ; মধ্য ১ম ও ৪র্থ পঃ; অন্ত্য ২০ শ পঃপ্রভৃতি) লিখিয়াছেন— শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যেমন শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীবেদব্যাসাভিন্নবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য-লীলাবর্ণনকারী শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

'কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস—বৃন্দাবন দাস॥' ইত্যাদি।

—চৈঃ চঃ আদি ৮।৩৪

সেই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিতেছেন—স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথি—ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী ও তদভিন্নবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ বলদেবস্বরূপ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মতিথি—মাঘী শুক্লা-ত্রয়োদশী ; এই দুই পরম পবিত্র তিথি সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী—সর্ব্বমঙ্গলময়ী, ইহাতে সর্ব্বশুভলগ্ন অধিষ্ঠিত। এই দুই তিথি—'মাধবতিথি—ভক্তিজননী,' এই তিথিদ্বয়ের উপোষণ ও মহোৎসবাদি দ্বারা সেবা করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় এবং তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপে অবিদ্যাবন্ধন খণ্ডিত হইয়া যায়। শ্রীভগবানের আবির্ভাব-তিথি যেরূপ পবিত্র, তাঁহার প্রিয় ভক্তের আবির্ভাব-তিথিও তদ্রূপ পবিত্র :—

এতেকে এই দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥
ঈশ্বরের জন্মতিথি যে-হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র॥

—চৈঃ ভাঃ আদি ৩।৪৭-৪৮

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ উহার 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"এই দুই পুণ্যতিথি অর্থাৎ মাঘী শুক্লা-ত্রয়োদশী ও ফাল্গুনী-পূর্ণিমা—এই তিথিদ্বয়ের সেবা করিলে বদ্ধজীবের অবিদ্যা-বন্ধন ছিন্ন হয় এবং কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয়। এই তিথিদ্বয়—জয়ন্তীব্রত বা ভগবদাবির্ভাব-দিবস ; উপোষণ প্রভৃতি-দ্বারা এবং মহোৎসবাদি-দ্বারা এই তিথিদ্বয়ের সেবা হয়। ঈশ্বরের আবির্ভাব-তিথির ন্যায় ভগবদ্ভক্তের জন্মতিথিও তদ্রূপ পবিত্র ও তত্তদ্দিবসে উৎসবাদি অবশ্য অনুষ্ঠেয়।"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চাশদ্বর্ষপূর্ত্তি প্রকট-তিথি—১২ই ফাল্গুন (১৩৩০), ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯২৪)

রবিবার শ্রীমাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্স্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরনাশ্রিত শিষ্যগণ সর্ব্বপ্রথমে শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীব্যাসাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা বিধান করিয়াছিলেন। 'ব্যাস' বলিতে বেদবিভাগকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। 'ব্যাস' শব্দের অন্যার্থ—বিভাগ বা বণ্টন বা বিস্তার। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস কৃপাপূর্ব্বক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া বেদার্থ স্পষ্টীকরণার্থ ইতিহাস-পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই ইতিহাস-পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—

"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ"।

অর্থাৎ মহাভারতেতিহাস ও পুরাণাদি দ্বারা বেদার্থ স্পষ্টীকৃত করিবে। 'সমুপবৃংহয়েৎ' শব্দার্থ—স্পষ্টীকুর্য্যাৎ। এই বেদার্থবিস্তারকার্য্য বা স্পষ্টীকরণ-কার্য্য - সর্ব্বত্র সেই বেদার্থ বণ্টন বা বিতরণ-কার্য্য করেন বলিয়াই তিনি বেদব্যাস। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকথামৃত আস্বাদন ও বিতরণকারী বলিয়া শ্রীগুরুদেবকেও সেই শ্রীব্যাসাভিন্ন-বিগ্রহ বলা হইয়া থাকে। বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগ্রূপে চয়ন বা সংগ্রহ করিয়া যিনি অপরকে তদনুসারে আচারে স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যেহেতু স্বয়ং সেই শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন, এজন্য আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষই 'আচার্য্য' বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

সুতরাং আচার্য্যের কার্য্য—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের আচার ও প্রচার। এজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যাসাভিন্ন-কলেবর বলিয়া তাঁহার পূজাই শ্রীব্যাসপূজা। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদও জানাইয়াছেন—"শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর—শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট যে সুষ্ঠু ভগবৎসেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়।" ঠাকুর শ্রীনরোত্তম শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টসংস্থাপক শ্রীরূপপদান্তিক-প্রার্থনামূলে "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজনপূজন। সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ, সেই মোর জীবনের জীবন॥ সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি, সেই মোর বেদের ধরম। সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্রজপ, সেই মোর ধরম করম॥" ইত্যাদি কীর্ত্তনদ্বারা শ্রীশ্রীরূপপাদের পূজা বিধান করতঃ শ্রীব্যাসপূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদও আমাদিগকে শ্রীরূপানুগ ভাগবতগুরুপরম্পরা প্রদান করিয়া সেই "শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়, * * * জন্মে জন্মে শ্রীরূপ প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব. ভক্তিবিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হবে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদমনোঽভীষ্টপ্রচারে ব্রতী হবেন, * * * আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করুন", ইত্যাদি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করিয়া শ্রীরূপানুগবর্য্য তাঁহার মনোঽভীষ্টসেবাসঙ্কল্প দ্বারাই শ্রীব্যাসপূজা বিধান করিতে বলিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতি পরিচ্ছেদের উপসংহারে—শেষ পয়ারে "শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে য'ার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥"—এইরূপ ভণিতা দিয়া শ্রীরূপরঘুনাথের আনুগত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন। শ্রীসনাতন—সম্বন্ধতত্ত্বের আচার্য্য, শ্রীরূপ—অভিধেয়ের এবং শ্রীরঘুনাথ—প্রয়োজনতত্ত্বের আচার্য্য। শ্রীচরিতামৃতে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন—শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধু কৃষ্ণকেই—একমাত্র সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিকেই একমাত্র অভিধেয় অর্থাৎ ব্রজবধূশিরোমণি বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধারাণী যে আরাধনা বা কৃষ্ণভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এবং তাঁহার প্রাণবল্লভকে তিনি যে-ভাবে ভালবাসিয়াছেন—প্রীতি করিয়াছেন, সেইরূপ প্রীতিকেই একমাত্র প্রয়োজন-তত্ত্ব বলিয়া জ্ঞাপন করা হইয়াছে। শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শিক্ষা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ-সংবাদাদি প্রসঙ্গে যেসকল কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে,—তাহাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বর্ণিত 'শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা', সুতরাং তাহার সেবাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট। সেই শ্রীরূপারঘুনাথ-ভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট-সেবায়

সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগই সুতরাং প্রকৃত শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপাদপদ্মপূজা। শ্রীগুরুদেবের সেই মনোঽভীষ্ট-সেবায় আত্মসমর্পণের বিচার বরণ না করিয়া কেবল বাহ্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলে তাহা কখনই প্রকৃত ব্যাস-পূজা বলিয়া গণিত বা বিবেচিত হইবে না।

শ্রীভগবান্ নিত্যানন্দ প্রভু সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগৌরলীলার সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গলদেশে শ্রীব্যাসপূজার পুষ্পমাল্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীব্যাসপূজা সম্পাদনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি, অঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত), উপাঙ্গ (শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ), অস্ত্র (শ্রীহরিনাম) ও পার্ষদ (শ্রীগদাধর পণ্ডিত, স্বরূপদামোদর, রায় রামানন্দাদি)-সমন্বিত—স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণ-কীর্ত্তনাদর্শ-প্রদর্শনকারী গৌরকান্তি-কলেবর সংকীর্ত্তননাথ শ্রীগৌরহরির পূজা বিধান করিয়া "সেই ত' সুমেধা আর কলিহত জন। সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥" এই বিচারানুসারে যে বুদ্ধিমত্তার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন, তাঁহার সেই পূজাদর্শ বা বুদ্ধিমত্তার আদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক যাঁহারা সেই শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টসংস্থাপক গুরু-পাদপদ্মপূজায় ব্রতী হন, তাঁহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁহাদের শ্রীব্যাসপূজাই সত্য সত্য সার্থক হইয়া থাকে। পরমারাধ্য প্রভুপাদ স্বয়ং সেইরূপ ব্যাসপূজাদর্শ প্রবর্ত্তন করিয়া আমাদিগকেও প্রকৃত ব্যাসপূজা শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীব্যাসপূজার প্রথম নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রথম ব্যাস-পূজাকালে নিম্নলিখিত নিমন্ত্রণ-পত্রে সকলকে আহ্বান করা হইয়াছিল ঃ—

ওঁ শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

ঋষিকুলশ্রমণসঙ্ঘোপাস্যপরবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ১২ই ফাল্গুন (১৩৩০), ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯২৪) রবিবার অপরাহ্নে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্য-প্রকট দিনে শ্রীব্যাসপূজা-উপলক্ষে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, শ্রীহরিজনমহিমাশংসন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি আনন্দোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন এবং যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। নিবেদনমিতি—

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, ১লা ফাল্গুন, ৪৩৭

শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ৫০ তম আবির্ভাব-বাসরে 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' নামক একটি প্রশস্তি-গাথা (গদ্যে) প্রদত্ত হইয়াছিল। পরমারাধ্য প্রভুপাদ তদুত্তরে যে সারগর্ভ দৈন্যপূর্ণ 'প্রতিসম্ভাষণ' প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধার করিতেছি—

শ্রীব্যাসপূজায় প্রতি-সম্ভাষণ

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা
সময়—সায়ংকাল, ১২ই ফাল্গুন, ১৩৩০

শ্রীগুরুতত্ত্ব

বিপদুদ্ধারণ বান্ধবগণ,

কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমি শ্রৌতপথাবলম্বনে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ আমার শ্রীগুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জানাইতেছি। আমার শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণু-বিগ্রহলীলার প্রকটকারী। তিনি ভগবৎপ্রিয়তম বিষ্ণুবিগ্রহ হইয়াও বৈষ্ণবরূপে মাদৃশ পতিতকে উত্তোলন করিবার জন্য প্রপঞ্চে সর্ব্বপ্রাণীতে অধিষ্ঠিত।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ

তিনি প্রাণিরাজ নররূপে আমার একমাত্র উপাস্য বস্তু। তিনি 'নরোত্তম'-রূপে বৈষ্ণবগণের পরম বরণীয় বস্তুর সেবকসূত্রে বৈষ্ণব হইলেও ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অচিন্ত্যাভেদাভেদ তত্ত্ব। অভেদ-

বিচারে তিনি উপাস্য-পরাকাষ্ঠা-তনু। পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহার সেবায় ব্যস্ত, তবে মাদৃশ সেবা-বিমুখ নর তাঁহাকে 'নরোত্তম' বলিয়াই নিরস্ত।

সেই নরোত্তমের ভক্ত নরগণ বৈষ্ণব, সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরুরূপে বহু মূর্ত্তিতে বিরাজমান্ আছেন। অন্বয়ভাবে তাঁহারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ, আবার ব্যতিরেকভাবে তাঁহারাই তাঁহাদের ভজনোপযোগী সময়ে মাদৃশ নরাধমের প্রলপিত-বাক্য-শ্রবণে ব্যস্ত। তাঁহাদের সহিতই আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রুত বাণী একযোগে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিতেছি। জগৎকে কিছু শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা আমার নাই, কেন-না বিষ্ণু-বৈষ্ণবতত্ত্ব নিত্য-বৈশিষ্ট্যময় বা নিত্য ভেদযুক্ত হইয়াও অচিন্ত্যভাবে অভিন্ন।

উন্মুখ ও বিমুখ শিষ্যরূপি-জীবের স্বরূপ

আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি যে, অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনে সমস্ত উপাস্য, সকলশ্রেণীর উপাসক-বৃন্দ ও সকল প্রকার উপাসনা নিত্যসংশ্লিষ্ট,—নিত্য সংশ্লিষ্ট হইলেও নিত্য প্রাকট্যময় বিভিন্ন বিলাসযুক্ত। সেই বিচিত্রবিলাসযুক্ত নিত্যলীলা আমি ও মৎসদৃশ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিমুখ জীব বিস্মৃত হওয়ায় নিত্য সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, আবার আমি কি প্রকারে ভ্রষ্ট, তাহাও সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার নিত্যবোধে আমি কৃষ্ণদাস। আমি নিত্যদাস্য বিস্মৃত হইয়া নিজের স্বরূপানুভূতিলাভে বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত। তাদৃশ পতনে আমার তটস্থ-শক্ত্যুপলব্ধি সুপ্ত হওয়ায় সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাবৈমুখ্যকেই আমার পরম নির্বৃতি বলিয়া যে উপলব্ধি করি, তাহা নিত্য চিন্ময়বিলাসবিচিত্রতার বিরোধী হওয়ায় আমি মায়াবাদকে 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলিয়া ভ্রান্ত হই। তাদৃশ দর্শন আমাকে বিপথগামী করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিত্যদাস্য হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত করিতেছে। সেইজন্য আমার অস্তিত্বে ভেদাভেদপ্রকাশ বুঝিতে পারিতেছি না—'দ্বা সুপর্ণা' শ্রুতিমন্ত্রত্রয় আমার কীর্ত্তনের বিষয় হইতেছে না। যেখানে আমার স্বরূপবিস্মৃতিতে ভেদা-ভেদপ্রকাশ অপ্রকটিত, সেইখানেই আমি ভক্ত্যেকরক্ষক শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের অভিন্নতনু শ্রীধর স্বামিপাদের শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া বসিতেছি; শুদ্ধাদ্বৈত বিচারকে কেবলা-দ্বৈতবাদের সহিত ভ্রম করিয়া আমি আমার প্রাণবল্লভের প্রিয় সেবনকার্য্যে বঞ্চিত হইতেছি,—শ্রীব্যাসের অনুগমনে বঞ্চিত হওয়ায় ভক্তিসিদ্ধান্তরহিত হইয়া অবিদ্যার আবাহনে অহঙ্কারবিমূঢ় প্রাকৃতভোক্তা বা বিচারকসূত্রে শ্রৌতপথ পরিহার করিতেছি। তজ্জন্যই অবৈদিক হইয়া কর্ম্মবিচারকে বহুমানন করিতে গিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিতেছি, শ্রীনারায়ণ-কথিত পঞ্চরাত্র-পদ্ধতিকে শ্রৌতপদ্ধতির বিরোধী জানিতেছি,—উপাস্যবস্তু সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বস্তুত্রয়কে বাসুদেব-তত্ত্ব হইতে ভেদ-দর্শনে নিজের অমঙ্গল সাধন করিতেছি এবং শাণ্ডিল্যের চরণে অপরাধ করায় আমার কেবলাদ্বৈত প্রতীতি প্রবলা হইতেছে।

শ্রীব্যাস-মধ্বানুগ গৌড়ীয়-গুরুবর্গের কৃপা-স্মরণ

এই দুর্দ্দিনে শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি স্বীয় ব্যাস-দাস্য প্রকটিত করিয়া আমার যে উপকার করিতেছেন, তাহা আমি আমার প্রাপঞ্চিক ভাষায় বর্ণন করিতে অসমর্থ। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ সেই উপাস্য-বস্তুর যে ভজন-চেষ্টা শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের হৃদয়ে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজ জন-গণকে অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। সেই প্রেম-বিস্তারকারী শ্রীরূপের আনুগত্যে ভজনরতিবিগ্রহ শ্রীদাস গোস্বামি প্রভুর পাদপদ্ম-সেবা-বিমুখ হইয়া আমি হরিবিমুখ হইতেছিলাম! শ্রীসনাতন গোস্বামীর অনুগমনে শ্রীজীবপাদ, আমার কেশ আকর্ষণ করিয়া শ্রীরঘুনাথ-স্বরূপ-পাদপদ্মের নিত্যদাস-রূপে আমাকে স্থাপন করিয়াছেন। আমি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীকরনিঃসৃতা বাণী শুনিবার সুযোগ পাইয়া আমার শ্রীগুরুদেবকে শ্রীনরোত্তমপাদপদ্মরূপে দর্শন করিবার সুযোগ পাই। আমি এই বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র জীব। সেই বিশ্ব-নাথ প্রভু আমাকে বিপথ-গমন হইতে প্রত্যাবৃত্ত

করিবার মানসে কতই না ব্যাসপূজার আবাহন করিয়াছেন। বিপৎকালে শ্রীগুরুরূপে প্রাকট্য লাভ করিয়া শ্রীমধুসূদন দাস ও শ্রীউদ্ধব দাসের বল সঞ্চারকারী বেদান্তাচার্য্য আমাকে তর্কপন্থার সঙ্কট হইতে শ্রৌতপন্থায় প্রদর্শন করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। পরিদৃশ্যমান জগতের নাথ অভিন্ন-আশ্রয়-মূর্ত্তিতে আমার অক্ষজ-চেষ্টায় বাধা দিয়া প্রকটিত হইয়াছিলেন। সেই আশ্রয়-জাতীয় কৃষ্ণ-বিগ্রহ শ্রী ভক্তিবিনোদের লেখনী ও আচরণ প্রভৃতি বিষ্ণুদাস্য-দ্বারা আমাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মূর্ত্তিমদ্-বিগ্রহরূপে অভিন্নব্রজভূমি নবদ্বীপের অন্তঃস্থলী শ্রীব্রজপত্তনে আশ্রয় দিয়াছেন।

আচার্য্যের গুরুদাস্য ও তৃণাদপি সুনীচতা শিক্ষা-দান

আমি প্রাপঞ্চিক ভোগভূমি-জ্ঞানে সেই ব্রজভূমি-শোভা দর্শনে বাহ্যচেষ্টায় ধাবিত হইতে গেলে আমার পতন ঘটিবে জানিয়া যে শ্রীগৌরকিশোরবিগ্রহ আমাকে তাঁহার পদরেণুতে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই অপ্রাকৃত-বিগ্রহের পদরেণু-ভূষিত হইয়া আজ আমি শ্রীচরিতামৃত-লিখিত ভাষায় আপনাদের নিকট আমার পরিচয় দিবার ধৃষ্টতা করিতেছি,—

পুরীষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হইতে মুই সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম যেই করে, তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম যেই লয়, তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ মাঝারে॥

গুরু-বৈষ্ণবগণ বাঞ্ছাকল্পতরু ও কৃপাসিন্ধু

সেই পতিতোদ্ধারণ বাঞ্ছাকল্পতরু মহাবদান্য নিত্যানন্দ-বিগ্রহ আমাকে সর্ব্বতোভাবে হরিবিমুখতা হইতে রক্ষা করিতেছেন। আপনারা সকলেই বৈষ্ণব— আমার সেই প্রভুরই বিলাস-বিগ্রহ বৈভব-প্রকাশ। আপনাদের চরণে কোটি কোটি দণ্ডবৎপ্রণাম। আপনারা আমার প্রিয়বান্ধব—বিপৎকালে একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। আমি ত্রিগুণজাত পরিদৃশ্যমান নশ্বর জগতের প্রাণিবিশেষ বলিয়া যে কৃষ্ণবিমুখতা কায়মনোবাক্যে পোষণ করিতেছি, আপনারা আমার সেই দণ্ডনার্হ ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া আমার কৃষ্ণভোগপ্রবৃত্তি দণ্ডিত করুন। আপনারা বাস্তু জগতে সকলেই বৈষ্ণব পরমহংস, আপনাদের পরিত্যক্ত দণ্ড আমি বহন করিয়া দণ্ডগ্রহণ স্বীকারপূর্ব্বক ভক্তি-প্রতিকূল বিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া যাহাতে হরিভজনে প্রস্তুত হইতে পারি, তদ্রূপ কৃপা করুন। আপনারা অনন্তজীবের অনন্ত অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন। আমি হরিবিমুখ জীব, আমার হরি-বিমুখতার দণ্ড বিধান করিয়া কায়মনোবাক্য শ্রীব্যাস-পূজায় নিযুক্ত করিবার সহায়তা করুন। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, সুতরাং আমার নিত্যারাধ্য আনন্দতীর্থের আনুগত্য যেন আমি কোনদিন বিস্মৃত না হই। আমাকে প্রাপঞ্চিক ভেদবাদী বলিয়া ঘৃণা করুন, তথাপি আমি যেন অনন্ত-কাল সেই বাসুদেব-দাস্য পরিহার করিয়া অন্যকোন দুর্ব্বুদ্ধিতে পতিত না হই। আমার বড় ভরসা,— শ্রীগৌরসুন্দরের সনাতনধর্ম্ম প্রচারক—তাঁহার দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীদামোদরের অভিন্নবান্ধব শ্রীরূপের অনুগ মূর্ত্তিদ্বয় আমাকে রূপানুগ কিঙ্কর-জ্ঞানে তাঁহাদের পদতলে নিত্যকাল স্থান প্রদান করুন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৈকগতি—
শ্রীবার্ষভানবীদয়িত দাস।

[শ্রীগৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে একটি বিশেষ বিদ্বন্মণ্ডলি মণ্ডিত সভায় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উক্ত 'প্রতিসম্ভাষণ' পঠিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রকটকালে তিনি প্রতিবৎসরই শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে ঐরূপ এক একটি সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন। ১লা মার্চ্চ (১৯২৪) তারিখের 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে ঐ শ্রীব্যাসপূজা-উৎসবের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছিল।]

পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদ

[মহোপদেশক শ্রীমদ্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি,এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎকার তাঁহার অসাক্ষাতেও হয়, আবার তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শনেও অসাক্ষাতের হেয়তা-সমুদয় থাকিয়া যাইতে পারে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সম্বন্ধে এহেন চমৎকারিতা শ্রীল প্রভুপাদ কথায় কথায় প্রকাশ করতঃ মহাসৌভাগ্যবান্ নিজ সেবকগণের হৃদয়কে শ্রীহরির অননুশীলনরূপ কোন-প্রকার অপরাধ-অনবধানতা যাহাতে স্পর্শ করিতে না পারে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। শব্দের অভিধা ও লক্ষণা দুইটী বৃত্তিতেই তাঁহার শ্রীহরিকথামৃত প্রবহমানা থাকিয়া জগদ্বাসের নিত্য হেয়তা, পরিচ্ছিন্নতা ও অনুপাদেয়তা দূরীভূত করতঃ চরাচরকে শ্রীহরিসেবার উপায়নরূপে প্রতিপাদন করিয়া জগদ্বাসীর মায়াজনিত সুদীর্ঘ হতাশা বিদূরণ ও আস্তিক্য-ধর্ম্মের উদ্বোধন-সহকারে জৈব-জগৎকে সরস করিয়া তুলিয়াছেন। বাচ্যস্বরূপ পরব্রহ্মের বাচকস্বরূপ শব্দব্রহ্মরূপে করুণাধিক্য বাঙ্ময় বেদ প্রায়ক্ষেত্রেই পরোক্ষবাদ অবলম্বনে ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রায়শঃই শব্দের অভিধাবৃত্তি অবলম্বনে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভাগবত সর্ব্ব-বেদময় তো বটেনই অধিকন্তু বেদবৃক্ষের প্রপক্ক ফল সদৃশ, বৃক্ষ-শরীর হইতে বিলক্ষণ-চরিত্র এবং অস্থি-বল্কল-শূন্য অমৃতময় সুপেয়রসময়-ফলস্বরূপ। এই ফলটীর নাম শ্রীকৃষ্ণ—'অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ' ভগবান্ স্বয়ং। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন, শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুশীলনে ও অনুধ্যানেই জীবের পরম নির্ম্মলতা ও পরমমঙ্গল লাভ হয়।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমদ্ ভাগবতের ভিত্তিতেই যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন। ভাগবত-ধর্ম্মের অখণ্ডতা ভক্ত-ভগবানের যুগপৎ বিরহ ও মিলন-মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। অখণ্ড বিরহের মধ্যে অখণ্ড মিলনের সুর তাঁহাতেই প্রতিধ্বনিত। সর্ব্বমাধুর্য্যের আকর শ্রীমদ্-ভাগবত আস্বাদন-কালে পরমহংসকুলমুকুটমণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের বিদ্যমানতায় জীবের অন্য কর্ম্ম-জ্ঞান-শাস্ত্রাদির বা তদুক্ত-পন্থানুগমনের কোনই আবশ্যকতা নাই। নিখিল জগতের সর্ব্বসুমঙ্গল শ্রীভাগবতেই সুন্দররূপে সংরক্ষিত আছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যদি পৃথিবীকে এমন কোন দুর্দ্দিনের সম্মুখীন হইতেও হয়, যখন বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বেদানুগ সমুহ শাস্ত্র-গ্রন্থ বিসর্জ্জন দিতে হইতে পারে, তখনও শ্রীমদ্ভাগবত-রসনির্য্যাসস্বরূপ পরমোপাদেয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি যদি কোন প্রকারে রক্ষা করা যায় তাহা হইলেও জগতের কোন প্রকার হানি হইবে না, পরন্তু সর্ব্বসুমঙ্গলই সংরক্ষিত থাকিবে। শ্রীগৌরকৃষ্ণের চরিত্রে শরণ্য, শরণাগত ও শরণাগতির প্রেমময় শিক্ষা থাকায় উহা অধিকতর মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যপর হইয়া অনাদিকালের একটানা স্রোতে ভাসমান জীবকুলকে অর্থাৎ অত্যন্ত পতিত জীবকেও আকর্ষণ করিয়া পরম মঙ্গল প্রদান করিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরাম্নায়ে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবরের নবম-অধস্তন আচার্য্যভাস্কররূপে প্রকাশিত হইয়া শ্রীনারদপঞ্চরাত্রোক্ত এক অভিনব দৈব-বর্ণাশ্রম-বিচার সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রচলিত অদৈব বর্ণাশ্রম-বিচারের হেয়তা হইতে জীবকুলকে সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন করতঃ নরমাত্রকেই হরিভজনের পরম সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে গুণ ও কর্ম্মজাত স্বভাবের সংরক্ষণই পরমমঙ্গল লাভের একমাত্র উপায় বিবেচিত হয় নাই, অধিকন্তু অনুসৃত স্বভাবের মাধ্যমেও শ্রীহরিভজনের শুদ্ধ চেষ্টা সমুদয় ["কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ। করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥" (ভাঃ ১১।২।৩৬)] রহিয়াছে। এই দৈববর্ণাশ্রমের মধ্যে বর্ণাশ্রমজনিত Superiority

Complex অথবা Inferiority Complex নাই, বর্ণাশ্রমের লিঙ্গে অবস্থিত হইয়াও বর্ণাশ্রমের কোন অভিমান নাই। "ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি কোথা বা ছিল এ রঙ্গ।" দৈন্যই এই বর্ণাশ্রমের একমাত্র ভূষণ। আত্মমঙ্গল-লাভেচ্ছু সজ্জনবৃন্দ ও মঙ্গল-প্রদানেচ্ছু আচার্য্যবৃন্দ এই দৈব-বর্ণাশ্রমের যথাযোগ্য প্রয়োগে কলিঘোর-তিমির রাশি হইতে সনাতন জীব-কুলকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। এই দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম শাশ্বত ও সনাতন। শ্রীগীতোক্ত "সর্ব্বধর্ম্মান্‌পরি-ত্যজ্য" শ্লোকে বর্ণাশ্রমাদির যে হেয়তা ত্যাগের বিষয় বিবক্ষিত রহিয়াছে, দৈব-বর্ণাশ্রমে তাহা নাই। ইহা হইতে জীবের শোক-মোহ-ভয়াপহা শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন, শ্রীহরি-সেবাটী Personal অর্থাৎ ব্যষ্টি ব্যক্তিবিশেষের প্রেমময় সম্পদ্। অন্যে তাহাতে সাহায্য করিলে পরম কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার স্বীকৃতি আছে এবং তাহাতে কেহ সাহায্য না করিলেও তাহার প্রতি অসূয়ারহিত ব্যবহারই কাম্য। তিনি নিজ শিষ্য-গণকে পর্য্যন্ত 'প্রভু' সম্বোধন করিতেন, কখনও বা "আমার বিপদুদ্ধারণ বান্ধবগণ" বলিয়াও দৈন্যোক্তি করিতেন। শিষ্য সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার"। তিনি বলিতেন, গুরু অভিমানি-গণ প্রকৃতপ্রস্তাবে লঘুই, তাহাদের গুরুদর্শনেরই সৌভাগ্য হয় নাই। অপরপক্ষে প্রকৃত গুরুদাসগণই শ্রীগুরুপদবাচ্য।

শুনা যায়, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে অমূল্য গোস্বামি-গ্রন্থগুলির অস্তিত্ব সংরক্ষণার্থ নিজ গুরুপাদপদ্ম পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের নিকট উহার মুদ্রণাদির অনুজ্ঞা লাভার্থ গমন করিলে বাবাজী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "এই ঘোর কলিতে কেহ হরিভজন করিবে না। আপনি এই সকলে সময় নষ্ট না ক'রে নিরন্তর হরিনাম করুন"। শ্রীল বাবাজী মহাশয় তখন চক্ষুতে দৃষ্টিশক্তি অভাবের অভিনয় করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া ইতস্ততঃ অবস্থায় দীর্ঘসময় তথায় উপবিষ্ট আছেন বুঝিতে পারিয়া বাবাজী মহাশয় পুনঃ বলিলেন, "আচ্ছা যান, এই বিষয়ে নিজ ভজনের সময় নষ্ট না ক'রে গোমস্তা দিয়ে করিয়ে নিন"। বাবাজী মহাশয়, গোমস্তা অর্থাৎ Paid man দ্বারা উহা করাইবার কথা অনুমোদন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ উভয় গুরুবাক্যের সমন্বয় সাধন করিতে গিয়া ত্যক্তাশ্রমীর বিচারে অবস্থিত স্বরূপে Payment অর্থে 'কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন' বিচার করিয়া বিবিধ অধিকারের মঠ-সেবকগণের দ্বারা উহা করাইয়া নিজ ভজন-চাতুর্য্যের অখণ্ডতা সংরক্ষণ করিলেন। যেখানে নিষ্কপট কৃতজ্ঞতাবোধের প্রশ্ন, তথায় অনবধানতার কোন প্রশ্নই আসিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ পরম যত্ন-সহকারে গ্রন্থগুলির প্রুফ সংশোধনাদি সকলই করতঃ নিজ গুরুপাদপদ্মের বাক্যের মর্য্যাদা ও সুসামঞ্জস্য সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ ভজনচাতুর্য্যের অখণ্ডতাই সেবার প্রাণ। ঠিক এইরূপভাবেই শ্রীগুরুবর্গের অন্যান্য আদেশ "মঠ মন্দির দালান কোঠার না কর প্রয়াস," "শিষ্যাদি সংগ্রহের প্রয়াস করিবে না", "কলিকাতা কলির স্থানে বাস করিবে না", "প্রতিগ্রহ করিবে না" ইত্যাদি মহদাদেশ-বিবর্ত্তসমুদ্র হইতে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি-সিদ্ধান্তরত্নরাশি উত্তোলন করতঃ পরম কৃতজ্ঞতাভরে শ্রীগুরুদেবের আদেশ-পালনমূলে তাঁহার বা তাঁহাদের মনোহভীষ্টপূরণ তথা অপূর্ব্ব শ্রীহরি-সেবাময় জীবন প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দিরাদি তাঁহার চিন্ময় হৃদয়-শোভায় নিত্য উদ্ভাসিত থাকায় কোন ইট-কাঠ-পাথরের আবেষ্টনীতে তাহাদিগকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে নাই। উহা দিগ্‌দিগন্তব্যাপী চির-বর্দ্ধমান 'চেতনমঠ' বা 'চৈতন্যমঠ' যাহাতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ নিত্য বসবাস করতঃ শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ-মাধুর্য্য অনুধ্যান, অনুসন্ধান ও অনুশীলন করিয়া থাকেন। ইহা এমনই মঠ যাঁহা হইতে ইট-কাঠ-পাথরগুলি খসাইয়া লইলেও মঠ থাকেন, মঠবাসিগণও থাকেন। শ্রীল শ্রীল প্রভুপাদ কোন কালক্ষোভ্য মঠ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নহেন। তাঁহার মঠ আশ্রয় করিলে কোন জড় বিষয়-জনিত ক্ষোভের সম্ভাবনা থাকে না। ইট-কাঠের ঘরকে সাধারণতঃ তিনি তাসের ঘর বলিতেন, বিশেষ

কিছু মূল্য দিতেন না। তিনি প্রায়শঃই বলিতেন, ইট-কাঠের ঘর বাঁধিবার জন্য, ভাল Mason (রাজমিস্ত্রী) হইবার জন্য আমরা জগতে আসি নাই, আমরা কোন ধর্মবীরত্ব বা কর্মবীরত্ব দেখাইবার জন্য জগতে আসি নাই, শ্রীরূপপাদের চরণ-ধূলি হইবার আশাই আমাদের সবচেয়ে বড় আশা অর্থাৎ শ্রীরূপানুগ হইয়া শ্রীগৌরকৃষ্ণের সেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র সম্পদ্। যদিও তিনি প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত, সুদার্শনিক, সুজ্যোতির্ব্বিদ্, প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এবং বহুমুখী প্রতিভায় প্রতিভান্বিত ছিলেন, তথাপি শ্রীরূপানুগ-ধারায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশ শিরে ধারণকেই তিনি জীবনের চরম মৃগ্য, চরম কর্ত্তব্য ও চরম শ্রেয়ঃবোধে যাবদ-বস্থিতি নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া কেবল তাহাই নিজ আচারে ও প্রচারে প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহু লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, পৃথিবীময় শ্রীনাম-প্রেম প্রচার, ভক্তিগ্রন্থ প্রচার, শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশাদি করতঃ জগদ্বাসীকে শ্রীগৌরকাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরনাম-সেবার উপাদেয়তা শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার আরব্ধ কার্য্য এখনও তাঁহার একনিষ্ঠ সেবকগণ শিরে বহন করিয়া চলিতেছেন। তাঁহার প্রকাশিত মঠ-মন্দিরাদি পুণ্যবানের ঠাকুরবাড়ী নহে, উহা ভক্ত-ভগবানের সাক্ষাৎ বিলাসস্থলী।

শ্রীল প্রভুপাদ 'সংকীর্ত্তন' অর্থে 'To Preach' অর্থাৎ শ্রীনাম-প্রেমধর্ম্মের প্রচার ও প্রসারকেই লক্ষ্য করিতেন। মুদ্রণ-যন্ত্রটিকে তিনি তাঁহার বৃহৎ মৃদঙ্গ বলিয়া কতই না সম্মান করিতেন, কতই না ভাল-বাসিতেন! কত ভাষায় কত পত্রিকায় কত নিত্য নবায়মান হরিকথামৃতই না তাঁহার সময়ে প্রকাশিত হইয়াছেন!

শ্রীল প্রভুপাদ নিরস্তকুহক সত্যের প্রকাশনে কোন-প্রকার Via-media (মধ্যপথাবলম্বন) করিতেন না। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের কথা সুদীর্ঘকাল সহজিয়া-গণের হস্তগত হইয়া সমাজে একটি দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করতঃ তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নাসিকা কুঞ্চনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুদীর্ঘ অবকাশের পর শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী প্রবহমানা করিয়া তাঁহার অতীব প্রিয় সরস্বতীর উপর আরব্ধ কার্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, যাহার ধারা কখনও লুপ্ত হইবার নহে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর কত হরিকথামৃত প্রবাহ, তাঁহার কত বিচার-রসায়নতা! ইচ্ছা হয় জীবনের সর্ব্বপ্রকার সাধনা দিয়াও যদি তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত বাণীগুলি একবার আবৃত্তি করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও নিজকে পরম কৃতকৃত্য ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিতাম। কিন্তু তাঁহার বাণী উচ্চারণ করা মাদৃশ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রাশয়ের পক্ষে অসম্ভব, কেননা তিনি যে Transcendental platform হইতে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছেন এবং যে High Pitch-এ (উচ্চমাত্রায়) বাণীগুলি Toned (সুরবদ্ধ) হইয়া রহিয়াছেন, তাহা ইতরব্যোমাক্রান্ত নানা দুঃখে জর জর অধম জনের পক্ষে উচ্চারণ কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে! তবে একেবারে যাহা অসম্ভব, তাহাও বৈকুণ্ঠজনের অহৈতুকী করুণায় সম্ভব হয়—কথাটী শ্রৌতপথগত হওয়ায় আপেক্ষিক জীবনের সর্ব্বপ্রকার নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার আলোক জ্বালিয়া রাখিয়া উক্ত বাণী-সমুদয়ের উচ্চারণের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকিব। এই শুভ জন্ম-শতবার্ষিকীতে মহাবদান্য শ্রীল প্রভুপাদ মাদৃশ কাঙ্গাল জনের প্রতিও অবধান করিবেন ভরসায় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের আজ্ঞাবাণী শিরে ধারণ করিয়া তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই বিবুধ-জন-মণ্ডিত শতবার্ষিকী সভায় আসিবার প্রয়াস। পরম সৌভাগ্য আমার যে, শ্রীল প্রভুপাদের গুণমুগ্ধ এতগুলি বৈকুণ্ঠজনকে এককালে শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপাবলে দর্শন করিতে পারিলাম। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ সাবরণে দাসানুদাসের অজস্র প্রণাম গ্রহণ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিজ্ঞান-দায়িনে প্রভবে নমঃ॥

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani.'

1. Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication :	Monthly.
3 & 4. Printer's and Publisher's name :	Sri Mangalniloy Brahmachary.
Nationality	Indian.
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta 26
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & Address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 29. 3. 1974

Sd. MANGALNILOY BRAHMACHARY
Signature of Publisher.

হায়দ্রাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদ বা হায়দ্রাবাদ—সেকেন্দ্রাবাদ যুগ্মসহরের নাগরিকগণের আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্-ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ সপার্ষদে প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ২৩ ভাদ্র, ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদ সহরে প্রথম শুভ-পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় তখন সপ্তদশ দিবস-কাল অবস্থান করতঃ হায়দরাবাদের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত মৃদঙ্গাদিসহ বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান এবং সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিলে তত্রস্থ নাগরিকগণের মধ্যে এক নূতন উৎসাহ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ ও উদ্দীপনা পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব তথায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের একটী শাখা (প্রচারকেন্দ্র) স্থাপনের কথা তৎকালে ঘোষণা করেন। ক্রমশঃ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের ২৪ আষাঢ়, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ৯ জুলাই পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের ও শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরোহিত্যে অষ্ট-দিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান, রথযাত্রা ও মহোৎসবাদি সহযোগে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ তথায় প্রতিষ্ঠিত হন। উক্ত অনুষ্ঠানের সান্ধ্য সম্মেলনে

সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন হায়দরাবাদ রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য শ্রী কে, এন্, অনন্তরমণ, আই-সি-এস্ ; মাননীয় বিচারপতি শ্রী ডি, মুনিকানিয়া ; ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ পি, শ্রীনিবাসাচার, এম্-এ, পি-এইচ্ ডি (লণ্ডন); রাজা শ্রীপান্নালাল পিটি ; উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন গভর্ণর শ্রীবি, রামকৃষ্ণ রাও এম্-পি ; অন্ধ্রপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী পি, ভি, জি, রাজু ; নিখিল ভারত মেডিকেল এসোসিয়েসনের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ডাঃ কে, রঙ্গচারুলু ; দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাপক বিভাগের ডিরেক্টর রাজা ত্রিম্বকলাল। প্রতি বৎসর হায়দরাবাদ মঠে শ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব, শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা আদি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানাদি হইয়া আসিতেছে। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের সহসম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গল-নিলয় ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন. ভক্তিশাস্ত্রীর নেতৃত্বে প্রচারকবৃন্দ প্রথমে হায়দরাবাদ ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে আসেন এবং তাঁহারই মুখ্য উদ্যমে বিপুল প্রচার হইতে থাকে। তিনি বহুদিন মঠরক্ষকরূপে অবস্থান করতঃ উক্ত মঠের সেবা পরিচালনা করেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীল আচার্য্যদেবের অন্যতম প্রিয় স্নিগ্ধ শিষ্য শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণ দাস বনচারী (শ্রীধরণীধর ঘোষাল মহাশয়) প্রভুর উপর উক্ত মঠের মঠরক্ষকতার সেবাভার ন্যস্ত হয়। তাঁহার ও শ্রীপাদ বিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারীর হার্দ্দী প্রচেষ্টায় এবং শ্রীশ্যাম-সুন্দর কনোড়িয়াজীর মুখ্য উদ্যমে হায়দরাবাদ সহরের কেন্দ্রস্থল দেওয়ান দেউরী নিজামবাগের (পুরাতন সালারজং মিউজিয়াম) অভ্যন্তরে শ্রীমঠের নিজস্ব একখণ্ড ভূমি সংগৃহীত হইয়াছে। অধুনা স্থানীয় সহৃদয় ব্যক্তিগণের সেবানুকূল্যে উক্ত ভূখণ্ডে কতিপয় কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং একটী সুরম্য নবচূড়াবিশিষ্ট বিশাল শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছে।
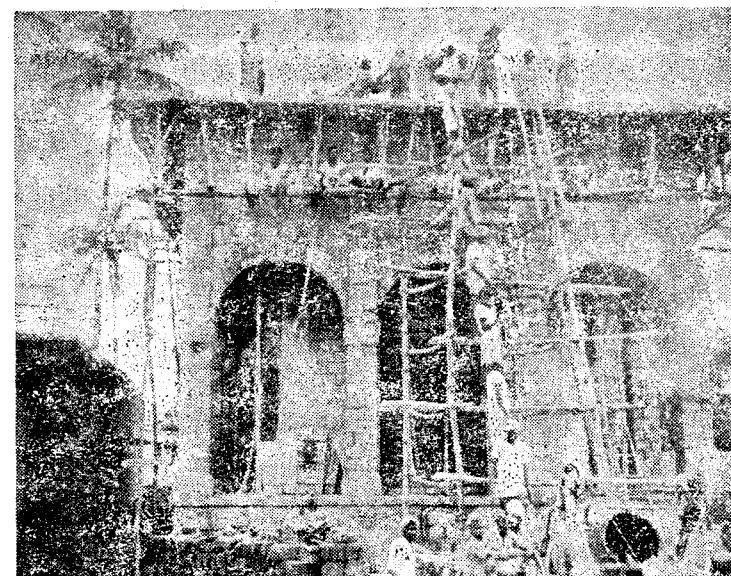
হায়দ্রাবাদ সহরে সংগৃহীত ভূখণ্ডে নির্ম্মীয়মাণ সুরম্য শ্রীমন্দির

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব এবং শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভা ও শ্রীগৌড়ীয়-সংস্কৃতবিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগৌরকরুণাশক্তি পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত সেবকগণের নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ষোলক্রোশব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ এবং শ্রীগৌরজন্মতিথিপূজা ও শ্রীগৌরজন্ম-

মহোৎসব প্রতিবৎসরের একটি অবশ্যকরণীয় মহান্ কৃত্য। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ইহা প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়া গিয়াছেন—ইহা হইতে পঞ্চ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ [সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ। মথুরাবাস (অর্থাৎ ধামবাস), শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥] যুগপৎ যাজিত হইবে। তাই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এই উৎসবটি প্রত্যব্দ অপতিতভাবে মহাসমারোহে সম্পাদন করিয়া থাকেন। এবার প্রায় দশ বার হাজার যাত্রী বিভিন্ন দেশদেশান্তর হইতে শ্রীগৌরধামে আসিয়া ছয়দলে বিভক্ত হইয়া শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন। আমরা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপানুসরণে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তম অধস্তন—উক্ত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধবগোস্বামী মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে গত ২৩ গোবিন্দ (৪৮৭ গৌরাব্দ), ১৭ ফাল্গুন (১৩৮০), ১ মার্চ্চ (১৯৭৪) শুক্রবার হইতে ১ বিষ্ণু (৪৮৮ গৌঃ), ২৫ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত নবরাত্রব্যাপী—অধিবাস, ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা, শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথিপূজা ও শ্রীগৌরজন্মমহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ নির্ব্বিঘ্নে যজন করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছি।

প্রথম দিবস ১৭ ফাল্গুন—অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ শ্রীবিগ্রহসমক্ষে বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধামদনমোহনজিউ ও ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের জয়গানমুখে কৃপাপ্রার্থনা করেন। অতঃপর শ্রীমঠের বিশাল নাটমন্দিরে বা সংকীর্ত্তনভবনে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম পরিক্রমণার্থ সমবেত সহস্রাধিক ভক্ত নরনারীকে স্বাগত জানাইয়া সপার্ষদ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও তাঁহার শ্রীধামমাহাত্ম্য, শ্রীধাম-পরিক্রমার প্রয়োজনীয়তা ও বিধি অবশ্যপালনীয় নিয়মাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপর তদিচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য' গ্রন্থ পাঠ আরম্ভ করেন। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় ঐ গ্রন্থের এক অধ্যায় পঠিত হইবার পর শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে মঠসেবকগণ পরিক্রমণার্থী যাত্রিগণের আহার ও বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করেন।

১৮ ফাল্গুন—পরিক্রমার ১ম শুভারম্ভদিবস—অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। অদ্য শনিবার থাকায় পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে বারবেলা বাদ দিয়া সকাল ৭॥ টায় পরিক্রমা বাহির হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাল্কীর অনুগমনে সহস্রাধিক পরিক্রমণার্থী ভক্তসহ বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা লইয়া পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীল পরমহংস মহারাজ, শ্রীল হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীল পুরী মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ পদব্রজে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীযোগপীঠাভিমুখে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে শ্রীমঠের অল্পকিছু উত্তরে শ্রীনন্দনাচার্য্য-ভবনে প্রথমে প্রবেশ করা হয়। তথায় ঐ মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যধামপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের সমাধিমন্দির বন্দনা করিয়া তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-মন্দির দর্শন বন্দন ও পরিক্রমণান্তে আমরা ক্রমশঃ শ্রীযোগপীঠে উপনীত হই। তথায় উদ্দণ্ডনর্ত্তন-কীর্ত্তন-সহকারে শ্রীমন্দিরাদি পরিক্রমণান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির-প্রাঙ্গণে বসা হয়। তথায় প্রথমে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' গ্রন্থাবলম্বনে শ্রীগৌরজন্মস্থলীর মাহাত্ম্যবর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীমায়াপুর দক্ষিণাংশে শ্রীসরস্বতী ও ভাগীরথী-সঙ্গমের সন্নিকটস্থ সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিকলীলাস্থলী ঈশোদ্যান মাহাত্ম্যও কীর্ত্তন করেন। তাঁহার ভাষণের পর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ উক্ত শ্রীধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে শ্রীযোগপীঠের মহিমা পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীগদাধর অঙ্গন পরিক্রমণ ও তত্তৎস্থানমাহাত্ম্য কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্য মঠে যাওয়া হয়। শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস অঙ্গন ও শ্রীচৈতন্যমঠে

শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ তাঁহার স্বভাব সুলভ সুমধুর কণ্ঠে অনেকক্ষণযাবৎ নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য মঠের প্রবেশদ্বারে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের ভজনস্থলী শ্রীভক্তিবিজয়ভবন দর্শন ও বন্দনান্তে আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে যাই, তথায় শ্রীল আচার্য্যদেবপ্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণের আনুগত্যে শ্রীগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তনমুখে আমরা সমাধিমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া তচ্চরণসান্নিধ্যে কিছুক্ষণ উপবেশন করি। এই সময়ে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীধর মহারাজ-রচিত 'সুজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং'—এই একাদশ-শ্লোকাত্মক 'শ্রীল প্রভুপাদপদ্মস্তব' টি কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীমদ্ হৃষীকেশ মহারাজ 'শ্রীরূপমঞ্জরী পদ সেই মোর সম্পদ'—এই প্রার্থনাগীতিটি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা শ্রীচৈতন্য মঠে যাই, তথায় পরমগুরু শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি মন্দির বন্দন ও পরিক্রমণান্তে শ্রীচৈতন্য মঠের ঊনত্রিংশৎচূড়া-সম্বলিত মূলমন্দিরে যাই। এই শ্রীমন্দিরের গর্ভমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী বা শ্রীবিনোদপ্রাণজিউ এবং তৎসংলগ্ন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি চতুষ্কোণস্থ মন্দিরে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে শ্রী (লক্ষ্মী), ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক—এই সেশ্বর সৎসম্প্রদায় চতুষ্টয়ের আচার্য্যবর্গের অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদ্ রামানুজ, শুদ্ধদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্ব, শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমন্ নিম্বাদিত্যের শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত থাকিয়া নিত্য সেবিত হইতেছেন। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবত-প্রতিপাদ্য অচিন্ত্যভেদাভেদ-সত্যই ঐ সেশ্বরবাদ চতুষ্টয়কে ক্রোড়ীভূত করিয়া সমুদিত। এই জন্য ঐ 'সত্য'-প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-জিউর শ্রীমূর্ত্তি মধ্যমন্দিরে বিরাজমান। আমরা শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীমন্দিরকে বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ ও প্রণতি বিধান করিয়া অবিদ্যাহরণ-নাটমন্দিরে সমবেত হই। তথায় শ্রীল আচার্য্যদেবের ইঙ্গিত ক্রমে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ তদীয় সতীর্থ বৈষ্ণবগণসহ উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন ও জয়গান করেন। অতঃপর আমরা তথা হইতে শ্রীহনূমদবতার শ্রীমুরারিগুপ্তভবনে যাই, তত্রত্য শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীসীতারাম-জিউ ও শ্রীহনূমান্‌জীর শ্রীবিগ্রহের নিত্য সেবা বিদ্যমান। শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ ও প্রণামাদি হইয়া গেলে পূজ্যপাদ হৃষীকেশ মহারাজ শ্রীমুরারিগুপ্ত ঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। এস্থান হইতে আমরা পুনরায় কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। "নগর ভ্রমিয়া আমার গৌর এল ঘরে। গৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে॥ ধেয়ে এসে শচী মাতা গৌর নিল কোলে। লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন-কমলে॥" ইত্যাদি পদ কীর্ত্তনসহ মুহুর্মুহুঃ বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে শ্রীশ্রীনদীয়াবিহারী গৌরহরি—শ্রীমায়াপুর শশধর সিংহাসনারূঢ় হন। মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি বিহিত হইবার পর ভক্তবৃন্দ মহানন্দে প্রসাদ সম্মান করিয়া বিশ্রাম করেন। এত যে রৌদ্রতাপ পথশ্রমাদি কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা ভক্ত-বৃন্দের তাহা গণনারই বিষয় হয় নাই। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সুবিশাল নাট্যমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে প্রথমে পূজ্যপাদ পরমহংস মহারাজ, পরে পূজ্যপাদ হৃষীকেশ মহারাজ আত্মনিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল অন্তর্দ্বীপ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধাম-মাহাত্ম্য হইতে অন্তর্দ্বীপকথা পাঠ করিয়া শুনান। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব আত্মনিবেদনকে কেন্দ্র করিয়া শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবার সহিত আমাদের শ্রীধামনবদ্বীপ পরিক্রমার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিরাজিত, তাহা বিবিধ শাস্ত্র-যুক্তিমূলক বিচার-বিশ্লেষণ সহকারে বুঝাইয়া শ্রীধাম পরিক্রমার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সম্বন্ধে শ্রোতৃবৃন্দ-হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেন। সাধুসঙ্গাদি পঞ্চ মুখ্যভক্ত্যঙ্গ বা উহার যে কোন একটি অঙ্গ নিষ্ঠার সহিত যজন করিতে পারিলেই প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা হয়, সেই প্রেমের পরিপক্কাবস্থায়ই জীবহৃদয়ে ভগবদাবির্ভাব উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। মহাবদান্য গৌর-

সুন্দরের ধামও মহাবদান্য—পরমোদার, তাঁহার কৃপায় অনতিবিলম্বে অনর্থাপসারিতক্রমে শুদ্ধভক্তসাধুসঙ্গ লাভ এবং তাহা হইতেই শীঘ্র শীঘ্র সর্ব্বার্থ-সিদ্ধ হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব যাত্রিগণকে আগামীকল্য সীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমণার্থ প্রত্যূষে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হইবার কথা বলিয়া দেন। নামসংকীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে শীঘ্র শীঘ্র প্রসাদ পরিবেশনের ব্যবস্থা হয়। অদ্য সভারম্ভে শ্রীমান্ উপানন্দ দাসাধিকারীর বেহালা বাদন ও বিদ্যানগরের শ্রীমান্ দুলালকৃষ্ণের 'প্রেমের ঠাকুর গোরা' গীতিটি কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। উপানন্দ মৃদঙ্গ বাদন ও সঙ্গীতবিদ্যায়ও কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। নগরকীর্ত্তনে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ প্রভুর উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে ভগবন্নাম-গানে এক অভিনব উন্মাদনা জাগাইয়া দেয়।

১৯শে ফাল্গুন—পরিক্রমার ২য় দিবস শ্রবণাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল সীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমা। অদ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু অর্চ্চাবিগ্রহরূপে মন্দিরে অবস্থান করিলেও শব্দব্রহ্ম শ্রীনামবিগ্রহরূপে পরিক্রমায় বাহির হইলেন। শ্রীভগবান্ বলেন—'শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ'। বিশেষতঃ তাঁহার বাচ্যস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেও বাচক-স্বরূপ শব্দব্রহ্ম শ্রীনামের করুণাই অধিক। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল পরমহংস মহারাজ পরিক্রমার সহিত কিছু দূর আসিয়া বিশেষ সেবাকার্য্যবশতঃ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আমরা শিবের ডোবা ছাড়াইয়া মহাপ্রভুর নিজঘাটে আসিয়া বসি। এখানে মহাপ্রভুর নিজঘাট, মাধাই-এর ঘাট, বারকোণা ঘাট ও নগরীয়া ঘাট—এই ঘাট চতুষ্টয়, গঙ্গানগর, শ্রীজয়দেবের শ্রীপাট, বল্লালঢিপি ও বল্লালদীঘী প্রভৃতি কথা পাঠ ও বক্তৃতা-মুখে বলিয়া আমরা বেলপুকুর যাইবার পথে এক স্থানে শ্রীসীমন্তিনী দেবীর উদ্দেশে তাঁহার মাহাত্ম্য পাঠ করি। তথা হইতে আমরা বরাবর বেলপুকুরে (বিল্বপুষ্করিণী) শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ভবন বলিয়া খ্যাত একটি ভগ্ন-মন্দির প্রাঙ্গণে যাই এবং তথায় শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সেবিত বলিয়া কথিত একটি বহু প্রাচীন শ্রীমদনগোপাল মূর্ত্তি দর্শন করি। সেবাটি বড়ই অনাদৃত অবস্থায় আছেন। বিল্বপুষ্করিণী বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জনের প্রাচীন পল্লী, গ্রামবাসী সজ্জনবৃন্দ একটু মনোযোগ দিলেই অচিরেই শ্রীশ্রীমদনগোপালের একটি নূতন মন্দির নির্ম্মিত ও সেবার ঔজ্জ্বল্য সাধিত হইতে পারে।

শ্রীমদনগোপালমন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করেন। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজও কএকটি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ধামমাহাত্ম্য পাঠ করেন। অতঃপর তথা হইতে বাহির হইয়া শোনডাঙ্গায় এক নিম্ববৃক্ষতলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও কিছু জলযোগের ব্যবস্থা হয়। পরে তথা হইতে আমরা শরডাঙ্গায় শ্রীজগন্নাথমন্দিরে গমন করি। পথিমধ্যে এক আম বাগানে কিছুক্ষণ বসিয়া তথায় মেঘারচরের মাহাত্ম্য বলিয়া তথা হইতে শরডাঙ্গা বা শবরডাঙ্গার শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে যাই। এস্থানে বহু প্রাচীন শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাদেবীর সেবা আছেন। আমাদের সতীর্থ শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী এই সেবাটির ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনার্থ বহু চেষ্টা করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। মন্দির সমক্ষে একটি ক্ষুদ্র নাটমন্দিরনির্ম্মাণার্থ চেষ্টা হইতেছিল, কিন্তু অর্থাভাবে কার্য্য বন্ধ আছে। আমরা এস্থানের মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া এস্থান হইতে খোলাবেচা ভক্তরাজ শ্রীশ্রীধর অঙ্গনে যাই। তথাকার অবস্থাও অতীব শোচ্য। আমরা তথায় শ্রীধামমাহাত্ম্য পাঠ ও বক্তৃতা-মুখে ভক্তরাজের পরমপূত জীবনভাগবত কীর্ত্তন পূর্ব্বক তত্রত্য ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া তথা হইতে ভক্ত চাঁদ কাজির সমাধিস্থলে যাই। তথায় সমাধির উপর প্রায় ৫০০ বৎসরের প্রাচীন একটি গোলোকচাঁপা বৃক্ষ অদ্যাপি সজীব আছেন। আমরা সেই বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীধামমাহাত্ম্য পাঠ ও বক্তৃতা-মুখে শ্রীভগবানের কাজী উদ্ধার লীলা কীর্ত্তন করি। তথা হইতে আমরা বরাবর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রসাদ সম্মান করি। রাত্রিতে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব প্রভু বক্তৃতা করেন। তৎপর শ্রীল আচার্য্যদেব একটি না দীর্ঘ ভাষণ

প্রদানমুখে শ্রবণাখ্য ভক্তির মহিমা কীর্ত্তনপূর্ব্বক আগামী কল্যকার কীর্ত্তনাখ্য ও স্মরণাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমার কথা বলিয়া দেন। আগামীকল্য একাদশী।

২০ ফাল্গুন সোমবার—একাদশীর উপবাস—পরিক্রমার ৩য় দিবস—কীর্ত্তনাখ্য ও স্মরণাখ্য ভক্ত্যঙ্গ-যজনস্থল গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা—শ্রীশ্রীনৃসিংহ-পল্লী যাত্রা। অদ্যও সংকীর্ত্তননাথ শ্রীমন্মহাপ্রভু নামব্রহ্মরূপে ভক্তকণ্ঠারূঢ় হইয়া পরিক্রমায় বাহির হইলেন। মুহুর্মুহুঃ মহা জয় জয় ধ্বনি মধ্যে অগণিত ভক্ত কণ্ঠোত্থ নামসংকীর্ত্তনধ্বনি শঙ্খ-ঘণ্টামৃদঙ্গ-মন্দিরাদির বাদ্যধ্বনি-সহ মিলিত হইয়া শ্রীধামের গগন-পবন মুখরিত করিয়া তুলিল। ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীল পরমহংস মহারাজ প্রমুখ প্রবীণ আচার্য্যগণের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গরাধামদনমোহনজীউকে বন্দনা করিয়া শ্রীশ্রীক্ষেত্র-পালবৃদ্ধশিব-মন্দিরে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ সরস্বতী নদী পার হইয়া মহাসংকীর্ত্তন মধ্যে শ্রীগোদ্রুম স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমাধিমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীগৌরগদাধর বিগ্রহ, ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধিমন্দির ও অস্মদীয় পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীতে প্রণতি-জ্ঞাপন করিয়া আমরা শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ নবনির্ম্মিত নাটমন্দিরে উপবেশন করি। নাটমন্দিরটি ক্ষুদ্রায়তনের। ত্রিদণ্ডিপাদগণের সহিত কতিপয় ভক্ত ব্যতীত অন্যান্য সকল ভক্ত শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হন। এবার প্রত্যহ মাইক্রোফোন (Microphone) সঙ্গে থাকায় পাঠকীর্ত্তনবক্তৃতাদি প্রায় দুই সহস্র বা ততোঽধিক যাত্রী —সকলেরই কর্ণগোচর হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে প্রথমে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-রচিত 'আত্মনিবেদন তুয়াপদে করি হইনু পরম সুখী' ও 'কৃপা কর বৈষ্ণবঠাকুর' প্রমুখ গীতি কীর্ত্তন করিলে শ্রীল আচার্যদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরমপূত চরিতামৃত ও তৎপ্রিয় কীর্ত্তনাখ্য শুদ্ধভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীগোদ্রুমমহিমামৃত আবেগভরে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীনব-দ্বীপধামমাহাত্ম্য-গ্রন্থ হইতে শ্রীগোদ্রুম-মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া শুনান। এস্থল হইতে আমরা শ্রীসুবর্ণবিহার গৌড়ীয় মঠে গমন করি, তথায় শ্রীসুবর্ণবিহারী গৌর-হরি ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজিউর শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ ও প্রণতি বিধান করতঃ আম্রপনসাদি বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া শ্রীধামমাহাত্ম্য হইতে সত্যযুগের শ্রীসুবর্ণসেন রাজার কথা পাঠ করি। ইনিই শ্রীগৌরাবতারে শ্রীবুদ্ধিমন্ত খানরূপে মহাপ্রভুর সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এস্থান হইতে বেলা প্রায় ১১৷৷ টায় আমরা শ্রীনৃসিংহপল্লী যাত্রা করি। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব, পরমহংস মহারাজ ও হৃষীকেশ মহারাজ আমাদের একটু আগে পৌঁছিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদের পৌঁছিতে প্রায় ১৷৷টা বাজিয়া যায়। প্রখর রৌদ্রে পথ হাঁটিতে কষ্ট হইলেও ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহপাদ-পদ্মে পৌঁছিলে সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব আমাদিগকে লইয়া বারচতুষ্টয় শ্রীনৃসিংহদেবের জয় গানমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীনৃসিংহ-সমক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার জয়গান করিতে করিতে নৃত্য কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে বিশাল তিন্তিড়ী বৃক্ষতলে বসিয়া পাঠ কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হইতে থাকে। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা ও ভোগরাগ বিধান করেন। অদ্য শ্রীএকাদশী—হরিবাসর, ফল মূল মিষ্টান্নাদি এবং শ্রীনৃসিংহদেবের পরমপ্রিয় পরমান্ন ভোগ দেওয়া হয়। এই পরমান্ন প্রসাদ মঠে লইয়া গিয়া পরদিবস ইহাদ্বারা পারণের ব্যবস্থা হয়। ভক্তবৃন্দ সকলেই অদ্য শ্রীনৃসিংহ-দেবের অতিথি হইয়া তাঁহার ফলমূলাদি প্রসাদ দ্বারা অনুকল্প বিধান করেন। এস্থানে শ্রীনৃসিংহদেবের এমন মাহাত্ম্য আছে যে, গোপগণ অন্যত্র দুগ্ধে জল মিশাইলেও তাঁহার ভোগের দুগ্ধে জল মিশান না। এখানে একটি

বৃহৎ তমাল বৃক্ষ আছে। একভক্ত তাহার তলদেশ বাঁধাইয়া দিয়াছেন। এই বৃক্ষটির প্রতিশাখায় বিভিন্ন কামকামি-ব্যক্তি নানাবিধ কামনাবাসনাপূর্ত্তিকামনায় অসংখ্য ইষ্টক বা প্রস্তর খণ্ড বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। শুনা যায়, বাঞ্ছকল্পতরু শ্রীনৃহরির কৃপায় অনেক কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি নাহি দেন রাখেন লুকাঞা।" ভক্তগণ ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহপাদপদ্মে কামক্রোধাদি ভক্তিবাধা দূর করিয়া কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীধামমাহাত্ম্য হইতে এস্থানের মাহাত্ম্য পাঠ করেন। শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ বক্তৃতা করেন। আমরা অনুকল্প গ্রহণের পর শ্রীহরিহরক্ষেত্রে গমন করি। এখানে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধামমাহাত্ম্য পাঠ ও বক্তৃতামুখে এই স্থান মাহাত্ম্য ও শ্রীহরিহরতত্ত্ব বুঝাইয়া দেন। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদত্বং তৎপ্রিয়তম-ত্বেনৈব বীক্ষন্তে অর্থাৎ শ্রীগুরু ও শ্রীশিবকে যে শ্রীভগবানের সহিত অনেকস্থানে অভেদ বলা হইয়াছে, তাহাতে শুদ্ধভক্ত-গণ বিচার করেন যে, তাঁহারা শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়তম বলিয়াই ঐরূপ অভেদোক্তি করা হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতেও অনেক প্রমাণ প্রদর্শিত হয়। এস্থান হইতেই মধ্যদ্বীপোদ্দেশে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীমধ্যদ্বীপ, নৈমিষকানন, ব্রাহ্মণ-পুষ্কর, উচ্চহট্টাদির মাহাত্ম্য পাঠ করতঃ শ্রীঅলকানন্দার জল মস্তকে ধারণ করিয়া আমরা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। সন্ধ্যারাত্রিকের পর সারস্বতশ্রবণ-সদনে সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ পরমহংস মহারাজ ও হৃষীকেশ মহারাজ কীর্ত্তনাখ্য ও স্মরণাখ্য ভক্ত্যঙ্গের কথা কীর্ত্তন করেন।

২১শে ফাল্গুন মঙ্গলবার—পরিক্রমার ৪র্থ দিবস—পাদসেবনাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল কোলদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া আমরা অর্চ্চনাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল ঋতুদ্বীপান্তর্গত বিদ্যানগর উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে রাত্রিতে অবস্থান করি। অদ্য আমরা সকাল সকাল স্নানাহ্নিকপূজাদি সারিয়া প্রসাদ পাইবার পর কোলদ্বীপ যাত্রা করি। আমাদের বিছানা-পত্র বাঁধিয়া গরুর গাড়ীতে দেওয়া হয়। আমরা বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাল্কীর অনুগমন করি। খেয়া পার হইতে সময় লাগে। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস প্রভু, শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ, শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া পোড়ামা (প্রৌঢ়ামায়া)-তলায় উপনীত হইলে শ্রীমন্মহা-প্রভুর পাল্কী শ্রীশ্রীভবতারিণী-মন্দিরালিন্দে সংরক্ষিত হন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করিলে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য হইতে কোলদ্বীপ-মাহাত্ম্য পাঠ করেন। তৎপর শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ 'আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে'—প্রৌঢ়ামায়া-মহিমাসূচক এই গীতিটি কীর্ত্তন করিলে আমরা জয়ধ্বনি দিয়া উঠিয়া পড়ি এবং শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া, ভবতারিণী দেবী ও বৃদ্ধশিবকে প্রণতিজ্ঞাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণবগণের অনুগমনে তেঘরীপাড়ায় শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপনীত হই। তত্রত্য বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, সহকারী মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ প্রমুখ মঠকর্ত্তৃপক্ষ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাল্কী মন্দিরা-লিন্দে উঠাইয়া পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি বিধান করেন। আমরা মূল মন্দিরে শ্রীশ্রীমদ্-গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজিউ ও শ্রীমদ্ বরাহদেবকে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক আমাদের সতীর্থ শ্রীমদ্ ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের সমাধিমন্দিরে প্রণাম ও উভয় মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বিদ্যানগরাভিমুখে অগ্রসর হই। বেডিং-এর গাড়ী আসিতে একটু বিলম্ব হয়। এজন্য বাসস্থানাদি দেখিয়া লইয়া সভায় বসিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে। শ্রীমান্ তুলাল কীর্ত্তন করে। শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীমদ্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ যথাক্রমে বক্তৃতা করেন। রাত্রে প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম লইতে ১॥ টারও অধিক হইয়া যায়।

২২শে ফাল্গুন বুধবার—পরিক্রমার ৫ম দিবস—অর্চ্চনাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমা। অদ্য-

প্রত্যুষে আমাদিগকে খুব ক্ষিপ্রতার সহিত প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া প্রস্তুত হইতে হয়। আমরা প্রথমে সমুদ্রগড় যাই। তথায় শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধামমাহাত্ম্য হইতে পরম ভক্ত সমুদ্রসেন রাজার ভগবৎসাক্ষাৎকার-কথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর তথা হইতে আমরা শ্রীগৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ-ভবনে শ্রীশ্রীগৌরগদাধর শ্রীমন্দিরে যাই। তথায় শ্রীমন্দির পরিক্রমা, শ্রীগৌরগদাধরের অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও প্রণামাদি করিয়া আমরা শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে বসি। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ 'কবে আহা গৌরাঙ্গ' বলিয়া গীতিটি কীর্ত্তন করিলে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধাম-মাহাত্ম্য হইতে শ্রীঋতুদ্বীপ, চম্পকহট্ট ও শ্রীজয়দেব মহিমা এবং প্রসঙ্গক্রমে পরমারাধ্য প্রভুপাদের দ্বিজবাণীনাথসেবিত বহু প্রাচীন গৌরগদাধর-সেবোদ্ধারের কথা কীর্ত্তন করেন। এখানে শ্রীমৎ নারসিংহ মহারাজ আমাদিগকে কিছু মিষ্টান্ন-প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করেন। আমরা এস্থান হইতে ক্রমশঃ বিদ্যানগরে শ্রীসার্ব্বভৌম গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীসার্ব্বভৌম-ভবনাভিমুখে যাত্রা করি। প্রথমে শ্রীসার্ব্বভৌম গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জিউ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া সার্ব্বভৌমভবনে যাই। তথায় শ্রীসার্ব্বভৌম-সেবিত বলিয়া কথিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ মূর্ত্তি দর্শন ও প্রণতি করিয়া আমরা কল্পবৃক্ষতলে বসি। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধাম-মাহাত্ম্য হইতে শ্রীঋতুদ্বীপস্থ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীবিদ্যানগর-মহিমা কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ তাঁহার স্বভাব সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় ভারতের অদ্বিতীয় বৈদান্তিক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম ঠাকুরের শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় প্রসঙ্গ বর্ণনমুখে বিদ্যানগর মহিমা কীর্ত্তন করেন। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ কীর্ত্তন করেন। আমরা এস্থান হইতে বিদ্যানগর হাই-স্কুলে প্রত্যাবর্ত্তন করি। অদ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু আর্চ্চাবিগ্রহ-রূপে নগর-ভ্রমণে বহির্গত না হইয়া শব্দ-ব্রহ্মরূপেই বাহির হইয়াছিলেন। রাত্রে গত রাত্রির ন্যায় স্কুল প্রাঙ্গণে মহাসভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ প্রধানশিক্ষক শ্রীযুক্ত পরেশ চন্দ্র গোস্বামি মহাশয় ও অন্যান্য শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ সকলকেই আমাদের ভগবৎসেবায় সহায়তা ও সহানুভূতি প্রদর্শন জন্য অশেষ ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বিশেষতঃ ছাত্রবৃন্দের নিয়মানুবর্ত্তিতা, সৌজন্য ও ভগবৎসেবায় সহানুভূতি প্রদর্শন—সর্ব্বোপরি তাঁহাদের বিদ্যামন্দিরে প্রত্যব্দ কলিযুগপাবনাবতারী—পরবিদ্যাবধূজীবন নাম-সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যদেবের সেবা-প্রাপ্তির আগ্রহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসার্হ। প্রেমের ঠাকুর শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরে তাঁহাদের রতিমতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, তাঁহারা দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়া দেশের দশের প্রকৃত হিতসাধন করুন, বিদ্যা-নগরের বিদ্যামন্দির এক সুমহান আদর্শ স্থানীয় হইয়া বিদ্যানগরের লুপ্তগৌরব পুনরুজ্জীবিত করুক, ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে আমাদের হার্দ্দী প্রার্থনা। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব ভক্তিই যে সর্ব্বশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরা বিদ্যা, শ্রীভগবান্ যে একমাত্র ঐকান্তিকী অনন্যা ভক্তিগ্রাহ্য, তাহা বিবিধ সাত্বতশাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রতিপাদন করেন। পাদসেবনাখ্য ও অর্চ্চনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ সম্বন্ধেও অনেক কথা বলেন। অতঃপর তাঁহার ইচ্ছানুসারে তচ্ছিষ্য শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ ও শ্রীমন্নারসিংহ মহারাজও কিছু কিছু বলিলে নামসঙ্কীর্ত্ত-নান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

২৩শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—পরিক্রমার ৬ষ্ঠ দিবস—বন্দনাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীজহ্নুদ্বীপ, দাস্যাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজন-স্থল শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ, শ্রীবৈকুণ্ঠপুর, শ্রীমহৎপুর; নিদয়ার-ঘাট, সখ্যাখ্যভক্ত্যঙ্গযজন-স্থল শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীভরদ্বাজটিলা বা ভারুইডাঙ্গা পরিক্রমা। আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গানু-গমনে প্রত্যুষে বিদ্যানগর বিদ্যামন্দির হইতে যাত্রা করতঃ প্রথমে শ্রীজহ্নুদ্বীপ বা জান্নগর আসি। তথায় শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধামমাহাত্ম্য হইতে শ্রীজহ্নুমুনির কথা পাঠ করেন। তথা হইতে যাই শ্রীশার্ঙ্গমুরারিঠাকুরের শ্রীপাটে, এস্থানে শ্রীশার্ঙ্গমুরারিঠাকুরের আরাধ্য শ্রীরাধাগোপীনাথ, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীরাধামদনগোপাল, শ্রীগৌর-গদাধর, প্রকাণ্ড শ্রীসিদ্ধবকুল বৃক্ষ ও তন্মূলভাগে চতুর্দ্দিকে অচ্ছেদ্য শ্রীতুলসীকানন দর্শন ও প্রণতি জ্ঞাপনা পূর্ব্বক তথা হইতে যাই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-35

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োদশ বর্ষ

[১৩৭৯ ফাল্গুন হইতে ১৩৮০ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

—— o ——

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

—— o ——

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' প্রেসে মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

—— o ——

শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৭

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

ত্রয়োদশ বর্ষ

(১ম—১২শ সংখ্যা)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৪শ বর্ষ

৩য় সংখ্যা

বৈশাখ
~~ফাল্গুন~~ ১৩৮৬

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪১৭৪০

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৮১। ২৩ মধুসূদন, ৪৮৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ বৈশাখ, সোমবার; ২৯ এপ্রিল ১৯৭৪। | ৩য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪ শ বর্ষ ২য় সংখ্যা ২৭ পৃষ্ঠার পর)

গুরুবৈষ্ণবানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিক হইয়া যাওয়া উচিত নয়। গৌরভোগী বা কৃষ্ণভোগী হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। ঘড়িতে বেশী দম দিলে যেমন উহার Spring ছিঁড়িয়া যায়, তেমনই অতিমাত্রায় ভোগে ও ত্যাগে সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। ভোগ ও ত্যাগ-বাঞ্ছা থাকিলে জীবের অসুবিধা দূর হয় না। এজন্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ভোগ ও ত্যাগকে গর্হণ করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের কথাই বলিয়াছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

সমস্ত জিনিষ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না হইলে ভগবৎসেবা হইল না।

বৈষ্ণবকে গুরুজ্ঞান না হইলে তাঁহার ছিদ্রানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি হইবে। সেইজন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

ভগবান্ যাঁহাকে রক্ষা করেন, তাঁহার অমঙ্গল হয় না। 'বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।' বৈষ্ণব-নিন্দাতে জীবের সর্ব্বনাশ হয়। ভগবদ্ভক্ত কখনও কপটতা করেন না। তিনি জীবকে ভোগ বা ত্যাগপথে লইয়া যান না। ভোগের পথ ও ত্যাগের পথ ভগবদ্ভক্তির বিপরীত দিকে।

"কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অমায়া ও মায়ার সহিত কৃপা পৃথক্। মায়ার সহিত কৃপাতে আমাদের জড়জগতে ধনজনপাণ্ডিত্য লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু জড়বিদ্যা-লাভের যে পরিণাম, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥

ভগবানের যথার্থ কৃপা লাভ করিলে জীবের সংসার-বন্ধন থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।

অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিব্যক্তিই আভিজাত্য ও পাণ্ডিত্য-দ্বারা গর্ব্বিত।

ভগবদ্ভক্তি কিসে হয়? শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ॥
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

সাধুকে সেব্যবস্তু জানিতে হইবে। সাধুর উপর গুরুগিরি করিতে হইবে না। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইলে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হয়। তত্ত্ববস্তু সাধুর নিকট হইতে যেভাবে লাভ করিতে হয় তাহা গীতাশাস্ত্র এইরূপ বলিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

গুরুবৈষ্ণবের নিকট Unconditional surrender করিতে হইবে। সাধুকে সেবা করিতে না পারিলে কাহারও সুবিধা হইবে না।

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিত-সঙ্গলব্ধ্যা॥ (উপদেশামৃত)
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বুদ্ধিশক্তি কম আছে, মনে করি, অথবা তাঁহাকে মতিচ্ছন্ন মনে করি, তাহা হইলে আমাদেরই মতিচ্ছন্ন হইবে। একমাত্র গুরু-সেবকের নিকটেই শাস্ত্রার্থ স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

We are to allow time to hear (হরিকথা-শ্রবণের জন্য সময় দিতে হইবে।) শ্রীগুরু-মুখপদ্ম-বিনিঃসৃতা বাণী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত নিরন্তর শ্রবণ করিতে হইবে। গুরুদেবের কৃপা হইলেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইবে। শ্রীগুরু-কৃপাই ভগবানের কৃপা। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ং স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

যিনি ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাঁহার সেবা করিলেই সব সুবিধা হইয়া যাইবে। এসকল কথা মুখে মুখে জানিলেই হইবে না, অন্তরের সহিত জানিতে হইবে।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

রূপানুগত্য ব্যতীত জীবের আর কোন কার্য্য নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমরা যুক্তবৈরাগ্যবান্ বলিয়া জানিব। কৃষ্ণভক্তিকে বাদ দিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই নিরর্থক। "কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥" ভগবৎকৃপা, স্বীয় সুকৃতি ও সাধুগণের প্রকৃত অনুসরণের অভাবে শ্রীবাসের শাশুড়ী শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরিকীর্ত্তন শুনিতে পারেন নাই। পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীও মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-শ্রবণে অধিকার পান নাই। পয়ঃপানকারী তপস্বী হইলেই হরিভক্তি লাভ হয় না, বরঞ্চ মোক্ষাভিলাষ আসিয়া উপস্থিত হয়। যেহেতু—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয়ঃ ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
(ঈশোপনিষৎ ৯)

জীবমোক্ষাভিলাষী হইলে কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া দেয়।

একদিন এই শ্রীমায়াপুরের পথে হঠাৎ দেবানন্দ পণ্ডিতকে দেখিতে পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ক্রোধোদ্রেক হইল।

কারণ, ঐ দেবানন্দ পণ্ডিত যখন তাহার নিজ গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যাপনা করিতেছিল, তখন শ্রীবাস পণ্ডিত দৈবযোগে তথায় উপস্থিত হইয়া ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তাঁহার অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হয়। তাঁহার ক্রন্দন-শব্দে দেবানন্দের মূর্খ ও ভক্তিহীন পড়ুয়াগণ তাহাদের পাঠের ব্যাঘাত হইতেছে মনে করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। দেবানন্দ পণ্ডিতও তাহাদিগকে বারণ করে নাই। সে শান্ত ও তপস্বী অধ্যাপক বলিয়া খ্যাত হইলেও হরি-ভক্তিহীন ছিল। শ্রীবাস পণ্ডিত ইহাতে দুঃখিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু সকলই জানিতেন। তাই আজ সাক্ষাতে তাহাকে পাইয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ হেতু তাহাকে প্রচুর তিরস্কার করিলেন। দেবানন্দ অবনত মস্তকে সে তিরস্কার শ্রবণ করিল। দেবানন্দ পণ্ডিত অক্ষজজ্ঞানে মত্ত থাকায় বহু গুণযুক্ত পবিত্র-চরিত্র আকুমার ব্রহ্মচারী হইয়াও ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতের চরণে অপরাধ করিয়াছিল। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত নিজের বিদ্যা বুদ্ধিতে কখনও শাস্ত্রার্থ অবধারণ করা যায় না। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল হউক।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

প্রঃ—ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ কি?

উঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ লিখিয়াছেন; তাহাতে ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে, যথা, (পূর্ব্ব-১লঃ ৯)—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

[অন্য অভিলাষশূন্যতা, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান বা স্মৃত্যুক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা অনাবৃত, কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসম্বন্ধি অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি।]

এই সূত্রে স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বিশদ্ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। 'উত্তমা ভক্তি' শব্দে 'শুদ্ধভক্তি'। জ্ঞানবিদ্ধা ও কর্ম্মবিদ্ধা ভক্তি শুদ্ধভক্তি নয়—কর্ম্মবিদ্ধা-ভক্তিতে ভুক্তি-ফলের উদ্দেশ্য আছে; জ্ঞানবিদ্ধা-ভক্তিতে মুক্তি-ফলের উদ্দেশ্য আছে; ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাশূন্যা যে ভক্তি, তাহাই 'উত্তমা', তাহা অবলম্বন করিলে প্রীতি-ফল লাভ করা যায়। সেই ভক্তি কি? কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপ চেষ্টা ও প্রীতিময় মানসভাবই ভক্তির 'স্বরূপ লক্ষণ'; সেই চেষ্টা ও ভাব আনুকূল্যের সহিত নিয়ত ক্রিয়মাণ। জীবের যে নিজশক্তি আছে, তাহাতে কৃষ্ণকৃপা ও ভক্তকৃপাক্রমে ভগবানের স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ উদিত হইলে ভক্তির স্বরূপ উদিত হয়। জীবের শরীর, বাক্য ও মন—সকলই বর্ত্তমান অবস্থায় জড় ভাবাপন্ন; স্বীয় বিবেকশক্তিদ্বারা জীব যখন তাহাদিগকে চালিত করেন, তখন জড়সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিরাগরূপ কোন শুষ্ক ব্যবহার উদিত হয় মাত্র; ভক্তিবৃত্তির উদিত হইতে পারে না। কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিবৃত্তি আবির্ভূত হইয়া তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে ক্রিয়াবতী হইলেই শুদ্ধ-ভক্তিবৃত্তির প্রকাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার ইয়ত্তা, অতএব কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তিচেষ্টা; ব্রহ্মানুশীলন ও পরমাত্মানুশীলনরূপ চেষ্টাসমূহ জ্ঞানকর্ম্মের অঙ্গবিশেষ,—ভক্তি নয়। চেষ্টা প্রাতিকূল্য-সম্বন্ধেও দেখা যায়, অতএব আনুকূল্য-ভাব ব্যতীত ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। 'আনুকূল্য'-শব্দে কৃষ্ণোদ্দেশে একটী রোচমানা প্রবৃত্তি আছে,

তাহাই বুঝিতে হইবে। এই অবস্থা, সাধনকালে কিছু স্থূল সম্বন্ধ রাখে; সিদ্ধি-কালে স্থূলজগতের সম্বন্ধ-রহিত হইয়া পরিস্কৃত হয়—উভয় অবস্থায় ভক্তির লক্ষণ একই প্রকার; অতএব আনুকূল্যভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তির 'স্বরূপলক্ষণ'। 'স্বরূপলক্ষণ' বলিতে গেলে 'তটস্থলক্ষণ'-ও বলিতে হয়; শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী ভক্তির দুইটী 'তটস্থলক্ষণ' বলিতেছেন, অন্যাভিলাষিতা-শূন্যতা—একটী তটস্থলক্ষণ এবং জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃতত্ব—দ্বিতীয় তটস্থলক্ষণ। ভক্তির উন্নতি-অভিলাষ ব্যতীত অন্য যে কোন অভিলাষ হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাই ভক্তিবিরোধী—জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, বৈরাগ্য ইত্যাদি প্রবলতা লাভ করিয়া হৃদয়কে আবৃত করিলে ভক্তির সহিত বিরোধ হয়; অতএব উক্ত দুইটী বিরোধ-লক্ষণশূন্য হইলেই আনুকূল্যভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাকেই 'শুদ্ধভক্তি' বলা যায়।

প্রঃ—ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি? অর্থাৎ ভক্তির কি কি বিশেষ পরিচয় আছে?

উঃ—শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী বলিয়াছেন,—শুদ্ধভক্তিতে ছয়টী বৈশিষ্ট্য দেখা যাইবে, যথা—

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ১লঃ ১২)

ভক্তি স্বভাবতঃ—(১) ক্লেশঘ্নী, (২) শুভদা, (৩) মোক্ষকে তুচ্ছজ্ঞান করায়, (৪) অতিশয় দুর্ল্লভা, (৫) সান্দ্রানন্দবিশেষ-স্বরূপা ও (৬) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী।

প্রঃ—ভক্তি 'ক্লেশঘ্নী' কিরূপে?

উঃ—'ক্লেশ' তিন প্রকার—'পাপ', 'পাপবীজ' ও 'অবিদ্যা'। পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক প্রভৃতি ক্রিয়াসকল 'পাপ'। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তি আবির্ভূতা হন, তাঁহার পাপকার্য্য স্বভাবতঃ থাকে না। পাপ করিবার বাসনাসকল 'পাপবীজ', ভক্তিপূত-হৃদয়ে সে-সমস্ত বাসনা স্থান লাভ করে না। জীবের স্বরূপ-ভ্রমের নাম 'অবিদ্যা'। শুদ্ধভক্তির উদয়ে 'আমি কৃষ্ণ-দাস' এই বুদ্ধি সহজে উদিত হয়; অতএব স্বরূপ-ভ্রমরূপ অবিদ্যা থাকে না। ভক্তিদেবীর আলোক হৃদয়ে প্রবেশ করিবামাত্রই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যারূপ অন্ধকার সুতরাং বিনিষ্ট হয়, ভক্তির আগমনে ক্লেশের অদর্শন, সুতরাং ক্লেশঘ্নত্বই ভক্তির একটি বিশেষ ধর্ম্ম।

প্রঃ—ভক্তি শুভদা কিরূপে?

উঃ—সর্ব্বজগতের অনুরাগ, সমস্ত সদ্গুণ ও যত প্রকার সুখ আছে, এই সমস্তই 'শুভ' শব্দের অর্থ। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির উদয়, তিনি দৈন্য, দয়া, মান-শূন্যতা ও সকলের সম্মানদাতৃত্ব—এই চারিটি গুণে অলকৃত; অতএব জগতের সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন। জীবের যত প্রকার সদ্গুণ আছে, ভক্তিমান্ পুরুষের সে সকল অনায়াসে উদিত হয়। ভক্তি সর্ব্বপ্রকার সুখ দিতে পারেন—ইচ্ছা করিলে, বিষয়গত সুখ, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মগত সুখ, সমস্ত সিদ্ধি, ভুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি সকলই দিতে পারেন, কিন্তু ভক্ত চতুর্ব্বর্গের কিছুই চান না বলিয়া নিত্যপরমানন্দ ভক্তির নিকট হইতে পাইয়া থাকেন।

প্রঃ—ভক্তি কিরূপে 'মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করান'?

উঃ—ভগবদ্রতিসুখ হৃদয়ে কিছুমাত্র উদিত হইলেই ধর্ম্ম-কাম-মোক্ষ সহজে লঘু হইয়া পড়ে।

প্রঃ—ভক্তিকে 'সুদুর্ল্লভা' বলা হয় কেন?

উঃ—এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সহস্র সহস্র সাধন করিলেও ভজনচাতুর্য্যাভাবে সহজে ভক্তি লাভ করা যায় না; হরি-ভক্তি মুক্তি দিয়া অধিকাংশ লোককে সন্তুষ্ট করেন, বিশেষ অধিকার না দেখিলে ভক্তি দেন না—এই দুই প্রকারে ভক্তি সুদুর্ল্লভা হইয়াছেন। জ্ঞানচেষ্টাদ্বারা অভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মুক্তি নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, যজ্ঞাদি পুণ্যদ্বারা ভুক্তি অনায়াসে লাভ হয়, কিন্তু ভক্তিযোগ-সংযোগরূপ নৈপুণ্য যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র সাধন করিলেও হরিভক্তি লাভ হয় না।

[জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥
—চৈঃ চঃ আ ৮।১৭-১৮]

প্রঃ—ভক্তি 'সান্দ্রানন্দ-বিশেষস্বরূপা' কিরূপে ?

উঃ—ভক্তি—চিৎসুখ, অতএব আনন্দসমুদ্র। জড়-জগতের বা তাহার বিপরীত-চিন্তাময় জগতে যে ব্রহ্মানন্দ আছে, তাহা পরার্দ্ধ-গুণীকৃত হইলেও ভক্তিসুখসমুদ্রের একবিন্দুর সহিত তুলনার স্থল হয় না। জড়সুখ তুচ্ছ, জড়-বিপরীত সুখ নিতান্ত শুষ্ক—সেই দুই প্রকার সুখই চিৎসুখ হইতে বিজাতীয় ও বিলক্ষণ। বিজাতীয় বস্তুর পরস্পর তুলনা নাই; এতন্নিবন্ধন যাঁহারা ভক্তিসুখ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ একটি গাঢ় আনন্দের স্বরূপ ভোগ করিতে পান যে, ব্রাহ্মাদিসুখ তাঁহাদের নিকট গোষ্পদ বলিয়া বোধ হয়; সে সুখ যে অনুভব করিতেছে, সেই জানে, অপরে বলিতে পারে না।

প্রঃ—ভক্তি কিরূপে 'শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী' ?

উঃ—যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহার নিকটে সমস্তপ্রিয়বর্গ-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদ্বারা বশীভূত হইয়া আকৃষ্ট হন, অন্য কোন উপায়ে তাঁহাকে বশীভূত করা যায় না।

প্রঃ—ভক্তি যদি এরূপ উপাদেয়, তাহা হইলে যে-সকল ব্যক্তি অধিক শাস্ত্র পড়েন, তাঁহারা কেন ভক্তি-সংগ্রহে যত্ন পান না ?

উঃ—মূল কথা এই যে, মানবের যুক্তি সীমাবিশিষ্ট; তাহার দ্বারা বুঝিয়া লইতে গেলে, 'ভক্তি ও কৃষ্ণতত্ত্ব' স্বভাবতঃ জড়াতীতত্ব-নিবন্ধন, সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়েন; কিন্তু পূর্ব্বসুকৃতিবলে যাঁহার বিন্দুমাত্র রুচির উদয় হয়, তিনি ভক্তিতত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারেন—সৌভাগ্যবান্ ব্যতীত ভক্তিতত্ত্ব বুঝিবার শক্তি কেহ লাভ করেন না।

বঙ্গীয় নববর্ষারম্ভে

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী—শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন-জিউর পরম মঙ্গলময় শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা পূর্ব্বক আমরা শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার চতুর্দ্দশবর্ষের বঙ্গীয় নববর্ষের শুভারম্ভ ঘোষণা করিতেছি। শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিনের স্মরণ হইতে সর্ব্ব-বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া অনায়াসে স্বাভীষ্ট—সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়—ইহাই মহাজনোক্তি, ইহাতে দৃঢ়বিশ্বাসমূলা নিষ্কপট শ্রদ্ধা হইতেই শ্রীচৈতন্যবাণীর কীর্ত্তন-সেবাধিকার লাভের সৌভাগ্য মিলিয়া থাকে। বিশেষতঃ শ্রীগুরুদেব—সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণের স্বরূপ'; তিনি অন্তর্যামী-'চৈত্ত্যগুরু' ও ভক্তশ্রেষ্ঠ—'মহান্ত গুরু' এই দুইরূপে ভক্তগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। এজন্য আমরা শ্রীগুরুদেবকে "শ্রীগৌরকরুণা-শক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে" বলিয়া প্রণাম করিয়া থাকি। শ্রীশ্রীরাধামাধবমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের সর্ব্ব-শক্তিচক্রবর্ত্তিনী অমন্দোদয়া করুণাশক্তি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন সাক্ষাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে, তাই তাঁহার কৃপাই 'কেবল-ভক্তিসদ্ম', তাঁহার কৃপায়ই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়, গোলোক-গতি লাভ হয়, শ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণসেবালাভের সকল-আশা পূর্ণ হইয়া থাকে। তিনি আমাদের জন্ম-জন্মের চিরবান্ধব, একজন্মেই সে-সম্বন্ধ ছিন্ন হইবার নহে। অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মাদৃশ বদ্ধজীবের দিব্যজ্ঞানচক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক তাহাকে অপ্রাকৃত সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া প্রেমভক্তিবিজ্ঞান দান করিবার জন্য আর কাহার হৃদয় এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিবে—এমন পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি আর কে আছেন ? বহুজন্ম ধরিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয়েই শ্রীগুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদ-সুখ এবং সেই শ্রীগুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদ বা কৃপাক্রমেই ভক্তিলতার বীজ লভ্য হয়। মালী হইয়া সযতনে সেই বীজ নির্ম্মল হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ পূর্ব্বক তাহাতে সাধুগুরু-মুখনিঃসৃতা-বাণী-শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ-জল সিঞ্চন করিতে

থাকিলে সেই বীজ অঙ্কুরিত, ক্রমশঃ পল্লবিত হইয়া দেবীধাম, বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদ করতঃ পরব্যোমে উঠিবে, অতঃপর তথা হইতে তদুপরি গোলোকবৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক তথায় প্রেম ফল-ফুলে সুশোভিত হইবে। সেখানেও মালী শ্রবণকীর্ত্তন-জলসেচন কার্য্যে বিরত হইবেন না। তাহাতে ক্রমশঃ ঐ প্রেম ফল পরিপক্ক হইতে থাকিবে। ভক্ত-মালী সেই প্রপক্ক প্রেমফল আস্বাদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন। এই প্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থ উহার নিকট অতিতুচ্ছ। ভাগ্যবান্ ভক্তজীব 'আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায় এই মহাদাদর্শ অনুসরণ-মুখে সেই প্রেমফল নিজে আস্বাদন পূর্ব্বক নিজের জীবন সার্থক করতঃ পরোপ-চিকীর্ষায় ব্রতী হইবেন। কিন্তু এই ভক্তিলতার বৃদ্ধিকালে ভক্তমালীকে কএকটি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্ত-হস্তীর যাহাতে কোন প্রকারেই উদ্গম না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। আবার আরও কএকটি বিষয়ে সবিশেষ সতর্ক হওয়া একান্ত আবশ্যক—যেমন ভক্তির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইলেও ভক্তি নহে, এইরূপ ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীব-হিংসা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি অসংখ্য অভক্তিরূপ উপশাখা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে; সেগুলিকে কখনই প্রশ্রয় দিতে হইবে না। ঐ আগছা বা পরগাছাগুলিকে প্রথমেই নির্ম্মম-ভাবে ছেদন করিতে হইবে। নতুবা সেকজল পাইয়া উপশাখাগুলিই ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে মুল শাখার গতি স্তব্ধ হইয়া যাইবে। ঐ উপশাখারূপ অনর্থ পরিমুক্ত হইতে পারিলেই ভক্তি-লতার গতি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া তাহা ক্রমশঃ বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করিবার সৌভাগ্য বরণ করিবে ও প্রেমফল-প্রসূ হইবে। তখন ভক্তমালী সেই সুপক্ক প্রেমফল-আস্বাদন করিবার পরম সৌভাগ্য বরণ করিবেন।

পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম উক্ত 'উপশাখা' সম্বন্ধে তাঁহার অনুভাষ্যে (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯ শ পঃ) লিখিয়াছেন—

"প্রকৃতলতার নিজ শাখা ব্যতীত তৎসদৃশ একই আকৃতিবিশিষ্ট অন্যলতার শাখা ঐ প্রকৃত লতাকে জড়াইয়া উহারই অঙ্গীভূত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ তাহা প্রকৃত লতা নহে। **ভুক্তি**—কর্ম্মফলভোগ-বাদীর প্রাপ্য; **মুক্তি**—জ্ঞানবাদীর প্রাপ্য; **বাঞ্ছা** সিদ্ধিবাদীর প্রাপ্য যোগফল বিভূতি আদি। **নিষিদ্ধাচার**—যাহা সিদ্ধের আচরণ নহে অথবা সিদ্ধিলাভের অন্তরায় অর্থাৎ যে আচার দ্বারা ভক্তি লোপ পায়, যেমন ভোক্তার অভিমানে ভোগময়ী বুদ্ধিতে জীবের যোষিৎসঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্ত-সঙ্গ অথবা বিষয়িদর্শন ও স্ত্রীদর্শন। **কুটিনাটী**—কৌটিল্যপূর্ণ নাট্য, কপটতা; কু-টী এবং না-টী – আত্মপ্রসাদ-বিরোধ বা অসন্তোষ। **জীবহিংসা** - কৃষ্ণভক্তিমূলা নিত্যকল্যাণ-বাণী-কীর্ত্তনে বা প্রচারে কুণ্ঠিত বা কৃপণতা অর্থাৎ মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয়দান; প্রাণিহনন বা প্রাণিমাত্রকেই উদ্বেগ বা ক্লেশদান। **লাভ**—জড়েন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশে জগতে ধনাদি প্রাপ্তি বা তৎসংগ্রহ-বাঞ্ছা। **পূজা**—জড়লোকের মনোধর্ম্মে ইন্ধনপ্রদান পূর্ব্বক সম্মান। **প্রতিষ্ঠা**—জাগতিক মহত্ত্ব বা লোকের নিকট স্বীয় নশ্বর যশঃপ্রিয়তা।"

ভক্তিলতার বীজ বা কারণ—গুরুপ্রসাদ ও কৃষ্ণ-প্রসাদ। তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"গুরু কৃপা করিয়া শিষ্যকে কৃষ্ণভক্তিরূপ সর্ব্বোত্তম অনুগ্রহ দান করেন। (ভক্ত্যুন্মুখী) সুকৃতিমান্ অনুগ্রহযোগ্য-জনের পরম শ্রেয়োলাভের উদ্দেশে শ্রীভগবান্ নিজ-প্রিয়তমজনকে শক্তি অর্পণ করিয়া জগতে নিজকৃপা-শক্তি বিতরণের জন্য মহান্তগুরুরূপে প্রেরণ করেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে কৃষ্ণসেবারূপ নিজানুগ্রহ প্রদান করেন।" ইহাই 'গুরু প্রসাদ'। আর 'কৃষ্ণপ্রসাদ' —"ভক্তিলতার বীজপ্রদাতা আশ্রয়জাতীয় ভগবৎস্বরূপ গুরুদেবকে শিষ্যের নিকট প্রেরণকার্য্যই কৃষ্ণ-প্রসাদ। গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রসাদ-লাভ এবং কৃষ্ণপ্রসাদে গুরুপ্রসাদ-লাভ ঘটে।"

অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি-রূপ বীজ হইতে তত্ত-জ্জাতীয় বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদ হইতেই ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়, তাহা হইতে ভক্তিলতা প্রাপ্তি এবং তদবলম্বনে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ লাভ হয়।

তাঁহাদের অপ্রসন্নতা হইতে শুদ্ধভক্তি-বীজলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে শ্রদ্ধার উদয় হয়। সেই শ্রদ্ধামূলে সন্মুখনিঃসৃতা শ্রীভগবৎকথা শ্রবণফলে সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ের সৌভাগ্য-ক্রমে প্রকৃত শুদ্ধভক্তির শুভারম্ভ সূচিত হয়। জ্ঞাতসারে হইলে ত' কথাই নাই, অজ্ঞাতসারেও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা সাধিত হইলে জীব ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিমান্ হন। ইহা "জীবাত্মার চিদ্বৃত্তিরই অস্ফুট বিকাশ"-স্বরূপ। যাঁহাদের এরূপ সুকৃতির অভাব, তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিলতার বীজ-প্রাপ্তি দুর্ঘট ব্যাপার। শ্রদ্ধাবান্ জীবই সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং সেই 'সদ্গুরুপ্রদত্ত অনুগ্রহ-মন্ত্র ও প্রদর্শিত-পথই ভক্তিমার্গ'।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেছেন—"গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়া তৎকীর্ত্তন-কার্য্যই জল-সেচন. তদ্দ্বারা বীজ ক্রমশঃ লতায় পরিণত হয়। 'ব্রহ্মাণ্ড' অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন মধ্যে ভক্তিলতার আশ্রয় কোন বৃক্ষই নাই। ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুর প্রতিই ভক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া 'বিরজা' নদী. সেখানে গুণত্রয়সাম্যাবস্থা লক্ষিত হয়—উহা প্রাকৃত মলবিধৌতি-কারিণী স্রোতস্বিনী। তাহা অতিক্রম করিয়াই জ্ঞানিগণের আদর্শ 'ব্রহ্মলোক'। বিরজায় যেমন ভক্তি-লতার আশ্রয়োপযোগী বৃক্ষ নাই, ব্রহ্মলোকেও তদ্রূপ ভক্তিলতার সেবা-বৃক্ষাভাব। আশ্রয়-বৃক্ষ না পাইয়া শ্রবণকীর্ত্তন-জলসিক্ত বর্দ্ধমানা লতা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া 'পরব্যোম'-ধাম লাভ করে। ব্রহ্মলোক ও বিরজার একপারে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, উহাই 'দেবীধাম'; দেবীধাম বা ইতরব্যোম প্রকৃতির অধীনরূপে অবস্থিত, প্রকৃতির অপরপারে 'বৈকুণ্ঠ' বা 'পরব্যোম' অবস্থিত। সেখানে মায়া কিছুই 'পরিমাণ করিতে' সমর্থা হয় না। ব্রহ্মময় বৈকুণ্ঠের উপরিভাগেই গোলোক-বৃন্দাবন' অবস্থিত। তথায় ভক্তিলতা কৃষ্ণচরণ রূপ কল্পতরুকে আশ্রয় করে। পরব্যোমে পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণের যে পূজা বিহিত হয়, তাহাতে 'শান্ত', 'দাস্য' ও 'সখ্যার্দ্ধ'-রস লক্ষিত হয়, পরন্তু গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় 'শান্ত', 'দাস্য' ও গৌরব-সখ্যার্দ্ধে'র সহিত 'বিশ্রম্ভসখ্যার্দ্ধ', 'বাৎসল্য' ও 'মধুর'—এই ভাব-পঞ্চক পূর্ণমাত্রায় বিকশিত; এখানেই ভক্তি-লতিকা সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় পাইয়া থাকেন।"

শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই সকল নিত্যমঙ্গলময়ী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীই 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার একমাত্র জীবাতু। সুতরাং ইহা অবশ্যই সজ্জনগণের উল্লাসবর্দ্ধক হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ গত ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১০ই ফাল্গুন, ইং ২২ ফেব্রুয়ারী (১৯৭৩) বৃহস্পতিবার শ্রীব্যাসপূজার শুভবাসর হইতে গত ১৩৮০ বঙ্গাব্দের ২৮ মাঘ, ৫ গোবিন্দ ৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ, ১১ ফেব্রুয়ারী (১৯৭৪) সোমবার—শ্রীব্যাসপূজার শুভবাসর-পর্য্যন্ত সম্বৎসর কাল এবং তদতিরিক্ত ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আরও দুই দিবস পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে আসমুদ্রহিমাচল ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু বিদ্বজ্জনমণ্ডলিমণ্ডিতা সভাসমিতির আয়োজন করতঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত তদীয় সতীর্থ বৈষ্ণবগণকে লইয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদি-মুখে নিখিল ভুবনপাবন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য মহিমা বিশেষভাবে শংসন করিয়াছেন। অবশ্য পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রুত ও তাঁহার লিখিত গ্রন্থ-পত্রিকাদি মাধ্যমে প্রাপ্ত বাণী আমাদের নিত্য কীর্ত্তনীয় বিষয়, উহার বিরতি নাই। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের বাণী কীর্ত্তন দ্বারাই তাঁহার নিত্যপূজা বিহিত হইতেছে। তিনি প্রসন্ন হইলেই আমরা শ্রীভগবানের প্রসন্নতা-লাভে সমর্থ হইব। তিনি অপ্রসন্ন হইলে আমাদের সাধনভজন সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিরর্থক হইয়া যাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসদোষদুষ্ট বাক্য সহ্য করিতে পারিতেন না, শ্রীস্বরূপদামোদর তাহা পরীক্ষা করিয়া অনুমোদন করিলে তবে তাহা মহাপ্রভুর কর্ণ-গোচর করা হইত,, শ্রীগৌরকরুণাশক্তি পরমারাধ্য প্রভু-পাদও তদ্রূপ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কোন বাক্য সহ্য

করিতে পারিতেন না বা পারেন না। শ্রীগুরুদেব অপ্রকট-কালেও নিত্য প্রকটলীলা করিতেছেন, তিনি অন্তর্যামি-গুরুস্বরূপে আমাদের বুদ্ধি সংশোধন করিয়া দিউন, তাহা হইলে আমাদের সতর্ক লেখনী বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত-বাক্যপ্রচার-দ্বারা শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবান্— সকলেরই প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিবে, এবং তাহা জগজ্জীবেরও নিত্য কল্যাণদায়ক হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভালবাসেন, কিন্তু তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইতে হইলে 'প্রাণ'বস্তু হইতে হইবে। নিষ্কপট শরণাগতিই ভক্তের সেই 'প্রাণ'। যাহাতে সেই প্রাণবান্ হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবা-চেষ্টা-দ্বারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব—সকলেরই উল্লাস বর্দ্ধন করিতে পারি, ইহাই নব বর্ষারম্ভে তাঁহাদের শ্রীচরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা হউক।

শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২।২১ শ্লোকের টীকায় যে চতুর্দ্দশটি 'অর্থ' বা ভজন-ক্রম প্রদান করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যবাণীর এই চতুর্দ্দশবর্ষে সকল সহৃদয় নিঃশ্রেয়ঃসার্থী পাঠকেরই সাবধানে আলোচ্য বিষয় হউক ঃ—

"(১) সতাং কৃপা (২) মহৎসেবা (৩) শ্রদ্ধা (৪) গুরুপদাশ্রয়ঃ। (৫) ভজনেষু স্পৃহা (৬) ভক্তি (৭) রনর্থাপগমস্ততঃ। (৮) নিষ্ঠা (৯) রুচি (১০) রথাসক্তী (১১) রতিঃ (১২) প্রেমাথ (১৩) দর্শনং। (১৪) হরের্মাধুর্য্যানুভব ইত্যর্থাঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ ॥"

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা আমাদিগকে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে গতাগতি ঘুচাইয়া শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমার অধিকার প্রদান পূর্ব্বক শ্রীগৌরজন্মদিনে ষট্‌তত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিবার সৌভাগ্য প্রদান করুন। শ্রীগৌরধাম, শ্রীধামবাসী বৈষ্ণব ও পরমোদার শ্রীধামেশ্বর গৌরপাদপদ্ম আমাদিগকে তাঁহাদের মহাবদান্য শ্রীগৌরধামে আকর্ষণ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরা বা ধামবাস ও শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীমূর্ত্তির সেবারূপ পঞ্চাঙ্গ সাধন সুষ্ঠুভাবে নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠানের সৌভাগ্য প্রদান করতঃ তাঁহাদের সুদুর্ল্লভ প্রেমসম্পৎ লাভের যোগ্য করিয়া লউন—অধিকার প্রদান করুন। বড় দয়ার অবতার গৌরহরি, তাঁহার অমন্দোদয়-দয়া ত' পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই বিতরিত হইয়া থাকে! শত অপরাধী হইলেও সে ত' পরমদয়াল পতিতপাবন নিতাই-গৌরের দয়ার ভিখারী হইতে পারে! "হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী, কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী।" হা নিতাই, হা গৌরাঙ্গ, তোমাদের পরমৌদার্য্য লীলায় পরমোদার ধামে এ হতভাগ্য অধম দুরাচার—সর্ব্বতোভাবে দীন দরিদ্রের সকল অনর্থ দূর করিয়া—তোমাদের নিজজন-সঙ্গ দান করিয়া তোমাদের নামগানে রতি-মতি প্রদান কর, প্রাণে আকুলতা-ও ব্যাকুলতা জাগাইয়া দাও ঠাকুর, সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া ঐ অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে এই নিরাশ্রয়কে চিরাশ্রয়-প্রদান কর প্রভো, জীবনের এই সায়াহ্নে—সমাপ্তিকালে ঐ শ্রীচরণে টানিয়া তুলিয়া লও, ইহাই সকাতর প্রার্থনা। আমি নিতান্ত অজ্ঞ—সাধন-ভজন কিছুই জানিনা, বুঝিও না। তোমার পরমদয়াল পতিত-পাবন নামে রতি জাগাইয়া দাও, "পিয়াইয়া প্রেম মত্ত করি' মোরে শুন নিজগুণ গান।" তোমাদের এই মহাবদান্য অবতারে এবার বঞ্চিত হইলে আর কোটি জন্মেও নিষ্কৃতি পাইব না। তোমাদের পাদপদ্মে নিষ্কপটে শরণাগত হইবার যোগ্যতাও তোমরাই দিতে পার। প্রসীদ।

নববর্ষের শুভাভিনন্দন

বঙ্গীয় কালগণনারীত্যনুসারে বর্ত্তমানে সমাগত ১৩৮১ বঙ্গাব্দের শুভ ১লা বৈশাখ সোমবার—নববর্ষারম্ভ-দিবসে পরমমঙ্গলময় শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই বস্তুত্রয়ের স্মরণ-রূপ মঙ্গলাচরণ পুরঃসর আমরা আমাদের বর্ত্তমান চতুর্দ্দশবর্ষীয়া 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্রিকার সেবায় সহৃদয়-সহৃদয়া গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পাঠক-

পাঠিকারূপে উৎসাহ-দাতা ও উৎসাহদাত্রী সদ্ধর্ম্মানুরাগী ও সদ্ধর্ম্মানুরাগিণী পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক সশ্রদ্ধ যথাযোগ্য অভিবাদন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। বর্ত্তমান জগতের অস্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের প্রায় সকলেরই জীবন নানাভাবে বিপন্ন—নানা দুঃখ-দৈন্য ও চিন্তাভারাক্রান্ত হইলেও আমরা অনন্তকল্যাণ-গুণবারিধি শ্রীভগবানের অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীচরণে সর্ব্বতোভাবে প্রপত্তি স্বীকার ব্যতীত আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইবার আর কোন উপায়ান্তরই দেখিতে পাই না। 'মামেকং শরণং ব্রজ' এই ভগবদ্‌বাক্যে আস্থাস্থাপনে যতই বিলম্ব হইবে, ততই আমাদের ভাগ্যাকাশ ক্রমশঃ আরও ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করিতেছেন (গীঃ ১৮।৬২)—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

কঠ শ্রুতিও বলিতেছেন—

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য তাঁহারই আদেশ-বাক্য, তাহা না মানিলে 'আজ্ঞাচ্ছেদী' 'মম দ্বেষী' হইয়া বিবিধ নরকযাতনা ভোগ করিতে হইবে। আর এক স্থানে বলিয়াছেন—শ্রুতি ও স্মৃতি—উভয়ই ব্রাহ্মণগণের দুইটি নেত্রস্বরূপ। একটি না মানিলে কাণা ও দুইটিই না মানিলে অন্ধ হইতে হইবে।

শ্রীপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব বলেন—সূর্য্যের কিরণ মেঘরূপ বিপদাপন্ন হইলে সূর্য্য ব্যতীত যেমন তাহার অন্য কেহ উদ্ধারকর্ত্তা হইতে পারেন না, তদ্রূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মায়াগ্রস্ত জীবের কৃষ্ণোন্মুখতা ব্যতীত সেই মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভের দ্বিতীয় কোন উপায় নাই বা থাকিতেও পারে না। জীব যখন নিজের ভুল বুঝিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন, তখনই কৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার চিচ্ছক্তির বল সঞ্চার করেন, তখন মায়া দুর্ব্বলা হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়—

"কেঁ [illegible] কৃষ্ণ [illegible]
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্ব্বনাশ॥
কৃষ্ণ তাঁরে দেন চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥"

সকলমঙ্গলনিলয় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাপত্তি ব্যতীত আমাদের এই 'নিদারুণ সংসার দুঃখের অন্ত' কোন প্রতীকারই দেখা যায় না।

মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় পিতা পরীক্ষিৎকে তক্ষকবিষাগ্নিতে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া সর্পকুলের প্রতি ক্রোধবশতঃ সর্পনিধনযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। মহাসর্প সকল যজ্ঞানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু তক্ষককে উপস্থিত হইতে না দেখিয়া জন্মেজয় ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কহিলেন—মহারাজ, তক্ষক দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাগত, ইন্দ্র তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। তচ্ছ্রবণে জন্মেজয় সেই যাজ্ঞিক বিপ্রগণকে কহিলেন—হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা ইন্দ্রের সহিতই সেই সর্পাধম তক্ষককে আহুতি দিতেছেন না কেন? তাহাতে ব্রাহ্মণগণ 'তক্ষকাশু পতস্বেহ সহেন্দ্রেণ মরুত্বতা' (অর্থাৎ 'হে তক্ষক, তুমি মরুদ্‌গণযুক্ত ইন্দ্রের সহিত সত্বর এই যজ্ঞানলে পতিত হও') —এই মন্ত্রদ্বারা ইন্দ্রসহ তক্ষককে যজ্ঞানলে আহ্বান করিলেন। তখন মন্ত্রশক্তি প্রভাবে ইন্দ্রকে তক্ষকসহ নিজস্থান হইতে যজ্ঞানলাভিমুখে পতনশীল দেখিয়া অঙ্গিরা ঋষির পুত্র বৃহস্পতি আসিয়া রাজা জন্মেজয়কে বুঝাইতে লাগিলেন—মহারাজ, ইন্দ্র অমর, তক্ষকও অমৃতপানে অজরামর হইয়াছে। বিশেষতঃ তুমি যেমন মনুষ্যেন্দ্র, ইন্দ্রও তেমন দেবেন্দ্র, সুতরাং তোমা-কর্ত্তৃক তাহার বধসাধনচেষ্টা কখনই যুক্তি যুক্ত নহে। তুমি পিতৃশোকে মুহ্যমান্ হইয়া এইরূপ পরপীড়নরূপ নিকৃষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছ। তোমার পিতার জীবন মরণাদি সমস্তই ভগবদ্ধাম প্রাপ্তির নিমিত্ত স্বয়ং ভগবৎকর্ত্তৃকই ব্যবস্থাপিত। তিনিই স্বহস্তে তাঁহার (পরীক্ষিতের) মাতা উত্তরা-কুক্ষিমধ্যে অশ্বত্থামানিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র তেজঃ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিই আবার তাঁহাকে (মহারাজ পরীক্ষিৎকে) শমীকমুনি পুত্র শৃঙ্গী দ্বারা অভিশপ্ত করাইয়া

তাঁহাকে গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট করাইলেন এবং পরিশেষে তিনিই তাঁহার প্রিয়তম শুকের উপদেশামৃত—শ্রীভাগবতামৃত পান করাইয়া নিজ পরমপদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিলেন। লীলাময় শ্রীহরির লীলা দুরবগাহ্য। তক্ষকাদি ত' এক একটি নগণ্য নিমিত্ত মাত্র। আমরা বৃথাই কোন ব্যক্তি বা অবস্থা-বিশেষকে আমাদের সুখ-দুঃখাদির হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।

"জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্ম্মণা।
রাজংস্ততোঽন্যো নাস্ত্যস্য প্রদাতা সুখদুঃখয়োঃ॥
সর্পচৌরাগ্নিবিদ্যুদ্ভ্যঃ ক্ষুত্তৃড়্‌ব্যাধ্যাদিভির্নৃপ।
পঞ্চত্বমৃচ্ছতে জন্তুর্ভুঙ্‌ক্তে আরব্ধকর্ম্ম তৎ॥"

—ভাঃ ১২।৬।২৫-২৬

অর্থাৎ "হে রাজন্, স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মনিবন্ধনই জীবের জীবন, মরণ ও লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কেহ জীবের সুখ দুঃখ-প্রদাতা নহে।"

"হে রাজন্, জীব—সর্প, চোর, অগ্নি, বিদ্যুৎ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি প্রভৃতি নিবন্ধন যে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহাও আরব্ধ কর্ম্মেরই ফলভোগ করিয়া থাকে।"

সুতরাং 'পরস্যোৎসাদনার্থ' (গীতা ১৭।১৯) অর্থাৎ অন্যের বিনাশনিমিত্ত যে যজ্ঞাদি বিহিত হয়, তাহা তামস যজ্ঞ। আপনি তাদৃশ আভিচারিক যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হউন। নিরপরাধ সর্পগণকে দগ্ধ করিয়া হিংসা-পাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। প্রত্যেক জীবই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। অপর প্রাণী বা ব্যাধি প্রভৃতি এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিমিত্ত মাত্র।

মহর্ষি বৃহস্পতির বাক্য শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিয়া মহারাজ জন্মেজয় ঋত্বিগ ব্রাহ্মণগণকে সেই সর্প যজ্ঞ নিবৃত্তির আদেশ প্রদান পূর্ব্বক মহর্ষি বাক্‌পতি বা বৃহস্পতির যথাবিধানে পূজা করিলেন।

ভক্ত ধ্রুবের ভক্তিমতী জননী শ্রীসুনীতিদেবীও তাঁহার পুত্রকে বুঝাইয়াছিলেন—

"মামঙ্গলং তাত পরেষু মংস্থা
ভুঙ্‌ক্তে জনো যৎ পরদুঃখদস্তৎ॥" (ভাঃ ৪।৮।১৭)

অর্থাৎ "বৎস, অন্যে তোমার অপকার করিল, এরূপ মনে করিও না। কারণ জীব পূর্ব্বজন্মে পরকে যে দুঃখ দান করে, পরজন্মে সে আবার নিজেই সেই দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।"

প্রত্যেক কর্ম্মের প্রতিক্রিয়া আছে। শুভক্রিয়ার শুভ ফল, অশুভক্রিয়ার অশুভফল কিছু বিলম্বে বা সদ্যঃ সদ্যঃ অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। শতকোটিকল্পকাল পর্য্যন্তও কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ না করিয়া জীবের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই, ইহা সাক্ষাৎ শ্রীব্যাস-বাক্য। একমাত্র উর্জ্জিতা বা তেজস্বিনী বা অনুরাগময়ী প্রবলা ভক্তিই প্রারব্ধ এবং অপ্রারব্ধ উভয় কর্ম্মদোষ ক্ষয় করিতে সমর্থা—ইহা ব্রহ্মার উক্তিতেই পাওয়া যায়—'কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্'। শ্রীরূপপাদও নামাভাসে প্রারব্ধনাশের কথা জানাইয়াছেন—"অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ"। একমাত্র ভক্তিমার্গ ব্যতীত, কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি কোন মার্গই প্রাক্তন কর্ম্মদোষ নিঃশেষে দগ্ধীভূত করিতে পারে না, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানের প্রথমেই স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং নানা মতবাদের প্রলোভনে না পড়িয়া পরম দয়াল কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-দীক্ষানুসরণের পন্থা অবলম্বন করিলেই জগতে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইবে—জীব প্রকৃত আত্মকল্যাণ লাভ করিয়া ধন্য-ধন্যাতিধন্য হইতে পারিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রচারিত নাম-প্রেমধর্ম্মেই প্রকৃত মহামিলন-মন্ত্র অন্তর্নিহিত আছে। মানুষের যাবতীয় বিদ্যা-বুদ্ধি-বল-তেজঃ প্রভৃতি শ্রীভগবানেরই কৃপা-শক্তি-বৈভব। অহঙ্কারবিমূঢ়চিত্ত হইয়া আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা সাজিতে না গিয়া, পরস্পরে দ্বেষ-হিংসা-মাৎসর্য্য প্রভৃতি ছাড়িয়া "ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥" "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। 'আমার আজ্ঞায়' গুরু হঞা তার' এই দেশ॥" ইত্যাদি শ্রীমুখ-বাক্য বহুমানন করিতে পারিলেই জীব নিজ হিতসাধনের সহিত কোটি কোটি জীবের হিতসাধনে সমর্থ হইবেন। স্ব-পর-ভেদবুদ্ধি যাবতীয় অনর্থের মূল। এই সর্ব্বনাশী সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানে—স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 'উদার চরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম' নীতি অবলম্বনে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-দীক্ষার আচার-প্রচাররত হইতে পারিলেই জগতে যে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা নিঃশেষে নির্ব্বাপিত হইবে, প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইবে। 'তৃণাদপি সুনীচেন' ইত্যাদি শিক্ষা অনুসরণ না করিতে পারিলে শান্তি স্থাপনের সকল চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইবে। ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব এবং শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভা ও শ্রীগৌড়ীয়-সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ ২য় সংখ্যা ৪৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীমন্দির-মধ্যস্থ সিংহাসনে এক প্রকোষ্ঠে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীজগন্নাথদেব এবং অপর প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তি বিরাজিত। আমরা শ্রীবিগ্রহ দর্শন, প্রণাম ও প্রদক্ষিণান্তে মন্দির প্রাঙ্গণে বসি। তথায় শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া শ্রীধামমাহাত্ম্য হইতে শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ-মহিমা কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীদেবপ্রসাদ 'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর' ইত্যাদি পদগুলি কীর্ত্তন করেন। স্থানটির সেবা বড়ই অবহেলিত দেখিলাম। সেবকখণ্ড খসিয়া পড়িতেছে, শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাঙ্গণ অপরিষ্কার, খোয়া উঠিয়া চলাচলেরও অসুবিধা ঘটিতেছে। আমরা ব্যথিতচিত্তে তথা হইতে উঠিয়া বৈকুণ্ঠপুর দিয়া মহৎপুর পৌঁছাই। বৈকুণ্ঠপুর বর্ত্তমানে গঙ্গাগর্ভে। আমরা মহৎপুরে একস্থানে বসি। তথায় শ্রীমৎ পুরী মহারাজ বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তথা হইতে আমরা নিদয়ার ঘাটে আসি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমনে নিদয়ার খেয়া পার হই। এখানে অনেকেই খেয়া নৌকার অপেক্ষা না করিয়া হাঁটিয়াই পার হইলেন। দেখা গেল একস্থানে বুকজল। যাহা হউক আমরা পার হইয়া স্নানাহ্নিক-পূজাদি সম্পাদন করি। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কিছু ভোগ দেওয়া হয়। ভক্তবৃন্দ কিছু কিছু প্রসাদ পাইয়া রুদ্রদ্বীপ যাত্রা করেন। রুদ্রদ্বীপ শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্দির পরিক্রমণ, শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রণামান্তে আমরা শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে বসি। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীরুদ্রদ্বীপ-মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর প্রশ্নোত্তর, শ্রীধাম মাহাত্ম্য শ্রবণের ফলশ্রুতি প্রভৃতি পঠনান্তে মাহাত্ম্য পাঠ সমাপ্ত করেন। ভরদ্বাজটিলার বা ভারুইডাঙ্গার মাহাত্ম্য এখান হইতেই পাঠ করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর আমরা ধীরে ধীরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। 'নগর ভ্রমিয়া আমার গৌর এল ঘরে' ইত্যাদি পদ গান করিতে করিতে বিপুল জয় ধ্বনি মধ্যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মকে মন্দিরাভ্যন্তরে সিংহাসনে তুলিয়া লইয়া মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদির ব্যবস্থা করা হয়। পরিক্রমাকারিভক্তবৃন্দ প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করেন।

সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর নট-মন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ মাধব মহারাজ, হৃষীকেশ মহারাজ ও তীর্থ মহারাজ পর পর বক্তৃতা দেন। কীর্ত্তনের পর সভাভঙ্গ হয়। অদ্য শ্রীরাধামদনমোহনের দোলযাত্রার অধিবাস।

২৪শে ফাল্গুন শুক্রবার—শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসীর উপবাস ও শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনজিউর দোলযাত্রা মহোৎসব। প্রত্যূষে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের সহিত মঙ্গলারতি দর্শন করি। শ্রীমন্দির পরিক্রমা

পর শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ অনেকক্ষণ যাবৎ জয়গান করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব ক্ষৌরকর্ম্ম সমাপনান্তে শ্রীভাগীরথী ও সরস্বতীসঙ্গমে স্নান করিয়া শ্রীক্ষেত্রপাল বৃদ্ধশিবের পূজা, বন্দনা ও অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মূল মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধা-মদনমোহনজিউ ও শ্রীপঞ্চতত্ত্বের অভিষেক, পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পাদন করেন। তৎপর বহু দীক্ষা ও হরিনাম প্রার্থী ও প্রার্থিনী ভক্ত নর নারীকে কৃপা করিয়া অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠের সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরে আয়োজিত শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। সভারম্ভে উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন—শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ। অতঃপর সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে সভার কার্য্যারম্ভে প্রথমেই নিম্নলিখিত স্বধামপ্রাপ্ত ভক্তগণের নিমিত্ত বিরহ-বেদনা প্রকাশ করা হয়:—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব গোবিন্দ মহারাজ
২। শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ
৩। শ্রীমদ্ গৌরদাস বাবাজী
৪। শ্রীমৎ সত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী (শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়)
৫। শ্রীমৎ যাদবেন্দ্র দাসাধিকারী, ভক্তিসুহৃদ্
৬। শ্রীমতী স্নেহময়ী দেবী
৭। মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার—শ্রীযুক্ত মহাদেব হাজরা
৮। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক (কৃষ্ণনগর)
৯। শ্রীমতী প্রমীলা ব্যানার্জি (কাঁন্দুনে বুড়ি)

তৎপর নিম্নলিখিত ভক্তবৃন্দের শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবা-চেষ্টায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-সূচক ভক্তিপর উপাধিভূষণে ভূষিত করা হয়। শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র এখনও মুদ্রিত হয় নাই। এজন্য সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব উপস্থিত ভক্তবৃন্দের প্রত্যেককে প্রসাদী চন্দন-নির্ম্মাল্য দিয়া তাঁহাদিগের স্ব স্ব উপাধি জানাইয়া দেন:—

১। শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দেবশর্ম্মা পঞ্চতীর্থ—'ভাগবতরত্ন'
২। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী—'সেবাব্রত'
৩। শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী—'ভক্তিব্রত'
৪। শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী (উদালা)—'সেবাকুশল'
৫। শ্রীউপনন্দ দাসাধিকারী (আসাম)—'কীর্ত্তনানন্দ'
৬। শ্রীরামপ্রসাদ (চণ্ডীগড়)—'ভক্তবন্ধু'
৭। শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী—'ভক্তিসম্বল'
৮। শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন বনচারী (গৌহাটী)—'সেবাসুন্দর'
৯। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (শ্রীসনাতন দাসাধিকারী, কলিকাতা)—'উপদেশক'
১০। শ্রীসুধীর চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা)—'সজ্জনসুহৃৎ'
১১। শ্রীঅনুত্তম ব্রহ্মচারী (শ্রীঅনীল ব্রহ্মচারী, গৌহাটী)—'সেবাপ্রাণ'
১২। শ্রীমথুরাধিপতি দাস (শ্রীমহাদেব বণিক, কেদার পুর, টাঙ্গাইল)—'ভক্তিভূষণ'

অনন্তর নিম্নলিখিত ভক্তবৃন্দের 'প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া-বাচা' বিভিন্ন সেবা-চেষ্টা উল্লেখসহকারে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়:—

শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েল, শ্রীশেঠ মাতাদিন ও শ্রীহীরালালজী—দিল্লী; শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী ও শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী—কলিকাতা; ডাঃ শ্রীসুনীল আচার্য্য ও ডাঃ শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরী—তেজপুর; শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুর, শ্রীকৃষ্ণলাল বাজাজ ও শ্রীসুরেন্দ্র আগরওয়াল (শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী)—পাঞ্জাব; শ্রীজিত্‌পালজী ও শ্রীসত্যপালজী—জালন্ধর, পাঞ্জাব; শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা; শ্রীপ্রণত-পাল দাসাধিকারী, শ্রীমেজর সিংজী ও অধ্যাপক শ্রীসুধীর কৃষ্ণ ঘোষ—বোলপুর; শ্রীসুন্দরমলজী, শ্রীপ্রহ্লাদ রায়জী, শ্রীবিলাস রায়জী, শ্রীশ্যামসুন্দর কনোড়িয়া (হায়দ্রাবাদ মঠের জমি দাতা), শ্রীচুলিচাঁদজী, শ্রীওম্‌প্রকাশ গুপ্তাজী, শ্রীগীতারাণী গুপ্তাজী, শ্রীরামেশ্বরী বাই, শ্রীপ্রীতি বাই—হায়দ্রাবাদ; শ্রীযশোবন্ত রায় ওয়া—লক্ষ্মীনারায়ণ ট্রাষ্ট, ধানবাদ।

অনন্তর শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌরাবির্ভাব সময়

নিকটবর্ত্তী হওয়ায় দৈন্যপূর্ণ ভাষায় তাঁহার সতীর্থ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রতি যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিভিন্ন উৎসবাদিতে যোগদান করিয়া পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি-দ্বারা তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্বীয় শিষ্য ও সজ্জনগণকেও শ্রীমঠের বিভিন্ন সেবা-সম্পাদন বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে নানাভাবে সহায়তা করার জন্য অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহাদের উত্তরোত্তর রতি বৃদ্ধির জন্য আন্তরিক প্রার্থনা জানান। বিশিষ্ট বিশিষ্ট সেবকগণের বিশেষ বিশেষ সেবা স্বীকার ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণের মহিমা শংসনাদি দ্বারা তাঁহার অভিভাষণের উপসংহারকালে অত্যন্ত কাতরভাবে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করেন। অতঃপর পূজ্যপাদ যাযাবর মহারাজ তদ্রচিত শ্রীগৌর-স্তুতি পাঠ করিয়া নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত নাম-প্রেমপূত বিশুদ্ধসত্ত্ব নির্ম্মল হৃদয়েই শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণমিলিততনু গৌরসুন্দরের আবির্ভাব উপলব্ধির বিষয় হয় বলিয়া, শ্রীগৌরকরুণাশক্তি গুরুপাদপদ্মেই সেই দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী-কৃপা-প্রার্থনা-মূলে তাঁহার সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ ভাষণের উপসংহার করিলে, শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীগৌরজন্মলীলা কীর্ত্তন করেন। এ দিকে শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীমন্দির মধ্যে শ্রীগৌরজন্মাভিষেক ও ষোড়শোপচারে পূজা সমাপনান্তে ভোগ-বৈচিত্র্য নিবেদন করিলে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ ভোগারতি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর আরতি সমাপ্ত হইলে শ্রীতুলসী-আরতি কীর্ত্তন-মুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। পরিক্রমার পরও নাটমন্দিরে অনেকক্ষণযাবৎ শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ ভক্তবৃন্দ-সহ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব জয়গান করেন। সকাল হইতে সন্ধ্যারতি পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হয়, মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যাও হইয়াছে। সর্ব্বক্ষণ শ্রীমঠ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দমুখরিত থাকায় ভক্তগণ উপবাসজনিত কোন ক্লেশ অনুভবই করিতে পারেন নাই। সন্ধ্যারতি কীর্ত্তনের পর অনেকেই শ্রীচরণামৃত ও ফলমূলমিষ্টান্নাদি অনুকল্প স্বীকার করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সহ শ্রীমৎ-পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ প্রমুখ কেহ কেহ দিবারাত্র নিরম্বু উপবাসীছিলেন।

২৫শে ফাল্গুন শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব। ভক্তবর শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় যেমন শ্রীনন্দনন্দনের কৃপা পাইবার জন্য বলিয়াছিলেন—'অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম', আমরাও সেই প্রকার শ্রীশচীজগন্নাথমিশ্রসুতের কৃপা পাইতে হইলে তিনি যাঁহাদের প্রেমে বশীভূত, অগ্রে তাঁহাদেরই কৃপালেশ প্রার্থনা করিব। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তপ্রেমবশ্য — ভক্তপ্রেমাধীন। সুতরাং ভগবৎকৃপা তাঁহার সেই ভক্তকৃপানুগামিনী। আজ শ্রীপাদ নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায় প্রভু সকাল ৭॥ টার মধ্যেই শ্রীমন্দিরের পূজা সমাপ্ত করাইয়া ৮ টার মধ্যেই ভোগ উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ভোগারতির পর হইতেই প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। মহাপ্রসাদের জয়ধ্বনি-সহ জয়গান করিতে করিতে অগণিত ভক্ত নরনারীবৃন্দের দলে দলে মহাপ্রসাদ সম্মান এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। কেহ চাক্ষুষ না দেখিলে ভাষা দ্বারা ইহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। উচ্ছিষ্টপাত্র উঠাইতে না উঠাইতেই আর একদল বসিয়া গেলেন। শ্রীমঠভবনের ভিতর ও বাহির সর্ব্বত্রই দীয়তাং ভুজ্যতাং রব। পূজ্যপাদ মঠাধ্যক্ষ মহারাজ আজ কল্পতরু। আজ ভদ্রাভদ্র বিচার নাই—'চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এরঙ্গ'—এই মহাজন-বাক্য আজ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিফলিত। অবশ্য সকলেই যে প্রসাদবুদ্ধিতে পাইতেছে, তাহা না হইলেও বস্তুশক্তি তাহার ক্রিয়া এখনই না হউক কিছু বিলম্বে প্রকাশ করিবেই। মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব —এই চারিটি বস্তুতে স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তির রুচি হয় না সত্য, তথাপি মহাবদান্য মহাপ্রভুর মহাবদান্য ধামে উঁহারা সকলেই মহাবদান্য। তাঁহাদের সেই দয়া পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে অবশ্যই অনতিবিলম্বেই সুফল উৎপাদন করিবেই। প্রায় ৫ ঘণ্টাকাল এইরূপ অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ-লীলা চলে।

মঠসেবকগণের পরিশ্রমের সীমা নাই, তথাপি—তাঁহাদের হাসিমুখ, 'তোমার সেবার দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ' এই মহাজনবাক্য তাঁহাদের আদর্শস্থল। কএকদিন ধরিয়া পরিক্রমা-কালে পথ হাঁটার কষ্ট, তাহার উপর সমস্ত পথ মৃদঙ্গ বাদনসহকারে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন, আবার তাহার উপর প্রায় দুই সহস্র পরিক্রমার যাত্রী নরনারীকে প্রসাদ পরিবেশন। এইরূপ দুইবেলা, একদিন দুইদিন নয়,—নয় দিন ব্যাপিয়া! শ্রীধাম, ধামেশ্বর সপার্ষদ মহাপ্রভু ও তদভিন্নপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাদিগকে অলৌকিকী শক্তি না দিলে ইহা কখনই সাধারণ মানবের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। আমরা তাঁহাদের সকলের নিকটই কৃতজ্ঞ।

এবার শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের অনুগ্রহে পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব নির্ব্বিঘ্নেই সম্পাদিত হইয়াছে। এত বড় ব্যাপারে কোথায়ও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া থাকিলে সকলেই নিজ-নিজগুণে অদোষ-দর্শী হইয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন। আমরাও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি জন্য সকলের নিকটই করযোড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিতেছি। আবার সম্বৎসরপরে আপনারা পরমানন্দে শ্রীধামপরিক্রমা-মহোৎসবে যোগদান করিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের ইহা একটি অপূর্ব্ব সুযোগ।

কলিকাতা হইতে কএকজন বিশিষ্ট শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সজ্জন ও মহিলা এই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদের প্রচুর আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব বিশেষ অসুস্থাভিনয়সত্ত্বেও যে-প্রকার পদব্রজে পরিক্রমণ, পাঠ-বক্তৃতাদিমুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হরিকথা কীর্ত্তন এবং উৎসবের নানা দায়িত্বপূর্ণ চিন্তাভার বহন করিয়াও স্থৈর্য্য ধৈর্য্য সংরক্ষণাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহাও আমাদের ক্ষুদ্র ধারণাশক্তির অতীত ব্যাপার। তাঁহার শুধু এই একটি মাত্র উৎসব নহে, সমগ্র বর্ষব্যাপী তাঁহার কার্য্যসূচী আলোচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শত বর্ষপূর্ত্তি বর্ষে তিনি আসমুদ্র হিমাচল যে ভাবে শ্রীগুরুমুখ-বাক্য—শ্রীচৈতন্যবাণী বিতরণ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ভাষাদ্বারা অবর্ণনীয়া। আবার ঐ পরিক্রমা উৎসবের দারুণ পরিশ্রমের পরেও তাঁহাকে আমরা পুরী, ভুবনেশ্বর, কটক, খড়গপুর, আনন্দপুর প্রভৃতি স্থানে হরিকথামৃত বিতরণ করিতে অক্লান্ত পরিশ্রমরত দেখিয়াছি। অতঃপরও তিনি দিল্লী, চণ্ডীগড়, জলন্ধরাদি পাঞ্জাবের বিভিন্নস্থানে প্রচার করিয়া হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভে যোগদান করিয়াছেন। অতিমর্ত্ত্য শ্রীভগবান্ তাঁহাতে অতিমর্ত্ত্য শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। তাই "কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে নামপ্রবর্ত্তন"—এই মহাজন বাক্যের সত্যতা আমরা তাঁহার আদর্শে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত দেখিতে পাইতেছি। তিনি বিগত ৭ই চৈত্র কলিকাতা হইতে দিল্লী যাত্রা করিয়া তথা হইতে ক্রমশঃ পাঞ্জাব প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের কন্‌ফারেন্সে যোগদান পূর্ব্বক হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় উপস্থিত হইয়াছেন। সেস্থানে আমাদের মঠের একটি ক্যাম্প হইয়াছে। অন্যান্য ক্যাম্পের কন্‌ফারেন্সেও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ভাষণ দিতে হইয়াছে। আমরা শ্রীভগবানের নিজজন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রিয়জন তাঁহার অলৌকিকী শক্তি ধারণাই করিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহার অহৈতুকী কৃপাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়া হউক।

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—স্বাভাবিক প্রীতির লক্ষণ কি?

উত্তর—১। প্রিয় ব্যক্তি প্রীতির পাত্রের সুখের জন্য ব্যস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না।

২। প্রীতির পাত্রের সুখেই তাহার সুখ হয়, প্রিয়-জনের দুঃখে সে দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে।

৩। গুণ দেখিয়া প্রীতি বাড়ে না, দোষ দেখিয়া প্রীতি কমে না।

৪। প্রিয়জন সাক্ষাতে প্রশংসা করিলে তাহা

ঔদাসীন্য হইতে জাত মনে করিয়া ব্যথা পায়। প্রিয় ব্যক্তি সাক্ষাতে নিন্দা করিলে তাহা পরিহাস জানিয়া আনন্দিত হয়।

প্রঃ—উন্নতি-অবনতি, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু সবই কি কৃষ্ণেচ্ছায় হয় ?

উঃ—নিশ্চয়ই। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ-ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাত-দুঃখ, সুখ-সংঘটন॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছামতে সব ঘটায় ঘটনা।
তাহে সুখ-দুঃখজ্ঞান অবিদ্যা-কল্পনা॥
কৃষ্ণ ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
কৃষ্ণ-ইচ্ছমত বিষ্ণু করেন পালন॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছামত শিব করেন সংহার।
কৃষ্ণ ইচ্ছামত মায়া সৃজে কারাগার॥
যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ তাই জান ভাল।
ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল॥
দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছা-বিপরীত যে করে বাসনা।
তার ইচ্ছা নাহি ফলে, সে পায় যাতনা॥
ত্যজিয়া সকল শোক, শুন কৃষ্ণনাম।
পরম আনন্দ পাবে, পূর্ণ হ'বে কাম॥

(শরণাগতি ২৭ পৃষ্ঠা ও গীতমালা ৪৩ পৃষ্ঠা)

প্রঃ—ভক্তের দেহ সম্যক্ নির্গুণ কখন হয় ?

উঃ—অনর্থনিবৃত্তি হৈলে সাধক আত্মনিবেদনের প্রকৃত যোগ্যতা লাভ করেন। দীক্ষাকালে প্রথমেই সাধক সম্পূর্ণ নির্গুণত্ব বা চিন্ময়ত্ব লাভ করেন না। তখন নির্গুণত্ব লাভ আরম্ভ হয় মাত্র। পরে সাধক গুর্ব্বানুগত্যে সাধন করিতে করিতে নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তির পর সম্যক্ নির্গুণত্ব লাভ করেন।

ভাঃ ৫।১২।১১ টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন—বিচিকীর্ষিত ইতি সন্ প্রত্যয় প্রয়োগাৎ নির্গুণঃ কর্ত্তুং আরভমান এব স শনৈঃ শনৈর্ভক্ত্যাভ্যাসবান্ নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তিরতি ভূমিকারূঢ় এব সম্যক্ নির্গুণঃ স্যাৎ।

প্রঃ—আমাদের বক্তব্য-বিষয়টী কি ?

উঃ—মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ ব'লেছেন—'ভোগের কথা নিয়ে জগৎ ব্যস্ত কিন্তু ইহা আমাদের কথা নয়'—এই কথাটা বল্‌তে গিয়ে অনেক লোকের অসন্তোষ-ভাজন হ'তে হয়। আবার ভোগী জগৎ যে ত্যাগের প্রশংসা করেন, সেই ত্যাগের কথাও আমাদের বল্‌বার বিষয় নয়। বাস্তবিক Centre Absolute Person এর পরিচয় না পাওয়ার জন্য লোকে নানাদিকে ছুটাছুটি ক'রে আসল কথা থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেব্য ভগবানের সুখবিধানরূপ সেবাকে কেন্দ্র কর্‌লে আর পথ-ভ্রষ্ট হ'তে হয় না—কুপথে চালিতে হ'তে হয় না। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কথা না শুনার জন্য আমাদের এই দুরবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মহাপ্রভু বল্‌লেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥　(চৈঃ চঃ)

এ জগতের কোন Position-এরই মূল্য নাই। 'আমরা ভগবৎ-সেবক, ভগবৎ-সেবাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য'—এই শাস্ত্রোপদেশটী ভুলে গিয়ে অজ্ঞ আমরা কখন রাজা, কখন প্রজা, কখন ভোগী, কখন ত্যাগী, কখন পণ্ডিত, কখন মূর্খ, কখন গৃহস্থ, কখন সন্ন্যাসী সাজ্‌ছি, তাই আমাদের এত দুঃখ হচ্ছে। আমরা যদি মহাপ্রভুর কথা শুনে সেইভাবে চল্‌তে পারি, হরি-নাম ও হরিকথাকে সার করতে পারি, তবেই আমরা সুখী হ'তে পার্‌বো। মহাপ্রভুর কথা শুন্‌তে হ'লে জাগতিক অভিমান সম্পূর্ণরূপে ছাড়্‌তে হ'বে। নিজে অমানী হ'য়ে ব্রহ্মা হ'তে স্তম্ব (তৃণাদি) পর্যন্ত সকলকেই মান দিয়ে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের বিচার বরণ কর্‌তে হ'বে, তবেই আমাদের মঙ্গল হ'বে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা না শুন্‌লে আমাদের চৈতন্য হ'বে না, নিত্যমঙ্গল লাভ হ'বে না।

প্রঃ—মহাপ্রভু ছাত্র শিষ্যগণকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন ?

উঃ—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিলেন—

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশ কৃষ্ণের চরণ কর ধ্যান॥
যাঁহার চরণে দুর্ব্বাজল দিলে মাত্র।
কভু নহে যমের সে অধিকার-পাত্র॥
অঘ-বক-পুতনারে যে কৈল মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ॥
পুত্র বুদ্ধি ছাড়ি' অজামিল সে স্মরণে
চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে॥
যাঁহার চরণ সেবি' শিব—দিগম্বর।
যে-চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥
অনন্ত যে-চরণ-মহিমা-গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি' ভজ হেন কৃষ্ণ-পায়॥
যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ-ধন।
চরণে ধরিয়া বলি,—কৃষ্ণে দেহ' মন॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।৩৩৬-৩৪৩)

প্রঃ—Brain দিয়ে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা এবং Heart বা হৃদয় দিয়ে ব্যাখ্যা কি এক?

উঃ—কখনই না। মস্তিষ্ক দিয়ে বা পাণ্ডিত্য দ্বারা শব্দার্থ কিছু কিছু করা যায়, কিন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যা পাণ্ডিত্য দ্বারা হয় না। কারণ শাস্ত্র ভগবদ্বস্তু। ভক্তিদ্বারা বা শুদ্ধ-হৃদয় দিয়াই শাস্ত্রার্থ গুরুবৈষ্ণব-কৃপায় হৃদয়ঙ্গম হয়। তাই শাস্ত্র বলেন—

'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং, ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া'।

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্রতরঙ্গ॥

(চৈঃ চঃ অ ৫।১৩০-১৩১)

শুদ্ধভক্তমাত্রেই পণ্ডিত। ভক্তগণ যুগপৎ ভগবন্নিষ্ঠ ও গুরুনিষ্ঠ—ভগবদ্ভক্তিমান্ ও গুরুভক্তিমান্। ভগবানে যেরূপ অচলা ভক্তি, সেইরূপ ভক্তি যাঁহার গুরুতে আছে, এরূপ মহাত্মার নিকটেই শাস্ত্রার্থ প্রকাশিত হয়।

শ্রুতি বলেন—

যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।
বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির্যস্য সঃ পণ্ডিতঃ।

যাঁহার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি আছে, তিনিই পণ্ডিত। 'পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ।' কিসে বন্ধন হয়, কিসে মুক্তি হয়, ইহা যিনি জানেন তিনিই পণ্ডিত। এজন্য ভক্তগণই প্রকৃত পণ্ডিত। সেই শুদ্ধভক্তিমান্ ভক্তগণই ভগবৎকৃপায় শাস্ত্রার্থ বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ। তথাকথিত পাশ করা পণ্ডিত-গণের সে-যোগ্যতা বা সামর্থ্য নাই। অভক্ত দাম্ভিক পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ ত' জানেনই না, উপরন্তু অহঙ্কার বশতঃ কদর্থ বা বিপরীত অর্থ করিয়া লোকের সর্ব্বনাশই করিয়া থাকেন। তজ্জন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণ ভক্তের নিকটেই ভগবানের কথা ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন, অন্য অভক্ত পণ্ডিতের নিকট ভগবৎকথা শুনিতে যান না।

প্রঃ—জীবের মৃত্যু-বিষয়ে কি কাহারও হাত আছে?

উঃ—জন্ম ও মৃত্যু জীবের ইচ্ছাধীন নহে। ইহাতে কাহারও হাত নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জীবের জন্ম-মৃত্যু হইয়া থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছা খণ্ডন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। ঈশ্বরেচ্ছা অখণ্ডনীয় ও দুর্জ্জ্ঞেয়। ভগবানের ইচ্ছা সহজবোধ্য নহে। কারণ মার্কণ্ডেয়-মুনি, অজামিল ও সত্যবান্ প্রভৃতির উপস্থিত মৃত্যুও ঈশ্বরেচ্ছায় নিবৃত্ত হইয়াছিল এবং কুশ, নমুচি ও হিরণ্য-কশিপু প্রভৃতির নিবৃত্ত মৃত্যুও ভগবদিচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছিল। (ভাঃ ১০।১।৪৯ বৈষ্ণবতোষণী টীকা)

যে যেমন কর্ম্ম করে, ভগবান্ তাহাকে কর্ম্মানুসারেই তদনুরূপ ফল দান করিয়া থাকেন। ইহাতে কর্ম্মফল-দাতা শ্রীহরির কোন বৈষম্য বা দোষ নাই।

ভাঃ ১০।১।৫১ বলেন—গ্রামে গৃহস্থের গৃহে আগুন লাগিলে সেই অগ্নি দাহ করিতে করিতে কখন নিকটস্থ গৃহ ছাড়িয়া দূরবর্ত্তী গৃহাদি দাহ করে, তাহার হেতু যেমন

অদৃষ্ট ব্যতীত আর কিছু নহে, তদ্রূপ জীবের জন্ম বা মৃত্যু অদৃষ্ট মাত্র। এই অদৃষ্ট অচিন্ত্য, ইহা বিচার করিয়া নির্ণয় হয় না।

(ঐ স্বামী টীকা ও চক্রবর্ত্তী টীকা)

প্রঃ—গুরুর আনুগত্য ব্যতীত কি কৃষ্ণভজন হয় না?

উঃ—কখনই না। Put the cart before the horse—ইহা যেমন মূর্খতা, তদ্রূপ অহঙ্কার বশতঃ গুরুর আনুগত্য ছাড়িয়া ভগবদ্ভজনের প্রয়াসও মূর্খতা, অজ্ঞতা, নির্ব্বুদ্ধিতা ও পণ্ডশ্রম মাত্র। ঘোড়ার আগে গাড়ীটা রাখিলে যেমন গাড়ী অচল হয়, গুর্ব্বানুগত্যহীন ভজনও তদ্রূপ নিরর্থক ও নিষ্ফল।

শাস্ত্র বলেন—যাহারা গুরুপাদপদ্মের আনুগত্য ও সেবা পরিত্যাগ করিয়া গুরুকে অনাদর করে এবং স্বতন্ত্রভাবে ভগবৎ-সেবা করিতে চায়, তাহারা গুর্ব্বজ্ঞা অপরাধের জন্য অধঃপতিত হয়। এজন্য গুরুভক্তি-রহিত জীব নানাভাবে বিপন্ন হইয়া ভক্তসজ্জায় সংসারই লাভ করে। সমুদ্রে নাবিকরহিত নৌকার ন্যায় সেই সব দাম্ভিক লোকের সংসার হইতে উদ্ধার হয় না। গুরুসেবা দ্বারাই কৃষ্ণলাভ হয়। তাই ভক্তগণ কায়, মন, বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ এবং শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি দ্বারা গুরুর সেবা করেন। 'আমি অধিক বুঝি, আর অন্য গুরু আসিয়া আমাকে কি অধিক উপদেশ দিবেন'—এইরূপ অহঙ্কারী ব্যক্তির অপরাধ বশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণ ব্যবহারিক, লৌকিক ও কৌলিক গুরু পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সাদরে গুরুসেবা করিবেন।

(ভক্তিসন্দর্ভ)

শাস্ত্র আরও বলেন—

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর কৃষ্ণভজ অন্তর্মনা হঞা। (চৈঃ চঃ)

প্রঃ—কলিকালে কি কেবল শ্রীনামকীর্ত্তন দ্বারাই মঙ্গল হইবে?

উঃ—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—কলিকালে শ্রীনাম-কীর্ত্তনই বিশেষ প্রশস্ত।

'নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।'
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥
নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে।

কলিকালে নামকীর্ত্তনের প্রশস্ততার হেতু এই যে—"সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎকীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যং, কলৌ তু শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্‌গ্রাহ্যতে, ইত্যপেক্ষয়া এব তত্তৎ-প্রশংসা ইতি স্থিতম্"—সকল যুগেই শ্রীনামকীর্ত্তনের সমান সামর্থ্য। কলিতে ভগবান্ নিজেই কৃপা করিয়া তাহা গ্রহণ করান, এই অপেক্ষাতেই কলিতে কীর্ত্তনের প্রশংসা। (ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীব প্রভু)

ভগবান্ কলিযুগে দুইভাবে নাম প্রচার করেন। প্রথমতঃ যুগাবতার-রূপে। কলিযুগের ধর্ম্মই হলো নাম-সংকীর্ত্তন। সাধারণ কলিতে যুগাবতার-রূপেই ভগবান্ নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করেন। এইজন্য কলিযুগে নামের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ কলিতে (অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষ কলিতে) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করেন। এইজন্য বিশেষ কলিতে অর্থাৎ বর্তমান কলিতে হরিনামের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য।

হরিনামসংকীর্ত্তন কলিযুগধর্ম্ম বলিয়া কলিকালে শ্রীনামসংকীর্ত্তন অবশ্য কর্তব্য।

জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণস্য নানাবিধ-কীর্ত্তনেষু,
তন্নাম-সংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্।
তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্,
শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ॥
নামসংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষ মন্ত্রবৎ॥
শ্রীমন্নামপ্রভোস্তস্য শ্রীমূর্ত্তেরপ্যতিপ্রিয়ম্।
জগদ্ধিতং সুখোপাস্যং সরসং তৎসমং ন হি॥

(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৫৮, ১৮৪)

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীনাম-

সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা মুখ্য। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা শীঘ্রই প্রেম লাভ হয়।

শ্রীনামসংকীর্ত্তনই কৃষ্ণপ্রেম লাভের বলিষ্ঠ সাধন ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি অপেক্ষাও শ্রীনাম ভগবানের অধিক প্রিয়। শ্রীনাম জগন্মঙ্গলকর, সুখোপাস্য ও সরস। শ্রীনাম অসমোর্দ্ধ বস্তু।

শাস্ত্র আরও বলেন—

নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্বশুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ, কাল, নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয়॥

শ্রীনামসংকীর্ত্তনের ন্যায় শ্রেষ্ঠ সাধন, অসীম শক্তিশালীসাধন, সহজ সাধন, অব্যর্থ সাধন, অকুতোভয় সাধন, সুখকর সাধন, আর কিছু নাই। কলিকালে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই ভগবদ্দর্শন-লাভের একমাত্র সাধন বা উপায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

হর্ষে প্রভু কহেন,—"শুন স্বরূপ-রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা, পায় কৃষ্ণের চরণ॥" (চৈঃ চঃ)
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(বৃহদ্‌নারদীয়-পুরাণ)

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'-কার॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭.২২—২৫)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥
প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ ন তেষামন্যসাধনম্॥

(ভজনরহস্য ২ যাম ৪৩ শ্লোক)

একান্ত ভক্তের মাত্র কীর্ত্তন, স্মরণ।
অন্য পর্ব্বে রুচি নাহি হয় প্রবর্ত্তন॥
প্রভাতে, গভীর-রাত্রে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়।
অনর্থ ছাড়িয়া লও নামের আশ্রয়॥
এইরূপে কীর্ত্তন, স্মরণ যেই করে।
কৃষ্ণকৃপা হয় শীঘ্র, অনায়াসে তরে॥
শ্রদ্ধা করি' সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম লয়।
অনর্থ-সকল যায়, নিষ্ঠা উপজয়॥

(ভজনরহস্য ঐ)

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—

যদ্যপি অন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।

শ্রীমদ্ভাগবত (৬।৩।২২) বলেন—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥
এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

(ভাঃ ২।১।১১)

শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন সকলের পক্ষেই পরম-সাধন ও পরমসাধ্য বলিয়া নির্ণীত।

সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমন্যৎ শ্রেয়োঽস্তি।

(ভক্তিসন্দর্ভ)

সাধকগণের ও সিদ্ধগণের ইহা অপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃ আর কিছু নাই।

প্রঃ—তুলসী-মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করিলে কি ফল হয়?

উঃ—স্কন্দপুরাণ বলেন—

শিরসি ক্রিয়তে যৈস্তু তুলসীমূলমৃত্তিকা।
বিঘ্নানি তস্য নশ্যন্তি সানুকূলা গ্রহাস্তথা॥

তুলসীমূলমৃত্তিকাং যো বৈ ধারয়িষ্যতি মস্তকে।
তস্য তুষ্টো বরান্ কামান্ প্রদদাতি জনার্দ্দনঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯ম বিলাস ৫১, ৫৩ শ্লোক)

যিনি তুলসী-মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার যাবতীয় বিঘ্ন দূর হয় এবং গ্রহগণ তৎপ্রতি সন্তুষ্ট থাকে। তুলসী-মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করিলে ভগবান্ শ্রীহরি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাহার যাবতীয় মনোভীষ্ট পূর্ণ করেন। তুলসীমৃত্তিকা কোটিতীর্থ-সদৃশ। তুলসী-মৃত্তিকা সযত্নে গৃহে রাখা কর্ত্তব্য।

প্রঃ—গুরুর আজ্ঞা কি সাদরে পালনীয়?

উঃ—নিশ্চয়ই। মহাপ্রভু-সার্ব্বভৌম-সংলাপে আমরা পাই—

প্রভু কহে,—ভট্টাচার্য্য, করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার॥
তাঁহারে আপন-সেবা করাইতে না যুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায়॥
ভট্ট কহে,—গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান্।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়ে, শাস্ত্র—প্রমাণ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৪২—১৪৪)

শাস্ত্র বলেন—'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া।'

রামায়ণ বলেন—

'নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়া কার্য্যা মহাত্মনঃ।'

মহাত্মা শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা নির্ব্বিচারে পালন করা কর্ত্তব্য। গুরুর আজ্ঞা পালন মহা-মঙ্গলকর। আর গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন অপরাধজনক ও অমঙ্গলকর। ইহাতে জীবের সর্ব্বনাশ হয়। গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে শত জন্ম শূকর হইতে হয়।

প্রঃ—ভগবদ্ভক্ত গরুড়ের নিকট অপরাধ করিয়া সৌভরি মুনি কিভাবে অপরাধ হৈতে মুক্ত হইয়াছিলেন?

উঃ—ভগবৎ-পার্ষদ গরুড়কে অভিশাপ দেওয়ার জন্য সৌভরি মুনির তচ্চরণে অপরাধ হয়। অপরাধফলে তাঁহার ভোগবাঞ্ছারূপ দুর্ব্বাসনা জাগে। তৎপরে তিনি ৫০টি বিবাহ করিয়া নরকতুল্য বিষয়ানন্দে নিমজ্জিত হইয়া বহুদুঃখ ভোগান্তে শ্রীবৃন্দাবন-যমুনাশ্রয়-মাহাত্ম্যেনৈব পশ্চান্নিস্তারেতি। (ভাঃ ১০।১৭।১১-১২ চক্রবর্ত্তীটীকা)

বিষয়ভোগ জিনিসটা যে নরকতুল্য ও দুঃখপ্রদ তৎসম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ)—

ইহার বাপ-জ্যেঠা—বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি' মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া॥

প্রঃ—শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু না আসিলে কি কেহই ব্রজপ্রেমের কথা, শ্রীনামের মহিমা ও শ্রীরাধাতত্ত্ব জানিতেই পারিত না?

উঃ—নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ স্বকৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণ পথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবন-বিপিনমহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥ (১০।১৩০)

যদি শ্রীচৈতন্যদেব কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে পরমপুরুষার্থ ব্রজপ্রেম কাহারও কর্ণগোচর হইত না, শ্রীনামের মহিমাও কেহই জানিতে পারিত না এবং মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার তত্ত্বও কেহই অবগত হইতে পারিত না।

পাষাণঃ পরিষেচিতোঽহমৃতরসৈর্নৈবাঙ্কুরঃ সম্ভবেৎ
লাঙ্গূলং সরমাপতের্বিবৃণতঃ স্যাদস্য নৈবার্জ্জবম্।
হস্তাবুন্নয়তা বুধাঃ কথমহো ধার্য্যং বিধোর্মণ্ডলং
সর্ব্বং সাধনমস্ত গৌরকরুণাভাবে ন ভাবোৎসবঃ॥

(চৈঃ চন্দ্রামৃত ৫।৩৩)

হে সুধীসমাজ, পাষাণে অমৃত সিঞ্চিত হইলেও যেমন তাহাতে কখনই অঙ্কুর উদ্গম হয় না, কুকুরপুচ্ছ প্রসারিত হইলেও যেমন তাহা কখনই সরল বা সোজা হয় না এবং বাহু উত্তোলন করিয়া যেমন চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করা যায় না, তদ্রূপ সর্ব্ব সাধন সম্পন্ন হইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপার অভাবে প্রেমলাভ হইতে পারে না।

মহাজনও গাহিয়াছেন—

(যদি) গৌর না হইত, তবে কি হইত,
কেমনে ধরিতাম দে'।
রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা,
জগতে জানিত কে?
মধুর বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী,
প্রবেশ চাতুরীসার।

বরজ যুবতী- ভাবের ভকতি,
শকতি হইত কার ?
গাও গাও পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ,
সরল করিয়া মন।
এভব সংসারে, এমন দয়াল,
না দেখিয়ে একজন ॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেনু গলিয়া,
কেমনে ধরিবু দে'।
বাসুর হিয়া, পাষাণ দিয়া,
কেমনে গড়িয়াছে ॥

চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব-অনুষ্ঠান

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়স্থ (সেক্টর ২০ বি) শাখা শ্রীচৈতন্য-গোড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব গত ২৭ শে মার্চ্চ হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। পাঞ্জাবের মহামান্য রাজ্যপাল **শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী** প্রথম সান্ধ্য অধিবেশনে প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—"অধুনা জনসাধারণের মধ্যে হিংসাশ্রিত মনোভাবের প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় সমস্যাসঙ্কুল দেশের পরিস্থিতি আরও সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জনগণের চরিত্র উন্নয়নই গুরুতর সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠের ন্যায় ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান হইতে, যেখানে আদর্শ সদাচারী জ্ঞানী সাধুগণ অবস্থান করেন, জনসাধারণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিকমান-উন্নতি-বিষয়ে প্রভূত আনুকূল্য হইতে পারে। সমাজ-কল্যাণে এই কারণেই মঠ-মন্দিরের আবশ্যকতা অনুভূত হয়।" শ্রীমঠের সভ্যগণের পক্ষ হইতে মহামান্য রাজ্যপালকে একটী অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয়।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী **জ্ঞানী জেইল সিংজী** দ্বিতীয় দিনের সান্ধ্য অধিবেশনের প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন— "নাস্তিকতাভিমুখী জনগণের মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাস আনয়নের জন্য 'ঈশ্বর ও জীব' এই বিষয়ের আলোচনার বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের সুযুক্তিপূর্ণ ভাষণ জনগণকে নিশ্চিতরূপে ভগবদ্বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করিবে।"

মাননীয় বিচারপতি শ্রী আর, এস্ নরুলা; বিচারপতি শ্রী এইচ, আর সোধি; চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় শাসন-বিভাগের ডেপুটী কমিশনার শ্রী জে, ডি, গুপ্ত; প্রাক্তন এম্, পি শ্রীশ্রীচাঁদ গোয়েল, য়্যাড্ভোকেট্ এবং চণ্ডীগড়স্থ শ্রীগুরু-গোবিন্দ সিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগুরুবক্স সিং শেরগিল যথাক্রমে পঞ্চদিবসব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর জি, পি শর্ম্মা, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর এস, পি সঙ্গর তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনের প্রধান অতিথি হন।

পাঞ্জাবের পূর্ত্তমন্ত্রী গুরুবক্স সিং সিবিয়া ও শ্রীচৌধুরী সুন্দরসিংজী এম্-এল্-এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ বক্তৃতা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন।

৩০শে মার্চ্চ শনিবার শ্রীবিগ্রহগণের (শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধব-জীউর) প্রকট তিথিবাসরে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা, বিশেষ ভোগরাগ ও আরাত্রিক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস মহোৎসবে কএক সহস্র নর নারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

৩১শে মার্চ্চ রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করেন।

মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সেবাচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭·২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩·৬০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·৬০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

(১) **প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা**— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত— ভিক্ষা .৬২

(২) **মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১.৫০

(৩) **মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ)** ঐ „ ১.০০

(৪) **শ্রীশিক্ষাষ্টক**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— .৫০

(৫) **উপদেশামৃত**—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— „ .৬২

(৬) **শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত** – শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — „ ১.০০

(৭) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE— Re. 1.00

(৮) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — **শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়** — — — „ ৫.০০

(৯) **ভক্ত-ধ্রুব**—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — „ ১.০০

(১০) **শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার**— ডাঃ এস, এন্ ঘোষ প্রণীত — „ ১.৫০

(১১) **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** [শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] ... — ১০.০০

(১২) **প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর** (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — — .২৫

(১৩) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮৮ : বঙ্গাব্দ—১৩৮০-৮১

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা-সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব-নির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি—২৪ ফাল্গুন (১৩৮০), ৮ মার্চ্চ (১৯৭৪) তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। **ভিক্ষা** —.৬০ পয়সা। **ডাকমাশুল অতিরিক্ত**—.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্য :— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

বিগত ২৪ আষাঢ়, (১৩৭৫) ; ৮ জুলাই (১৯৬৮) সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি-উক্ত ঠিকানায় স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীমঠের ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। (ফোন : ৪৬-৫৯০০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১

সম্পাদকঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেবড়ী, (ওল্ড সালারজং মিউজিয়াম), হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১১৭৪০

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১। ২৩ ত্রিবিক্রম, ৪৮৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার; ২৯ মে ১৯৭৪। | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

বিগত ২৪ আগষ্ট (১৯৩৬), ৮ ভাদ্র (১৩৪৩) পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনের 'মধুমঙ্গল-কুঞ্জে' অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে প্রায় ৫॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

প্রথমে শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর 'মুক্তাচরিতে'র 'নামশ্রেষ্ঠং' শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া বলেন,—আমরা লঘু হইতেও লঘু, তদপেক্ষাও লঘু। আর গুরুপাদপদ্ম—যিনি বৃহতের সেবা করেন, তিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, তদপেক্ষাও বৃহৎ। শ্রীদাসগোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥"

শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। তিনি কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেন ব'লে কৃষ্ণের প্রিয়তম। ভগবানের যাবতীয় প্রিয়গণের মধ্যে আমার মঙ্গলদাতা গুরুদেব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়তম। গোস্বামিষট্‌ক—যাঁরা ব্রজে বাস ক'রেছিলেন, তাঁদের বিচারে পাই কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, আর সকলেই আশ্রয়। বিষয় ও আশ্রয়ের যোগে লীলা সজ্জটিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্‌বিচার করতে হবে।

শ্রীগুরুদেবে রতিভেদে পাঁচ প্রকার বিচার প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা মধুররতিতে ভগবদ্‌ভজন করেন, তাঁরা গুরুপাদপদ্মকে অভিন্নবার্ষভানবী ব'লেই জানেন। যাঁরা বাৎসল্যরসের প্রার্থী, তাঁরা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নন্দযশোদাদির প্রকাশ-বিশেষ ব'লেই জানেন। যাঁরা সখ্যরসের প্রার্থী, তাঁরা শ্রীদাম-সুদাম প্রভৃতি কৃষ্ণ-সখা ও তাঁদের প্রভু নিত্যা-নন্দের প্রকাশ-বিশেষ ব'লেই জানেন। যাঁরা দাস্য-রসের সেবক, তাঁরা গুরুপাদপদ্মকে রক্তক, পত্রক, চিত্রকাদি নন্দের ভৃত্যবর্গের প্রকাশ-বিশেষ ব'লেই জানেন। আর যাঁরা শান্তরসের সেবক, তাঁরা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে যামুন-নীর, গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতির প্রকাশ বিশেষ ব'লেই জানেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়-জাতীয় প্রকাশ। কেহ মনে না করেন, তিনি মূল আশ্রয়বিগ্রহ বা বিষয়বিগ্রহ। তাই চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেছেন,—

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

অনর্থযুক্ত অবস্থায় ও অনর্থমুক্ত অবস্থায় শ্রীগুরুদেবের দর্শনভেদ আছে। অনর্থযুক্তাবস্থায় ভোগ্যজাতীয় দর্শন ও অনর্থমুক্তাবস্থায় সেব্য-দর্শন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে-প্রকার সেবা করেন, তদাশ্রিত-গণেরও সেই প্রকার বিচার থাকবে। আমি একদিকে চল্‌লাম, আর গুরুপাদপদ্মের ইচ্ছা অন্যরূপ, তা' হ'লে অভক্তি হ'য়ে গেল। ঠাকুর মহাশয় বলেছেন,—

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু কবে আমাকে এমন কৃপা কর্‌বেন, কবে আমার এমন সৌভাগ্য হ'বে যে, আমি রূপানুগ-পদ্ধতির অনুসরণ করব।

আগেই আমরা প্রেমিক ভক্ত ও রসিক ভক্ত হ'তে চাই। সাধনভক্তির পূর্ব্বেই ভাব-ভক্তি দেখাতে চাই। গাছে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেন,—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ব'লেছেন,—

"কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥
সংসার-দুঃখ-জলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বনম্॥"

সাধনের নামে ভোগের জন্য ও ত্যাগের জন্য ত' যত্ন ক'রলাম; কিন্তু কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য কি যত্ন ক'রেছি? এ বলে আমার মত ভাল, সে বলে তা'র মত ভাল, এই রকম পরস্পরে বিবাদ দেখে যদি মনে করি আমি নির্জ্জন ভজন করব, সেখানেও যে বিপদ। জিজ্ঞাসা করি,—আমার ইন্দ্রিয়গুলির প্রতিই বা এমন কি বিশ্বাস আছে? আমি যে আমাকে মনে মনে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফাঁকি না দিচ্ছি, তার কী অনুশাসন আছে? কর্ম্মপথে, জ্ঞানপথে ও যোগপথে অসুবিধা আছে ব'লে ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথ, কিন্তু তাহাও আবার কোটি-কণ্টকরুদ্ধ। যদি ভগবান্ চৈতন্যদেব বুদ্ধি ভাল ক'রে না দেন, তবে লোকের সঙ্গে কেবল ঝগড়া করব, নিজের বা পরের কা'রও মঙ্গল কর্‌তে পার্‌ব না।

বাস্তব বস্তুর ছায়া এই জগৎ। বিশ্ব-দর্শনই সংসার। আমার ভোগ্য পদার্থ ও কৃষ্ণভোগ্য পদার্থ সমজাতীয় নহে। যেমন এই জগতেও দেখি পিতৃভোগ্যা (মাতা) আমার ভোগ্যা নহে।

সকলেই হরিভজন ক'রছেন, আমিই কর্‌তে পার্‌ছি না, এই বিচার না আস্‌লে মহতের পাদপদ্মে অভিগমন হয় না। "শ্রীগুরুদেব আমার ন্যায়ই নানা অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট ও অনভিজ্ঞ মর্ত্ত্য জীব, অথবা আমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ,"—এই বিচার আস্‌লেই বিশ্বের প্রভু হ'য়ে গেলাম। তখন ভগবদ্ভজন (?) সব চুলায় গেল।

যিনি আমাকে প্রতি পদে পদে কি ক'রে কৃষ্ণ-সেবা কর্‌তে হয়, কি ক'রে আশ্রয়-জাতীয় ও বিষয়-জাতীয়ের সেবা কর্‌তে হয়, ইহা শিক্ষা দেন, সর্ব্বদা অনুকূল বিষয়-গুলি জানিয়ে দেন, তিনিই গুরুদেব। যেমন শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু তাঁর ব্রজবিলাস স্তবে ব'লেছেন,—

"যৎকিঞ্চিৎ তৃণগুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে॥"

(ব্রঃ স্তব ১০২)

[গোষ্ঠে যাহা কিছু তৃণ-গুল্ম-কীট-পতঙ্গাদি, তৎসমস্তই সর্ব্বানন্দময়, মুকুন্দের প্রিয় ও তাঁহার লীলার বিশেষ অনুকূল। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মা উদ্ধবাদির প্রার্থনাতে ইহা পুনঃ পুনঃ সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমি তৎসমস্ত বস্তুর বন্দনা করি।]

আমি সকলকেই বন্দনা করছি। ব্রহ্মা-শিবাদি সকলেই শ্রীমাথুরমণ্ডলের সর্ব্বোত্তমতা কীর্ত্তন ক'রেছেন, ভোক্তা একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন, আর অন্য সকলেই ভোগ্য, সকলেই ভোগ্য হয়ে কৃষ্ণানুকূলতা লাভ করেছেন। এখানকার টেটি গাছ, পিলুর ঝাড়, গরু, যমুনার জল, কোনটিই সাধারণের ভোগ্য পদার্থ নহে, তাই ব্রহ্মা তাঁদের বন্দনা কর্ছেন। এখানকার যাবতীয় বস্তু ইন্দ্রিয়-ভোগ্য নহে—কৃষ্ণভোগ্য—কৃষ্ণপ্রিয়—কৃষ্ণলীলার অনুকূল,—এ বিচার যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আস্‌বে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা আধ্যক্ষিক থাক্‌ব। হৃদয় যাঁদের বিষয়-স্পৃহা-রহিত হ'য়েছে, তাঁরাই পরম অসুবিধাগুলিকে সুবিধা মনে কর্‌বেন, অর্থাৎ কৃষ্ণসেবার অনুকূল করে নেবেন।

আমাদের ভোগের অনুকূল ও কৃষ্ণের ভোগের অনুকূলে তফাৎ আছে।

"যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥"

(ভাঃ ১০।৩১।১৯)

"যস্য শ্রীমচ্চরণকমলে কোমলে কোমলাপি
শ্রীরাধোচ্চৈর্নিজসুখকৃতে সন্নয়ন্তী কুচাগ্রে।
ভীতাপ্যারাদথ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্য-দোষাৎ।
স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা শেষশায়ীস্থিতিং নঃ॥"

(স্তবাবলী, ব্রজবিলাসস্তব ৯১)

বার্ষভানবীর সেবার অনুকূলে লক্ষ্মীদেবী যাঁর পাদপদ্ম অনায়াসে বক্ষে ধারণ ক'রেছেন, পাছে কৃষ্ণের সুখের ত্রুটী হয়, এজন্য তাতে বার্ষভানবী ভয় করছেন। বার্ষভানবী মনে করছেন, কৃষ্ণের সুকোমল পাদপদ্ম আমার বক্ষদেশে ধারন কর্‌লে আমি ভোগী হয়ে যাব। আমার কঠিন বক্ষ শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল পাদপদ্মের নিকট কর্কশ বোধ হ'লে তাঁর সুখের ব্যাঘাত হবে। এখানেই বার্ষভানবীর সহিত লক্ষ্মীর সেবার তফাৎ। লক্ষ্মী ও পৌরমহিষীগণের সেবার বিচার-প্রণালীতে কিছু কিছু আত্মসুখতাৎপর্য্যের গন্ধ আছে, কিন্তু বার্ষভানবী ও তদনুগতা গোপীগণের সেবায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা-ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই। তাই দ্বারকেশের সেবার বিচার-প্রণালী ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার বিচার-প্রণালী একজাতীয় নয়।

বহুদিন হ'তেই শেষশায়ীতে ভগবান্ বিরাজিত আছেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতের 'যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহং স্তনেষু' শ্লোক গান কর্‌তে কর্‌তে শেষশায়ীতে নর্ত্তন-লীলা আবিষ্কার করে শেষশায়ীর কথা প্রকাশ করেছিলেন। গোস্বামিবর্গ শ্রীগৌরসুন্দরের সেই ভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এখন সে-সকল কথা এখানে শুন্‌বার ও বল্‌বার লোক নাই।

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট পুনঃ-সংস্থাপন আমাদের সেবার বিষয় না হ'লে, আমরা অচৈতন্যদেবগণের বিবদমান মতবাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াতে ব্যস্ত হব। শ্রীচৈতন্য-দেবের মনোঽভীষ্ট-স্বরূপই এই শেষশায়ীর সেবা, শেষ-শায়ীতে বাস্তব্য-স্থাপন। রূপানুগবর দাসগোস্বামি প্রভুর বিচারের অনুসরণ কর্‌লেই আমাদের এই জগতে অবস্থান সার্থকতা-মণ্ডিত হ'বে।

ভক্তির পথ ব'লে আমরা ভোগী ও ত্যাগী হ'য়ে যাচ্ছি, 'ন নির্ব্বিণ্ণোনাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ' (ভাঃ ১১।২০।৮) কথাটি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছি।

আমরা রসিক হ'তে গিয়ে কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্য-দর্পণের বিকৃতরসকে অপ্রাকৃতরসের সহিত সমান মনে ক'রে কোথায় চ'লে যাচ্ছি! ব্রজে এসে কোথায় সুবিধা হ'বে, কিন্তু তাই না ক'রে ধামাপরাধ ও নামাপরাধকেই ধামবাস ও নাম-ভজন মনে কর্‌ছি।

আমরা নির্জ্জন-ভজনের পক্ষপাতী হ'য়ে কীর্ত্তন বন্ধ করে দেওয়ার মতলব ক'রেছি। একে ত' গুরুপাদপদ্মের কথা শুনবার আদৌ রুচি নাই—হরিকথা শুনে যেটুকু রুচি হ'বে, সেইটুকুও বন্ধ ক'রে দাও, কপাট বন্ধ ক'রে নির্জ্জন-ভজন কর—হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রতি দ্বার রুদ্ধ করে দাও। অচিন্মাত্রবাদীদের এই মত আজকাল প্রচ্ছন্নরূপে ভক্তি-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ক'রেছে।

সম্ভোগবাদীর মত—আমার রুচি বা আমার ভাল-লাগা আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারী ভগবদ্ভক্তের বিচার—হরি-গুরু-বৈষ্ণবের রুচির সেবা। কৃষ্ণজ্ঞানের অভাবেই আমাদের পরমাত্ম-জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, মিশ্রজ্ঞান ও অন্যাভিলাষময় জ্ঞান উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মনুষ্য-জাতিকে যে মহাবদান্যতার কথা ব'লেছেন, তা' না ক'রে আমরা Flood relief, Cholera relief প্রভৃতিকেই পরোপকার ও উদারতা মনে কর্‌ছি! কেউ ব'লছে—ছোট জাতিকে উঁচু করে দাও, কেউ বল্‌ছে—বড়লোকের টাকাগুলি সকলকে সমান ক'রে ভাগ ক'রে দাও, জাতির উন্নতি কর, দেশের উন্নতি কর, ইত্যাদি। জীবন ক'টা দিনের জন্য বা কয় মুহূর্ত্তের জন্য? অধোক্ষজ ভগবানের সেবার সময়টুকু অক্ষজ ও ভোগ্য বিষয়ের বিশ্বাসঘাতক হিতের কার্য্যে লাগিয়ে দিয়ে বিশ্বদর্শন কর্‌তে কর্‌তে নিজের ও পরের প্রতি হিংসা করাই কি শ্রেষ্ঠ পরোপকার? আমরা শ্রীচৈতন্য দাস, অচৈতন্যদাসগণের বিচারে আমরা অচেতন হ'য়ে থাক্‌ব না।' যাজ্ঞিক পত্নীগণ কি শিক্ষা দিয়েছিলেন?

> "ধিগ্‌ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিগ্‌ ব্রতং ধিগ্‌ বহুজ্ঞতাম্‌।
> ধিক্‌কুলং ধিক্‌ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥"
>
> (ভাঃ ১০।২৩।৪০)

কৃষ্ণসেবার সময় নষ্ট করে যাঁরা ঐ সময়কে বিশ্ব-দর্শনের কার্য্যে নিযুক্ত ক'রেছেন, তা'দের কুল, ক্রিয়ানৈপুণ্য সকলকে ধিক্‌। আমি হরিকথা-কীর্ত্তন বা প্রচারে প্রতিষ্ঠা আস্‌বে মনে করে, প্রচ্ছন্নপ্রতিষ্ঠানন্দী, ভজনানন্দী (?) সেজেছি, আমাকে ধিক্‌! আমার লোক-দেখান বৈরাগ্য ও ক্রিয়া-নৈপুণ্যে ধিক্‌! ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ প্রভু শত শত শিষ্য করেছিলেন, শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মহোৎসবাদি করেছিলেন, কিন্তু কপট নির্জ্জন-ভজনানন্দী সাজিতে পারেন নাই ব'লে আমরা ঠাকুর মহাশয়ের ভজনা না করে প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা-প্রিয় ব্যক্তিগণের আদর্শের ভজনা কর্‌ব, তা' নয়।

জনক রাজা, রায় রামানন্দ আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি না কর্‌লেও তাঁদের অসমোর্দ্ধত্বই আমরা স্বীকার কর্‌ব। রায় রামানন্দের প্রথম দর্শনে প্রদ্যুম্নমিশ্রের যে ভ্রান্তি, সেই ভ্রান্তিকে আমরা ভ্রান্ত লোকের বিচারের দ্বারা পুষ্ট কর্‌ব না। যে কয়টা দিন জীবন আছে, সেই শেষ কয়টা দিন যদি হরিভজন করা যায় তা' হ'লেই সুবিধা হ'বে। জগতের তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা এই বিশ্ব কিছুই থাক্‌বে না। ২৪ ঘণ্টা যদি হরিভজন না করি, তা' হ'লে সুযোগ পেয়েও সুযোগ হারিয়ে ফেল্‌লাম। বিপথগামী ব্যক্তিগণকে সুযোগ দিতে পার্‌লেই ভগবানের কৃপা হ'বে। জাগতিক ধনী আমাদের আদর্শ নয়, জাগতিক পণ্ডিত আমাদের আদর্শ নয়, জাগতিক কুলীন আমাদের আদর্শ নয় বা জাগতিক রূপবান্‌ও আমাদের আদর্শ নয়। দত্তাত্রেয়, বশিষ্ঠ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় পাণ্ডিত্য, ইন্দ্র বা Edsel Ford (American), Henry Ford (American), Edward de Rothschild (French) প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ঐশ্বর্য্য আমাদের আদর্শ নহে, রাজা রাম-মোহন রায় বা দয়ানন্দ সরস্বতীর আধ্যাত্মিকতাকে আমরা শত যোজন দূর হইতে দণ্ডবৎ করি। আমরা মর্‌তে বসেছি। আমরা ভাগবতের এই বাণী শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত কীর্ত্তন কর্‌ব।

> "লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
> মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
> তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্‌
> নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"
>
> (ভাঃ ১১।৯।২৯)

যে কোন জন্মে বিষয় পাব, কিন্তু চৈতন্যচন্দ্রের দয়ার কথা সকল জন্মে শুন্‌তে পাব কিনা সন্দেহ। চৈতন্যদেবের কথা যাঁ'রা শুনেছেন, তাঁদের কথা ছাড়া অন্যের কথা শোনার কোন প্রয়োজনই নাই। শ্রীচৈতন্যের কথা—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

প্রশ্ন— সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয় কি ?

উত্তর— আমি কে ? এই জড় ব্রহ্মাণ্ডই বা কি ? ভগবদ্বস্তুই বা কি ? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি ? —এই চারিটী প্রশ্নের সদর্থ পাইলে 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞান-প্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রের 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে।

—অঃ প্রঃ ভাঃ আঃ ৭।১৪৬

প্রঃ—'অভিধেয়-তত্ত্ব' কাহাকে বলে ?

উঃ—সচ্চরিত্রতার সহিত কৃষ্ণানুশীলন করিতে হয়—ইহার নামই 'অভিধেয়-তত্ত্ব'। এই তত্ত্ব বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে প্রবলরূপে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকে অভিধেয়-তত্ত্ব বলেন।

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

প্রঃ—বদ্ধজীবের সাধন ব্যতীত কি সিদ্ধিলাভ সম্ভব ?

উঃ—সাধন-কার্য্যটী বদ্ধজীবের অস্বীকার করিলে হইবে না, পরন্তু যত্নসহকারে গ্রহণ করিতে হইবে। আদর-পূর্ব্বক যে পরিমাণে সাধন করিবেন, সিদ্ধিও সেই পরিমাণে নিকটবর্ত্তী হইবে।

—'সাধন' সঃ তোঃ ১১।৫

প্রঃ—কিরূপভাবে জীব ও ঈশ্বরের নিত্য-সম্বন্ধটী প্রকাশিত হয় ?

উঃ—জীব ও ঈশ্বরের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। রাগের উদয় হইলে সেই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সম্বন্ধ নিত্য বটে, কিন্তু জড়বদ্ধ-জীবের পক্ষে তাহা গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। * * * দেশলাই ঘসিলে অথবা চকমকি ঝাড়িলে যেরূপ অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ সাধন-ক্রমে ঐ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। —চৈঃ শিঃ ১।১

প্রঃ—সেবা কাহাকে বলে ?

উঃ—কৃষ্ণানুশীলনই একমাত্র ক্রিয়া, যাহাকে মুক্তাবস্থায় 'সেবা' কহা যায়। —তঃ সূঃ ৩৩ সূঃ

প্রঃ ভক্তিযোগ কয় প্রকার ?

উঃ—ভক্তিযোগ দুই প্রকার—(১) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ মুখ্য-ভক্তিযোগ এবং (২) শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মরূপ গৌণ-ভক্তিযোগ। —রঃ রঃ ভাঃ ২।৪১

প্রঃ—কর্ম্মমার্গীয় গৌণ-ভক্তিপথ কি ?

উঃ—বর্ণাশ্রমাচার অনুষ্ঠানের দ্বারা হরিতোষণ-ব্রতই কর্ম্মমার্গীয় গৌণ-ভক্তিপথ। —'নামমাহাত্ম্য সূচনা,' হঃ চিঃ

প্রঃ—স্বরূপসিদ্ধাভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ কি ?

উঃ—কেবল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পালন অপেক্ষা কর্ম্মার্পণ শ্রেষ্ঠ, কেবল কর্ম্মার্পণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ স্বীয় বর্ণ-ধর্ম্ম-ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস-গ্রহণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রহ্মানুশীলনরূপ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও সে-সমুদায় বাহ্য; কেন-না, সাধ্যবস্তু যে শুদ্ধভক্তি, তাহা সেই চারিপ্রকার সিদ্ধান্তে নাই। আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি কখনই শুদ্ধভক্তি বলিয়া পরিচিত হয় না, স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি একটি পৃথক্ তত্ত্ব। তাহা কর্ম্ম, কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে নিত্য পৃথক্। সেই শুদ্ধ-ভক্তির লক্ষণ—অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্যভাবে কৃষ্ণানুশীলন। ইহাই সাধ্য-বস্তু; কেন-না, সাধনাবস্থায় ইহাকে দেখিতে পাইলেও সিদ্ধাবস্থায় ইহা নির্ম্মলরূপে লক্ষিত হয়।

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৮।৬৮

প্রঃ—মহাজনের পথ কি ?

উঃ—ব্যাস, শুক, প্রহ্লাদ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদবর্গ যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহাই আমাদের মহাজন-পন্থা। সেই পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আমরা নবীন অতিভক্তদিগের উপদেশ শুনিতে বাধ্য নই।

—'প্রজল্প' সঃ তো ১০।১০

প্রঃ—পরমার্থের পথ কি নিত্য-নূতন সৃষ্ট হইতে পারে ?

উঃ—পন্থা নূতন হয় না। যে পন্থা সনাতন আছে,

তাহাই সাধুগণ অবলম্বন করেন। যাঁহারা দাম্ভিক ও যশোলিপ্সু, তাঁহারা নূতন পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। যাঁহাদের পূর্বভাগ্য থাকে, তাঁহারা দাম্ভিকতা পরিত্যাগপূর্বক পূর্ব-পন্থার আদর করেন। যাঁহাদের ভাগ্য মন্দ, তাঁহারা নবীন পন্থায় আপনাদিগকে নাচাইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিতে থাকেন।

—'তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন' সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ—পূর্ব-মহাজনদিগের ভজন-পন্থা কি?

উঃ—সর্ব্বভূতে দয়া করতঃ দৃঢ়তার সহিত নিরন্তর হরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব্বমহাজনদিগের ভজন-পন্থা।

—ঐ

প্রঃ—ঐকান্তিক নামাশ্রিত ভজন-পদ্ধতির স্বরূপ কি?

উঃ—সাধন-ভজনের পদ্ধতি অনেক প্রকার; কিন্তু কেবল নামাশ্রিত ভজনের পদ্ধতি একই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভুর সময় হইতে মহাজনগণ শ্রীহরিদাসোক্ত ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। প্রাচীন-কাল হইতে ব্রজবনবাসী বৈষ্ণব-সকলও এই প্রণালীতে ভজন করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে কিছু দিন পূর্ব্বে যে-সকল ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন, আমরা স্বচক্ষে তাঁহাদের এই ভজন-প্রণালী দেখিয়াছি। নিরপরাধে নিঃসঙ্গে নিরন্তর শ্রীহরিনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ —ইহা যে একমাত্র ঐকান্তিক ভজন-পদ্ধতি, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শেষে শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিদ্বয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

—'প্রবোধিনী কথা,' হঃ চিঃ

প্রঃ—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কি?

উঃ—অধিকার-নিষ্ঠার সহিত নাম-সঙ্কীর্ত্তনই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম।

—'সাধুনিন্দা,' হঃ চিঃ

প্রঃ—'জ্ঞান' কোন্ সময় 'সাধনভক্তি' হইতে পারে?

উঃ—কর্ম্মের অবান্তর ফল—'ভুক্তি,' জ্ঞানের অবান্তর ফল—'মুক্তি' এবং তদুভয়ের চরমফলরূপে 'ভক্তি'কে বুঝিতে হইবে। যে-স্থলে জ্ঞান ভক্তিকেই চরম ফল বলিয়া উদ্দেশ্য না করে, সে-স্থলে জ্ঞান—সোপাধিক ও ভগবদ্বহির্ম্মুখ এবং যে-স্থলে ভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সে-স্থলে জ্ঞানকে 'সাধন-ভক্তি' বলা যায়।

—'অবতরণিকা,' শ্বঃ রঃ ভাঃ

প্রঃ—কোন্ ভক্তি জীবের নিত্যধর্ম্ম?

উঃ—যে-ভক্তি মুক্তির পূর্ব্বে, মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পরে বর্ত্তমান থাকে, সে-ভক্তি একটি পৃথক্ নিত্যতত্ত্ব—তাহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। মুক্তি তাহার নিকট একটি অবান্তর ফলমাত্র।

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

প্রঃ—কোন্ জ্ঞান আরাধ্য, আর কোন্ জ্ঞান হেয়?

উঃ—যে জ্ঞান চরিতার্থ হইয়া ভক্তি উদয় করায় এবং ভক্তিলাভের উদ্দেশে কৃত হয়, সে-জ্ঞান অতীব আরাধ্য; কিন্তু যে জ্ঞান ভক্তির পরম শ্রেয়ঃপথকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্থূল-জগতের বোধমাত্র লাভের জন্য ব্যস্ত হয়, তাহা অত্যন্ত হেয়।

—'সমালোচনা,' সঃ তোঃ ১১।১০

প্রঃ—শুদ্ধ জ্ঞানের পরিপাকাবস্থাটী কি?

উঃ—বৈষ্ণবদিগের যে ভক্তি, তাহাই শুদ্ধজ্ঞানের পরিপাক-অবস্থা।

—ঐ

প্রঃ—কোন্ সময় উত্তমা ভক্তি লাভ হইতে পারে?

উঃ—আর্ত্তদিগের কামরূপ কষায়, জিজ্ঞাসুদিগের সামান্য নৈতিক জ্ঞানাবদ্ধতারূপ কষায়, অর্থার্থীদিগের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদি প্রাপ্তির আশারূপ কষায় এবং জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মলয় ও ভগবত্তত্ত্বে অনিত্যত্ব-বুদ্ধিরূপ কষায় দূর হইলে, ঐ চারি প্রকার জীব ভক্ত্যধিকারী হইতে পারে। যে-পর্য্যন্ত কষায় থাকে, সে-পর্য্যন্ত ঐ সকল ব্যক্তির ভক্তি—প্রধানীভূতা; কষায় দূর হইলে 'কেবলা,' 'অকিঞ্চনা' বা 'উত্তমা' ভক্তি লাভ করে।

—রঃ ভাঃ ৭।১৬

প্রঃ—'বৈরাগ্য' কি ভক্তির অঙ্গবিশেষ?

উঃ—যে মত প্রদীপ থাকিলেই তাহার পশ্চাদ্ভাগে ছায়া অবশ্য থাকিবে, তদ্রূপ ভক্তি থাকিলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৈরাগ্য অবশ্য থাকিবে; কিন্তু বিরোধি-গুণ-প্রযুক্ত বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত হইবে না। যে মত ছায়া প্রদীপের অঙ্গ নহে, কিন্তু তাহার সহগামিনী, তদ্রূপ রাগাভাবরূপ বৈরাগ্য রাগরূপা ভক্তির সহচর মাত্র। সিদ্ধান্ত এই যে, ভক্তির সহিত জ্ঞান-বৈরাগ্য অবশ্য থাকিবে, কিন্তু তাহারা অঙ্গ হইবে না।

—তঃ সূঃ ৩৩ সূঃ

ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদ

কর্ম্মের প্রভাব

[মহাভারত অনুশাসন-পর্ব্ব (সাপ্তাহিক গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত)]

কুরুকুলচূড়ামণি শান্তনুনন্দন শরশয্যাশায়ী হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ হৃষীকেশ এবং ভ্রাতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের দর্শন-মানসে কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। তাঁহারা ভীষ্মসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দেবগণ যেমন ইন্দ্রের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট থাকেন, তদ্রূপ ব্যাসাদি মহর্ষিগণ ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহারা ভীষ্মকে অবলোকন করিবামাত্র স্ব-স্ব-বাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহর্ষিগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

ভগবান্ বাসুদেব প্রশান্তপাবকসদৃশ ভীষ্মকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—"হে শান্তনুতনয়, আপনার জ্ঞানসকল পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্ন আছে ত'? আপনার বুদ্ধি পর্য্যাকুল হয় নাই ত'? এবং শরাঘাত-নিবন্ধন আপনার গাত্র নিতান্ত অবসন্ন হইতেছে না ত'? মানসিক দুঃখ অপেক্ষা শারীরিক দুঃখ সমধিক বলবান্। একটি সূক্ষ্মশল্য শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যারপরনাই ক্লেশ উপস্থিত হয়; কিন্তু আপনি শরসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়াছেন, শরদ্বারা শরীরভেদ-নিবন্ধন আপনার কোন ক্লেশ হইতেছেন না ত'? যাহা-হউক আপনি যখন দেবগণকেও উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, তখন আপনার নিকট প্রাণিগণের জন্মমৃত্যুর বিষয় কীর্ত্তন করা বাহুল্য মাত্র। আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান আপনার কিছুই অবিদিত নাই। প্রাণিগণের মৃত্যু ও সৎকার্য্যের ফলোদয়ের বিষয় আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। আপনি সত্যধর্ম্মপরায়ণ ও মহাবলাক্রান্ত। আপনি ব্যতীত ত্রিলোকমধ্যে তপঃ-প্রভাবে মৃত্যু অতিক্রম করে, এমন আর কোন ব্যক্তিই আমার শ্রবণ-গোচর হয় নাই। আপনি বলবীর্য্য-প্রভাবে স্বর্গলোকেও বিখ্যাত হইয়াছেন এবং স্বীয় গুণ-গ্রাম-প্রভাবে দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিসংক্ষয়-নিবন্ধন অত্যন্ত শোক সন্তপ্ত হইয়াছেন, অতএব আপনি উঁহার শোক অপনোদন করুন। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মোহাবিষ্ট মানবের সান্ত্বনার একমাত্র উপায়।

মহাত্মা ভীষ্ম বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে বদনমণ্ডল উন্নত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে বাসুদেব, আপনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি সংহার-কর্ত্তা। কেহই আপনাকে পরাজয় করিতে পারে না। আপনি নিত্যমুক্ত ও ত্রিকাল বর্ত্তমান আছেন। আপনি সকলের আশ্রয়। হে কৃপাবারিধি পুরুষোত্তম, আমি আপনার ভক্ত ও অভিলষিত গতিলাভার্থ আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি আমার শুভ বিধান করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—পিতামহ, অজ্ঞান-নিবন্ধন পাপানুষ্ঠান করিলে তদ্বিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির শোক অকর্ত্তব্য; কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক পাপাচরণ করিলে কিরূপে শান্তিলাভ হইতে পারে? আপনার কলেবর শরনিকরে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সলিল-ধারাবাহী অচলের ন্যায় অনবরত রুধির-প্রবাহ বর্ষণ পূর্ব্বক আমারই কুকর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উহা দর্শন করিয়া আমি কোনক্রমেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি যে আমার নিমিত্তই এই-রূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। আমি আপনার এই অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ষাসলিলসিক্ত পদ্মের ন্যায় নিতান্ত মসৃণভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। আর এই সমস্ত মহীপাল আমারই নিমিত্ত পুত্র ও মিত্রগণের সহিত সমরশায়ী হইয়াছেন। ইঁহাদের এতাদৃশ দুরবস্থা-দর্শনে শোকাবেগে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। হায়! আমরা

উভয়-পক্ষেই ক্রোধের বশীভূত হইয়া এই গর্হিতাচরণ করিয়াছি। না জানি, এই পাপপ্রভাবে আমাদিগকে কি প্রকার দুর্গতি লাভ করিতে হইবে? আমিই আপনার ও সুহৃদগণের এইরূপ বিপৎপাতের কারণ। আমি আপনাকে বিষণ্ণবদনে শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইতেছি। দুর্য্যোধন কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াও ভ্রাতৃবর্গ ও সৈন্যগণের সহিত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে সমর-শয্যায় শয়ন করিয়া আমাপেক্ষা অধিক সুখী হইয়াছে। আজ তাহাকে আপনার এই দুরবস্থা দর্শন করিতে হইল না। এক্ষণে আমার প্রাণ-ধারণাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। যদি আমিও ভ্রাতৃগণের সহিত শত্রুশরে প্রাণত্যাগ করিতাম, তাহা হইলে আমায় আপনাকে এইরূপ শর-নিপীড়িত ও দুঃখিত দেখিতে হইত না। এক্ষণে মনে হইতেছে, বিধাতা আমাদিগকে পাপানুষ্ঠান-জন্যই বোধ হয় সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যাহাতে পরলোকে এই পাপের হস্ত হইবে মুক্তি লাভ করিতে পারি, আপনি তদ্বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন।

ভীষ্ম বলিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ, তুমি কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের অধীন আত্মাকে কি নিমিত্ত পুণ্যপাপের কারণ বলিয়া অবগত হইতেছ? আত্মা কোন কার্য্যেরই কারণ হইতে পারে না। সম্প্রতি কাল, ব্যাধ ও পন্নগের সহিত গৌতমীর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে গৌতমী নাম্নী শান্তিপরায়ণা এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তাঁহার অন্ধের যষ্টির ন্যায় একটি মাত্র পুত্র ছিল। একদা এক ভুজঙ্গ সেই পুত্রকে দংশন করায় সে অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ঐ সময় অর্জ্জুনক নামক এক ব্যাধ ঐ সর্পকে স্নায়ুপাশে বদ্ধ করিয়া গৌতমীর নিকট আগমনপূর্ব্বক গৌতমীকে বলিল,—ভদ্রে, এই পন্নগাধম আপনার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আদেশ করুন, কি-প্রকারে ইহাকে বিনাশ করিব? এই শিশুঘাতী পাপাত্মার প্রাণরক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব শীঘ্র বলুন, ইহাকে হুতাশনে নিক্ষেপ করিব, না খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিব?

গৌতমী—অর্জ্জুনক, তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, ইহাকে পরিত্যাগ কর। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট লোক-লাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে পাপভারে নিপীড়িত করিয়া থাকে? যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা অনায়াসেই দুঃখ-সাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা সলিল-নিক্ষিপ্ত শস্ত্রের ন্যায় দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যায়। দেখ, এই ভুজঙ্গকে বধ করিলে আমার পুত্র জীবিত হইবে না এবং ইহার জীবন রক্ষা করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এরূপস্থলে এই জীবিত জন্তুর প্রাণ বিনাশ করিয়া কে অনন্তকালের জন্য নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে?

ব্যাধ—দেবি, আমি আপনার গুণগ্রাম সবিশেষ অবগত আছি। মহদ্ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন। আপনি যেরূপ বলিতেছেন, উহা শোকশূন্য ব্যক্তির উপযুক্ত উপদেশ। এক্ষণে আদেশ করুন, আমি এই দণ্ডে এই দুষ্ট সর্পকে বিনাশ করি। যাঁহারা শান্ত-গুণাবলম্বী, তাঁহারাই উপস্থিত অপ্রিয় ঘটনাকে কালকৃত বিবেচনা করিয়া শোক পরি-ত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা প্রতিকার-পরায়ণ, তাহাদিগের শোকানল শত্রুনাশদ্বারাই নির্ব্বাপিত হয়। আর যাহারা এই উভয়গুণ বিরহিত, তাহারা মোহবশতঃ প্রতিনিয়ত অপ্রিয়ের অনুশোচনা করিয়া থাকে। অতএব আপনি এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে পুত্রবিনাশজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করুন।

গৌতমী—ব্যাধ, মাদৃশ ধর্ম্মাত্মাদিগের কদাপি কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হয় না। ধর্ম্মাত্মগণ সততই বিবেক অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমার এই পুত্র মৃত্যু-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই এই সর্প উহাকে দংশন করিয়াছে। সুতরাং আমি কোন মতেই এই ভুজঙ্গের প্রাণ সংহার করিতে পারি না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ক্রোধ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ক্রোধ হইতে মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রোধের কারণ জন্মে নাই। তুমি ক্ষমা অবলম্বনপূর্ব্বক অবিলম্বে এই ভুজঙ্গকে পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ—ভদ্রে, শত্রু-বিনাশ দ্বারা যে ধন-কীর্ত্ত্যাদি লাভ হয়, তাহা অক্ষয়। শত্রুবিনাশে কালবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ শত্রুকে সংহার করিয়া অচিরাৎ ধন-প্রতিষ্ঠাদি লাভ করাই প্রশস্ত। যদি এই সর্প কালবশে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আপনার শত্রু-ক্ষয়জনিত শ্রেয়োলাভ হইবে বটে, কিন্তু সেই লাভ কথনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না।

গৌতমী—ব্যাধ, এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া আমার কি প্রীতি ও ইহাকে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়াই বা আমার কি ফল লাভ হইবে? অতএব এই সর্পকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য।

ব্যাধ—শুভগে, এই একমাত্র সর্পকে বিনাশ করিলে বহুলোকের প্রাণ রক্ষা হইবে। অতএব বহু প্রাণীর জীবনরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করা কোনক্রমেই বিশুদ্ধযুক্তির অনুমোদিত নহে। ধনপরায়ণ মনুষ্যগণ অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। অতএব অবিলম্বে এই পাপিষ্ঠকে বিনাশ করা উচিত।

গৌতমী—অর্জ্জুনক, এই সর্পের প্রাণ সংহার করিলে আমার পুত্র কদাচ পুনর্জীবিত হইবে না, আর ঐ কার্য্য দ্বারা আমারও পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ এই জীবিত সর্পকে পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ—ভদ্রে, সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন এবং রুদ্রদেবও দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়া যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আপনিও সুরগণের অনুসরণ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে এই সর্পকে বিনাশ করুন।

ব্যাধ সর্পকে বিনাশ করিবার মানসে এইরূপ বারংবার বলিলেও গৌতমীর মন কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। এই সময় সেই পাশ-নিপীড়িত ভুজঙ্গ কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক মৃদুস্বরে ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, ওরে মূর্খ, এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? আমি পরাধীন, মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি এই শিশুকে দংশন করিয়াছি। অতএব এই শিশুর বিনাশ-নিবন্ধন যদি কাহাকেও দোষী হইতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুই এ বিষয়ে অপরাধী।

ব্যাধ—সর্প, যদিও তুমি অন্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তথাপি তুমিও ইহার একটি প্রধান কারণ বলিয়া তোমাকে দোষী হইতে হইবে। চক্র ও দণ্ডাদি যেমন মৃৎপাত্র-নির্ম্মাণের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমিও এই বালক-বিনাশের কারণ। অতএব তুমি যখন দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছ, তখন তোমাকে বিনাশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সর্প—লুব্ধক, চক্র-দণ্ডাদি যেমন পরবশ, আমিও তদ্রূপ; সুতরাং আমাকেই দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ কিরূপে? আর যদিও তুমি আমাকে এ বিষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেও আমাকে একাকী অপরাধী বিবেচনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। চক্র-দণ্ডাদি যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রযোজক, তদ্রূপ আমি, কাল ও মৃত্যু প্রভৃতি আমরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রেরক। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের প্রেরকত্ব-নিবন্ধন সকলের সহিত সকলেরই কার্য্য-কারণ-ভাব সংঘটন হইতে পারে; সুতরাং এ স্থলে আমি একাকী কখনই দোষী ও বধার্হ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। অতএব যদি এবিষয়ে দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই দোষ হইতে পারে।

লুব্ধক—সর্প, মৃত্যু যদিও এই কার্য্যের প্রধান কারণ, তথাপি তিনি কখনও ইহার বিনাশকর্ত্তা নহেন। তুমিই ইহার বিনাশের প্রধান হেতু; সুতরাং তোমাকে সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোক যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র-সমুদয় বৃথা হইয়া যায় এবং নরপতিরাও তস্করাদির দণ্ডবিধান করিতে পারেন না।

সর্প—লুব্ধক, প্রযোজক-কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিলেও প্রযোজ্য ব্যতীত ক্রিয়াসাধন হয় না। এই নিমিত্ত প্রযোজ্যকে আপাততঃ কার্য্যের সাধক বলিয়া বোধ করা যায়। এই শিশু-বিনাশ-বিষয়ে আমি 'প্রযোজ্য' বলিয়াই তুমি আমাকে দোষী বিবেচনা করিতেছ। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে আমাকে দোষী না

বলিয়া বরং আমার প্রযোজক মৃত্যুকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পার।

লুব্ধক—ওরে পন্নগাধম, তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ, নৃশংস ও শিশুঘ্ন; আর কেন বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছিস্? আমি তোকে নিশ্চয়ই বধ করিব।

সর্প—হে ব্যাধ, যেমন ঋত্বিক্‌গণ যজমান-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহারা ফললাভে অধিকারী হন না, তদ্রূপ আমিও মৃত্যুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই শিশুর প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়া কখনই পাপের ফলভাগী হইব না। মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি বালককে বিনাশ করিয়াছি। সুতরাং আমি কি নিমিত্ত দোষী হইব?

সর্প ও ব্যাধ পরস্পর এইরূপ বিতণ্ডা করিতেছিল, এমন সময় মৃত্যু তথায় উপস্থিত হইয়া সর্পকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—ভুজঙ্গ, আমি কাল-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই তোমাকে বালকের প্রাণ-বিনাশে প্রেরণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি বা আমি কেহই এই শিশুর বিনাশের কারণ নহি। জলদজাল যেমন বায়ুর বশবর্ত্তী, আমিও তদ্রূপ কালের অধীন। এই ভূমণ্ডলে যে-সমুদয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জন্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা সকলেই কালের বশবর্ত্তী। স্বর্গ বা মর্ত্ত্যভূমিতে যে-সকল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থ বর্ত্তমান আছে, তৎসমুদয়ই কালের অধীন। ফলতঃ সমুদয় জগতই কালের বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এতদুভয়ই কালের বশীভূত। কাল বারংবার সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, মিত্র, অশ্বিনীকুমার, অদিতি, নদী, সমুদ্র, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য—সবই সৃষ্টি এবং সংহার করিয়া থাকেন। হে ভুজঙ্গম, তুমি এই সমুদয় অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাকে দোষী বলিয়া স্থির করিতেছ? এক্ষণে যদি আমাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি যে নির্দ্দোষ, তাহার প্রমাণ কি?

সর্প—হে মৃত্যো, আমি আপনাকে দোষী বা নির্দ্দোষ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি না। আমি এইমাত্র বলিতেছি যে, আপনিই আমাকে শিশু-বধার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালের দোষ থাকুক বা না থাকুক, আমি তাহার বিচারের কর্ত্তা নহি। এক্ষণে কেবল স্বদোষ প্রক্ষালন করা এবং আপনার প্রতি দোষারোপ না করাই আমার উদ্দেশ্য।

পাশ-নিবদ্ধ সর্প মৃত্যুকে এই কথা বলিয়া ব্যাধকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল,—হে বনচর, তুমি মৃত্যুর বাক্য শ্রবণ করিলে; অতএব বিনা অপরাধে আমাকে পাশবদ্ধ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ব্যাধ—সর্প, আমি তোমার ও মৃত্যুর উভয়েরই বাক্য শ্রবণ করিলাম; কিন্তু তোমার নির্দ্দোষিতা কোন-রূপেই সপ্রমাণ হইতেছে না। তোমরা উভয়েই এই বালক-বধের কারণ। সাধুদিগের দুঃখকর, দুরাত্মা ও ক্রুর তোমাদিগের তুল্য আর কেহই নাই। তোমাদিগকে ধিক্! আমি তোমাকে অবশ্যই নিপাত করিব।

মৃত্যু—নিষাদ, আমাদিগকে কালের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে হয়। অতএব আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ব্যাধ—কৃতান্ত, যদি আমি তোমাদিগকে কালের বশবর্ত্তী বলিয়া তোমাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করি, তাহা হইলে ত' কোন ব্যক্তিরই উপকারীর প্রশংসা ও অপকারীর নিন্দা করা বিধেয় নহে?

মৃত্যু—বনচর, আমি ত' পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, প্রাণিগণ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কালই তাহাদিগকে সেই কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহলোকে কালপ্রভাবে সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। অতএব উপকারীর স্তুতি ও অপকারকের নিন্দা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। কাল-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমরা এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। সুতরাং অনর্থক আমাদিগকে অপরাধী করা তোমার কোনক্রমেই উচিত হইতেছে না।

মৃত্যু ব্যাধকে এইরূপ উপদেশ করিতেছেন, এমন সময় কাল সেইস্থানে সমুপস্থিত হইয়া ব্যাধকে বলিলেন,—হে নিষাদ! কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প—কেহই এই বালক-বিনাশ-বিষয়ে অপরাধী নহি। উহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মই আমাদিগকে উহার বিনাশ-সাধনে নিয়োগ

করিয়াছে। ফলতঃ এই বালক স্বীয় কর্ম্মবশতঃই অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। অতএব কর্ম্মকেই ইহার বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। কর্ম্ম পুত্রের ন্যায় আচরণ-দ্বারা জীবগণকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে, আবার কর্ম্মই পরম শত্রুর ন্যায় আচরণ-দ্বারা জীবকে মহাদুঃখ-সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া দেয়। কর্ম্মই মনুষ্যের পাপ-পুণ্যের প্রকাশক। মনুষ্য যেমন কর্ম্মসমুদয়ের বশীভূত, কর্ম্মসমুদয়ও তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্ত। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ডদ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘট-শরাবাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনুষ্যও স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে। ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ত্তা নিরন্তর পরস্পর সুসংবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, কি তুমি, কি ব্রাহ্মণী—আমাদিগের মধ্যে কাহাকেই এই শিশুর বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই শিশু স্বয়ংই ইহার বিনাশের কারণ।

কাল এই কথা বলিলে বৃদ্ধা গৌতমী লোক-সমুদয়কে কর্ম্মের বশবর্ত্তী জানিয়া ব্যাধকে বলিলেন,—অর্জ্জুনক! কাল, সর্প বা মৃত্যু আমার পুত্রের বিনাশের কারণ নহে। আমার সন্তান নিজ-কর্ম্ম-দোষেই নিহত হইয়াছে। আমিও আপনার কর্ম্মবশতঃ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করুন, তুমিও সর্পকে পরিত্যাগ কর।

ভীষ্ম বলিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ! মহানুভবা ব্রাহ্মণী এই কথা বলিলে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করিলেন। অর্জ্জুনক পাশবদ্ধ সর্পকে পরিত্যাগ করিল এবং গৌতমীও পুত্রশোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিলেন। অতএব তুমিও মনুষ্যগণকে কর্ম্মের বশীভূত জানিয়া শোকবিহীন-চিত্তে শান্তিলাভ কর। ইহলোকে সকলেই স্ব-কার্য্য-নিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। নরপতিগণ যে সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তোমার অথবা দুর্য্যোধনের কিছুমাত্র দোষ নাই। স্ব-স্ব-কর্ম্মবশতঃই তাহাদিগকে কাল-প্রভাবে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছে।

আনন্দপুরে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন ও শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শনী

মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী আনন্দপুরবাসী ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও আনন্দপুরে ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ বুধবার হইতে ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীননীগোপাল বনচারী ও শ্রীরমানাথ ব্রহ্মচারী ১৪ই মার্চ্চ কলিকাতা মঠ হইতে আনন্দ পুরের বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসেন। মেদিনীপুরস্থ চন্দ্রকোণা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভাগবত মহারাজ দুইজন সেবক-সহ পূর্ব্বেই আনন্দপুরে পৌঁছিয়া অনুষ্ঠানের প্রথম হইতেই উপস্থিত ছিলেন।

১৪ই মার্চ্চ হইতে ১৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনের প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সাংবাদিক ও অধ্যাপক শ্রীকুমারেশ ঘোষ এম্‌-এ এবং মেদিনীপুরের বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীরাধারমণ কর। উক্ত অধিবেশন-দ্বয়ে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুরের শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেন্দ্র মোহন দে (সুঃ মোঃ দেঃ নামে প্রসিদ্ধ)।

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে

১৫ই মার্চ্চ পুরীধাম হইতে যাত্রা করতঃ পরদিবস পূর্ব্বাহ্নে আনন্দপুরে আসিয়া শুভ পদার্পণ করিলে শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমন প্রতীক্ষায় ব্যাকুল আনন্দপুর বাসী ভক্তবৃন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে 'বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্যদেবের দানবৈশিষ্ট্য', 'জীবের দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার', ও 'ভাগবতধর্ম্ম' দিবসত্রয়ব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মসভায় নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয়-সমূহ আলোচনামুখে তাঁহার হৃদয়গ্রাহী জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করিলে ভক্তগণের শ্রীগুরুমুখপদ্মবিনিঃসৃত হরি-কথা শ্রবণাকাঙ্ক্ষার কথঞ্চিৎ পূর্ত্তি হয়। দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী-শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-বিজ্ঞান ভাগবত মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও সম্মেলনের মুখ্য উদ্যোক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ চাব্‌রি।

১৫ই মার্চ্চ শুক্রবার অপরাহ্নে বহু মৃদঙ্গ ও সংকীর্ত্তন-দলসহ আনন্দপুরে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই মার্চ্চ মহোৎসবে সহস্র সহস্র নর-নারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

ডাঃ শ্রীসরোজরঞ্জন সেনের সুরম্য ভবনে সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেবের অবস্থানের সুব্যবস্থা হয়। সস্ত্রীক শ্রীসরোজরঞ্জন সেন মহাশয়ের বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। শ্রীরামকৃষ্ণ চাব্‌রি প্রভৃতি আনন্দপুরবাসী ভক্তবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

খড়গপুরে শ্রীল আচার্য্যদেব

খড়গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের সাদর আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ রবিবার পূর্ব্বাহ্নে আনন্দপুর হইতে যাত্রা করতঃ দ্বিপ্রহরান্তে খড়গ-পুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমে সপার্ষদে আসিয়া উপনীত হন। উক্ত দিবস খড়গপুর আই-আই-টি (I.I.T,) কলোনীর ষ্টাফ্-ক্লাবে শ্রীচৈতন্য-আশ্রম কর্তৃক আয়োজিত সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা করেন। সভার প্রাক্কালে শ্রীচৈতন্য আশ্রম হইতে ভক্তবৃন্দ তথায় পৌঁছিয়া হরিনাম-সংকীর্ত্তন-সহযোগে কলোনির বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। শ্রীপাদ ভক্তিপ্রেমিক সাগর মহারাজের উদ্যোগে পরদিবস প্রাতেও খড়গপুর সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা সংকীর্ত্তন-সহযোগে পরিভ্রমণ করা হয়। রাত্রিতে শ্রীচৈতন্য আশ্রমের সংকীর্ত্তন-ভবনে আয়োজিত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা উপদেশ করেন। তাঁহার নির্দ্দেশ-ক্রমে ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজও কিছু সময়ের জন্য বলেন। সভান্তে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের আগ্রহ-ক্রমে তাঁহার কেশিয়াড়ীস্থ প্রথম প্রতিষ্ঠিত মঠ পরিদর্শনের জন্য উক্ত দিবস অপরাহ্নে সশিষ্য শ্রীল আচার্য্যদেব তৎসমভিব্যাহারে খড়গপুর হইতে মোটরযানে গমন ও সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কেশিয়াড়ী মঠের সুরম্য মন্দির, সুবিন্যস্ত গৃহাদি, সেবার পরিপাটী ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা এবং খড়গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের বৃহৎ মুদ্রণালয় বিভাগ দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব পরম সন্তোষ লাভ করেন।

দিল্লীতে বিরাট্ ধর্ম্মসম্মেলন

দিল্লী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সংকীর্ত্তন-মণ্ডলের উদ্যোগে দিল্লী সহরের শকরপুর এক্সটেন্সন্ অঞ্চলে গত ৯ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ্চ শনিবার হইতে ১১ই চৈত্র, ২৫শে মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত বিরাট্ সভামণ্ডপে দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন ও হরিনাম-সংকীর্ত্তনের আয়োজন হয়। উক্ত সম্মেলনে পৌরোহিত্য করিবার জন্য আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতা হইতে সদলবলে গত ২২শে মার্চ্চ দিল্লী রেলষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে সংকীর্ত্তন-মণ্ডলের সভ্যগণ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সংকীর্ত্তনসহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার দিবসত্রয়ব্যাপী অভিভাষণে সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণের শুভপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করতঃ বলেন—

"স্থানীয় ভক্ত ও সজ্জনগণ মিলিত হ'য়ে যে হরিনাম-সংকীর্ত্তন ও ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন করেছেন, তজ্জন্য আমি বিশেষ প্রীত ও উল্লসিত হয়েছি। ইহা খুবই শুভ-দায়ক। শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রথম প্রবর্ত্তন করেন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু। উচ্চ সংকীর্ত্তনের প্রচুর মহিমা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয়েছে। যারা হরিনাম কীর্ত্তনে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ, উচ্চসংকীর্ত্তনের দ্বারা তা'দের কর্ণেও হরিনাম প্রবিষ্ট হয়। বস্তুর গুণ শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধার উপর নির্ভর করে না। জেনে হউক, না জেনে হউক আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পুড়ে যায়, তদ্রূপ যে-ভাবে হউক জীবের কর্ণে হরিনাম প্রবিষ্ট হ'লেই তাঁর মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। উচ্চ সংকীর্ত্তনে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীর উপকার হয়। কলিযুগের জীবের পক্ষে ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চনাদি সাধন, যোগ্য নয় ব'লেই হরিসংকীর্ত্তন ব্যবস্থাপিত হয়েছে।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥" (ভাগবত)

"ধ্যায়ন্ কৃতে জপন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥"
(পদ্মপুরাণ)

জগতে তিন প্রকার ব্যক্তি— দেহ-সর্ব্বস্ববাদী, মনোধর্ম্মী ও চিদ্ধর্ম্মী। সর্ব্বাগ্রে নিশ্চয় হওয়া উচিত—আমি কে? 'আমি কে' নির্ণীত হ'লেই আমার প্রয়োজন কি নির্দ্ধারিত হ'তে পারবে এবং তখনই উক্ত প্রয়োজন প্রাপ্তির সাধন কি, তা'ও নির্ণয় করা সম্ভব হবে। সমস্ত শাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয় আলোচিত হয়েছে।"

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষাবলম্বনে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব বিষয়টী বহু শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা প্রাঞ্জল ভাষায় সরলভাবে শ্রোতৃ-বৃন্দকে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন—"পরমেশ্বর এক হ'লেও অনন্ত-স্বরূপে অনন্ত-লীলা করেন, তন্মধ্যে দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে সমস্ত রসের অভিব্যক্তি র'য়েছে। এজন্য অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আরাধনা আর কিছু হ'তে পারে না।" বিষয়টী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও সম্যক্ ধারণা অবধারণার্থ তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ১৪শ অধ্যায় ব্রহ্মস্তুতি-প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য অনুরোধ করেন।

প্রাত্যহিক, প্রাতঃকালীন ও রাত্রির সম্মেলনে শ্রীল আচার্য্যদেব ব্যতিরিক্ত শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ শাস্ত্রী ও শ্রীপ্রেমদাসজী বক্তৃতা করেন।

সম্মেলনের পক্ষ হইতে শ্রীজয়রাম ত্রিপাঠী সম্মেলনের উদ্বোধনে শ্রীল আচার্য্যদেবকে স্বাগত-সম্ভাষণ এবং সম্মেলন-শেষে শ্রীল আচার্য্যদেবের মহিমা কীর্ত্তনমুখে তাঁহার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করেন।

সম্মেলনের আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের মধ্যে মুখ্যভাবে উল্লেখযোগ্য—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ, দিল্লীনিবাসী শ্রীতুলসীদাসজী, দেরাডুন নিবাসী শ্রীপ্রেমদাসজী, শ্রীলালচাঁদজী, শ্রীমাধব সিংজী ও শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

উপদেশক শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ ঠাকুর-দাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতকৃষ্ণ বনচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীরামবিনোদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণগোপাল রায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকিয়া বিভিন্ন-ভাবে প্রচার-সেবায় আনুকূল্য করেন।

২৪শে মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সভামণ্ডপ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শঙ্কর-পুর পল্লীর মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন।

সম্মেলনের মুখ্য উদ্যোক্তারূপে ছিলেন শ্রীল আচার্য্য-দেবের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীত্রিভুবন দাসাধিকারী (শ্রীতিলক রাজ অরোরা)। সম্মেলনের যাবতীয় ব্যবস্থা এবং ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্ত অতিথিবর্গের সেবার জন্য তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে প্রশংসার্হ। তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

জালন্ধরে পঞ্চদশ বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

জালন্ধরস্থ (পাঞ্জাব) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-সভার উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব-ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজ-কাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের পৌরোহিত্যে জালন্ধর সহরে পঞ্চদশ বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন বিগত ২১ চৈত্র, ৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ২৪ চৈত্র, ৭ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত স্বনুষ্ঠিত ও সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে স্থানীয় ভগৎসিংহ পার্কস্থিত (প্রতাপ বাগ) বিশাল সভামণ্ডপে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রিতে ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীচতুর্ভুজ মিত্তল, ডাঃ ডি, ডি, জ্যোতিঃ, ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী লালা শ্রীজগৎ-নারায়ণ ও ভূতপূর্ব্ব খাদ্যমন্ত্রী মহন্ত শ্রীরামপ্রকাশ দাস এবং প্রধান অতিথি হন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীমনোমোহন কালিয়া, ডি-এ-ভি কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীরূপ-নারায়ণ শর্ম্মা এম্‌-এ, পি-এইচ,ডি, শ্রীশ্রীকান্ত আপ্‌টে পণ্ডিত শ্রীসৎপাল ভরদ্বাজ। সভাতে আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'ভগবৎপ্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা', 'ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়,' 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন ধর্ম্মের প্রসার', 'ভগবদুন্মুখ ব্যক্তির আচরণ'। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শাস্ত্র-প্রমাণ ও সুযুক্তিমূলে বক্তব্য বিষয়গুলির অপূর্ব্ব বিচার-বিশ্লেষণ শ্রবণ করতঃ সভাপতি, প্রধানঅতিথি ও সভায় সমুপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। উপদেশক শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

সম্মেলনের মুখ্য উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপক শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী (শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগওয়াল) ৬ এপ্রিল শনিবার নৈশ সম্মেলনের প্রারম্ভে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণতি-জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও কৃপা-প্রার্থনা পুরঃসর তাঁহার শ্রীকরকমলে একটী ভক্তিকুসুমাঞ্জলি-পত্র অর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-সভার পক্ষ হইতে 'শ্রীচৈতন্য সন্দেশ' নামক হিন্দীভাষায় একটী সাময়িকী পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের কথা ও উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী ঘোষিত হয়। উক্ত দিবস শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে পাঞ্জাবে

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারীর অদম্য উৎসাহের কথা উল্লেখ করতঃ তাঁহার সেবা-প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সম্মেলনে সুললিত ভজনকীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ-বর্দ্ধনকারিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, দিল্লীর শ্রীলালচাঁদজী, শ্রীমাধব সিংহ ভাম-ওয়ালে, গুরুদাসপুরের শ্রীবালকৃষ্ণ বশিষ্ঠ, হোসিয়ারপুরের শ্রীসেবক-সংকীর্ত্তনমণ্ডল ও শ্রীখুসীরামজী, হোসিয়ারপুর বাহাদুরপুরের শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-মণ্ডল এবং জালন্ধরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তনমণ্ডল।

৬ এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় প্রতাপবাগস্থ সভামণ্ডপ হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নগরসংকীর্ত্তনে মুখ্যরূপে মূলকীর্ত্তনীয়া ছিলেন শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। 'নিতাই গৌরাঙ্গ', 'গৌরহরি বোল', 'রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে', 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র ইত্যাদি ভগবন্নাম ভক্তগণ পরমোল্লাসভরে উদ্দণ্ড নৃত্যসহযোগে সমস্ত রাস্তা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন। মহিলাগণও সমবেতভাবে ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সর্ব্বশেষে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে থাকেন। নর নারী নির্ব্বিশেষে সহরবাসিগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

এতদ্ব্যতীত ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল প্রত্যহ প্রাতে সহরের বিভিন্ন পল্লীতে নগর-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ণকুম্ভ উপলক্ষে হরিদ্বারে শ্রীল আচার্য্যদেব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে পূর্ণকুম্ভ উপলক্ষে গত ৫চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে ১১ বৈশাখ, ২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত হরিদ্বারে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ শিবির সংস্থাপিত হয়। শিবির সংস্থাপনের প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীনিবাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাপদ দাসাধিকারী শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক কলিকাতা মঠ হইতে প্রেরিত হইয়া ১৪ই মার্চ্চ হরিদ্বারে পৌঁছেন। তৎপূর্ব্বে বৃন্দাবন মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজের প্রচেষ্টায় তথায় পন্তদ্বীপ এলাকায় জমি সংগৃহীত হয়। গঙ্গার তটবর্ত্তী পবিত্র বালুকারাশির উপর বহু প্রসিদ্ধ ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের বিচিত্র আলোকমালায় সুসজ্জিত শিবির রাস্তার দুই পার্শ্বে বহু দূর পর্য্যন্ত সংস্থাপিত হওয়ায় স্থানটীকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসমন্বিত জনপদে পরিণত করে। কোথায়ও ভগবন্নামকীর্ত্তন, ভগবৎকথা, ভগবল্লীলাসূচক নাটকাভিনয়, কোথায়ও বা যজ্ঞাদিতে বেদমন্ত্র পাঠ ও ঘৃতাহুতি, বিভিন্ন প্রকারের সাধু, বিভিন্ন বেশ, বিভিন্ন প্রকারের গান ও নৃত্য, সরকার হইতে চলচ্চিত্রের সাহায্যে শিক্ষামূলক বিচিত্র প্রদর্শনী, আরও বহু বিচিত্র-প্রকারের দর্শনীয় বস্তুর সমাবেশে কুম্ভমেলার বৈশিষ্ট্য খ্যাপিত হইতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার ও উত্তর প্রদেশ সরকার হইতে বালুকা-রাশির উপর রাস্তা ও তথায় প্রত্যহ প্রচুর জলসেচন, রাস্তা ও শিবিরে বৈদ্যুতিক আলো, পানীয় জল ও শৌচাদির সুন্দর ও ব্যাপক ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসংরক্ষণের যাবতীয় প্রতিষেধক ব্যবস্থা, স্থানে স্থানে থানা, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, দমকল প্রভৃতি স্থাপন অভূতপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়। সরকার হইতে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশের ব্যাপক ব্যবস্থা থাকাসত্ত্বেও বিভিন্ন প্রদেশ ও প্রতিষ্ঠান হইতে পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছাসেবকগণের যাত্রিসাধারণের

ও সাধুগণের প্রতি স্বতঃপ্রণোদিত সেবাপ্রচেষ্টা দেখিয়া সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। শুনা যায় কুম্ভমেলায় ৫২ লক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সুশৃঙ্খলিত-ভাবে উহা সুসম্পন্ন হওয়ায় ব্যবস্থাপকগণের ব্যবস্থার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলায় ইহার বিপরীত বিশৃঙ্খল অব্যবস্থার কথা মনে হইলে মনে খেদ উপস্থিত হয়। যেখানে প্রতি বৎসরই গঙ্গাসাগর মেলা হইয়া থাকে, এরূপক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে যাত্রিসাধারণের নিরাপত্তা ও সৌখ্যের জন্য একটী সুপরিকল্পিত স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যও তাঁহারা পাইতে পারেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ সমভি-ব্যাহারে দেরাদুন প্যাসেঞ্জারে এবং একাদশ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী স্পেশাল ট্রেনে গত ৮ই এপ্রিল জালন্ধর হইতে যাত্রা করতঃ পরদিবস পূর্ব্বাহ্ণে ও প্রাতে হরিদ্বারে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ শিবিরে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমনের পূর্ব্বে ও পরে আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, রাজস্থান, দক্ষিণ-ভারত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চল হইতে কএক শত নর নারীর শুভাগমনে শিবির পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। শ্রীল আচার্য্যদেব ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ভক্ত-গণসহ নগরসংকীর্ত্তন-সহযোগে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে পৌঁছিয়া তথায় স্নানাদির পর পুনঃ অন্য পথে ব্রহ্মকুণ্ড পরিক্রমা করতঃ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৪ই এপ্রিল মহাবিষুব-সংক্রান্তির মুখ্য স্নানযোগদিবসে স্নানার্থীর ভীড়ের চাপ অতিরিক্ত থাকিলেও শ্রীল আচার্য্যদেবের নিয়ামকত্বে উক্ত দিবসীয় কৃত্য নির্ব্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হয়। এক দিবস ভক্তগণসহ হরিদ্বারে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শাখা শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠে গমন করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীবিগ্রহগণকে প্রণাম ও পরিক্রমা করিয়া আসেন। ১২ই এপ্রিল হইতে ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে মঠশিবিরে বিশেষ সভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ রাত্রিতে অভিভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে অপরাহ্ণ-কালীন ও রাত্রির অধিবেশনে শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকমল পর্ব্বত মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করেন। তৎপর ১৬ই এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে ভগবদ্ভজনেচ্ছু সাধকগণের প্রয়োজনীয় বহু মূল্যবান্ কথা বলেন।

জগদ্ধীর (হরিয়ানা) শ্রীমতী মিত্ররাণী ও তাঁহার পতি লালা শ্রীবৃজভূষণলালজী, কলিকাতা নিবাসী শ্রীপুরুষোত্তমদাস গোয়েলের পুত্র শ্রীমদন লাল গোয়েল ও দিল্লীর শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েলের সহধর্ম্মিণী, হায়দরা-বাদের (অন্ধ্র প্রদেশ) শেঠ শ্রীসুন্দরমলজী এবং আজমী-রের শ্রীবাসুদেবশরণজী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী বিভিন্ন দিনে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা বৈষ্ণবগণের ও শিবিরে অবস্থানকারী যাত্রিগণের শ্রীপ্রসাদ-সেবনের ব্যবস্থা করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হন।

মঠের ব্রহ্মচারিগণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট সেবা সুষ্ঠুভাবে পালন করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হন। গৃহস্থভক্তগণের মধ্যে কলিকাতা নিবাসী শ্রীরাধাপদ দাসাধিকারীর সেবা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, দেরাদুনের পুরুষ ও মহিলা ভক্তগণও প্রচুর সেবা করেন।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন— সুদ গ্রহণ করিলে কি নরক হয় ?

উত্তর— শাস্ত্র বলেন— 'বার্দ্ধুষির্নরকং যাতি'। যে সুদ গ্রহণ করে, তাহার নরক হয়।

(ভাঃ ১০ ২৪।২১ বৈষ্ণবতোষণী)

প্রঃ—কৃষ্ণ কি ভক্তের জন্য সবই করেন ?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভাঃ ১০।২৫।১৩ বৈষ্ণবতোষণী বলেন— ভক্তার্থং কৃষ্ণস্য অকৃত্যং ন কিঞ্চিদস্তি। অর্থাৎ ভক্তের জন্য ভগবানের অকরণীয় কিছু নাই। তিনি ভক্তের জন্য সবই করিতে প্রস্তুত।

প্রঃ—যাহার কৃষ্ণে প্রীতি হয়, কামাদি শত্রুগণ কি তাহার কিছুই করিতে পারে না ?

উঃ—কখনই না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—কৃষ্ণে যাহার প্রীতি হয়, কি বাহ্য শত্রু, কি কামাদি অন্তঃ-শত্রুগণ তাহার কোন ক্ষতি করিতে বা তাহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। যেমন দৈত্যগণ বিষ্ণুরক্ষিত দেবগণের কোন ক্ষতি করিতে পারে না, তদ্রূপ। (ভাঃ ১০।২৬।২১)

প্রঃ—ভগবদ্ভক্তের কি খাওয়া-পরার অভাব হয় ?

উঃ—কখনই না। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

(গীতা ৯।২২)

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও নিজ ভক্ত শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিয়াছেন—

"যে যে জন চিন্তে মোরে অনন্য হইয়া।
তা'রে ভিক্ষা দেও মুক্রি মাথায় বহিয়া॥
যেই মোরে চিন্তে, নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তা'রে॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায়, না লয় মোর দাসে॥
মোর সুদর্শন-চক্রে রাখে মোর দাস।
মহাপ্রলয়েও যার নাহিক বিনাশ॥
যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করোঁ মুই পোষণ পালন॥
সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সে-ই সে মোহারে পায় দঢ়॥
কোন্ চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি'।
মুক্রি যার পোষ্টা আছোঁ সবার উপরি॥
সুখে শ্রীনিবাস, তুমি বসি থাক ঘরে।
আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৫৭—৬৪)

প্রঃ—ভগবন্নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই জীবের পরমধর্ম্ম। সুতরাং ভক্তিরূপ আত্মধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদির সেবা বা পতি পিতা প্রভৃতির সেবা কি অনিষ্টকর ?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভাঃ ১০।২৯।২৪ শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণী টীকা বলেন—ভক্তিপরাণাং শ্রবণাদিভক্তি-রূপ স্বধর্ম পরিত্যাগেন পতিসেবাদিপরধর্ম্মে প্রবৃত্ত্যা মহা-নর্থোৎপত্তেঃ। তথা চ উক্তং গীতাসু (৩।৩৫) —'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।' ভক্ত্যাদি-ত্যাগেন যৎ ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং ইতি, ভগবদ্ভক্তিহীনানাং সর্ব্বকর্ম্মণো বৈফল্যাৎ বৈপরীত্যাচ্চ, তথা চ উক্তং বৃহন্নারদীয়ে—

'কিং বেদৈঃ কিমু শাস্ত্রৈর্ব্বা কিং বা তীর্থনিষেবণৈঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥'

স্কান্দে চ রেবাখণ্ডে—

'ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে॥'

ভক্তগণ ভগবৎসেবা না করিয়া পতি, পিতা, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির সেবায় ব্যস্ত হইলে তাহাতে অমঙ্গল, অসুবিধা বা অনর্থই বাড়ে। ভগবৎসেবাই স্বধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম।

এতদ্ব্যতীত সবই অনাত্মধর্ম্ম বা পরধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া পরধর্ম্মে রত হইলে তাহাতে ভয়, দুঃখ, পাপ ও অমঙ্গলই হয়। তাই গীতা বলেন—স্বধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তি করিতে গিয়া নিধন হইলেও তাহা মঙ্গলকর কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়জনক ও অহিতকর।

যাহারা ভগবৎসেবা করে না, ভগবদ্ভজন করে না, তাহাদের সকল কার্য্যই বিফল হয় এবং হিতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন—বিষ্ণুভক্তি রহিত ব্যক্তির বেদপাঠ, শাস্ত্রালোচনা, তীর্থভ্রমণ, তপস্যা, যজ্ঞ সবই বিফল হয়।

স্কন্দপুরাণও বলেন—ভক্তগণ অধর্ম্ম করিলেও তাহা ভগবৎ-কৃপায় ধর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। আর অভক্তগণ ভগবান্‌কে অনাদর করায় ধর্ম্ম করিলেও তাহা পাপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, ভগবদ্ভজন করার মত ধর্ম্ম আর কিছু নাই এবং ভগবদ্ভজন না করার মত অধর্ম্ম বা পাপও আর কিছু নাই।

শাস্ত্র আরও বলেন—

"যদি মধুমথন ত্বদঙ্ঘ্রিসেবাং
হৃদি বিদধাতি জহাতি বা বিবেকী।
তদখিলমপি দুষ্কৃতং ত্রিলোকে
কৃতমকৃতং ন কৃতং কৃতঞ্চ সর্ব্বম্॥" (পদ্যাবলী)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে॥
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥ (চৈঃ চঃ)

প্রঃ—ভগবৎসুখার্থ যে ভগবৎ-সঙ্গ তাহা কি কাম বা বিষয়?

উঃ—কখনই না। শাস্ত্র বলেন—

ভগবৎ-সুখার্থকঃ কামঃ কামশব্দেন ন উচ্যতে। ভগবদঙ্গসঙ্গো হি বিষয়ো ন ভবতি।

(ভাঃ ১০।২৯।৩০-৩১ চক্রবর্তী টীকা)

শাস্ত্র বলেন—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥ (চৈঃ চঃ)

শাস্ত্র আরও বলেন—

নিজেন্দ্রিয়সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয়সুখ-বাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥
সহজ গোপীর প্রেম,—নহে প্রাকৃত কাম।
কাম-ক্রীড়া-সাম্যে তার কহি 'কাম'-নাম॥

(চৈঃ চঃ ম ৮ অধ্যায়)

প্রঃ—জীব কি অতি সূক্ষ্ম?

উঃ—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—এষোঽণুরাত্মা।

(মুণ্ডক ৩।১।৯)

শ্রীধরস্বামী—সূক্ষ্মোপাধিত্বাৎ দুর্জ্ঞেয়ত্বাচ্চ জীবস্য সূক্ষ্মত্বম্।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৩৯)

শাস্ত্র বলেন—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশ সদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪০)

ভগবান্ বিভুচিৎ, জীব অণুচিৎ। ভগবান্ অংশী, জীব বিভিন্নাংশ। ভগবান্ নিয়ামক, জীব নিয়ম্য। ভগবান্ চালক, জীব চালিত। ভগবান্ রক্ষক, জীব রক্ষিত। ভগবান্ প্রভু, জীব দাস; ভগবান্ শাসক, জীব শাসিত।

প্রঃ—শান্ত বা সুখী কে?

উঃ—নিষ্কাম ভক্তই শান্ত বা সুখী। আর সকাম ব্যক্তিই অশান্ত বা দুঃখী। শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলি 'অশান্ত'॥ (চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণনিষ্ঠ-ভক্ত নিষ্কাম বলিয়া শান্ত ও সুখী। আর অভক্ত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সকাম বলিয়া অশান্ত ও দুঃখী। আবার কোন সাধক-ভক্ত অন্যাভিলাষী

বা সকাম হইলে তিনিও অশান্ত এবং দুঃখী।

শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণ বিনা, তৃষ্ণা-ত্যাগ—তার কার্য্য মানি।
অতএব 'শান্ত' কৃষ্ণভক্ত এক জানি॥
স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি' মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ - শান্তের দুই গুণে॥

(চৈঃ চঃ ম ১৯।২১৩-২১৪)

কৃষ্ণে নিষ্ঠা না হইলে কেহ নিষ্কাম, শান্ত বা সুখী হইতে পারে না। শম্ ধাতু ক্ত করিয়া শান্ত। কৃষ্ণনিষ্ঠাই শম। কৃষ্ণনিষ্ঠাই শান্ত। ভগবান্ বলিয়াছেন—'শমো মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধেঃ'।

শাস্ত্র বলেন—

অবিক্ষেপেন সাতত্যং ইতি নিষ্ঠা। অর্থাৎ বিক্ষেপরহিত নৈরন্তর্য্যই নিষ্ঠা। কৃষ্ণপাদপদ্মে দৃঢ়ভাবে স্থিতি বা পূর্ণ নির্ভরতাই নিষ্ঠা। স্বসুখকামনাই বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য। এজন্য সকাম ব্যক্তি চঞ্চল, ভীত ও চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু কৃষ্ণনিষ্ঠ নিষ্কাম-ভক্ত, নির্ভীক, নিশ্চিন্ত, শান্ত, সুখী, ধীর, স্থির ও অচঞ্চল।

প্রঃ—নন্দনন্দন কৃষ্ণ ও বসুদেবনন্দন বাসুদেবের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণ রাধা-নাথ, গোপীনাথ। কিন্তু শ্রীবাসুদেব রুক্মিণীনাথ। শ্রীকৃষ্ণ বংশীধর, শ্রীবাসুদেব চক্রধর। কৃষ্ণ দ্বিভুজ, বাসুদেব কখন দ্বিভুজ কখন চতুর্ভুজ। বাসুদেব দ্বারকানাথ, কৃষ্ণ বৃন্দাবন-নাথ। বাসুদেব মাধুর্য্যমিশ্র ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহ, কিন্তু কৃষ্ণ কেবল মাধুর্য্যবিগ্রহ। কৃষ্ণের গোপবেশ, গোপ-অভিমান; বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ, ক্ষত্রিয়-অভিমান। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্। বাসুদেব কৃষ্ণের প্রকাশমূর্ত্তি, কৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ এবং প্রাভব-বিলাস। কৃষ্ণের নরলীলা, বাসুদেবে ঈশ্বরলীলার প্রাচুর্য্য। বাসুদেব দ্বাদশ-অক্ষর-মন্ত্রের উপাস্য-দেবতা, কিন্তু কৃষ্ণ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের উপাস্য ইষ্টদেব। কৃষ্ণ ব্রজবাসী ভক্তগণের উপাস্য। কিন্তু বাসুদেব দ্বারকা-মথুরাবাসী ভক্তগণের আরাধ্য।

কৃষ্ণ ৬৪ গুণসম্পন্ন কিন্তু বাসুদেব ৬২ গুণসম্পন্ন। কৃষ্ণ—মহিষী, লক্ষ্মী প্রভৃতি সকলেরই মন হরণ করেন, কিন্তু বাসুদেব গোপীগণের বা ব্রজবাসিগণের চিত্ত হরণ করিতে অসমর্থ। কৃষ্ণের অত্যদ্ভুত-রূপমাধুর্য্য বাসুদেব, নারায়ণ ও অন্যান্য অবতারগণেরও চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য সবই অসমোর্দ্ধ। ত্রিভঙ্গসুন্দরত্ব কৃষ্ণেরই এক-চেটিয়া। শ্রীকৃষ্ণই অদ্বিতীয় ত্রিভঙ্গসুন্দর, আর শ্রীরাধা অদ্বিতীয়া ত্রিভঙ্গসুন্দরী। শ্রীকৃষ্ণ গিরিধর, বাসুদেব গদাধর। কৃষ্ণ—নন্দপুত্র, বাসুদেব—বসুদেব-নন্দন।

"ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব—চিত্ত-অধিষ্ঠাতা॥

(চৈঃ চঃ ম ২০।২৫৩)

বাসুদেব পুরুষোত্তম, আর নন্দনন্দন কৃষ্ণ লীলা-পুরুষোত্তম ও পরম-পুরুষোত্তম।

"স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা-পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥" (ঐ ২০।২৪০)

প্রঃ—নির্গুণা ভক্তি, নির্ম্মলা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ কি?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

(ভাঃ ৩।২৯।১০,১১)

অর্থাৎ আমার গুণশ্রবণমাত্র সকলের হৃদয়বাসী যে আমি, গঙ্গাজলের সমুদ্রের দিকে অবিচ্ছিন্না গতির ন্যায় হৃদয়স্থ আমার প্রতি চিত্তের যে অবিচ্ছিন্না গতি, তাহাই নির্গুণা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি। এই শুদ্ধভক্তি অহৈতুকী অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরহিতা বা নিষ্কামা এবং অব্যবহিতা অর্থাৎ নিরন্তরা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"অন্য-বাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি' 'জ্ঞানকর্ম্ম'।
আনুকুল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই 'শুদ্ধভক্তি,' ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥"

প্রঃ—শ্রীগুরুদেব কি কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি ?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, স্বরূপশক্তি, স্বাংশশক্তি, চিৎশক্তি, অন্তরঙ্গাশক্তি। কিন্তু জীব অপূর্ণশক্তি, তটস্থা-শক্তি, বিভিন্নাংশশক্তি।

শ্রীগুরুদেব রাম-নৃসিংহাদির ন্যায় কৃষ্ণের স্বাংশ-অবতার বা স্বাংশশক্তিমান্ নহেন। শ্রীরাম-নৃসিংহাদি পূর্ণশক্তিমান্। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ শক্তিমান্, পূর্ণতম ভগবান্, স্বয়ংভগবান্, অংশীভগবান্, মূল ভগবান্, মহাভগবান্, ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর। মধুররসে শ্রীগুরুদেব মধুররসাচার্য্য শ্রীরাধার অবতার বা প্রকাশমূর্ত্তি। শ্রীরাধা গুরুশিরোমণি, মূলআশ্রয়বিগ্রহ, আর তদভিন্ন শ্রীগুরুদেব আশ্রয়বিগ্রহ। শাস্ত্র বলেন—

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ॥ (চৈঃ চঃ)

প্রঃ—ভগবান্ কি সাধককে বাসনানুরূপ ফলই দান করেন ?

উঃ—হঁা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন—

যদ্ যদিচ্ছতি যাবচ্চ ফলমারাধিতেঽচ্যুতে।
তত্তদাপ্নোতি রাজেন্দ্র! ভূরি স্বল্পমথাপি বা॥ (৩।৮।৭)

কঠোপনিষদ্ বলেন—

'যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ'। (১।২।১৬)

শ্রীকৃষ্ণ সাধককে বাসনারূপ ফলই দেন। ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে স্বতন্ত্র তিনি, পরমদয়ালু তিনি, সাধককে বাঞ্ছাতীত ফলও দিয়া থাকেন। ভাঃ (৫।১৯।২৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ॥
কৃষ্ণ কহে,—আমা ভজে, মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি, বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব ?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥
কাম লাগি, কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি' দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥

ভাগবতোক্ত ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব প্রভু বলেন—ভগবচ্চরণকমলের মাধুর্য্যের কথা জানেন না বলিয়া তচ্চরণপ্রাপ্তির ইচ্ছা যাঁহাদের নাই, তাঁহারা যদি কৃষ্ণভজন করেন, পরমকারুণিক ভগবান্ তাঁহাদিগকেও সর্ব্বকামপরিপূরক স্বীয় পাদপল্লব দিয়া থাকেন। যে বালক মাটি খাইতেছে, মাতা যেমন তাহার মুখ হইতে মাটি ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখে মিষ্টদ্রব্য দিয়া থাকেন, তদ্রূপ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও ঐ শ্লোকের টীকায় বলেন—

নিষ্কাম ও সকাম উভয়েই ভগবৎপাদপদ্ম পান বটে, কিন্তু তাহাদের প্রাপ্তি সর্ব্বথা একরূপ নহে। যাহা জাতিতেই (স্বরূপতঃই) শুদ্ধ এবং যাহা বলপূর্ব্বক শোধিত, এই দুই বস্তুর মূল্য সমান হইতে পারে না। বলপূর্ব্বক শোধিত ধ্রুবাদি হইতে স্বরূপতঃ শুদ্ধ হনুমান্-আদির পরমোৎকর্ষই দৃষ্ট হয়।

প্রঃ—ভক্তগণ কিভাবে ভগবান্‌কে হৃদয়ে পান ?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন— (৩।৯।১১)

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥

ব্রহ্মা কহিলেন—হে নাথ, তুমি ভক্তগণের শ্রবণ ও নয়নপথে সর্ব্বদা বিহার কর। ভক্তের ভক্তিযোগপূত নির্ম্মল হৃদয়ে তুমি সর্ব্বদা অবস্থান কর। হে ভগবন্! ভক্তগণ হৃদয়ে তোমার যে শ্রীমূর্ত্তি চিন্তা করে, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সেই শ্রীমূর্ত্তি বা স্বরূপ ভক্তগণের হৃদয়ে প্রকট করিয়া থাক।

(চৈঃ চঃ আ ৩।১১০ অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

শাস্ত্র বলেন—

'ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার।'

(চৈঃ চঃ আ ৩।১১১)

আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি, এ মোর স্বভাবে॥

(চৈঃ চঃ)

চণ্ডীগড় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভা ও রথযাত্রার দৃশ্য

[বিগত ২৭ মার্চ্চ হইতে ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত চণ্ডীগড়ে যে পঞ্চদিবসব্যাপী বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যবাণীর ৩য় সংখ্যায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।]
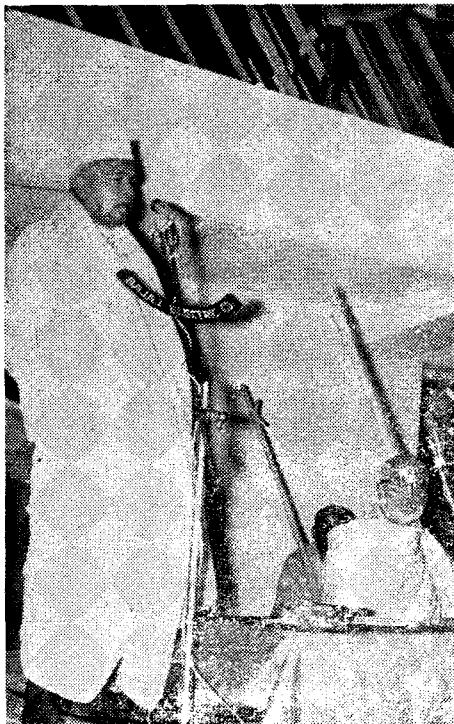
২৭শে মার্চ্চ প্রথম অধিবেশন :— পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীমহেন্দ্র মোহন চৌধুরী ভাষণ দিতেছেন, তাঁহার বামপার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

২৮শে মার্চ্চ দ্বিতীয় অধিবেশন :— মঞ্চোপরি দক্ষিণ হইতে পাঞ্জাবের পূর্তমন্ত্রী শ্রীগুরুবক্স সিং সিবিয়া, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী জ্ঞানী জৈইল সিং, শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও বিচারপতি শ্রীএইচ, আর. সোধি।

৩১শে মার্চ্চ রবিবার চণ্ডীগড় মঠ হইতে বহির্গত শ্রীবিগ্রহগণের রথযাত্রাসহ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

স্বধামে শ্রীসুরেন্দ্রকুমার আগরওয়াল ও শ্রীরামজী দাস

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত (পাঞ্জাব) জালন্ধরনিবাসী শিষ্যদ্বয় শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল (শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী) ও শ্রীরামজী দাস বিগত ২রা বৈশাখ, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ; ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭৪ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ২-৩০ ঘটিকায় উত্তরকাশী (টেরি গারোয়াল) যাওয়ার পথে দেহরক্ষা করিয়াছেন। হরিদ্বার তীর্থক্ষেত্রে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক পরদিবস তাঁহাদের শেষকৃত্য যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের আকস্মিক প্রয়াণে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই অত্যন্ত বিরহসন্তপ্ত। পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী প্রচারের মুখ্য উদ্যোক্তা শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারীর জীবনচরিত প্রকাশিত হইবে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৪শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

আষাঢ় ১৩৮১

সম্পাদক:—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেবড়ী, (ওল্ড সালারজং মিউজিয়াম), হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ় ১৩৮১। ২৬ বামন, ৪৮৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আষাঢ়, রবিবার; ৩০ জুন ১৯৭৪। | ৫ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

আমাদের গুরুপাদপদ্ম—যাঁর আলেখ্য আপনারা দর্শন কর্‌ছেন, তিনি ইহজগতের কোন ভোগাবিষয়ের উপদেশক ন'ন। আবার ইহ জগতের সকল কথার একমাত্র অভ্রান্ত মীমাংসক তিনিই। কিন্তু আমি বঞ্চিত, পতিত; আমার দুর্ব্বলতাক্রমে গুরুপাদপদ্মের সকল কথা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না। গুরুপাদপদ্মের কৃপায় যে-সকল কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হ'য়েছে, সে-সকল কথা বল্‌বার জন্য আমার কোটি কোটি জিহ্বা হউক—কোটি কোটি মুণ্ড হউক - কোটি কোটি বৎসর পরমায়ু হউক—আমি যেন সেই কোটি কোটি জিহ্বায়, কোটি কোটি মস্তকে, কোটি কোটি বৎসরে অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমার গুরুপাদপদ্মের অতুলনীয় অমন্দোদয়-দয়ার কথা কীর্ত্তন কর্‌তে পারি; তা'হলে আমার গুরুপূজা হ'বে—তিনি সন্তুষ্ট হ'বেন—প্রসন্ন হ'য়ে আমার প্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর্‌বেন, যা'তে ক'রে আমি তাঁর দয়ার কথা আরও কোটি জিহ্বায় কীর্ত্তন কর্‌তে পার্‌ব। সেইদিন আমার সকল নশ্বর মায়ার কথা-কীর্ত্তন হ'তে ছুটি হ'বে—জগতে সকল লৌকিক-শিক্ষা হ'তে ছুটি হ'বে।

জগতের প্রিয় কথাকে আমরা গুরু-কথা ব'লে গ্রহণ করি—আমরা অচৈতন্য-কথায় সর্ব্বদা প্রমত্ত; কিন্তু আমার গুরুদেব,—

"শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের হৃদ্‌গত অভিলাষ যিনি জগতে বিস্তার ও স্থাপন ক'রেছেন, সেই রূপ-প্রভু স্বয়ং কবে আমাকে তাঁ'র নিজ-পাদপদ্ম দান কর্‌বেন? কবে আমি গুরুপাদপদ্মের অসামান্য, অতিমর্ত্ত্য সৌন্দর্য্য দর্শন ক'রে তাঁ'র চরণ একান্তভাবে আশ্রয় করব? এমন দিন আমার কবে হ'বে?

যাঁ'রা এইরূপ বিচার অবলম্বন করেন, গুরু-পাদপদ্ম হ'তে শ্রবণ ক'রেছি, তাঁ'রা রূপানুগ—তাঁ'রা শ্রীগৌর-সুন্দরের অতিপ্রিয়। যাঁ'রা রূপানুগ হ'বার জন্য যত্ন করেন, তাঁ'দের মঙ্গলের কথা ব্রহ্মা তাঁ'র সমগ্র জীবনে ব'লেও শেষ কর্‌তে পারেন না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগের সকল সন্দেহ নিরাস ক'রে ভগবানের যে নাম-ভজনের কথা ব'লেছেন, তা'তে জানি, গুরুর অবজ্ঞা কর্‌তে নাই—শ্রৌতবাণীর নিন্দা কর্‌তে নাই—বহু ব্যক্তিকে পূজ্য-জ্ঞানে গুরুপাদ-পদ্মের অবজ্ঞা কর্‌তে নাই—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয় ব্যতীত জীবের অন্য মঙ্গল নাই।

আমার গুরুদেব! আমি ধৃষ্টতা কর্‌ছি, 'আমার গুরুদেব' এই কথাটি বল্‌বার মত আমার হৃদয় কোথায়? কোথায় কত উচ্চে গুরুপদনখচন্দ্র, আর কোথায় আমি নিম্নতম স্তরে স্থিত বামন! আমি গুরুপাদপদ্মের সেবা করতে পারি কই? আমি নিদ্রা-কালে গুরুপাদপদ্ম-সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে আত্ম-সুখে মগ্ন থাকি—আমি নিজের খাওয়া-দাওয়া-ব্যাপারে নিযুক্ত থাকি। গুরুপাদপদ্ম-সেবা-বঞ্চিত এরূপ অযোগ্য আমি, পতিত আমি, দুর্ব্বল আমি, আমাকে প্রচুর পরিমাণে দয়া না কর্‌লে আমি তাঁ'র দয়ার প্রতি আরও অধিকতর আক্রমণ করতাম। আমার গুরু-পাদপদ্ম—দয়ার সাগর, তাঁ'র দয়াসিন্ধুর একবিন্দু আমাকে আনন্দ-সাগরে মগ্ন করতে পারে।

তিনি কতই না দয়া ক'রে আমাকে বল্‌তেন—তোমার পাণ্ডিত্য, তোমার পবিত্রতা, আভিজাত্য প্রভৃতি সব পরিত্যাগ ক'রে আমার কাছে এস, আর কোথাও যে'তে হ'বে না; তোমার যত ঘর, বাড়ী, প্রাসাদ, সৌধ দরকার আছে—যত পাণ্ডিত্য, প্রতিভার দরকার আছে যত সংযম, সন্ন্যাসের দরকার আছে, সব পাবে, তুমি কেবল আমার কাছে এস। 'ঘর হউক, দোর হউক, পাণ্ডিত্য হউক,' এরূপ বুদ্ধিতে দৌড়িও না—সাধারণ লোক যা'কে 'প্রয়োজন' মনে করছে, তা'কে 'প্রয়োজন' মনে করো না।

আমরা ভয়ানক তার্কিক ছিলাম। কিন্তু সেই তর্কের দর্পকে অতি দয়ার সহিত পদাঘাত ক'রে যিনি কৃপা ক'রেছিলেন, তাঁ'র দয়ার কথার সীমা কর্‌তে আমি অনন্তকোটি জীবনেও পার্‌ব না, বা কেহ কোনদিন পার্‌বে না। তাঁ'র ভৃত্য ব'লে পরিচয় দিবার যোগ্যতা যদিও আমার নেই, তথাপি তিনি সেরূপ পরিচয় দিবার যে আশাবন্ধ ক'রয়ে দিয়েছেন, আমরা তা'তে নিত্যকাল জীবিত থাকতে পারি। আমরা নিরানন্দের মধ্যে প্রবিষ্ট আছি—প্রচুর পরিমাণে অনিত্য-কার্য্যে নিবিষ্ট আছি। আমরা দুর্ব্বল ব'লে মনে হ'য়েছিল,—গুরুদেবের অপ্রকটে বিপথগামী হ'য়ে যা'ব, তাঁ'র কথা শুনতে পা'ব না; কিন্তু আজ গুরুপাদপদ্মের বহু বহু অবতার কৃপা ক'রে আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়েছেন, তাঁরা আমার নিকট কীর্ত্তন করেন, ভাগবত প'ড়ে অর্থ জানিয়ে দেন। তাঁরা যখন আমার গুরুপাদপদ্মের অভিমত নবনবায়মান ব্যাখ্যা-সমূহের দ্বারা আমার মৃত শরীরকে সঞ্জীবিত করেন, তখন আমি সংজ্ঞা লাভ করি—আমার প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টাকাল হরি-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন কর্‌বার সৌভাগ্য হয়।

যে-পরিমাণে হরি-বিস্মৃতি হ'বে, সেই পরিমাণে এই চক্ষুর দ্বারা দেখ্‌বার চেষ্টা হ'বে, এই নাসা-দ্বারা জগতের গন্ধ গ্রহণ কর্‌বার স্পৃহা হ'বে, গ্রীষ্মকালে পাখার বাতাস খাব, শীতকালে লেপ মুড়ি দিয়ে স্পর্শসুখানুভব কর্‌বো—এরূপ লালসা হৃদয়ে স্থান পা'বে।

গীতায় যখন শ্রীভগবান্—

> "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
> মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
> সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

—বাক্য ব'লেছিলেন, তখন অর্জ্জুন ভগবানের সেই বাণী শুন্‌লেন, আর বাদবাকী লোক মনে ক'র্‌ল, সকল লোকই—স্বার্থপর, কৃষ্ণও তদ্রূপ; তিনি ত' বল্‌বেনই—সকল ছেড়ে আমার সেবা কর', কিন্তু যে সেবা কর্‌বে, তা'র দুঃখের দিকে ত' তিনি আর দেখ্‌লেন না?

"My doxy is orthodoxy, yours is heterodoxy. আমি যা' বুঝি, এটাই খুব ঠিক,—এ'কথা না বল্‌লে আত্মপক্ষ সমর্থন হয় না; কৃষ্ণচন্দ্র সেই ভাবেরই উপদেশ দিয়েছিলেন।" জীবের এইরূপ কুতর্কের সমাধান কর্‌বে কে? কৃষ্ণের সেবার কথা কৃষ্ণ যখন বলেন, তখন কলিহত লোকের এরূপ তর্ক উপস্থিত হ'তে পারে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র যখন সেবক-মূর্ত্তিতে বলেন,—আমার আচরণ এই, তোমার যদি এই আচরণ ভাল বোধ হয়, তা'হ'লে এরূপ আচরণ কর। নিজে আচরণ ক'রে যিনি অগ্রসর হন,

অপরের পক্ষে তাঁ'র অনুসরণ কর্‌বার পরম সুযোগ হয়। যেমন একজন প্রধান গায়ক ও তাঁ'র অনেকগুলি দোহার। যিনি সর্ব্বপ্রধান গায়ক, তিনি আগে গানটা গেয়ে দেন, অন্যে যদি তাঁ'র দোহারগিরি করেন, তবে তাঁ'দেরও গান গাওয়া হয়। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূল গায়করূপে কৃষ্ণের গান গেয়ে দিয়েছিলেন; যাঁ'রা যাঁ'রা নিষ্কপটভাবে সেই গানের দোহারগিরি ক'রবেন, তাঁ'দেরও গান গাওয়া হ'বে—মঙ্গল হ'বে।

'অমঙ্গল' আর 'মঙ্গল' যদি এক হ'য়ে যায়, তা'হ'লে অনুভূতি ব'লে জিনিষ থাকে না। অনুভূতি-বিরহিত জিনিষ—পাথর। সুখের অনুভূতি যাঁ'রা পেয়েছেন, তাঁ'দের আর পাথর হবার ইচ্ছা হয় না। যাঁ'রা অজ্ঞানের অনুসরণ করাটাকেই 'জ্ঞান' ব'লে মনে করেন, আনন্দ পেতে গিয়ে নিরানন্দ-সাগরে ডুবে যান, তাঁ'দের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না।

শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে বটে, কিন্তু কি শ্রবণ ক'র্‌তে হবে? স্কুল কলেজে ত' আমরা অনেক শ্রবণ ক'রে থাকি, কিন্তু যাঁ'রা আমাদের কাছে ঐ সকল শ্রবণীয় বিষয় কীর্ত্তন করেন, তাঁ'রা কে? তাঁ'দের কি ব্যারামটা ভাল হ'য়েছে? ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—মানবের যেগুলি স্বাভাবিক দোষ আছে, সেই দোষ থাকৃতে তাঁ'রা কিরূপে স্বতঃ বা পরতঃ আলোচনা ক'রবেন? যিনি এ সকল দোষ হ'তে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, তাঁ'র আশ্রয় ব্যতীত কি প্রকারে আমরা ভ্রমাদি-নির্ম্মুক্ত সত্য কথা শ্রবণ ক'রতে পারি? যিনি ভগবৎপাদপদ্মের সর্ব্বদা অনুশীলন করেন, তাঁ'র আনুগত্যময়ী সেবা-দ্বারা তিনি যাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যেতে পারে, অন্য ভাবে পাওয়া যেতে পারে না,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

আমার ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা তর্ক-পথে জ্ঞান-সংগ্রহের চেষ্টা বিপজ্জনক। সেইরূপ জ্ঞান-সংগ্রহের আশায় যতদিন আস্থা স্থাপন করি, ততদিন সমগ্র জ্ঞান পাই না, বিকৃত জ্ঞান—অসম্যগ্‌জ্ঞান বা কখনও কখনও আংশিক জ্ঞান লাভ ক'রে থাকি। আংশিক জ্ঞান সংগ্রহ ক'রতে গিয়ে খানিক জান্‌তে জান্‌তেই আয়ু ফুরিয়ে যা'বে। নমস্কারের পন্থাই স্বীকার্য্য অর্থাৎ কাণটা পাতা। সাধুদিগের মুখ-কথিত বার্ত্তা যিনি কাণ পেতে শ্রবণ করেন, তাঁ'রই মঙ্গল হয়। ভবদীয়বার্ত্তা—কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা কৃষ্ণভক্ত-সম্বন্ধীয় কথা যিনি আলোচনা করেন, তিনিই সাধু। অন্য সব কথা বায়ুরাশিতে বিলীন হ'য়ে যায়, উহা শতশত বৎসর ধ'রে উচ্চারণ ক'রলে কি ফল হ'বে?

"হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন।"

কাল চ'লে যাচ্ছে, তা'তে আয়ুহরণ হ'য়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে কে সিদ্ধি লাভ কর্‌বেন? শ্রৌতপন্থীই সিদ্ধি লাভ কর্‌বেন। যাদের প্রতিবাদ আছে, তর্কের কোন দিন প্রতিষ্ঠা নাই; কিন্তু শ্রৌতপথ নিত্য সম্প্রতিষ্ঠিত। যিনি সর্ব্বদা—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হরিকীর্ত্তন করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।

কীর্ত্তনীয় বিষয়টি কি?—নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা। যদি বাস্তব বস্তুর নাম কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর গুণ কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর রূপ কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর পরিকরবৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর লীলা কীর্ত্তিত হয়, তা'হলেই আমাদের সমস্ত মঙ্গল হ'বে—আমাদের অহঙ্কার নষ্ট হ'য়ে যা'বে—আমাদের অসহিষ্ণুতা নষ্ট হ'বে। জড়-প্রতিষ্ঠার আশাকে বর্জ্জন ক'রে সমগ্র বহির্ম্মুখ জগতের নিকট পরম অসাধু ব'লে খ্যাতি লাভ ক'রেও আমরা পরমানন্দ লাভ করতে পারব। ভাগবতের ত্রিদণ্ডীর প্রতি বহির্ম্মুখ-জগৎ হ'তে অনেক অত্যাচার হয়েছিল। সত্যের কীর্ত্তনকারী—হরিকথা-কীর্ত্তনকারীর প্রতি অত্যাচার কর্‌বার জন্য সমগ্র বহির্ম্মুখ জগৎ, এমন কি দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত। ত্রিদণ্ডী জগতের বহির্ম্মুখ-সমাজের কথায় কর্ণপাত না ক'রে আপন-মনে

হরিকীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে ভূমণ্ডলে বিচরণ ক'রেছিলেন,—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

প্রঃ—হরিসেবা ও কর্ম্মে পার্থক্য কি?

উঃ—"বিশুদ্ধ আত্মার নিরুপাধিক কার্য্যের নামই ভগবৎসেবা, আর জড়বদ্ধ আত্মার সোপাধিক-কার্য্যের নামই কর্ম্ম; জড়মুক্ত হইলে জীবের কার্য্য নিরুপাধিক হয়।" —'অবতরণিকা', বৃঃ বঃ ভাঃ

প্রঃ—হরিনামের সেবা অপেক্ষা কি কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ নহে?

উঃ—"নামরসসিন্ধুর নিকট কর্ম্মযোগ অন্ধকূপ-সদৃশ। নানাবিধ উপাসনা ত্যাগ করিয়া নামপরায়ণ সাধুর সঙ্গেই অনন্যভাবে অনুক্ষণ নাম-ভজন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।" —'কৃষ্ণদাস্য,' সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ—ভক্তির দুই প্রকার বর্ণ কি?

উঃ—"ভক্তির দুইপ্রকার বর্ণ আছে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্তা ও কেবলা। পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা, ভয়, সম্মান ইত্যাদি বৃত্তির দ্বারা উপাসনা করিতে হইলে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা ভক্তি হয়। পরমাত্মা ও ব্রহ্ম ব্যতীত পরব্যোমনাথের বৃহদ্ভাবে ভজনকে নিযুক্ত করিলে অবশ্যই ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্তা ভক্তিই হইবে। কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণ-জ্ঞানে কেবল নিরুপাধিক কেবলা প্রেমই দেখা যায়।" —তঃ সূঃ, ৪০ সূঃ

প্রঃ—কিরূপে 'বৈষ্ণব' হওয়া যায়?

উঃ—"বৈষ্ণব-কৃপা ব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না।" —জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

প্রঃ—কোন্ স্বরূপ-লক্ষণ-দ্বারা ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়?

উঃ—"ভগবচ্চরণে শরণাপত্তি ও আনুগত্য ব্যতীত আর কোন লক্ষণ-দ্বারা ভক্তির ব্যাখ্যা হয় না।" —'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

প্রঃ—নামসাধন ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গগুলি কিরূপভাবে স্বীকৃত হইবে?

উঃ—"হরিনামকে সাধন-শ্রেষ্ঠ জানিয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করত নামের কেবলমাত্র সাধকরূপেই অন্য অঙ্গগুলি স্বীকার করা যাইতে পারে।" —'সাধন' সঃ তোঃ ১১।৫

প্রঃ—সাধনাঙ্গ-সমূহ একমাত্র মূল কোন্ সাধনের সহায়?

উঃ—"হরিনামই একমাত্র সাধন। অন্যান্য সাধনাঙ্গগুলি হরিনামেরই সহায়-স্বরূপে গৃহীত হয়।" —'সাধন', সঃ তোঃ ১১।৫

প্রঃ ঐকান্তিকী হরিভক্তির দ্বারা কি অন্যান্য দেবতার প্রতি অনাদর হয়?

উঃ—"মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্য্যকর।
হরিভক্তি আছে যাঁ'র, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁ'র,
ভক্তে সবে করেন আদর॥" —'উপদেশ' ৪, কঃ কঃ

প্রঃ—একমাত্র ভাগবত-ধর্ম্মই নিত্য ও অন্যান্য ধর্ম্ম অনিত্য কেন?

উঃ—"হরিভক্তিই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, পরমার্থধর্ম্ম, পরধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত। ব্রাহ্ম-প্রবৃত্তি ও পারমাত্ম প্রবৃত্তি হইতে যত প্রকার ধর্ম্ম হইয়াছে, সে-সমস্তই নৈমিত্তিক। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমিত্ত আছে, অতএব নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিত্য নয়। জড়-বিশেষে আবদ্ধ হইয়া যে জীব বন্ধন-মোচনের জন্য ব্যতিব্যস্ত, সে জড় বন্ধনকে নিমিত্ত করিয়া নির্ব্বিশেষ-গতি-অনুসন্ধান-রূপ নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে আশ্রয় করে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম

নিত্য নয়। যে জীব সমাধিসুখ-বাঞ্ছায় পারমাত্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, সে জড় সূক্ষ্মভুক্তিকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছে। অতএব পারমাত্ম ধর্ম্মও নিত্য নয়, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্মই নিত্য।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

প্রঃ—বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ?

উঃ—"বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই। অন্যান্য যতপ্রকার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপান-স্থলে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে, বিকৃতি-স্থলে অসূয়া-রহিত হইয়া নিজের ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিবে।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

প্রঃ—সর্ব্ব-কৈতব নির্ম্মুক্ত একমাত্র ধর্ম্ম কি?

উঃ—"জগতে একটী ধর্ম্ম আছে, তাহার নাম বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। আর যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহাতে বিচিত্র মতবাদ, বিতর্ক, পরস্পর অসূয়া ও স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাশা বল-পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে। যে-সকল ধর্ম্মে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেমের পরস্পর যথাযথ সম্বন্ধ নির্ণয় হয় নাই, সে-সকল ধর্ম্ম কৈতবপূর্ণ। একমাত্র পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মই কৈতবশূন্য। **কপট-বৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত ও চরিত্রের দ্বারা অকৈতব বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দূষিত হইতে পারে না।"**

—'সমালোচনা' সঃ তোঃ ১১।১০

প্রঃ—'দৈন্য' ও 'দয়া' — এই দুইটি কি ভক্তি হইতে পৃথক্?

উঃ—"'দৈন্য' ও 'দয়া'—এই দুইটি পৃথক্ গুণ নয়,—ভক্তিরই অন্তর্গত।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

প্রঃ—ভক্তি কি অপেক্ষাযুক্তা?

উঃ—"ভক্তি নিরপেক্ষা—ভক্তি নিজেই সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার—অন্য কোন সদ্‌গুণকে তিনি অপেক্ষা করেন না।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

প্রঃ—ভক্তি-সাধন কি খুব কঠিন বা কৃচ্ছ্রসাধ্য?

উঃ—"সারগ্রাহী ধর্ম্ম অতি সরল অর্থাৎ অনেক শ্রমসাধ্য নহে। ইহাতে দুইটি বিষয় দৃষ্ট হয় অর্থাৎ অনুরাগ ও সচ্চরিত্র। অনুরাগের স্থল দুইটি-মাত্র অর্থাৎ পরমেশ্বর ও জীব। পরমেশ্বরে পূর্ণানুরক্তি ও জীবে ভ্রাতৃবৎ তুল্যানুরাগের প্রয়োজন। ইহাতেই একপ্রকার অনুরাগ ও সচ্চরিত্র, উভয়ই দৃষ্ট হইল।"

—তঃ সূঃ ৫০ সূঃ

প্রঃ—কৃষ্ণভজনে কি কোন অবস্থা-বৈচিত্র্য আছে?

উঃ—"কৃষ্ণভজনেও অনন্ত অবস্থা আছে। প্রথম শ্রদ্ধার অঙ্কুর হইতে অনন্ত মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থার সীমা নাই। ঐ সকল অবস্থায় পরানুশীলন ও প্রত্যাহার-দ্বারা ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়।"

—তঃ সূঃ, ৪৭ সূঃ

প্রঃ—ভক্তির ফল কি মুক্তি নহে?

উঃ—মুক্তিকে ভক্তির ফল বলিয়া চিদ্‌বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন না। ভক্তিই ভক্তির ফল। যে-স্থলে ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা হৃদয়ে থাকে, সেখানে শুদ্ধভক্তির উদয় হয় না।

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

প্রঃ—ত্রিতাপ-নিবৃত্তির জন্য কি কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে না?

উঃ—"জন্মমরণরূপজড়যন্ত্রণানিবৃত্তিঃ কৃষ্ণেচ্ছাধীনা জীব-চেষ্টাতীতবিষয়া, তৎ-প্রার্থনাপি ন কর্ত্তব্যা।"

—শ্রীশিঃ সঃ ভাঃ ৪

প্রঃ—হরিভক্তি কোন্ বিষয়টি সর্ব্বাপেক্ষা গুপ্ত রাখেন?

উঃ—"হরিভক্তি মুক্তি দিয়া অধিকাংশ লোককে সন্তুষ্ট করেন, বিশেষ অধিকার না দেখিলে ভক্তি দেন না।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-রাজ-ধর্ম্ম

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

বিদর্ভাধিপতি মহারাজশ্রীভীষ্মকদুহিতা মহালক্ষ্মী শ্রীরুক্মিণীদেবীর পত্রবাহক বিপ্রবরের অভ্যর্থনা-কালে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার পরম আদরণীয় শুদ্ধ-ব্রাহ্মণের স্বভাব বর্ণনমুখে বলিতেছেন—

"কচ্চিদ্দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মস্তে বৃদ্ধসম্মতঃ।
বর্ত্ততে নাতিকৃচ্ছ্রেণ সন্তুষ্টমনসঃ সদা॥
সন্তুষ্টো যর্হি বর্ত্তেত ব্রাহ্মণো যেন কেনচিৎ।
অহীয়মানঃ স্বাদ্ধর্ম্মাৎ স হ্যস্যাখিলকামধুক্॥
অসন্তুষ্টোঽসকৃল্লোকানাপ্নোত্যপি সুরেশ্বরঃ।
অকিঞ্চনোঽপি সন্তুষ্টঃ শেতে সর্ব্বাঙ্গবিজ্বরঃ॥
বিপ্রান্ স্বলাভ-সন্তুষ্টান্ সাধূন্ ভূতসুহৃত্তমান্।
নিরহঙ্কারিণঃ শান্তান্ নমস্যে শিরসাসকৃৎ॥"

[অর্থাৎ "হে দ্বিজবরোত্তম, নিরন্তর সন্তুষ্টচিত্তযুক্ত আপনার প্রাচীন-সম্মত ধর্ম্মানুষ্ঠান অনতিকষ্টে অর্থাৎ সহজে সম্পন্ন হইতেছে কি? ব্রাহ্মণ যদি স্বধর্ম্ম হইতে অস্খলিত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ লব্ধ বস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে তাদৃশ ধর্ম্মই তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকে। অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াও নিরন্তর কেবলমাত্র একলোক হইতে অন্যলোকে পর্য্যটন করিয়া থাকেন, পরন্তু সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ অকিঞ্চন হইয়াও সর্ব্বাঙ্গ-সন্তাপ-শূন্য অবস্থায় সুখে অবস্থান করেন। যে সকল ব্রাহ্মণ আত্মলাভে সন্তুষ্ট, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রাণিহিত-পরায়ণ, নিরহঙ্কার এবং শান্তচিত্ত, আমি নিরন্তর অবনতমস্তকে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া থাকি।"]
—ভাঃ ১০।৫২।৩০-৩৩

অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইবেন—সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত; বৃদ্ধ-সম্মত অর্থাৎ প্রাচীন দ্বাদশভক্ত এবং আধুনিক নিজ-গুরু প্রভৃতির সম্মত ধর্ম্ম অনতিকষ্টে সম্পাদন-রত এবং স্বধর্ম্ম হইতে অস্খলিত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ লব্ধ বস্তুতেই সন্তুষ্ট। যথালাভে সন্তুষ্ট স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণানুষ্ঠিত সেই ধর্ম্মই তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট-পূরক হইয়া থাকে। অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ সর্ব্বোচ্চ লোক লাভ করিয়াও এবং তল্লোকপ্রাপ্য যাবতীয় ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিসত্ত্বেও সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, এক লোক হইতে লোকান্তরে ভ্রমণ করিতে থাকিয়াও কোথায়ও নিবৃত্ততৃষ্ণ সুতরাং নির্ব্বৃত হইতে পারেন না। কিন্তু সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দীনদরিদ্র নিষ্কিঞ্চন হইয়াও সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থাতেই তৃষ্ণাজ্বরার্ত্তিশূন্য হইয়া সুখে অবস্থান করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ স্ব-লাভসন্তুষ্ট, সর্ব্বপ্রাণিহিতরত, নিরহঙ্কার, শান্তচিত্ত ব্রাহ্মণ গণকে সর্ব্বদা সমাদর করিয়া থাকেন। আবার অসৎসঙ্গ-পরিমুক্ত অর্থাৎ পরস্ত্রীসঙ্গ ও তৎসঙ্গীর সঙ্গ এবং কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ অর্থাৎ অন্যাভিলাষী কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী প্রভৃতির সঙ্গবর্জ্জিত অদৈব ঔপাধিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত—অকিঞ্চন কৃষ্ণৈকশরণ পরমবৈষ্ণব ব্রাহ্মণই কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

"এত (বা 'এই' অর্থাৎ 'অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥' —এই) সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥" —ইহাই মহাজনোক্তি।

শ্রীভগবান্ ভক্তরাজ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"সমুদ্ধরন্তি যে বিপ্রং সীদন্তং মৎপরায়ণম্।
তানুদ্ধরিষ্যে নচিরাদাপদ্ভ্যো নৌরিবার্ণবাৎ"॥
(ভাঃ ১১।১৭।৪৪)

[অর্থাৎ "যাঁহারা দারিদ্র্যক্লিষ্ট মদীয় ভক্ত ব্রাহ্মণ বা অন্য কাহাকেও বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, নৌকা যেরূপ সমুদ্রে পতিত ব্যক্তিকে রক্ষা করে, আমিও

সেইরূপ সেই সকল ব্যক্তিকে সমস্ত বিপদ্ হইতে সত্বর রক্ষা করিয়া থাকি।"]

ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিতেছেন—

"তাদৃশং বিপ্রং ভক্ত্যা ধনবিতরণেন সেবমানানাং ফলমাহ,—সমুদ্ধরন্তীতি। বিপ্রমিত্যুপলক্ষণং মৎপরায়ণং মদ্ভক্তং যং কমপি।"

অর্থাৎ সেই প্রকার বিপ্রকে ভক্তিসহকারে ধন-বিতরণদ্বারা সেবমান্ ব্যক্তিগণের ফলপ্রাপ্তি 'সমুদ্ধরন্তি' এই শ্লোকবর্ণনমুখে কীর্ত্তন করিতেছেন। বিপ্রোপলক্ষণে মৎপরায়ণ—মদ্ভক্ত যে কোন ব্যক্তিকে।

উপরিউক্ত শ্লোকের মর্ম্মাবধারণকালে আমাদের ইহা বিশেষভাবে লক্ষিতব্য যে, যেন কোন ভগবৎ-পরায়ণ শুদ্ধভক্তকে আমরা দরিদ্র—অভাবগ্রস্ত—সুতরাং আমাদের দয়ার পাত্র এইরূপ কোন অপরাধ-ব্যঞ্জক বিচার না করিয়া বসি। ভক্ত তাঁহার বাহ্য ব্যবহারে দারিদ্র্যাভিনয় প্রদর্শন করিলেও তিনি কৃষ্ণপ্রেমধনে মহাধনী। তিনি দারিদ্র্য প্রদর্শনচ্ছলে আমাকে ধনাদি বিতরণ দ্বারা তাঁহার কিছু সেবাসৌভাগ্য প্রদান করিতেছেন, ইহা দ্বারা আমাকেই তিনি কৃত কৃতার্থ করিতেছেন, আমার ধনাদিরও প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইতেছে, ইহাই বিশেষভাবে বিচার্য্য হওয়া আবশ্যক। নতুবা ভগবদ্ভক্তে মর্ত্ত্যবুদ্ধিজন্য অবজ্ঞা আসিয়া গিয়া আমাকে অধঃপাতিত করিবে—আমার সমূহ সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি-লীলা ১২শ অধ্যায়ের ২৮ সংখ্যক পয়ার হইতে ৫৫ সংখ্যা পর্য্যন্ত শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাস-প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচ্য। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপতি মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীমদ্অদ্বৈতআচার্য্য প্রভুকে ঈশ্বরও বলেন, অথচ সাধারণ জীবজ্ঞানে তাঁহাকে ৩।৪ শত মুদ্রা ঋণগ্রস্ত বিচারে ঐ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থার জন্য নীলাচলে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট একখানি পত্রও প্রেরণ করেন। ভগবদিচ্ছায় ঐ পত্রখানি মহারাজের হস্তে না পড়িয়া কোনপ্রকারে মহাপ্রভুর হস্তে আসিয়া পড়ে। ঐ পত্র পড়িয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া কহিতে লাগিলেন—

"ঈশ্বরের দৈন্য করি' করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি' করাইব শিক্ষা॥"

তখনই তাঁহার সেবক গোবিন্দকে আজ্ঞা করিলেন—গোবিন্দ, "অদ্য হইতে 'বাউলিয়া' বিশ্বাসকে আর এখানে আসিতে দিওনা।"

"গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল,—ইঁহা আজি হৈতে।
'বাউলিয়া' বিশ্বাসে এথা না দিবে আসিতে॥"

'বাতুল' শব্দের অপভ্রংশ 'বাউল'। কমলাকান্ত বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত পাগলের মত বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে 'বাউলিয়া বিশ্বাস' বলিলেন। অবশ্য পরে আবার তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে উপলক্ষ্য করত আমাদিগের সকলকেই শিক্ষা দিলেন—

"(প্রভু কহে,—) বাউলিয়া, ঐছে কেনে কর।
আচার্য্যের লজ্জা-ধর্ম্ম-হানি সে আচর'॥
প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজ-ধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন॥
লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্মকীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিবে কভু ইহা জানি'॥"

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কমলাকান্তের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জানাইলেন যে, "সে আমাকে অপ্রাকৃত নারায়ণও বলে, আবার কার্য্যতঃ আমাকে প্রাকৃত অর্থভিক্ষু দরিদ্রও জ্ঞান করে।" ('অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।) কমলাকান্ত শ্রীঅদ্বৈতা-চার্য্যের সরল ভক্ত। শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত বিষয়ে অজ্ঞতা-বশতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে দণ্ড দিয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিলেন। ভগবদ্ভক্ত সম্বন্ধেও যাহাতে আমাদের ঐ প্রকার প্রাকৃত বিচার আসিয়া না পড়ে, তদ্বিষয়ে সকলকেই সাবধান হইয়া তাঁহার সেবায় তৎপর হইতে হইবে। "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥" (চৈঃ ভাঃ ম ৯।২৪০)—এই মহাজনবাক্যের কদর্থনা করিয়া ভক্তের ব্যবহারদুঃখঅভি-নয় কালে তাঁহার সেবাসৌভাগ্য লাভে বঞ্চিতও হইতে হইবে না। গোখরোচিত বুদ্ধি আসিয়া না পড়ে।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥" (চৈঃ চঃ আ ৭।১১৫) —ইহা যেমন বিশেষভাবে অনুধাবনীয়, তদ্রূপ "প্রভু কহে বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়। অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥" (চৈঃ চঃ অ ৪।১৯১)—ইহাও তৎসহ সমানভাবে সবিশেষ সতর্কতার সহিত বিচার্য্য। ভক্তও বলিব, অথচ তাঁহার দেহকে প্রাকৃত বিচার করিব, ইহা নিতান্ত অজ্ঞ গোখরের বিচার। তাই শ্রীভাগবতে (ভাঃ ১০।৮৪।১৩) শ্রীভগবদুক্তি—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

অর্থাৎ যিনি বাতপিত্তকফময় এই শবতুল্য দেহকে পরমপ্রেমাস্পদ আত্মা, স্ত্রীপুত্রাদিকে আত্মীয়, ভগবৎ প্রতিমা ভিন্ন পার্থিব প্রতিমাদিকে পূজনীয় দেবতা, গঙ্গা যমুনাদি ভিন্ন নদ্যাদিস্থিত জলকে তীর্থ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ সাধু ভক্তকে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না, তিনি গো এবং গর্দ্দভ উভয় সাধর্ম্ম্যহেতু গো এবং গর্দ্দভ-পদবাচ্য অথবা গরুরও তৃণাদি ভারবাহী গর্দ্দভ সদৃশ।

বৃহস্পতি-সংহিতায়ও গোখর-সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে—

"অজ্ঞাতভগবদ্ধর্ম্মা মন্ত্রবিজ্ঞানাসংবিদঃ।
নরাস্তে গোখরা জ্ঞেয়া অপি ভূপালবন্দিতাঃ॥"

অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞানহীন, মন্ত্রবিজ্ঞানবিষয়ে অনভিজ্ঞ নরগণকে ভূপালবন্দিত হইলেও গোখর বা গোগর্দ্দভতুল্য জানিতে হইবে।

আরও একটা দিক্ বিশেষভাবে বিচার্য্য—ভক্ত-বৎসল ভগবান্ ভক্তপ্রেমবশ্য—ভক্তগত প্রাণ। ভক্তের সুখে তিনি সুখ ও ভক্তের দুঃখে তিনি দুঃখ বোধ করেন। ভক্তও ভগবান্ ছাড়া আর কাহাকেও জানেন না—তদ্গতপ্রাণ—অনন্যচিত্ত—তাঁহাতে নিত্য অভিযুক্ত—সম্পূর্ণ নির্ভরশীল—তাঁহাতেই সমর্পিতাত্ম। তাই ভগবান্ তাঁহার ভক্তের ভক্তিময় জীবনধারণোপযোগী যাবতীয় বস্তু পরমযত্নে স্বয়ংই নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া তাঁহার অনন্যশরণ ভক্তের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। ভক্ত কিছুই চাহেন না, কিন্তু স্নেহময় ভগবান্ তাঁহার ভক্তের বোঝা বহিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত—সতত সচেষ্ট থাকেন—তাহাতেই তাঁহার পরম আনন্দ। গীতার 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো…………যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' শ্লোক (গীঃ ৯।২২) এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। এইরূপ ভগবৎপ্রিয়-তম ভক্তের শ্রীপাদপদ্ম-সেবায় যে ভাগ্যবান্ জীবের সুমতির উদয় হয়, শ্রীভগবান্ তৎপ্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তাঁহার ভক্তের সাহায্যকারী ব্যক্তিকে তিনি তাঁহার আপন-জনজ্ঞানে তাঁহার সকল আপদ-বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাকে তাঁহার নিজজনের জন জ্ঞানে তাঁহাকে তাঁহার অত্যন্ত সুদুর্ল্লভ ভক্তি-সম্পদেরও উত্তরাধিকারী করিয়া দেন। তবে ভক্তের বাহ্য ক্লেশাদি দেখিয়া যেন তাঁহাতে কোন প্রাকৃতবুদ্ধি আসিয়া না যায়, এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া তাঁহাকে দ্রব্য বা অর্থাদি দানে—প্রাণ অর্থ বুদ্ধি বাক্যাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সেবা করিতে হইবে। তাহা হইলেই শ্রীভগবান্ তৎপ্রতি প্রসন্ন হইবেন। শ্রীভগবানের এক নাম—ভক্ত-ভক্তিমান্। তাঁহাকে আদর করিবার পূর্ব্বে তাঁহার ভক্তকে আদর করিলে তিনি অত্যন্ত প্রীত হন—'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'—ইহা তাঁহারই শ্রীমুখোক্তি।

প্রসঙ্গ ক্রমে আনুষঙ্গিকভাবে ইহাও বলা যায় যে, অর্চ্চনীয় বিষ্ণুমূর্ত্তিতে শিলাবুদ্ধি, গুরুদেবে মর্ত্ত্য বা সাধারণ মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের পাদোদকে সাধারণ জলবুদ্ধি, শ্রীবিষ্ণুর সকল কলুষবিনাশী নাম-মন্ত্রে সাধারণ ভূতাকাশের শব্দবুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে অন্য দেবতার সহিত সমানবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তি নরকগতিই লাভ করিয়া থাকে। ইহারাও গোখরতুল্য। ইহার মধ্যে, শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধ অপেক্ষাও ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধ অতীব ভীষণ অমঙ্গল জনক। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে অবজ্ঞা বা অনাদর আসিয়া গেলে সাধন ভজন চেষ্টাদি সমস্তই

ভস্মে ঘৃতাহুতিবৎ নিষ্ফল হইয়া থাকে। শ্রীভাগবত বলেন—

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥"
—ভাঃ ৭।১৫।২৬

"প্রত্যক্ষ ভগবান্ জ্ঞানদীপপ্রদ গুরুতে যে ব্যক্তির মর্ত্ত্য (মনুষ্য)-জ্ঞানরূপ দুর্বুদ্ধি থাকে, তাহার সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়নাদি (শ্রীগুরুমুখে শ্রুত ভগবন্মন্ত্রাদি এবং শ্রবণ মননাদি সমস্তই) হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয়।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিতেছেন—"কিঞ্চ সত্যাং ভূয়স্যামপি ভক্তৌ গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিত্বে সর্ব্বমেব ব্যর্থং ভবতি।"

অর্থাৎ প্রচুর ভক্তি থাকা সত্ত্বেও গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি থাকিলে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়।

আরও বলিতেছেন—"সাক্ষাদ্ ভগবতীতি ভগবদংশবুদ্ধিরপি গুরৌ ন কার্য্যা" অর্থাৎ সাক্ষাদ্ ভগবান্ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের অংশবুদ্ধিও করিতে হইবে না। তবে "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"—এই বিচারানুসারে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবৎ প্রিয়তম—মুকুন্দপ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ রূপেই জানিতে হইবে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদও সেইরূপ বিচার করিয়াছেন—শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদত্বং তৎপ্রিয়তমত্বেন বীক্ষন্তে অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরু ও শ্রীশিবতত্ত্বের শ্রীভগবানের সহিত অভেদত্ব বিচারকে তৎপ্রিয়তমত্বরূপেই বিচার করিয়া থাকেন। শিষ্য জানিবেন—সেব্য স্বয়ং ভগবান্ই তৎপ্রিয়তম সেবকরূপ ধারণ করিয়া আমার দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে কোন অবজ্ঞা আসিয়া গেলেই সর্ব্বনাশ। গুরুদেবকে আমার সমালোচনার পাত্র করিতে হইবে না। তাঁহার dictator (উপদেষ্টা) হইতে হইবে না, তাঁহার আজ্ঞা অবিচারে পালন করিতে হইবে—আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া। তিনি—অধোক্ষজ অপ্রাকৃতবস্তু। তাঁহার ক্রিয়ামুদ্রা আমার আধ্যক্ষিক জ্ঞানগম্য নহে। তাঁহার সম্মুখে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা, উচ্চস্বরে কথা বলা, তাঁহার মঙ্গলানুশাসনের অবাধ্য হওয়া, তাঁহার তিরস্কারে ক্রোধ প্রকাশ করা, তাঁহাকে অল্পজ্ঞ বিচারে তাঁহার ভজনবিজ্ঞত্বে সন্দিহান হওয়া, তাঁহাকে discipline (নিয়মানুবর্ত্তিতা) শিখাইবার ধৃষ্টতা করা, তাঁহার আদেশ অমান্য করা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে মর্ত্ত্যবুদ্ধিজনিত অসূয়া, অনাদর বা অবজ্ঞা করা হয়। ইহা ভগবদ্ ভজনের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় স্বরূপ।

শ্রীগুরুদেব হইতে বেশী বুঝদার সাজিতে গিয়া 'অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি' ন্যায়ে আত্মবিনাশই বরণ করিতে হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রীতি না থাকিলে তাঁহাকে আমার পরম প্রিয় আপনার জন—আমার পরমারাধ্য দেবতা-স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান কি করিয়া আসিবে? আমি 'গুরুদেবতাত্মা' কি করিয়া হইব? তাহা না হইলে ঐকান্তিকী ভক্তিই বা কোথায় পাইব? তাহা না পাইলে ভজন সাধনই বা কি করিয়া হইবে? ভগবদ্বিমুখতা কি করিয়া যাইবে? যে তিমিরে সে তিমিরেই ত' থাকিতে হইবে! 'তাঁর উপদেশ মন্ত্রে মায়া-পিশাচী পলায়।' কিন্তু তাঁহার অবাধ্য হইয়া উপদেশ না শুনিলে মায়া-জয় কি করিয়া সম্ভব হইবে? সুতরাং দ্বিতীয়াভিনিবেশবশতঃ কামক্রোধলোভাদির বশীভূত হইয়া নরকগতিই ত' আমার চরম লভ্য হইবে? অসদ্গুরু ছাড়িয়া সদ্গুরুচরণ আশ্রয় করিলে গুরুত্যাগরূপ মহদপরাধে লিপ্ত হইতে হয় না, কিন্তু সদ্গুরুচরণ ত্যাগ করিয়া অতি ঘৃণ্য নরকগতিপ্রাপ্তি ব্যতীত ত' আর অন্য কোন গতিই নাই? সুতরাং গুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধিজন্য গুর্ব্ববজ্ঞারূপ মহদপরাধে লিপ্ত হইয়া যাহাতে অতিভয়ঙ্কর নরকগতি লাভ করিতে না হয়, তদ্বিষয়ে সাধককে সর্ব্বক্ষণ সাবধান হইতে হইবে—গোখরত্ব ছাড়িতে হইবে। ভক্তিপর্ব্বের মূলেই প্রধানভিত্তিরূপে রহিয়াছেন—গুরুপাদপদ্ম। 'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণং বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা—এই তিনটিই ভক্ত্যঙ্গের সর্ব্বমূলকথা। সেই গোড়ায়ই গলদ থাকিলে পরমার্থার্জ্জন কি একটি বিদ্রূপাত্মক ব্যাপার হইবে না? সাধনভজন যাহা কিছু

সমস্তই গুরুপাদপদ্ম লইয়া। সেই সর্ব্বমূলবস্তুতে প্রীতির অভাব ঘটিলে—তাঁহাতে ভক্তি না থাকিলে পারমার্থিক জীবন কি একটি প্রহসনমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে না? সুতরাং এবিষয়ে সাধকমাত্রকেই সচেতন হইতে হইবে। ঠাকুর মহাশয় এই জন্যই কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমাদের জন্যই গাহিয়া গিয়াছেন—"বিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার। শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হ'ল আমার॥" ইত্যাদি। গুরুকৃপাবল ব্যতীত জড়বিষয়ানল ত' অন্য কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবে না! গুরুকৃপা হি কেবলম্। সেই গুরুপাদপদ্মে যাহাতে প্রতি মুহূর্ত্ত অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। 'যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোহপি,' সেই গুরুপাদপদ্ম আমাদের একমাত্র জীবাতু হউন। পরমারাধ্য শ্রীরূপানুগবর গুরুপাদপদ্ম তাঁহার প্রপঞ্চলীলাপরিহারকালে তাঁহার প্রিয়জনের শ্রীমুখ হইতে রূপানুগবর্য্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ' গানটি শ্রবণচ্ছলে আমাদিগকে শ্রীরূপানুগভক্তিবিনোদধারার কৃতা জানাইয়া আমাদিগের জীবনধারারও যে তাহাই একমাত্র অনুসরণীয় চরম আদর্শ, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত শিক্ষাষ্টকের ২য় শ্লোকের অনুবাদ-গীতিটিও শ্রবণাভিনয় করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ নামানুরাগেরও একান্ত প্রয়োজনীয়তা জানাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষাদীক্ষাই আমাদিগের একমাত্র জীবাতু হউন, স্বতন্ত্র জীবন বড় দুঃখময়।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীদেবীপ্রেরিত ব্রাহ্মণকে 'স্বাগত' করিবার কালে তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া তৎপ্রিয় ব্রাহ্মণ-স্বভাব কীর্ত্তন করতঃ ক্ষত্রিয় রাজস্বভাব বর্ণনপ্রসঙ্গেও বলিতেছেন—

"কচ্চিদ্‌বঃ কুশলং ব্রহ্মন্ রাজতো যস্য হি প্রজাঃ।
সুখং বসন্তি বিষয়ে পাল্যমানাঃ স মে প্রিয়ঃ॥"

["হে বিপ্রবর, আপনারা রাজার নিকট হইতে সর্ব্বদা ধর্ম্মাদিরক্ষা-নিমিত্তক কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন কি? যে রাজার রাজ্যে পালিত প্রজাগণ সুখে বাস করে, তাদৃশ রাজা আমার প্রিয় হইয়া থাকেন।"]

অর্থাৎ রাজার ধর্ম্ম—প্রজার ধর্ম্মরক্ষাদি নিমিত্তক কল্যাণ সম্পাদন এবং প্রজাগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন পূর্ব্বক তাহাদের সুখানুসন্ধান। এইরূপ প্রজারঞ্জক রাজাই শ্রীভগবানের প্রিয় হইয়া থাকেন।

ক্রমশঃ

হৃদয়ানুবৃত্তি

[মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যারত্ন বি এস্-সি]

আপাত ভূমিকায় মস্তক, হৃদয় ও উদর তিনটির ক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ হইলেও প্রথমটীই অপর দুইটীর পোষ্ট ও নিয়ামক। মাদৃশ বদ্ধ জীবের প্রকৃত হৃদয় বলিয়া কিছুই নাই। প্রকৃতিস্পৃষ্ট-চেতন-সঞ্জাত বুদ্ধিতে হৃদয় বলিয়া যে তৃতীয়-পদার্থের উদ্ভব হয়, তাহা অতীব কৃত্রিম ও নশ্বর, বস্তুতঃ মৌলিক হৃদয়ের পরিচয় তাহাতে নাই। এখানে মস্তকই হৃদয়কে খাদ্য সরবরাহ করিয়া থাকে তথা বদ্ধজীবের স্থূল, সূক্ষ্ম দেহের filling বা পুষ্টিও তাহা হইতেই। প্রকৃতি-স্পর্শ হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেই মাত্র জীব এইগুলির অসারতা অনুভব করিতে পারে।

ভূমিকান্তরে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-ভূমিকায় বৈকুণ্ঠ পুরুষগণের হৃদয় মস্তকের উপর নির্ভরশীল নহে। উহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং শুদ্ধ জীবাত্মার সহজাতবৃত্তি বিশেষ। মস্তক উহার প্রকাশক বা সরবরাহক (supplier) নহে, পরন্তু মৌলিক হৃদয়ই বুদ্ধির প্রকাশক এবং তাহার পুষ্টিও সর্ব্বক্ষণ হৃদয় হইতেই হইয়া থাকে। ঈদৃশ মস্তিষ্কের পরিচালনেই প্রাণবৃত্তির সঞ্চার হয়। সর্ব্ব-

প্রাণারাম শ্রীভগবান্ লীলাকল্লোলবারিধি। জীবাত্মায় প্রাণের সঞ্চার হইলেই মাত্র তাহা লভ্য বা অনুভূত হয়। শ্রীভগবল্লীলা এক প্রাণ হইতে অপর প্রাণে সঞ্চারিত হয়। উহাতে কোন প্রকার জড়ের স্পর্শলেশ-মাত্রও নাই। "প্রাণ আছে তা'র সেহেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব।" (প্রভুপাদ)

জ্যেষ্ঠত্বাভিমান মস্তিষ্ক হইতে না হইয়া হৃদয় হইতে হইলে All accommodating (সকলকে খাপ খাওয়াইয়া বা মানাইয়া লইবার উপযোগী) হয়, নতুবা তাহা 'জ্যেষ্ঠ' বলিয়া অভিমান মাত্রই সার হয়; কার্য্যতঃ জ্যেষ্ঠের কোন Functionই (বৃত্তি বা ধর্ম্ম) তাহাতে থাকে না। প্রকৃত প্রস্তাবে জ্যেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ হৃদয়ানুবৃত্তি হইতেই কনিষ্ঠগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারাও ক্রমশঃ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠের আসন অলঙ্কৃত করেন। শুদ্ধ আম্নায়-পারম্পর্য্য বা শ্রীগুরুপারম্পর্য্য ঈদৃশ মৌলিক ধারায় অর্থাৎ হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে প্রবহমানা থাকিয়া জগজ্জীবকে শোধনকরতঃ শ্রীধাম ও ধামেশ্বরের হৃদয়াভ্যন্তরে স্থান প্রদান করিতেছেন। যে কথা জীবের 'মৌলিক হৃদয়' প্রকাশে অসমর্থ, তাহা যতই বিচারপূর্ণ হউক, যতই সুর-তাল-লয়-মান সংযুক্ত হউক, তাহা আম্নায়-কথা বা হরিকথা নহে। হরিকথা প্রাণের কথা, দেহমনের কথা হরিকথা নহে। ভক্তরাজ শ্রীউদ্ধব নন্দব্রজরমণী-গণের—তন্মধ্যে আবার বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীর চরণরেণু নিরন্তর বন্দনা করিতে চাহিতেছেন, যেহেতু হরি-অনুরাগিণী তাঁহাদের হরিকথাগানই ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকে। গোপাঙ্গনাগণে শ্রীহরি-অনুরাগজনিত পরম শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়বৃত্তি প্রকাশিত থাকায়, সেই হৃদয় হইতে উচ্চারিত গানই ত্রিজগন্মানসাকর্ষী হইয়াছে। শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন—

> "বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্নশঃ।
> যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥"
> (ভাঃ ১০।৪৭।৬৩)।

অবশ্য ইহা অত্যন্ত উন্নততম স্তরের আদর্শ হইলেও ইহাই আমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। শাণ্ডিল্য ঋষি ঈশ্বরে পরানুরক্তিকেই ভক্তি বলিয়াছেন—সা চ পরানুরক্তিরীশ্বরে। হৃদয় সেইপ্রকার ভক্তিভাবময় হইলেই তাহা হইতে প্রকৃত 'হরিকথোদ্গীত' উত্থিত হইয়া থাকে। "হৃদয় হইতে বলে জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাবৈশিষ্ট্যে জীবচৈতন্য, শ্রীমঠমন্দিরাদি, শ্রীভগবদ্বিগ্রহ, শ্রীভগবদ্ধাম, শ্রীভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি সকলই সার্ব্বকালিক ও সর্ব্বব্যাপী এক অখণ্ড সত্তাসম্পন্ন এবং সকলটীই মূলতঃ সংকীর্ত্তনাখ্য হওয়ায় সংকীর্ত্তন ব্যতীত তাঁহাদের সম্যক্ প্রকাশ অসম্ভব। বৈকুণ্ঠপুরুষগণ পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনমুখেই মাত্র অতীন্দ্রিয় সত্তার দর্শন, স্পর্শন ও সঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন। "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তনেই জীবের অনাদিবদ্ধ সুপ্ত হৃদয়দ্বার খুলিয়া যায় এবং তাহাতেই মাত্র হৃদয় ও কর্ণের প্রকৃত রসায়ণ হয়। সাধুগণের হৃদয়ের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলেই মাত্র লোকসংগ্রহকারিণী অচিদ্বিভূতি জীবকে মুহ্যমান করে এবং ভাবময় বস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়া অভাবময় নশ্বর ও ক্ষোভোৎপাদক রাজ্যেই বিচরণ করায়। ইহাকেই সুখদুঃখময় সংসারদশা বলা হয়।

জাগ্রতহৃদয় সাধুর নিরন্তর সেবন হইতে জীবের যাবতীয় অনর্থ বিদূরিত হইতে থাকিলে তাহাতে ধীরে ধীরে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির অনুপ্রবেশ হয়। ভক্তিদেবীর অনুপ্রবেশে জীব-হৃদয়ের শোভা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহারই নাম শুদ্ধ হৃদয়ানুবৃত্তি।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

> সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
> মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

[অর্থাৎ "সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া আর কিছু জানি না।" এইরূপ শুদ্ধ তদ্গতহৃদয় ভগবৎ প্রিয়তম সাধুর হৃদয়ই অনুবর্ত্তনযোগ্য।]

হায়দরাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নিজস্ব ভূখণ্ডে নবনির্ম্মিত ভবনের উদ্‌ঘাটন এবং উক্ত নবভবনে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয়-মহোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্‌-ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ সহরে দেওয়ান দেউড়িস্থিত [নিজামের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার প্রাক্তন উদ্যানভবন (পুরাতন সালারজং মিউজিয়ামান্তর্গত)] শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নিজস্ব ভূখণ্ডে নবনির্ম্মিত ভবনের উদ্‌ঘাটন এবং উক্ত নবভবনে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদ জীউ শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয় মহোৎসব গত ৯ জ্যৈষ্ঠ, ২৩ মে বৃহস্পতিবার সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ সমভিব্যাহারে উত্তর ভারত প্রচার-সফরান্তে দিল্লী হইতে গত ৮ই মে বিমানযোগে হায়দরাবাদ বিমান-বন্দরে পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া পৌঁছিলে স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য নানাস্থান হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ, ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ ও বৈষ্ণবগণ শুভাগমন করেন।

(১) শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্-সি ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীরামবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীহনুমান্ প্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণগোপাল রায় উত্তর ভারতে শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে প্রচারসফররত ত্রয়োদশমূর্ত্তি ট্রেনযোগে দিল্লী হইতে ৬ই মে যাত্রা করতঃ ৮ই মে হায়দরাবাদে আসিয়া পৌঁছেন।

(২) রাজমহেন্দ্রী ও বিশাখাপত্তনমস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আশ্রমের সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ একজন ব্রহ্মচারী সেবক [শ্রীনারসিংহ ব্রহ্মচারী] সহ ২১ শে মে প্রাতে শুভাগমন করেন।

(৩) কাল্‌না শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, বর্দ্ধমানস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ একজন ব্রহ্মচারী সেবক [শ্রীবিদগ্ধমাধব ব্রহ্মচারী] সহ, রিষ্‌ড়া (হুগলী) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী কলিকাতা হইতে ১৯ মে যাত্রা করতঃ ২১ মে পূর্ব্বাহ্নে হায়দরাবাদে শুভপদার্পণ করেন।

(৪) শ্রীললিতকৃষ্ণদাস বনচারী বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ২৩মে প্রাতে আসিয়া পৌঁছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস উৎসবা-নুষ্ঠানের প্রাক্ ব্যবস্থায় সহায়তার জন্য চণ্ডীগড় হইতে পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীপাদ বিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বারকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী প্রমুখ হায়দরাবাদ মঠের সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সুন্দররূপে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

স্বধামগত শ্রীমদ্ ধীরকৃষ্ণদাস বনচারীর প্রাণপণ সেবাপ্রচেষ্টার ফলেই হায়দরাবাদ মঠের জমি সংগৃহীত হয়। মঠের শ্রীমন্দির ও গৃহনির্ম্মাণজন্য নক্সাতৈরী ও মঞ্জুরি প্রাপ্তিবিষয়ে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। মহোৎসবকালে তাঁহার অভাব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ এবং সজ্জনগণ সকলেই অনুভব করেন। শ্রীশ্যামসুন্দর লালজী কনোড়িয়ার প্রচেষ্টায় শ্রীমতী দ্রৌপদী মঠের জন্য অধিকাংশ জমি দান করেন। এতদ্ব্যতীত শেঠ মাতাদিনজী তৎসংলগ্ন কিছু জমি দেন।

২২মে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে শ্রীমঠের পাথরঘাটিস্থিত পুরাতন স্থান হইতে দেওয়ান দেউড়িস্থিত শ্রীমঠের নবভবনে শুভাগমন করতঃ অধিবাসের প্রাকৃকৃত্য সম্পন্ন করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে গৃহপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ বৈষ্ণবহোম সম্পাদন করেন। শ্রীদুলিচাঁদ আগরওয়ালজী অদ্যকার মহোৎসবের আনুকূল্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্বাদভাজন হন।

পরদিবস প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদি সহযোগে পাথরঘাটিস্থিত পুরাতন স্থান হইতে যাত্রা করতঃ গুলজার হৌজ, মামা জুমলা ফাটক, গাঁধি বাজার, হাইকোর্ট রোড, মুশ্‌লিমজং পুল, বেগমবাজার, মশলাপট্টি, বাসনপট্টি, সিদিয়ামবর বাজার, মহারাজগঞ্জ, নয়াপুল প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করতঃ পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় দেওয়ান দেউড়িস্থিত নবভবনে শুভবিজয় করেন।

সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেকের আয়োজন হয়। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ বৈদিক বিধানানুযায়ী পুরুষসূক্ত, শ্রীসূক্ত ও পাবমানীসূক্ত প্রভৃতি বৈদিক সূক্ত অবলম্বনে মহাভিষেক সম্পাদন করিলে শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ প্রমুখ সেবকবৃন্দ ক্ষিপ্রতার সহিত বিচিত্র বসনভূষণাদি দ্বারা শ্রীবিগ্রহগণের শৃঙ্গারসেবা সম্পাদন করেন। শঙ্খঘণ্টামৃদঙ্গমন্দিরাদি বাদ্যধ্বনি সহ শত শত ভক্তের সম্মিলিত কণ্ঠোত্থ গগনপবনভেদী উচ্চ নাম-সংকীর্ত্তন ও মুহুর্মুহুঃ বিপুল জয়ধ্বনিমধ্যে শ্রীবিগ্রহের অভিষেক, শৃঙ্গারসেবা, সিংহাসনারোহণ, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি মহাসমারোহে সম্পাদিত হইলে সমবেত অগণিত ভক্ত নরনারীকে বিবিধ-বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীশ্যামসুন্দর লাল কনোড়িয়াজী মহোৎসবের সম্পূর্ণ আনুকূল্য বিধান করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হন।

স্থানীয় কঙ্কেটি মালিয়া এণ্ড সন্স্ ট্রেইলার দিয়া রথনির্ম্মাণ বিষয়ে সাহায্য করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের তত্ত্বাবধানে ও প্রচেষ্টায় শ্রীজগৎদাসজী প্রভৃতির সহায়তায় সুরম্য রথ নির্ম্মিত হয়।

শ্রীমঠের সভামণ্ডপে ২২মে বুধবার হইতে ২৬মে রবিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন—অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্য-ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রী জি, ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রী; মাননীয় বিচারপতি শ্রী ভি, মাধব রাও; অন্ধ্রপ্রদেশ-সরকারের সমাজকল্যাণ-মন্ত্রী ভট্টম শ্রীরাম-মূর্ত্তি; বিচারপতি শ্রী ভি, পার্থসারথি; অন্ধ্রপ্রদেশ-সরকারের রাজস্ব-বিভাগের সদস্য শ্রী এন্, রমেশন্। প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের শ্রম ও বাণিজ্য বিভাগের সচিব শ্রী এস্, আর্, রামমূর্ত্তি; ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তেলেগু বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীদিবাকর ভেঙ্কট অবধানি ও রাজা শ্রীপান্নালাল পিত্তি।

'মঠ ও মন্দিরের উপযোগিতা', 'শ্রীবিগ্রহসেবার প্রয়োজনীয়তা' 'ঈশ্বরবিশ্বাস ও জন্মান্তর বিশ্বাসের উপকারিতা,' 'ভাগবতধর্মের সর্ব্বোত্তমতা', 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাবৈশিষ্ট্য' যথাক্রমে সভায় আলোচিত হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা, হাকিম শ্রীরামেশ্বর রাও ভিষকাচার্য্য ও শ্রীএম্ এস্ কোটিশরণ (M. S. Kotisharan) M.A. বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন।

কএকদিবসই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ সুললিত কণ্ঠে উদ্বোধন ও উপসংহার-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন।

প্রত্যহ প্রাতে ও মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে পাঠকীর্ত্তনাদি হইয়াছে। ভাষণাদি হিন্দীভাষায়ই হইয়া থাকে।

শ্রীরাধেশ্যাম শর্ম্মা, শ্রীবলদেব দাসাধিকারী, শ্রীহরিপ্রসাদ দাসাধিকারী (শ্রীহনুমান্ প্রসাদ আগরওয়াল), শ্রীজগা রেড্ডি প্রভৃতি গৃহস্থভক্ত ও সজ্জনগণের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসার্হ।

শ্রীমঠের শ্রীমন্দির ও গৃহাদি নির্ম্মাণসেবায় যাঁহারা মুখ্যভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

Shivdot Rai, Prahlad Raijee, Shivdot Rai Sundarmaljee, Shivdot Rai Vilas Raijee, Sri Pannalal Pitti, Sri Vrindabanlal Pitti, Smt. Shanta Bain (M/o Dulichand), Smt. Chanda Bain, Sri Krishna Reddy, Seth Matadin (M/s Gopal Silk House), Om Prakash Gupta, P. Satya Narayan Joharee, Dongarsi Bhai, Bithal Raja, T. Achha Reddy, Chameli Bai, Suraj Bhan (Late), Hakim Rameswar lal Visak-Acharyya, Tribeni Bain, Nagina Bain, Guru nath Rao, Seth Joykarandasjee, Bhuramal Basudev, Venu Gopal Reddy, Venket Reddy, Parameswari Bai (Sakrani), R. Nank Ram, Ramavatar Goyal (Elder brother of Matadinjee), Matadin (God brother), Gita Bain, Parameswari Bain, Kausalya Bain, Durlabh Chandjee, Kalabati Bain, Bahadurlal Bal Mukund, Smt. Tara Bain, Smt. Kamala Bain, Smt. Banarasi Bain, Sri Nanda Kishore Aggarwal, M/s Jaggulal Khairatilal, Sri Satya Narayan Swami (Engineer), M/s Suraj Mal Dulichand.

২৮শে মে, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হায়দরাবাদ গুজরাটী প্রগতি সমাজের সৎসঙ্গ-ভবনে পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে একটী সভার অধিবেশন হয়। গুজরাটি সম্প্রদায়ের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জন ও মহিলা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। 'গৃহস্থ সংসারী জীবের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে আলোচনা হয়। পূজ্যপাদ সভাপতির ইচ্ছানুসারে প্রথমে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীনামসংকীর্ত্তন সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বলিলে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনীভাষায় "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ" (গীঃ ৮।৭), "মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো" (গীঃ ১১।৫৫) ইত্যাদি শ্লোকাবলম্বনে সংসারী জীবের ভগবদ্ ভজন-কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। অতঃপর পূজনীয় সভাপতি মহারাজ 'প্রগতি'-প্রসঙ্গে ভক্তরাজ

শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত 'ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং,' 'মতি র্ন কৃষ্ণে,' 'নৈষাং মতিঃ' ইত্যাদি এবং নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদের 'কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং', 'নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন,' 'এবং লোকং,' 'তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত' প্রভৃতি ভাগবতীয় এবং শ্রুতিস্মৃত্যাদ্যুক্ত শ্লোকালোচনা-মুখে ঘণ্টাধিককাল সংসারী জীবের কর্ত্তব্য ও তৎপালনোপায় সম্বন্ধে এক সুন্দর সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। ভাষণ অবশ্য হিন্দীভাষাতেই হইয়াছিল। সভার আদ্যন্তে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ প্রমুখ মঠসেবকগণ। শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

সেকেন্দ্রাবাদ হইতে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক-পত্র 'The Deccan Chronicle' এর ২৪, ২৬ ও ২৮ মে (১৯৭৪) তারিখের সংখ্যায় হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবগৃহ-প্রবেশমহোৎসব ও পঞ্চদিবস-ব্যাপী ধর্ম্মসভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

আমাদের মঠের মন্দিরটি সম্পূর্ণ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইতেছে। এখনও চূড়ার ও অন্যান্য সূক্ষ্ম শিল্প কার্য্য অনেক বাকী আছে। স্থানীয় বিশিষ্ট অন্ধ্র মাড়োয়ারী তথা গুজরাটী সজ্জনগণ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আশা করা যায় শীঘ্রই উহা সম্পন্ন হইবে।

হায়দ্রাবাদ অন্ধ্রপ্রদেশের একটি প্রাচীন প্রধান সহর। দৃশ্য অতি সুন্দর, সর্ব্বত্রই লক্ষ্মীশ্রী বিরাজিত। চতুর্দ্দিকে পাহাড়, কএকটি বড় বড় হ্রদ থাকায় এস্থানে গ্রীষ্মের প্রখরতা তাদৃশ ক্লেশদায়ক হয় না। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বিরলা মহোদয় এখানে ৭০ লক্ষ বা তদধিক মুদ্রা ব্যয়ে শ্রীবেঙ্কটেশ ভগবানের একটি সুরম্য বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন। মন্দিরের কার্য্যও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। নিকটেই শ্রীশ্রীসীতারামের একটি মন্দির নির্ম্মাণের পরিকল্পনাও শুনিয়া আসিলাম। 'চারমিনার' (চতুঃস্তম্ভ ?) নামক স্থানে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবী পূজিত হইয়া থাকেন। ইনি নিজামের রাজলক্ষ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধা। পূজা হিন্দু ব্রাহ্মণদ্বারা পরিচালিত হইলেও মুসলমানগণও তাঁহার সমাদর করিয়া থাকেন। কাশ্মীরে যেমন মুসলমানগণেরই সংখ্যাধিক্য, হায়দ্রাবাদে তেমন হিন্দুগণেরই সংখ্যাধিক্য। শুনিলাম, নিজাম বাহাদুর হিন্দু প্রজাগণের উপর খুব সদ্ব্যবহার করিতেন। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হাইকোর্ট, মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, আদালতাদি সমস্তই দর্শনযোগ্য। অন্ধ্র, মাড়োয়ারী, গুজরাটি প্রভৃতি বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির বিশাল বিশাল বাসভবনে ও বিপণি, বাজার প্রভৃতি সহরের সৌন্দর্য্য সবিশেষ সম্বর্দ্ধিত করিতেছে। রাস্তা ঘাটও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে রিক্সাগুলি তাদৃশ সুখদায়ক মনে হইল না। আঙ্গুরের সময় প্রচুর আঙ্গুর উৎপন্ন হয়। আম্রের সময়ে আম্রও প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়। তণ্ডুল, দ্বিদল, শাকসব্‌জী, দধি, দুগ্ধ, ঘৃতাদি আমাদের দেশের ন্যায় মহার্ঘ নহে। মোটের উপর সহরটি দেখিয়া ভালই মনে লইল। সেকেন্দ্রাবাদ সহরটিও হায়দরাবাদেরই অনুরূপ সুন্দর দর্শন। এদিকের অন্ধ্র অধিবাসী অনেকেই উর্দ্দু ও হিন্দীভাষা জানেন। নিজামের সময়ে উর্দ্দুভাষা স্কুল কলেজে Compulsory ছিল।

হায়দরাবাদে গোলকোণ্ডা কোর্ট একটি দর্শনযোগ্য স্থান, ইহার সহিত ভারতের বহু প্রাচীন ঐতিহ্য বিজড়িত। এই দুর্গটি একটি পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহা ওয়ারাঙ্গালের কাকাটিয়া (kakatiya) রাজগণের রাজ্যক্ষেত্র ছিল। শুনা যায়, রাজা প্রতাপ-রুদ্রদেব—১ এর রাজত্বকালে একজন মেষপালক তাঁহাকে এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার পরামর্শ দেন। মহারাজ তাঁহার সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মেষপালকের নামানুসারে ইহার নাম হয়—Gollakonda. 'Golla' অর্থে মেষপালক, 'Konda' অর্থে পাহাড়। কালক্রমে এই গোল্লাকোণ্ডাই 'গোলকোণ্ডা' (Golconda) নামে খ্যাত হয়। ওয়ারাঙ্গাল (warangal) রাজার রাজ-ধানী ছিল বলিয়া ওয়ারাঙ্গালের রাজা কৃষ্ণদেব ঐ গোলকোণ্ডা দুর্গ ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে বাহমনি (Bahmani) রাজবংশের মহম্মদ শাহ—(১) কে একটি চুক্তি অনুসারে সমর্পণ করেন। পরে গোলকোণ্ডায় ক্রমশঃ মুসলমান

শাসন চলিতে থাকে। গোলকোণ্ডা দুর্গটি পূর্ব্বে খুব দর্শনযোগ্য স্থান ছিল, ক্রমশঃ সংস্কারাভাবে উহার সৌন্দর্য্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। এখনও বালাহিসার (Bala Hisar) গেটে শব্দ করিলে সেই শব্দের অনুকম্পন (Vibration) দুর্গের শিখর দেশ হইতেও অনুভূত হয়। ভক্ত শ্রীরামদাসের জেল বলিয়া পাহাড়ের উপরে একটি স্থান আছে, সেখানে উক্ত ভক্ত স্বহস্তে প্রস্তরগাত্রে যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও শ্রীহনুমান্‌জীর মূর্ত্তি খোদিত করিয়া পূজা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও দৃষ্ট হয়।

শ্রীপাট যশড়ায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা

পরম পূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল জগদীশপণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট যশড়ায় শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৮১), ইং ৪ঠা জুন (১৯৭৪) মঙ্গলবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ২০ শে জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব হয়। মহোপদেশক শ্রীমন্‌মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ যথাক্রমে শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য এবং ভগবৎকৃপা যে ভক্তকৃপানুগামিনী, ইহা বিভিন্ন ভাবধারায় পরিবেশন করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে সুমধুর কীর্ত্তন দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ। ২১ শে জ্যৈষ্ঠ প্রভাতে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন পাঠাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ বারবেলা বাদ দিয়া ৮-১৫ মিঃ এর পর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহগণের (শ্রীগৌরগোপাল, শ্রীকৃষ্ণবলরাম, শ্রীরাধা-রাধাবল্লভ, শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীগিরিধারী, শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতির) যথাবিধি অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ এবং আরাত্রিকাদি সম্পাদন করিলে বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা মহাসংকীর্ত্তন ও বিপুল জয়ধ্বনিমধ্যে স্নানবেদীতে শুভবিজয় করেন। অতঃপর শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম, তন্নিজজন বৈষ্ণবপাদপদ্ম ও সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরপাদপদ্ম স্মরণ-মুখে যথাশাস্ত্র শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। শ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীমন্দির হইতে স্নানবেদীতে আনয়ন, অভিষেক-পূজাদি এবং সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে শ্রীজগন্নাথদেবকে পুনরায় শ্রীমন্দিরে লইয়া যাইবায় কালে বিভিন্ন সেবাকার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীঅপ্রমেয় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবক এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ গোস্বামী (মুখোপাধ্যায়) মহোদয়, শ্রীমান্‌নিমাই মুখোপাধ্যায় প্রমুখ স্থানীয় সজ্জনগণ। স্নানযাত্রার সময় মহাসংকীর্ত্তনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন—মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি; রন্ধনশালায় ভোগ-রন্ধনাদি সেবায় নিযুক্ত ছিলেন—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী প্রভৃতি। এই শ্রীপাটে নিয়ম আছে, শ্রীজগন্নাথদেব স্নানের পর ত্রিরাত্র মন্দিরাভ্যন্তরে ভূতলে তৃণাসনে অবস্থান করতঃ চতুর্থ দিবস মহাসংকীর্ত্তনমধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্রীপাদ নারায়ণদাস গোস্বামি প্রভু স্নানযাত্রা মহোৎসবের তত্ত্বাবধানাদি করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে নির্ব্বিঘ্নে

সিংহাসনারূঢ় দর্শন করতঃ কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মঠরক্ষক শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী অসুস্থ শরীরেও উৎসবের দ্রব্যাদি ও অর্থানুকূল্যসংগ্রহ এবং অন্যান্য নানা সেবা-কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। কলিকাতা, শ্রীধামমায়াপুর ও কৃষ্ণনগর মঠ হইতে বহু সেবক এবং পায়রাডাঙ্গা, রাণাঘাট, কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর, জীরাটবলাগড় প্রভৃতি স্থানেরও বহু গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। আরও বহুভক্তের এই উৎসবে যোগদানের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মঠে বিশ্রামের উপযুক্ত স্থানাভাবে অনেকেই যাইতে পারেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। অর্থশালী সজ্জনবৃন্দের এবিষয়ে একটু সেবানুকূল্যময়ী দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে বহু ভক্তের আনন্দের বিষয় হয়। যশড়া শ্রীপাটের সেবায় বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন বান্ধব শ্রীযুক্ত সুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় বা পাঁচু ঠাকুর মহাশয় এবার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার অসুস্থতানিবন্ধন অত্যন্ত বিমর্ষ থাকা সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে শ্রীমন্দিরে আসিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জগন্নাথ--শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার নির্ব্বিঘ্ন সেবোদ্যম প্রার্থনা করি। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবায় প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য নিয়োগকারী ও কারিণী সকল পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দের প্রতিই আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং শ্রীজগন্নাথ-পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তাঁহারা উত্তরোত্তর তৎপ্রতি আরও সেবাবুদ্ধি-বিশিষ্ট ও বিশিষ্টা হইয়া তাঁহার কৃপা লাভ করত মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে প্রত্যব্দ শ্রীমন্দির-সংলগ্ন প্রশস্তপ্রাঙ্গণে স্নানবেদীর চতুর্দ্দিকে একটি মেলা বসিয়া থাকে। এবারও মেলাটি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। সকালে একপশলা বারিবর্ষণ দ্বারা দেবতা-বৃন্দ জগন্নাথদেবের স্নান সম্পাদন করাইলেও তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আকাশ ঘোর-ঘন-ঘটাচ্ছন্ন হইলেও বারি বর্ষিত হয় নাই। শ্রীজগন্নাথ স্নানবেদী হইতে নির্ব্বিঘ্নে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ হরিকথা বলেন। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ তাঁহার সুললিত কীর্ত্তন দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে সুখ দান করেন।

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রঃ—মহাপ্রভু কি গৃহস্থ কি বৈরাগী সকলকেই স্ত্রীসঙ্গরূপ অসৎসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গী-সঙ্গরূপ অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। এই অসৎসঙ্গ-ত্যাগ বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তি—অসাধু। এই 'স্ত্রীসঙ্গী' বলিতে কি পরস্ত্রীসঙ্গী ও বিবাহিত-স্ত্রীসঙ্গী উভয়ই বুঝায়?

উঃ—সনজ ধাতু হইতে সঙ্গ শব্দ নিষ্পন্ন। সনজ ধাতুর অর্থ আসক্তি। তাহা হইলে সঙ্গ অর্থে আসক্তি বুঝায়। ভাঃ ৩।৩১।৩৯ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ 'সঙ্গমাসক্তিম্' অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং সঙ্গী অর্থে আসক্তিযুক্ত বা আসক্ত। স্ত্রীসঙ্গী মানে স্ত্রীতে আসক্ত। পরস্ত্রী-সঙ্গ সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ। অতএব বৈরাগী ভক্তগণ ত' স্ত্রীসঙ্গ করিবেনই না, এমন কি গৃহস্থ বৈষ্ণবগণও নিজ স্ত্রীতে আসক্ত হইবেন না, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ভাঃ ৩।৩১।৩৯ শ্লোকে বলেন—'সঙ্গমং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু।' এই 'প্রমদাসু' শব্দের অর্থে শ্রীজীব প্রভু বলিয়াছেন—"প্রমদাসু স্বীয়াসু অপি"। চক্রবর্ত্তিপাদও বলিয়াছেন—"প্রমদাসু স্বীয়াসু অপি সঙ্গং আসক্তিং ন কুর্য্যাৎ"। অর্থাৎ

নিজের বিবাহিত স্ত্রীতেও আসক্ত হইবে না। টীকায় "স্বীয়াসু অপি" অংশে 'অপি' শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, পরস্ত্রীসঙ্গ ত' দূরের কথা, নিজের স্ত্রীর প্রতিও আসক্ত হইবে না। ভাঃ ৩।৩১।৪০ "যোপযাতি" শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—স্ত্রীলোক দেবনির্ম্মিত মায়া-বিশেষ। এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া বড় শক্ত ব্যাপার। এইজন্য স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে যাওয়াই সঙ্গত নয়। পুরুষকে বিরক্ত নিষ্কাম মনে করিয়া, নিজেরও নিষ্কামতা জ্ঞাপন করিয়া কেবল সেবা-শুশ্রূষার উদ্দেশ্যেও কোন স্ত্রীলোক যদি নিকট-বর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলেও ঐ স্ত্রীকে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় অমঙ্গলকারিণী ও মৃত্যু বলিয়া জানিবে। স্ত্রীলোক যদি জ্ঞানবতী, বৈরাগ্যবতী এবং ভক্তি-ভীও হয়, অথবা উন্মাদ বশতঃ অজ্ঞানও হয় কিম্বা নিদ্রিত অথবা মৃতও হয়; তথাপি তাহার নিকটে যাইবে না। সর্ব্বদা তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিবে।

ভাঃ ৩।৩১।৩৫ বলেন—স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ দ্বারা মানুষের যেরূপ অজ্ঞানতা, বন্ধন, সর্ব্বনাশ ও ভক্তিবাধা হয়, অন্যসঙ্গ হইতে জীবের সেরূপ অমঙ্গল বা সর্ব্বনাশ হয় না।

শ্রীল শ্রীজীব প্রভু সঙ্গ অর্থে ব'লেছেন—

'সঙ্গোঽত্র তদ্বাসনয়া তদ্বার্ত্তাময়ঃ'।

অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গের বাসনা লইয়া স্ত্রীসঙ্গ-বিষয়ক কথা-বার্ত্তাই সঙ্গ।

স্ত্রীর সঙ্গ ও সেবা দ্বারা পুরুষাভিমান বর্দ্ধিত হয়। এজন্য সেই পুরুষ অভিমানী, স্ত্রীসঙ্গী জীব পরম পুরুষ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামের সঙ্গ ও সেবা লাভ করিতে পারে না। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধকমাত্রেরই এই ইন্দ্রিয়তর্পণময় মারাত্মক স্ত্রীসঙ্গ যে দৃঢ়ভাবে পরিত্যাজ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। আরও একটি কথা এই যে, কামিনীসঙ্গ করিলে 'আমি কৃষ্ণকামিনী' এই মঙ্গলকর অভিমান কিছুতেই জাগিবে না। যে সব ভাগ্যবান্ সাধক এই জন্মেই সিদ্ধি লাভ করিতে চান, তাঁহারা অবশ্যই স্ত্রীসঙ্গ হইতে দূরে থাকিবেন। নতুবা এক জন্মে স্বরূপসিদ্ধি বা গোপী-দেহপ্রাপ্তি অসম্ভব।

যে সব সুসংস্কারসম্পন্ন মহিলা ভক্ত এই জন্মে কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা যেন পুরুষের সঙ্গ আর না করেন। কারণ মর পুরুষের সঙ্গ হইলে বা তাহাতে আসক্তি থাকিলে অমর পুরুষ, পরম পুরুষ, নিত্যপতি বা জগৎপতি কৃষ্ণের সঙ্গ ও সেবালাভে বঞ্চিত হইতে হইবে। স্ব-পর-সুখবাঞ্ছারূপ কাম হৃদয়ে থাকিলে হৃদয়নাথ কামদেব কৃষ্ণ বা কৃষ্ণনাম চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবেন না। শাস্ত্রে বলেন—

"ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

"ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥"

প্রঃ অধম আমি নিষ্কাম হইয়া শুদ্ধভাবে যখন হরিভজন করিতে পারিতেছি না, তখন আমি কি করিয়া ভগবান্‌কে পাইব ?

উঃ—'অধম আমি যখন সুষ্ঠুভাবে ভজন করিতে পারিতেছি না, তখন কি করিয়া ভগবান্‌কে পাইব ?' এইরূপ আশঙ্কা বা হতাশা নিরর্থক ও বৃথা। কারণ আমি পতিত, তিনি পতিতপাবন; আমি দীন, তিনি দীনপাবন, দীনবন্ধু। আমি দুর্ভাগা হইলেও তিনি কৃপাময়, মহাবদান্য ও আশ্রিতবৎসল।

আমি অপরাধী হইলেও তিনি কাহারও অপরাধ নেন না, তিনি ক্ষমার মূর্ত্তি।

শাস্ত্র বলেন—

ঈশ্বর-স্বভাব ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে, আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণ শিবজীকে নিজেও বলিয়াছেন—

'যে মাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্ত্যেব নান্যথা।'

আমি অধম হইলেও ভাগ্যক্রমে ভগবৎকৃপায় সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভক্ত গুরুর আশ্রিত, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত। সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত ভক্ত ভগবান্‌কে পায়ই। ভক্ত-গুরুর সম্পর্ক দেখিয়াই ভগবান্ আশ্রিত জনগণকে কৃপা করেন, দর্শন দেন। সুতরাং সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত আমাদের আবার হতাশা কোথায় ? সদ্‌গুরুর দীন ভৃত্য আমাদের সাফল্য অনিবার্য্য। কত আশার কথা! কত আনন্দের সংবাদ!

কৃষ্ণভক্ত অক্রূরও বলিয়াছেন—

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন॥

(ভাঃ ১০।৩৮।৫)

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

(চৈঃ চঃ ম ২২ অঃ)

শ্রীসনাতনটীকা—

"অচ্যুতস্য নিরুপাধিক কৃপালুত্বাদি মাহাত্ম্যাৎ চ্যুতি-রহিতস্য কৃষ্ণস্য দর্শনং তন্মাহাত্ম্যবলাৎ স্যাৎ। তৎকারুণ্য-মহিম্না মম অধমত্বং অপগতম্।"

শ্রীজীবকৃত ক্রমসন্দর্ভ টীকা—

"অচ্যুতস্য সদ্ভজনাভাবেঽপি কৃপালুত্বাদি মাহাত্ম্যাৎ চ্যুতিরহিতস্য কৃষ্ণস্য দর্শনং তন্মাহাত্ম্যবলাৎ স্যাৎ। কর্ম্মভোগকালপ্রবাহেন সংসার্য্যমানোঽপি ক্বচিৎ সাঙ্কেত্য-নামাদি নিমিত্তে সতি কশ্চন অজামিলাদি-সদৃশস্তরতি, যথাকথঞ্চিৎ অভিগমনাদৌ সতি পূতনাদিসদৃশো বা।"

শ্রীকৃষ্ণ নিরুপাধিক কৃপালুত্বগুণ হইতে কখনও চ্যুত হন না বলিয়া তিনি 'অচ্যুত' নামে অভিহিত। কৃষ্ণের সেই অদ্ভুত মাহাত্ম্যই আমার ন্যায় অধমকে কৃষ্ণদর্শন করাইবে। কৃপাময়ের কৃপা করাই স্বভাব, ইহাই ভরসা। মহাপাপী অজামিল এবং পূতনাও কৃষ্ণের কৃপা পাইয়াছে। সুতরাং আমার হতাশার কিছু নাই।

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন—

"I must receive His grace, I must not go astray. My Divine Master must help me, if I am bonafide."

প্রঃ—গুরুদেবতাত্মা মানে কি?

উঃ—বিষয়াত্মা মানে যেমন বিষয়াবিষ্ট বা বিষয়া-সক্ত, গুরুদেবতাত্মা মানে তদ্রূপ গুরুদেবাসক্ত বা গুরুদেবাবিষ্ট চিত্ত। (—ভাঃ ১০।৩৮।৫ চক্রবর্ত্তী টীকা ও স্বামী টীকা)

মৎস্য যেমন জলাত্মা অর্থাৎ জলই তাহার একমাত্র আশ্রয় বা জীবন, গুরুদেবতাত্মা ভক্তও তদ্রূপ গুরু-দেবৈক প্রাণ, গুরুসেবৈকজীবন। মৎস্য যেমন জল ছাড়া বাঁচিতে পারে না, গুরুনিষ্ঠ শিষ্যও তদ্রূপ গুরু ছাড়া, গুরুসঙ্গ ও গুরুসেবা ব্যতীত থাকিতে অসমর্থ। গুরুনিষ্ঠ ভক্ত সতত গুরুসঙ্গী, গুরুচিন্তারত, অনুক্ষণ গুরুসুখবিধানে ও গুরু-আদেশপালনে তৎপর বা নিষ্ঠাযুক্ত।

প্রঃ বুদ্ধিমান্ কে?

উঃ—অকামই হউক বা নিষ্কামই হউক, ধার্ম্মিক হউক বা পাপীই হউক, পণ্ডিত হউক বা মূর্খ হউক, ধনী হউক বা নির্ধন হউক, ব্রাহ্মণ হউক বা শূদ্র হউক, যিনি কৃষ্ণভজন করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনিই ভাগ্যবান্।

শাস্ত্র বলেন—

"বুদ্ধিমান্ অর্থে যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজ কাম লাগিহ তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
সকাম ভক্তে অজ্ঞ জানি' দয়ালু ভগবান্।
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান॥
মুক্তি ভুক্তি সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ়-ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি' দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥
সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব।
এ তিনে সব ছাড়ায়, করায় কৃষ্ণে ভাব॥
সাধু সঙ্গ কৃপা কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায়॥
বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ-পায়।
সেই বুদ্ধি দেন তাঁরে, যাতে কৃষ্ণ পায়॥
উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তম বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি॥
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে রতি বুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি' কৃষ্ণভক্তি করে কৃষ্ণ-পায়॥
ভক্তিস্বভাব—সব কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২২ ও ২৪ অঃ

বিরহ-সংবাদ

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়ালঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের পাঞ্জাব-জালন্ধরনিবাসী প্রিয় গৃহস্থ শিষ্য শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল কুম্ভস্নানান্তে হরিদ্বার হইতে উত্তরকাশীর পথে গত ২ বৈশাখ, ১৬ এপ্রিল, মঙ্গলবার প্রায় ৩৮ বৎসর বয়সে বিধবা জননী, অনুজ ভ্রাতা, স্ত্রী ও অল্পবয়স্ক দুই পুত্র ও এক কন্যাকে বর্ত্তমান রাখিয়া নিত্যধামে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার অকস্মাৎ প্রয়াণে শ্রীল আচার্য্যদেব, তাঁহার সতীর্থগণ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শাখা মঠের ত্যক্তাশ্রমী সাধুগণ, ভারতব্যাপী শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত ও আশ্রিতা শিষ্য ও শিষ্যাবর্গ এবং জালন্ধরনিবাসী সহস্র সহস্র নরনারী মর্ম্মান্তিকভাবে বেদনাহত হইয়া পড়েন। শ্রীসুরেন্দ্র কুমার পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের মূল স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। পশ্চিমভারতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে অদম্য উৎসাহী গৌরগতপ্রাণ অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবকের অন্তর্দ্ধানে কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানই ক্ষতিগ্রস্ত হইল এমন নহে, সমগ্র গৌড়ীয় জগতের সাম্প্রদায়িক প্রচারেরই অপূরণীয় ক্ষতি হইল। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে প্রগাঢ় অনুরাগ, গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় হার্দ্দী প্রীতি, নরনারীনির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সৌজন্যময় ব্যবহার প্রভৃতি অশেষ গুণের দ্বারা তিনি সকলের হৃদয়কে জয় করায় তাঁহার নির্য্যাণে সকলের হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্তরূপে বিরহবেদনা প্রকাশ পায়।

ইং ১৯৫৪ সালে শ্রীল আচার্য্যদেব পাঞ্জাব প্রচারে আসিলে শ্রীসুরেন্দ্র কুমার উক্ত বৎসর ২৩শে আগষ্ট জালন্ধরে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ শ্রীহরিনামমালা গ্রহণ করেন। তৎপর চারি বৎসর পরে ইং ১৯৫৮ সালের ১৭ই আগষ্ট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণান্তর শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার ধার্ম্মিক পিতৃদেব স্বধামগত শ্রীদুর্গাদাস আগরওয়াল ৩৮ বৎসর বয়সেই সুরেন্দ্রকে পৌগণ্ড অবস্থায় রাখিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীসুরেন্দ্র প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করতঃ শুক্লবিত্ত উপার্জ্জনের দ্বারা পরিবার পালন করিতে থাকেন। গৃহের মুখ্য দায়িত্ব সুরেন্দ্রের উপর আসিয়া পড়িলেও এবং সামান্য শিক্ষকতার কার্য্য করিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে তাঁহার অদম্য উৎসাহ আসিয়া উপস্থিত হইল। ইং ১৯৫৯ সালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিপূজাকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীসুরেন্দ্র জালন্ধরসহরে সর্ব্বপ্রথম নিখিল পাঞ্জাব হরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মেলনের বিরাট আয়োজন করেন এবং তদবধি প্রতি বৎসর শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরোহিত্যে তথায় বিরাট ধর্ম্মসম্মেলন হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানবর্ষে পঞ্চদশ বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীসুরেন্দ্রের সম্পাদনায় জালন্ধর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার পক্ষ হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সম্বলিত 'শ্রীচৈতন্যসন্দেশ' নামক একটী হিন্দী সাময়িকী পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শ্রীসুরেন্দ্রেরই পুনঃ পুনঃ প্রেরণায় শ্রীল আচার্য্যদেব পাঞ্জাবে শাখা মঠ স্থাপনে উৎসাহী হইয়া পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়ে বিশাল মঠ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী প্রচারে শ্রীসুরেন্দ্রের বিপুল আনুকূল্যে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ইং ১৯৭১ সালে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীসুরেন্দ্রকুমারকে 'ভক্তিসুন্দর' এই গৌরাশীর্ব্বাদসূচক উপাধি প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে ও নির্দ্দেশে শ্রীমঠের সাধুগণ কর্তৃক হরিসংকীর্ত্তনমুখে হরিদ্বারে গঙ্গার তটে সুরেন্দ্রের শেষ কৃত্য এবং জালন্ধরে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশে সুসম্পন্ন হয়।

শ্রীশিবানন্দ বনচারী—শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীশিবানন্দ বনচারী অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গত ৯ জ্যৈষ্ঠ, ২৩মে বৃহস্পতিবার শুক্ল-দ্বিতীয়া তিথিবাসরে আসাম প্রদেশের কামরূপজেলান্তর্গত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। ইনি সুস্নিগ্ধ শুদ্ধসদাচারনিষ্ঠ নিরভিমান বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালে ইঁহার একটী যোগ্যপুত্রকে [অধুনা শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ] স্বেচ্ছায় শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীকৃষ্ণসেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পিতা স্বেচ্ছায় পুত্রকে ভগবৎসেবায় অর্পণ করেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ইনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করতঃ সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবায় জীবনের অবশিষ্টকাল নিষ্ঠার সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইঁহার নির্য্যাণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহসন্তপ্ত।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বাষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) **প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা**— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা .৬২

(২) **মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—ভিক্ষা ১.৫০

(৩) **মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ)** ঐ ,, ১.০০

(৪) **শ্রীশিক্ষাষ্টক**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— .৫০

(৫) **উপদেশামৃত**—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৬২

(৬) **শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত**—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.২৫

(৭) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE— Re. 1.00

(৮) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — **শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়** — — — ,, ৬.০০

(৯) **ভক্ত-ধ্রুব**—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১.০০

(১০) **শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার**— ডাঃ এস, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১.৫০

(১১) **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** [শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] ... — ১০.০০

(১২) প্রভুপাদ **শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর** (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — — .২৫

দ্রষ্টব্য ঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

বিগত ২৪ আষাঢ়, (১৩৭৫); ৮ জুলাই (১৯৬৮) সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি-উক্ত ঠিকানায় স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীমঠের ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। (ফোন: ৪৬-৫৯০০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৪শ বর্ষ

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩৮১

সম্পাদকঃ —

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেবড়ী,(ওল্ড সালারজং মিউজিয়াম), হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

'চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৮১। ২৮ শ্রীধর, ৪৮৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার; ১ আগষ্ট ১৯৭৪। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ৯০ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণ যখন "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" বল্লেন, তখন বহির্ম্মুখ লোক কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রকৃতি-প্রসূত প্রাণিবিশেষ মনে ক'রে বল্লেন, কৃষ্ণচন্দ্র নিজের পূজার কথা নিজে বল্‌ছেন, কৃষ্ণ কিরূপ আত্মসুখপর! সেইজন্য সেই কৃষ্ণচন্দ্রই জীবের মঙ্গলের জন্য গুরুর পোষাকে উপস্থিত হ'লেন। তাঁ'র উপদেশ ও আচরণ হ'ল—'কৃষ্ণকে ভজন কর—কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর।' বোকা লোকেরা মনে কর্‌লে, একজন সাধক জীব এসে উপস্থিত হ'য়েছেন; বুদ্ধিমানেরা উপলব্ধি কর্‌লেন, কৃষ্ণ বড় চতুর, শঠ, তাই ভোল বদ্‌লেছেন, আশ্রয়জাতীয় আবরণ প'রেছেন; তাঁ'কে তাঁরা চিনে ফেল্লেন। আর আমার মত লোক মনে কর্‌লে, একজন আচার্য্য, একজন ধর্ম্মপ্রচারক উপস্থিত হ'য়েছেন, তিনি সমাজ-বিপ্লব সাধন কর্‌ছেন। "হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই॥ কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়। সেই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥"

যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তা'হ'লে সেই সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁ'দের কপালের জোর আছে, তাঁ'রা এই সুবিধাটা পান। যিনি যেরূপভাবে শরণাগত হন, তাঁ'র নিকট তদুপযোগী গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হ'ন।

আমাদের কপাল বড় মন্দ ছিল, জাগতিক লেখা-পড়া শিখে উঠ্‌তে পারি নাই, জাগতিক কোন সহায়-সম্বলে আস্থা স্থাপন কর্‌তে পারি নাই, এমন ব্যক্তিকে ভগবান্ দয়া ক'রেছেন—গুরুপাদপদ্মের সম্মুখীন ক'রে দিয়েছেন।

'ভগবান্' শব্দের অর্থ আলোচনা কর্‌তে গিয়ে গল্পের মত স্কুলে প'ড়েছিলাম—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

'বৈরাগ্য' ব'লে কথাটা গল্পের মত শু'নেছিলাম, 'বৈরাগ্যশতক', 'শান্তিশতক', 'মোহমুদ্গার' প্রভৃতিতে বৈরাগ্যের উপদেশ পাঠ ক'রেছিলাম; কিন্তু যখন দয়াময় কৃষ্ণ ও দয়াময় কার্ষ্ণি—উভয়েরই দয়া হ'ল তখন ভগবানের বৈরাগ্য-ব্যাপার শ্রীরূপ ধারণ ক'রে উপস্থিত হ'লেন। মানুষের আকারে এরূপ বৈরাগ্য হয়

না। কিন্তু আমরা তা' সাক্ষাদ্ভাবে দেখ্‌তে পেয়েছি, তথাপি আমি 'যে-তিমিরে, সে-তিমিরে'। শরীরটা বাধা দিচ্ছে, ২৪ ঘণ্টা গুরুপাদপদ্মের সেবা কর্‌তে পার্‌ছি না। যে বৈরাগ্যের আদর্শ-মূর্ত্তি দেখেছি, তা' মোহমুদ্গরের বৈরাগ্যমাত্র নয়—ফল্গুবৈরাগ্য নয়, সে বৈরাগ্য মহাভাবময়—কৃষ্ণসেবার পরাকাষ্ঠাময়।

কেবল কনক-কামিনীতে বৈরাগ্য নয়, প্রতিষ্ঠাশায় পর্য্যন্ত যাঁ'র বৈরাগ্য, এরূপ পুরুষ আমার আরাধ্য হউন—একটী শিষ্যও যিনি করেন না, এমন শ্রীপাদপদ্ম আকাঙ্ক্ষা ক'রে তাঁ'র নিকট গিয়ে উপস্থিত হ'লাম এবং তাঁ'র কাছে কৃপা ভিক্ষা কর্‌লাম। তিনি বল্লেন, আমি একটি শিষ্য ক'রেছিলাম, সে প্রতারণা ক'রে চলে গেছে, আর আমি শিষ্য কর্‌ব না। আমি ব্যথিত হ'লাম বটে, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম, দেখি, আমি কতবার প্রত্যাখ্যাত হ'তে পারি! আমি তাঁ'র কৃপা না নিয়ে জগতে বিচরণ কর্‌ব না।

সেই গুরুপাদপদ্মের নিকট যখন উপস্থিত হ'লাম, তখন তাঁ'র কৃপায় জান্‌তে পার্‌লাম, আমি যা'কে সর্ব্বোত্তম আদর্শ ব'লে মনে করি—শ্রেষ্ঠ জীবন মনে করি, সেই আদর্শ তাঁ'র নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধম। জগতের সকলের সহিত আমার আদর্শের মিল ছিল না; কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম একটী অলৌকিক বিচার দেখিয়ে দিলেন। পূর্ব্বে 'নেতি নেতি' বিচার-পর নির্ব্বিশেষবাদীর অনেক গ্রন্থ আলোচনা ক'রেছিলাম। তা'র বাস্তব উদাহরণ পেয়ে গেলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে জানালেন, তুমি যে আদর্শের অনুসন্ধান কর্‌ছ, সেই আদর্শ তোমার নহে। আমি মনে ক'রে-ছিলাম, আমার গুরুপাদপদ্মে অদ্বিতীয় বৈরাগ্য আছে বটে, কিন্তু তাঁ'র পাণ্ডিত্য কিছু কম আছে। তিনি পুঁথি-পত্রের বিদ্যার অহঙ্কারকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে-ছিলেন—তাঁ'র কৃপা-মুদ্গরের দ্বারা। তিনি জানিয়ে-ছিলেন, তোমার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ—প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যখন তাঁ'র এই বাণী কর্ণে প্রবেশ ক'রেছিল—যখন তাঁ'র কৃপা পেয়েছিলাম, তখন আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সেই দিব্যজ্ঞান ধারণ কর্‌বার ক্ষমতা ছিল না। এতবড় কথাটা আমার মত বোকা সব-জান্তাকে শুন্‌বার সুযোগ দিয়েছিলেন।

এক সময়ে বাঙ্গলাদেশের একজন প্রধান ভূম্যধিকারী, আমি কা'র আশ্রিত, অনুসন্ধান ক'রে, আমার গুরু-পাদপদ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জেনে আমার প্রভুকে ভূম্যধিকারী মহাশয়ের প্রাসাদে তাঁ'র ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হ'য়েছিলেন। বৈষ্ণব-ভূপতির সদৈন্য কাতর-প্রার্থনা শু'নে আমার গুরুপাদপদ্ম উক্ত ভূপতিকে বল্লেন যে, আমি যদি আপনার প্রাসাদে গমন করি, তা'হ'লে হয় ত' সেখানে আমার থেকে যাওয়ার ইচ্ছা হ'বে এবং আপনার লোকজন আমাকে আপনার সম্পত্তির ভাগীদার মনে ক'রে আমার প্রতি মামলা-মোকদ্দমা জুড়ে দিবেন। আমার মামলা মোকদ্দমা কর্‌বার সামর্থ্য নাই, সুতরাং আপনি এই শ্রীধামের গঙ্গাপুলিনে আমার নিকট বাস ক'রে নিশ্চিন্তে হরিভজন করুন। আমি আপনার জন্য একটি গাড়ীর ছই নির্ম্মাণ ক'রে দিব এবং ভিক্ষা ক'রে আপনার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করা'ব। আর আপনি আপনার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি গোমস্তাগণের হাতে অর্পণ ক'রে বিষয় হ'তে নিবৃত্ত হ'লে বৈষ্ণব হ'তে পার্‌বেন, তখন আমি বৈষ্ণবের প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আবদ্ধ থাক্‌ব। যদি আমি আজ আপনার নিমন্ত্রণ স্বীকার ক'রে এই অপ্রাকৃত গৌরধাম হ'তে আপনার প্রাসাদে গিয়ে বাস করি, তা'হ'লে কিছু দিনের মধ্যেই রাজার স্বভাব লাভ ক'রে বিপুল ভূমি ও বিষয়-সংগ্রহের জন্য আমাকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে। তা'তে ফল হ'বে যে, কিছুদিনের মধ্যে আমার কৃষ্ণভজনের অভিলাষ বিষয়-সংগ্রহের পিপাসায় পর্য্যবসিত হ'য়ে আমি রাজার হিংসার পাত্ররূপে পরিগণিত হ'ব। পক্ষান্তরে, যদি আপনি আমার কুটীরের পাশে অপর কুটীর স্থাপন ক'রে ভজন করেন এবং মাধুকরী গ্রহণ ক'রে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তা'হ'লে কোন দিন আমরা প্রণয়চ্যুত হ'য়ে হিংসায় প্রবৃত্ত হ'ব না। যদি আপনার ন্যায় বৈষ্ণব-বন্ধু মহারাজ আমার প্রতি কোন কৃপা প্রদর্শন কর্‌তে ইচ্ছা করেন, তা'হ'লে আমার ন্যায়

জীবন অবলম্বন ক'রে হরিভজন করুন, তা' হ'লেই আমাকে কৃপা করা হ'বে—আমার সঙ্গে আপনার আন্তরিক বন্ধুত্ব হ'বে।

আমার গুরুপাদপদ্মের এইরূপ পরামর্শ শ্রবণ ক'রে বৈষ্ণব-রাজেন্দ্র স্তম্ভিত হ'লেন। যাহাদিগকে তিনি বৈষ্ণব ব'লে পোষণ করেন, তাহাদিগের চরিত্র ও এই মহাত্মার চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি কর্‌লেন। রাজার আশ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁ'র রুচির অনুকূল বাক্য ব'লে কিছু জাগতিক লাভ অর্জ্জনে ব্যস্ত, আর আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম রাজার রুচির বিপরীত কথা ব'লেও ভূপতির প্রকৃত মঙ্গল বিধানে ব্যস্ত। আমার গুরুদেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জগতে কাহারো নিকট কোন কৃপা-প্রার্থী ন'ন। সকলে নিষ্কপটে হরিভজন করুন—এই তাঁ'র শুভেচ্ছা। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দয়ার কার্য্য জানেন। বিষয়ে রুচি বা কাহারও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞে বাতাস দেওয়াকে তিনি 'কৃপা' জান্‌বার পরিবর্ত্তে ভীষণ 'হিংসা' জ্ঞান করেন।

আমার শ্রীগুরুদেব নদীয়া সহরের গঙ্গার তটের বিভিন্ন স্থানে পাগলের ন্যায় প'ড়ে থাকৃতেন। তিনি পাক ক'রে খাওয়া, কোন বিষয়ীর ভোজ্য-দ্রব্য গ্রহণ করা, বিষয়ীর ঠাকুরবাড়ীতে খাওয়া প্রভৃতিকে সর্ব্বতো-ভাবে পরিহার ক'রেছিলেন। কখনও কাঁচা চাল জলে ভিজিয়ে খেয়ে থাকৃতেন, কখনও পাঁক খেয়ে থাকৃতেন; অধিকাংশ সময়েই নগ্ন থাক্‌তেন, কখনও কখনও শ্মশানে সৎকারার্থ আনীত মৃতের পরিত্যক্ত বসন সংগ্রহ ক'রে তা' দ্বারা অঙ্গ আবৃত কর্‌তেন। তাঁ'র কাছে প্রচুর খাদ্য-দ্রব্য আস্‌ত; অনেক গৃহস্থ বৈষ্ণব ধনাঢ্য ব্যক্তি আমার প্রভুকে অনেক টাকা, মূল্যবান্ শাল প্রভৃতি বস্ত্র দিতেন। টাকা পেয়ে কাপড়ের দুই পাঁচটী গ্রন্থি দিয়ে নানাস্থানে রেখেও অর্থের জন্য ব্যতিব্যস্ততা দেখা'তেন। মূঢ় অর্থপ্রিয় ব্যক্তিগণ মনে করতেন যে, তাঁ'র অর্থে প্রচুর লোভ আছে। কেহ তাঁ'কে মূল্যবান্ বস্ত্র দিলে তিনি দাতাকে বিশেষ প্রশংসা কর্‌তেন এবং সেরূপ বস্ত্রের অকিঞ্চিৎকরতাও জানিয়ে দিতেন। তিনি বল্‌তেন, আমি ত' বৈষ্ণব হ'তে পার্‌লাম না। যে-সকল লোক এ-সকল জিনিষ দিয়ে গেছেন, তাঁরা বৈষ্ণবের ব্যবহারের জন্যই দিয়েছেন; সুতরাং বৈষ্ণবেরই উহা গ্রহণ কর্‌বার যোগ্যতা—এ ব'লে তিনি অনেক সময় বনমালী রায় মহাশয়ের নিকট ঐ সকল টাকা-পয়সা পাঠিয়ে দিতেন এবং তাঁ'র নিকট চিঠি লিখে জানতেন, তিনি ঐ সকল জিনিষকে বৈষ্ণবের সেবায় লাগিয়েছেন কিনা। বনমালী রায় মহাশয় তখন শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সেবায় তৎপর ছিলেন।

আমার গুরুপাদপদ্ম জগতের কোন কথায় প্রবিষ্ট হ'তেন না; কেন না, আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকেও তিনি কৃপা কর্‌বার অভিনয় ক'রেছিলেন। তাঁ'র বৈরাগ্যের শতাংশের একাংশের সহিত জগতের শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যবান্‌গণের বৈরাগ্যের তুলনা হ'তে পারে না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য আমার প্রভুতেই পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। তাঁ'র চরিত্র যদি জগতে প্রকাশিত হয়, আমার গুরুবর্গ যদি তাঁ'র অভিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা জগতে অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করেন—প্রচার করেন, ত' হ'লে সমগ্র জগৎ লাভবান্ হ'তে পার্‌বেন। আমার গুরুপাদপদ্ম শুধু কনক-কামিনী ছেড়ে দিতে বল্‌ছেন, এমন নহে, সাধুগিরি দেখান' পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে বল্‌ছেন; তিনি ভাগবত পরমহংস ছিলেন, পারমহংসী সংহিতা ভাগবতের আশ্রয় ব্যতীত কখনও পারমহংস্যধর্ম্ম থাকৃতে পারে না।

একবার একটী কৌপীনধারী আমার গুরুপাদপদ্মের নিকট এসে বল্লেন যে, আমি কুলিয়া-নবদ্বীপে পাঁচ কাঠা জমি কোন ইষ্টেটের কর্ম্মচারীর নিকট হ'তে সংগ্রহ ক'রেছি। তা' শুনে আমার প্রভু বল্লেন, শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত, প্রাকৃত ভূম্যধিকারিগণ কি প্রকারে এখানে ভূমি প্রাপ্ত হ'লেন যে, তা' হ'তে সেই কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা জমি দিতে সমর্থ হ'য়েছেন? এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ধনরত্ন বিনিময়ে প্রদান কর্‌লেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটী বালুকণার মূল্যের তুল্য হয় না। সুতরাং উক্ত জমিদার অত মূল্য কোথায় পাবেন যে, তাঁ'র নবদ্বীপের ভূমি বিক্রয় কর্‌বার অধিকার আছে? আর কৌপীন-ধারীরই বা কত ভজন-বল — যা'তে তিনি ভজনমুদ্রার

বিনিময়ে অত জমি সংগ্রহ করতে পেরেছেন? শ্রীনবদ্বীপ-ধামের ভূমিতে প্রাকৃত-বুদ্ধি করলে ধামবাস হওয়া দূরে থাক্, ধামাপরাধ হ'য়ে থাকে। অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে 'প্রাকৃত' জ্ঞান কর্‌লে তাত্ত্বিক লোক তা'কে 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলেন।

আর এক সময় একজন ভাগবতের কথকতায় বিশেষ নিপুণ, 'গোস্বামী' নামে পরিচিত ব্যক্তির লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা সাধারণের মুখে শ্রবণ ক'রে তিনি সেই ভাগবত-কথক বহুশিষ্যসংগ্রাহক গোস্বামী মহাশয়ের ভক্তি-প্রচারের সবিশেষ তথ্য অনুসন্ধান করেন। সেই গোস্বামী ম'শায় 'গৌর গৌর' বলান ও অসংখ্য শিষ্য-সংগ্রহের চাতুরী জানেন শুনে আমার প্রভু বল্লেন, ঐ প্রতিষ্ঠাশালী পাঠক ভাগবত-ব্যাখ্যা বা 'গৌর, গৌর' বলান নাই; 'টাকা, টাকা' 'আমার টাকা' ব'লে চীৎকার ক'রেছেন, উহা কখনই ভজন নহে, সত্যধর্ম্মের আবরণ মাত্র; তদ্দ্বারা জগতের অনিষ্ট ব্যতীত কোন উপকার সাধিত হ'বে না।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপটতা ও নিরপেক্ষতার আদর্শ-স্বরূপ অপার্থিব চরিত্রের সম্বন্ধে অসংখ্য কথা আমরা শুনেছি ও প্রত্যক্ষ ক'রেছি।

সকল শব্দই বিষ্ণুকে উদ্দেশ কর্‌ছে। যে শব্দ বিষ্ণু হ'তে পৃথক্ হ'য়ে অন্য কিছুর উদ্দেশ করে, তাহা শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি; তা'তে কৃষ্ণের অদ্বিতীয় ভোক্তৃত্ব-বিচারের পরিবর্ত্তে জীবের মায়া-ভোক্তৃত্বের বিচার আনয়ন করে। আমরা দর্শনের বড় বড় কথাগুলি—ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে অতি সরলভাবে আকারিত দেখ্‌তে পেয়েছি। যদি ভগবানের অনুগ্রহ হয়, তা'হ'লে তিনি অতি সোজা কথায় মানব জাতিকে এ সকল কথা জানিয়ে দেন। তখনই তা'রা বুঝ্‌তে পারে, বাস্তব সত্য কি জিনিষ, আর কাল্পনিক ও আপাততঃ জগতের কাজ-চালান সত্য বা আপেক্ষিক সত্য কি জিনিষ।

লোকে বলে,—আজ আমার গুরুপাদপদ্মের অপ্রকটের দিন, কিন্তু আমি মনে করি, আজ তাঁ'র প্রাকট্যের দিবস। তাঁ'র কথা সহস্রমুখে, কোটিমুখে—সহস্র ইন্দ্রিয়ে, কোটি ইন্দ্রিয়ে কীর্ত্তন ক'রে নিত্যকাল যেন তাঁ'র পূজা ক'রতে পারি। শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টস্থাপনকারী শ্রীরূপপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-স্থাপনে যেন আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত হয়।

আমার নিত্যপ্রভুর কথা বল্‌বার চেষ্টা দেখা'তে গিয়ে আমি আপনাদের অনেক সময় গ্রহণ কর্‌লাম। আপনারা কৃপা ক'রে আমার নিত্যপ্রভুর কথা শ্রবণ ক'রেছেন; সুতরাং আপনাদের চরণেও গুরু-বুদ্ধিতে প্রণাম কর্‌ছি।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

প্রঃ—বিধিমার্গ কাহাকে বলে?

উঃ—"বৈধ-বিধানের মূল তাৎপর্য্য এই যে, যৎকালে বদ্ধজীবদিগের আত্মার নিত্যধর্ম্মরূপ রাগ নিদ্রিতপ্রায় থাকে, অথবা বিকৃতভাবে বিষয়রাগরূপে পরিণত থাকে, তখন আত্মবিদ্বেত্তগণ ঐ রোগ দূরীকরণের জন্য যে-সকল বিধান করেন, তাহাই বিধিমার্গ।"

—কৃঃ সং ৮।১০

প্রঃ—বৈধী ও রাগাত্মিকা ভক্তিতে কোন্ কোন্ বৃত্তি ক্রিয়াবতী?

উঃ—"সম্ভ্রম, ভয় ও শ্রদ্ধা—ইহারা বৈধী ভক্তিতে ক্রিয়া করে; কৃষ্ণলীলায় লোভ রাগানুগা ভক্তিতে ক্রিয়া করে।"

—জৈঃ ধঃ ২১ শ অঃ

প্রঃ—রাগোদয়ের পূর্ব্বে জীবের কর্ত্তব্য কি?

উঃ—যে কাল পর্য্যন্ত রাগের উদয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত বিধিকে আশ্রয় করাই মানবগণের প্রধান কর্ত্তব্য।

—চৈঃ শিঃ ১।১

প্রঃ—স্মার্ত্তধর্ম্ম ও সাধনভক্তিতে প্রভেদ কি?

উঃ—"আথিক ধর্ম্মের অন্যতর নাম—নৈতিক বা স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম। পারমার্থিক বৈধ-ধর্ম্মের নাম—সাধনভক্তি।"

—চৈঃ শিঃ ৩।১

প্রঃ—মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে চরম কল্যাণ কি?

উঃ—"মায়ামুগ্ধজীবানাং মায়াভোগ এব প্রেয়স্ততো দুর্নিবারঃ সংসারঃ। মায়াবৈতৃষ্ণ্য-পূর্ব্বিকা শ্রীকৃষ্ণসেবা তু তেষাং শ্রেয়ঃ।" —শ্রীশিঃ, সঃ ভাঃ ১

প্রঃ—মায়িক শরীর থাকা-কাল-পর্য্যন্ত জীবের কর্ত্তব্য কি?

উঃ—যে পর্য্যন্ত আছে ভাই মায়িক শরীর।
সাবধানে ভক্তিতত্ত্বে থাক সদা স্থির॥
ভক্তসেবা, কৃষ্ণনাম, যুগল-ভজন।
বিষয়ে শৈথিল্য-ভাব কর সর্ব্বক্ষণ॥
ধাম-কৃপা নাম-কৃপা ভক্ত-কৃপা বলে।
অসাধু-সম্বন্ধ দূরে রাখহ কৌশলে॥
অচিরে পাইবে তুমি নিত্যধামে বাস।
শুদ্ধ শ্রীযুগলসেবা হইবে প্রকাশ॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ১০৭-১০৮

প্রঃ - কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, গৌণভক্তি ও সাক্ষাৎ ভক্তির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কি?

উঃ—"কর্ম্ম যখন নিজের ভোগের জন্য কৃত হয়, তখন এই সকলকে 'কর্ম্মকাণ্ড' বলা যায়; এ কর্ম্ম-সমূহের দ্বারা জ্ঞানাবসর-লাভের চেষ্টা থাকিলে ইহা-দিগকে 'কর্ম্মযোগ' বা 'জ্ঞানযোগ' বলা যায় এবং যখন এই সমস্ত কর্ম্মকে ভক্তিসাধনের অনুকূল করা যায়, তখন এই সমস্ত কর্ম্মকে 'গৌণ ভক্তিযোগ' বলা যায়। পরন্তু শুদ্ধ উপাসনা-লক্ষণ-কর্ম্মকে কেবল 'সাক্ষাৎ ভক্তি' বলা যায়।"

—ব্রঃ সং ৫।৬১

প্রঃ—"সুকৃতি কয় প্রকার? কিরূপে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হয়?

উঃ—"সুকৃতি তিন প্রকার—কর্ম্মোন্মুখী, জ্ঞানোন্মুখী, ও ভক্ত্যুন্মুখী। প্রথম দুই প্রকার সুকৃতিতে কর্ম্মফল-ভোগ ও মুক্তি লাভ হয়। শেষপ্রকার সুকৃতিতে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধোদয় হয়। অজ্ঞানে শুদ্ধভক্ত্যঙ্গের ক্রিয়াই সেই সুকৃতি।"

—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

প্রঃ—প্রকৃত-ভজন ও ভজনপ্রায় চেষ্টার স্বরূপ কি?

উঃ—"'নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি।'
'কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে॥'
'অন্য কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥'"

এই সমস্ত পদ্যে কনিষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে বৈষ্ণবপ্রায় ছায়ানামাভাসীদিগকে উদ্দেশ করিয়া অতিসুন্দররূপে তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সকল স্থলে যে 'ভজন'-শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা কেবল ভজনপ্রায় তীব্র সাধন-মাত্র। প্রকৃত ভজন অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত-স্বরূপে আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন-কার্য্যেই হইয়া থাকে।"

—'সংশয়-নিবৃত্তি,' সঃ তোঃ ৪।১২

প্রঃ—গৃহস্থের উপস্থবেগ ধারণ কি?

উঃ—"বৈধ-স্ত্রীসঙ্গকেই উপস্থবেগ ধারণ বলে।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

প্রঃ—অবৈষ্ণব বা বিদ্ধ বৈষ্ণবের হস্ত-পাচিত অন্ন কি কৃষ্ণের নৈবেদ্য হইতে পারে?

উঃ—"শুদ্ধ বৈষ্ণব দ্বারা যে অন্ন পক্ক হয়, তাহাই কৃষ্ণকে নিবেদন করা যায়। কৃষ্ণপূজা-সময়ে কোন অবৈষ্ণব তথায় থাকিবে না।"

—'সেবাপরাধ', হঃ চিঃ

প্রঃ—অন্য দেব-পূজকের প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করা উচিত কি? করিলে কি অসুবিধা হয়? কোন্ সময় অন্য দেবদেবীর প্রসাদ গ্রহণ করা যায়?

উঃ—"অন্য দেব-পূজকগণ প্রায়ই মায়াবাদী। তাঁহাদের প্রদত্ত দেব-প্রসাদ লইলে ভক্তির হানি হয় এবং ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধ হয়। কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব যদি কৃষ্ণার্পিত প্রসাদান্ন অন্য দেব-দেবীকে দেন, সেই দেব-দেবী বড় আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া নৃত্য করেন। পুনরায় তাঁহার প্রসাদও বৈষ্ণব-জীবমাত্রেই পাইয়া আনন্দ লাভ করেন।"

—জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

প্রঃ—আত্মমঙ্গলকামীর সঙ্কল্প কি?

উঃ—"সকল কার্য্যে সরল থাকিব—হৃদয়ে এক, ব্যবহারে অন্য—এইরূপ হইব না। ভক্তি-প্রতিকূল-পক্ষের লোকগণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভে যত্ন করিব না। শুদ্ধভক্তিরই পক্ষপাত করিব, আর কোনপ্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক।"

—'ভক্তির প্রতি অপরাধ', সঃ তোঃ ৮।১০

প্রঃ—কৃষ্ণভজনকারী কি দুর্নৈতিক বা জড়াসক্ত? কোন্ সময় কৃষ্ণভজন হইয়া থাকে?

উঃ—"কৃষ্ণভজন করিতে হইলে প্রথমে সাধুচরিত্র হওয়া চাই। স্ত্রীলোক পুরুষ-সঙ্গ ও পুরুষ স্ত্রীসঙ্গ করিবেন না। জড়চিন্তা ও জড়ধর্ম্মকে দূর করিয়া ক্রমশঃ চিদ্ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ব্রজে গোপীজন্ম লাভ হইবে। গোপী না হইতে পারিলে কৃষ্ণভজন হইবে না।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৬

প্রঃ—হরিবাসরের সম্মান কিরূপ?

উঃ—"পূর্ব্বদিবসে ব্রহ্মচর্য্য, হরিবাসর-দিবসে নিরম্বু-উপবাস ও রাত্রি-জাগরণের সহিত নিরন্তর ভজন এবং পরদিবসে ব্রহ্মচর্য্য ও উপযুক্ত সময়ে পারণ—ইহাই হরিবাসরের সম্মান।"

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

প্রঃ—পুরুষোত্তম-ব্রতাদি-পালন কিরূপ?

উঃ—"পরমার্থী তিন প্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল (শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-ব্রতবিধি-সকল) স্বনিষ্ঠ পরমার্থীর পক্ষে বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট কার্ত্তিক-মাঘ-ব্রত-পালন-নিয়মানুসারে পুরুষোত্তম-ব্রত পালন করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তিদ্বারা শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন, নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন।"

—'শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য', সঃ তোঃ ১০।৬

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-রাজ-ধর্ম্ম

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ৯৬ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রিয়তম উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

সর্ব্বাঃ সমুদ্ধরেদ্রাজা পিতেব ব্যসনাৎ প্রজাঃ।
আত্মানমাত্মনা ধীরো যথা গজপতির্গজান্॥

—ভাঃ ১১।১৭।৪৫

অর্থাৎ "যূথপতি হস্তী যেরূপ যূথস্থিত সমস্ত হস্তীকে ও নিজকে রক্ষা করে, সেইরূপ ধীর নরপতিও পিতার ন্যায় বিপদ্ হইতে সমস্ত প্রজাগণকে এবং নিজকেও রক্ষা করিবেন।"

এবংবিধো নরপতির্বিমানেনার্কবর্চ্চসা।
বিধূয়েহাশুভং কৃৎস্নমিন্দ্রেণ সহ মোদতে॥

—ভাঃ ১১।১৭।৪৬

অর্থাৎ "এতাদৃশ নরপতি ইহলোকে সর্ব্বপাপ পরিহার পূর্ব্বক স্বর্গলোকে ইন্দ্রের সহিত সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত বিমানে বিহার করিয়া থাকেন।"

অবশ্য প্রজাগণ যেমন রাজার নিকট সন্তান-বাৎসল্য দাবী করেন, রাজগণও তদ্রূপ প্রজাগণের নিকট পিতৃমর্য্যাদা দাবী করিতে পারেন। রাজা-প্রজার সম্বন্ধ—পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ, ইহাই প্রকৃত ভারতীয় রাজনীতি। কিন্তু হায়, আমাদেরই দুরদৃষ্ট বশতঃ আজ সেই চিরন্তনী নীতি যেন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে! ইহা অপেক্ষা দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। দীন-দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের মর্ম্মভেদী হাহাকার আজ আর রাজার কর্ণে বোধ হয় পৌঁছিতেছে না—তাই তাঁহার প্রাণ দুঃস্থ দুর্গত সন্তানগণের জন্য কাঁদিয়া উঠিতেছে না। কোটি, কোটি প্রজা আজ ক্ষুধায় কাতর,

রোগে শোকে নানাবিধতাপে অহর্নিশ জর্জ্জরিত, হা-হুতাশ—মুহুর্মুহুঃ সুতপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্ষিপ্তপ্রায়। প্রতিদিন কত অকালমৃত্যু সংঘটিত হইতেছে! কিন্তু হায় এমনই দুর্ভাগ্য আমাদের যে, পিতৃতুল্য রাজার মুখে একটুও সান্ত্বনার বাক্য নাই। তাই আমাদিগকে জানিতে হইবে—সর্ব্বমূল দরদী—ব্যথার ব্যথী শ্রীভগবদ্-বিমুখতাই আমাদের সকল অনর্থের একমাত্র মূলীভূত কারণ। তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং বিচারানুসারে শ্রীভগবান্ তুষ্ট হইলে তাঁহারই শক্তিসম্ভূত রাজশক্তি কখনই দরিদ্র প্রজাগণের করুণ আর্ত্তনাদে ধৈর্য্য ধারণ করিতে—স্থির থাকিতে—নির্ম্মম নিষ্ঠুরের ন্যায় ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারিতেন না। অতএব বিদুষাং পরামর্শঃ —হে বন্ধুগণ, তোমরা সকলে মিলিয়া একান্তভাবে ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন হও—

> কৃষ্ণো রক্ষতি নো জগত্রয়গুরুঃ কৃষ্ণো হি বিশ্বম্ভরঃ
> কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতং জগদিদং কৃষ্ণে লয়ং গচ্ছতি।
> কৃষ্ণে তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলং কৃষ্ণস্য দাস্যা বয়ং
> কৃষ্ণেনাখিলসদ্গতির্বিতরিতা কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ॥

(মুকুন্দমালাস্তোত্রে ভক্তরাজ কুলশেখরোক্তি)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার অনুবাদে লিখিয়াছেন—

> "জগদ্গুরু কৃষ্ণ সবে করেন রক্ষণ।
> কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর বিশ্ব করেন পালন॥
> কৃষ্ণ হৈতে এই বিশ্ব হঞাছে উদয়।
> অবশেষে এই বিশ্ব কৃষ্ণে হয় লয়॥
> কৃষ্ণে বিশ্ব অবস্থিত জীব কৃষ্ণদাস।
> সদ্গতিপ্রদাতা কৃষ্ণে করহ বিশ্বাস॥
> জনম ল'য়েছ—কৃষ্ণভক্তি করিবারে।
> কৃষ্ণভক্তি বিনা সব মিথ্যা এ সংসারে॥"

'কৃষ্ণ আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—পালনকর্ত্তা'—এই বিশ্বাসটি হৃদয়ে বদ্ধমূল—সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের কিছুতেই শান্তি নাই। শরণাগতপালক শ্রীভগবান্ তাঁহার একান্ত শরণাগত ভক্তকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন; ইহা ধ্রুবসত্য।

মহাজন-প্রদর্শিত পথই একমাত্র অনুসরণীয় পথ। শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হারাইয়া, শাস্ত্রপ্রদর্শিত ধর্ম্মকে অনাদর করিয়া আজ আমরা নিজের পায়ে নিজেরাই কঠোর-কুঠারাঘাত করিয়াছি ও করিতেছি। এখনও আমাদের ভ্রান্তি বুঝিবার চেষ্টা হউক—শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-মর্য্যাদা সংরক্ষিত হউক—আর্য্যপথ অনুসরণীয় হউক, তাহা হইলেই করুণাময় শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টিপাতে আমাদের সকল লুপ্ত সৌভাগ্য—গুপ্ত সম্পদ্ ফিরিয়া আসিবে—সুপ্ত চেতন আবার উদ্বুদ্ধ হইবে—আবার আমরা "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—এই উপনিষদ্‌বাণীর মর্ম্মার্থ অবধারণপূর্ব্বক সদ্গুরু-চরণাশ্রয়পূর্ব্বক নিত্য শাশ্বত সনাতন বাস্তব-সত্যানুসন্ধানে সমুদ্যত—প্রবৃত্ত হইব—'সোঽহন্মা অন্বেষ্টব্যঃ'—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'—'নাল্পে সুখমস্তি—ভূমৈব পরমং সুখম্'—'রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি'—'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন' ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে করিতে 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' বিচারে শ্রীভগবানের অশোক অভয় অমৃতাধার শ্রীচরণারবিন্দকেই একমাত্র চির-আশ্রয়ের স্থলজ্ঞানে চিরবরণ করিব। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া এই সুমহান্ সঙ্কট সময়ে সর্ব্বসন্তাপহারী কলিযুগ-পাবনাবতারী নদীয়াবিহারী শ্রীভগবান্-গৌরহরির শ্রীচরণ আশ্রয় করি। তাঁহার প্রবর্ত্তিত শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের আনুষঙ্গিক ফলেই আমাদের সকল চিত্তগ্লানি দূর হইবে—ভবমহাদাবাগ্নির সুতীব্র সন্তাপ চির-প্রশমিত হইবে—সর্ব্ববিধ নিত্য সুমঙ্গল সুখলব্ধ হইবে—অনিত্যসংসারে বিষমমোহোৎপাদিকা মায়ার বৈভব-স্বরূপিণী কুহকিনী ভগবদ্ভজনবিঘ্নজনয়িত্রী জড়-বিদ্যার করাল কবল হইতে উদ্ধারকারিণী কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনৈকপ্রাণা পরবিদ্যাবধূর কৃপা-লাভে শুদ্ধভক্তি-বিরোধী সকল কুরান্ধান্তধ্বান্ত বিদূরিত হইবে—পরানন্দ-সমুদ্র সমুচ্ছলিত—সমুদ্বেলিত হইয়া উঠিবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন-সৌভাগ্য লাভ করত প্রেমতরঙ্গে ভাসমান হইয়া নবনবায়মান চমৎ-কারিতা-পরিপূর্ণ প্রেমানন্দ-মকরন্দ আস্বাদনের সৌভাগ্য

সমুদিত হইবে—শ্রীনামব্রহ্মের প্রতিপদে পদে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন হইতে থাকিবে—তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং শ্লোকের মর্ম্ম আস্বাদনসৌভাগ্য লাভ হইবে—সর্ব্বাত্মার—সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ স্নিগ্ধতা সম্পাদিত হইবে। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার নামে সর্ব্বশক্তি সমাহিত করিয়াছেন, সুতরাং ব্রজের রাগ-ভক্তিশক্তিও তাহাতে অর্পিত হইয়াছে, এজন্য গৌর-প্রিয়জনানুগত্যে গৌর-দত্ত নাম-গ্রহণ-সৌভাগ্য হইলে শীঘ্র শীঘ্র ব্রজপ্রেম-সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে।

"প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোহপি ক্ষপয়তি মহাপাতক-ধ্বান্তরাশিম্॥"

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫২)

অজামিল নামাভাসেই বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রদ্ধা-সহকারে নাম গ্রহণ করিলে যে কি ফল হয়, তাহা আর বলিবার নহে। আমাদের সেই শ্রদ্ধার অভাব থাকাতেই আমরা শীঘ্র শীঘ্র নামের কৃপা অনুভব করিতে পারি না। কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়, এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। তাহা ভক্তি ব্যতীত কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি অন্যউপায়ের স্বীকৃতি-বর্জ্জিত ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি বিশেষ এবং ষড়ঙ্গশরণাগতিলক্ষণাত্মিকা। এইপ্রকার শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার সহিত নামগ্রহণের অশেষফল শাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিত আছে।

হে বন্ধুগণ, নানা জনের নানা মতে আস্থা ছাড়িয়া আসুন আমরা শ্রীগৌর-জনসঙ্গে গৌরানুগত্যে গৌর-মুখনিঃসৃত ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র উদাত্তকণ্ঠে সকলে মিলিয়া গ্রহণ করি। নামী অপেক্ষাও নামের করুণা অধিক এবং মহাবদান্যাবতার গৌরের মহা-বদান্যতাও আবার সর্ব্বাধিক। সুতরাং শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপায় আমরা অবশ্যই নাম-কৃপালাভে সমর্থ হইব—শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলে জগদ্‌বাসী সকলেই আমাদের উপর প্রসন্ন হইবেন—রাজশক্তিও অনুকূলা হইবে—সকল সুকল্যাণ সুমঙ্গল সম্প্রতিষ্ঠিত হইবে—

"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্"

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রঃ—কলিকালে কাহার জীবন ধন্য ও সার্থক হয়?

উঃ—যাঁহারা হরিনামসংকীর্ত্তনমুখে সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভজন করেন, তাঁহারাই সুমেধা, তাঁহারাই বুদ্ধিমান্, তাঁহারাই ভাগ্যবান্ এবং তাঁহাদের জীবনই ধন্য ও সার্থক হয়। কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনপ্রভাবে সেই ভক্তগণ অনায়াসে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন।

শাস্ত্র বলেন—

সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥
সে-ই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥
কলিকালে নাম বিনা নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
নাম বিনা কলিকালে গতি নাহি আর॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণ বলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

'গতি' অর্থে আশ্রয় বা উপায়।

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৩২) বলেন—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

প্রঃ—ভগবানে মতি কি করিয়া হইবে?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—মহতের আশ্রয় ও সেবা দ্বারা ভগবানে মতি হয়। ভগবানের অনুগ্রহ হইলেই মহতের শ্রীচরণাশ্রয়, সঙ্গ ও সেবার সৌভাগ্য হয়।

(ভাগবত ১০।৪০।২৮)

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

(চৈঃ চঃ)

বৈষ্ণবতোষণীটীকা (ভাঃ ১০।৪০।২৮)—

যর্হি পুংসঃ মুক্তিঃ স্যাৎ তদৈব সতাং ত্বদ্ভক্তানাং সেবয়া ত্বয়ি মতিঃ প্রেমহেতুর্মনোবৃত্তিঃ ত্বদ্ভক্ত্যাদি-মাহাত্ম্যজ্ঞানং বা ভবেৎ। যদ্বা মুক্তৌ সত্যামেব সদুপাসনয়া ত্বয়ি মতিঃ স্যাৎ।

ক্রমসন্দর্ভটীকা—

পুংসো যর্হি সংসারাণাং অপবর্গঃ স্যাৎ তর্হি সদুপাসনয়া ত্বয়ি মতিঃ স্যাৎ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

(চৈঃ চঃ ম ২২।৪৫)

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত-
সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি
জায়তে রতিঃ॥

(ভাঃ ১০।৫১।৩৪)

শ্রীসনাতনটীকা—

যদা ভবাপবর্গঃ সম্ভাব্যঃ স্যাৎ—যখন সংসার-দুঃখের অবসানের সম্ভাবনা হইয়া উঠে।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা (ভাঃ ১০।৪০।২৮)—

ভগবদনুগ্রহ এব কদা স্যাৎ? তত্রাহ—সদুপাসনয়া হেতুনা যর্হি ত্বয়ি মতিঃ স্যাৎ। সদুপাসনৈব কদা স্যাৎ? তত্রাহ—পুংসো যর্হি সংসারস্য অপবর্গঃ অন্তকালঃ স্যাৎ। সংসারান্তকালঃ এব কদা স্যাৎ? যদা যাদৃচ্ছিকী সৎকৃপা স্যাৎ। তেন আদৌ যাদৃচ্ছিকী সৎকৃপা ততঃ সংসারনাশারম্ভঃ ততঃ সদুপাসনা, ততঃ কৃষ্ণে মতিরিতি ক্রমঃ।

শাস্ত্র বলেন—

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীসনাতনটীকা (হরিভক্তিবিলাস)—

কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্গুরুং ভজেৎ।

আনুগত্যের পথই ভক্তির পথ—কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের পথ, আর স্বতন্ত্রতার পথটী অভক্তির পথ—নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের পথ। আনুগত্যের পথই বৈকুণ্ঠের পথ, শান্তির পথ বা সুখময় সরণি, আর স্বতন্ত্রতার পথ হইল দুঃখের পথ, সংসার-ভ্রমণের পথ, কর্ত্তৃত্বের পথ। স্বতন্ত্রব্যক্তি কর্ত্তৃত্বাভিমানী, আর অনুগত ব্যক্তি গুরুকৃষ্ণকিঙ্কর-অভিমানী। স্বতন্ত্রতায় বা নিজের খেয়ালে আনুগত্য নাই। আর আনুগত্যে নিজের খেয়াল চরিতার্থতা-রূপ দুষ্প্রবৃত্তি নাই। আনুগত্য সেবার পথ, নির্ব্বিচারে আজ্ঞা পালনের পথ, আর স্বতন্ত্রতা অন্তরে বা বাহিরে আজ্ঞা-লঙ্ঘনরূপ অপরাধের পথ। আনুগত্য বৈকুণ্ঠগামী, স্বতন্ত্রতা নরকপ্রাপক। আনুগত্য শ্রদ্ধাময়, কিন্তু স্বতন্ত্রতায় সাধু-গুরু-শাস্ত্রে বিশ্বাসের অভাব। অনুগত ভক্ত শ্রদ্ধাবান্, শরণাগত ও নিঃসংশয়; কিন্তু স্বতন্ত্র ব্যক্তি অশ্রদ্ধালু ও সন্দিগ্ধচিত্ত। স্বতন্ত্রতাই কপটতা ও দাম্ভিকতা। আনুগত্যই নিষ্কপটতা ও তৃণাদপি সুনীচতা। স্বতন্ত্র হ'লো কপটী ও দাম্ভিক আর অনুগত হ'লো নিষ্কপট ও দীন।

অনুগত হ'লো তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ ও নিষ্কাম। আর স্বতন্ত্র হ'লো অহঙ্কারী,

অভক্ত, অসহিষ্ণু, প্রতিষ্ঠাকামী, অন্যাভিলাষী, সকাম ও প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী। অনুগত ভক্ত হ'লো গুরুকৃষ্ণের দাস্য-প্রার্থী, কৃপাভিখারী, দৈন্যভূষিত ও কিঙ্কর-অভিমানে প্রতিষ্ঠিত। স্বতন্ত্র ব্যক্তি স্বসুখকামী অপরের নিকট সেবাপ্রার্থী, কিন্তু অনুগত ব্যক্তি গুরুকৃষ্ণের সুখবিধানে তৎপর।

প্রঃ—অপরাধ কিসে নষ্ট হয়? কামাদি রিপুজয় কিরূপে হয়?

উঃ—বৈষ্ণবতোষণী (ভাঃ ১০।৪১।১৬)—

মহদপরাধো ভোগেন তৎক্ষময়া এব বা নশ্যেৎ ন তু অন্যথা।

অপরাধ কষ্টভোগের দ্বারা অথবা মহতের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা দ্বারা নষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত অপরাধ অন্যভাবে নষ্ট হয় না।

ভগবচ্চরিত্র শ্রবণ-মননাদিনা এব কামাদয়ঃ ত্রবো জিতাশঃ।

ভগবানের পরমপবিত্র চরিতকথা শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণ দ্বারা কামাদি শত্রু জয় হয়।

(ভাঃ ১০।৪১।২৮ ঐ টীকা)

প্রঃ—গুরুদেবতাত্মা কে?

উঃ—যে শিষ্য গুরুকে প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করেন, সেই গুরুনিষ্ঠ শিষ্যই গুরুদেবতাত্মা। ভাঃ১০।৪৫।১০ বৈষ্ণবতোষণী টীকা—আত্মা অর্থে পরমপ্রিয়।

প্রঃ—কৃষ্ণ কখন কংসকে বধ করেন?

উঃ—ভাঃ ১০।৪৫।৩ শ্রীবিশ্বনাথ টীকা—

শ্রীকৃষ্ণ একাদশ বর্ষ বয়সে চৈত্রমাসে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে কংসকে বধ করেন।

৫ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার। ১০ বর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, ১৫ বর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর, তৎপরে যৌবন। কৃষ্ণের কিন্তু ৩ বৎসর ৪ মাস পর্য্যন্ত কৌমার। কৌমারে কৃষ্ণস্য মহাবনে (গোকুলে) স্থিতিঃ। ৬ বর্ষ ৮ মাস পর্য্যন্ত কৃষ্ণের পৌগণ্ড। তত্র কৃষ্ণস্য বৃন্দাবনে স্থিতিঃ। তৎপরে ১০ বর্ষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণের কৈশোর। তত্র কৃষ্ণস্য নন্দীশ্বরে স্থিতিঃ। তত্র সপ্তমমাসে চৈত্রে কৃষ্ণত্রয়োদশীতে মথুরা গমন। চতুর্দ্দশীতে কংসবধ। ১০ বর্ষই কৃষ্ণের শেষ কৈশোর। এই শেষ কৈশোর অর্থাৎ দশম বর্ষেই কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি। তদনন্তর সর্ব্বকালমেব তস্য কৈশোরম্।

প্রঃ—কে বিপুল সুখ লাভ করিতে পারে?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—যিনি অকিঞ্চন অর্থাৎ নিষ্কাম, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তিই অনন্ত সুখ লাভ করিতে পারেন। 'যস্ত্বকিঞ্চনো নিস্পৃহঃ স এব বিদ্বান্ অনন্তসুখমাপ্নোতি।' (ভাঃ ১১।৯।১ টীকা)

প্রঃ—পরমদয়াল ভগবান্ কৃষ্ণ কি আশ্রিতকে রক্ষা করেনই?

উঃ—নিশ্চয়ই। শরণাগতপালক ভগবান্ কৃষ্ণ প্রপন্নার্ত্তিহর। আশ্রিতকে রক্ষা করাই তাঁহার স্বভাব। ভাঃ ১০।৪৬।২ বৈষ্ণবতোষণী টীকা—'ভগবান্ স্বভাবত এব পরমকারুণিকঃ। বিশেষতশ্চ প্রপন্নাদীনাং ভক্তানাং আর্ত্তিহরঃ।'

ভাঃ ১০।৪৬।৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—আমার জন্য যাহারা লোকধর্ম্মাদি ত্যাগ করে, আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকি। ভাঃ ১০।৪৬।৪ শ্রীসনাতন-টীকা—'অহং তান্ বিভর্ম্মি অন্তর্ধারয়ামি সদা চিন্তয়ামি।'

'অহং প্রপন্নমাত্রস্যাপি আর্ত্তিহরঃ।' (ভাঃ ১০।৪৬।২ শ্রীবিশ্বনাথ টীকা) 'যে অন্যেঽপি সাধকভক্তা অপি মন্নিমিত্তং লোকধর্ম্মাদীংস্ত্যজন্তি তান্ অপি অহং বিভর্ম্মি। (ঐ ৪ শ্রীবিশ্বনাথ টীকা)

শ্রীধরস্বামি টীকা (ঐ ৩-৪)—'মন্নিমিত্তং ত্যক্তৌ লোকধর্ম্মৌ ইহামুত্র সুখে তৎসাধনানি চ যৈস্তান্ অহং বিভর্ম্মি পোষ্যামি, সম্বর্দ্ধয়ামি, সুখয়ামি।'

যাহারা ভগবানের জন্য নিজ সুখ, অন্যপূজা, ধর্ম্ম সব ত্যাগ করেন, পরমদয়াল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে রক্ষা করেন, পালন করেন, সম্বর্দ্ধিত করেন, সুখী করেন এবং সদা তাহার চিন্তাও করিয়া থাকেন।

শরণাগতপালক শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিত মাত্রকেই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, অভয় দেন, দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি দেন এবং সুখে রাখেন।

প্রঃ—যাহারা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে মানে না, তাহারা কি পাষণ্ডী ?

উঃ—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

চৈতন্যরহিত দেহ শুষ্ককাষ্ঠসম।
জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম॥
শ্রীগৌরাঙ্গে যে না মানে, তা'র এই দণ্ড।
চৈতন্যবিমুখ যেই, সে-ই ত' পাষণ্ড॥
কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি।
গৌরাঙ্গবিমুখ যেই, তা'র এই গতি॥

(চৈঃ চঃ আ ১২।৭০-৭২)

পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ।
বেদধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥

(চৈঃ চঃ আ ৮।৮-৯)

প্রঃ—অচ্যুত কৃষ্ণই কি সকলের আত্মা, পিতা ও মাতা ?

উঃ—হাঁ। সত্যবাক্যাৎ চ্যুতিরহিত বলিয়া কৃষ্ণ অচ্যুত। তিনি সকলের আত্মা অর্থাৎ পরমপ্রিয়।

পালক বলিয়া তিনি পিতা। মাতৃবৎ অত্যন্ত স্নেহশীল বলিয়া তিনি সকলের মাতা।

কৃষ্ণ কদাপি সত্যবাক্য হইতে চ্যুত হন না বলিয়া তিনি অচ্যুত নামে কথিত।

(১০।৪৬।৩৪ বিশ্বনাথ টীকা)

মাতৃবৎ অতীবস্নিগ্ধ বলিয়া মাতা।

(ঐ বৈষ্ণবতোষণী ৪২ শ্লোঃ টীকা)

প্রঃ—কিরূপ বিশ্বাস হইলে একজন্মেই ভগবান্‌কে পাওয়া যাইবে ?

উঃ—সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনি নিশ্চয়ই ভগবান্‌কে পাইবেন। যেমন শ্রদ্ধা তেমন ফল। 'যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'।

I must receive His Grace, I must not go astray. I must reach the goal. I am sure of my success.

—এইরূপ দৃঢ়তা থাকিলে ভগবৎপ্রাপ্তি হইবেই। পূর্ণ শরণাগত ভক্তমাত্রেরই এইরূপ দৃঢ়তা থাকে।

তাই শাস্ত্র বলেন—

সর্ব্বোত্তম আপনারে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি' জানে॥

আমরা নিষ্কপট হইলে ইষ্টদেব আমাদিগকে কৃপা করিবেনই। My Divine Master must help me if I am bonafide.

প্রঃ—দেবতাগণ কি ভগবান্ ন'ন ?

উঃ—কখনই না। Gods are not God. God is only one without a second. God is Krishna and all the gods are His servitors.

শাস্ত্র বলেন—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥

(চৈঃ চঃ)

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

(ব্রহ্মসংহিতা)

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।

(পদ্মপুরাণ)

শাস্ত্র আরও বলেন—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

(পদ্মপুরাণ)

'বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।' (পদ্মপুরাণ)

যাহারা অন্যদেবতার সহিত নারায়ণকে সমান মনে করে, তাহারা নারকী ও পাষণ্ডী।

কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব ও রথযাত্রা উপলক্ষে টাউনহলে ও মঠে ধর্ম্মসভা

ভগবদিচ্ছায় এবার পরম পূজনীয় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে গত ৪ঠা আষাঢ়, ১৩৮১ ; ইং ১৯শে জুন, ১৯৭৪ বুধবার হইতে ৬ই আষাঢ়, ২১শে জুন শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী বাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব ও রথযাত্রা মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ঐ তিন দিন প্রত্যহ সন্ধ্যায় তিনটি বিরাট্ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছে। প্রথম দুইদিবস কৃষ্ণনগর টাউনহলে এবং তৃতীয় দিবস শ্রীমঠে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে সভার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রথম দিবসের বক্তব্য বিষয় ছিল—'জনকল্যাণে ধর্ম্ম ও নীতির আবশ্যকতা'। সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সরকার। বক্তৃতা দিয়াছিলেন যথাক্রমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ। সভায় উপক্রম ও উপসংহার-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—শ্রীমদ্ দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, মৃদঙ্গ বাদন করিয়াছিলেন—শ্রীমন্মদনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী, দোহার করিয়াছিলেন—শ্রীমৎ পরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্ ননীগোপাল বনচারী, শ্রীমদ্ বলভদ্র ব্রহ্মচারী (বি-কম্), শ্রীমদ্ গৌরসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ঘণ্টাধিক কালব্যাপী ভাষণ অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সভাপতি মহোদয়ের লিখিত ভাষণটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম—

সভাপতি কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের অভিভাষণ—আজ এই ধর্ম্মসভায় যে সমস্ত বক্তৃতা হ'ল তা' থেকে আমরা অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ কর্‌লাম। আজকের আলোচনার বিষয় ছিল—'জনকল্যাণের জন্য ধর্ম্মের ও নীতির আবশ্যকতা'। একথা আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, ধর্ম্মই মানুষের সর্ব্ববিধ কল্যাণের নিদান। ধর্ম্মই মানবসভ্যতার মূলীভূত কারণ। ধর্ম্ম ছাড়া দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের অন্য কোন পথ নেই এবং কোন দেশে কোন কালে ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে কোন অভ্যুদয় সম্ভব হয়নি। কাজেই এ বিষয়ে তর্ক না বাড়িয়ে এটাকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরে নিতে পারি।

ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েই আমরা আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এবং সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, হিংসা-দ্বেষে দেশ জর্জ্জরিত হয়ে আছে। দুঃখ, দৈন্য, হতাশা এই বিচ্যুতিরই ফল। একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়সুখলালসায় প্রমত্ত মানুষ উত্তরোত্তর আরও বেশী সুখ লাভের আশায় পরস্পর নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে লিপ্ত; অন্যদিকে অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ কর্ত্তব্য নিরূপণেঅক্ষম। অথচ ধর্ম্মের কল্যাণবাণী অনাদৃত হয়ে পড়ে থাকে। সর্ব্বগ্রাসী মোহ মানুষের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই মোহ দূর না হলে মানুষের কল্যাণ নাই। ধর্ম্ম যে শিক্ষা মানুষকে দেয়, সেই শিক্ষাই আজ নিতান্ত অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। স্কুল, কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা' অসম্পূর্ণ। ধর্ম্মের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা এবং পরিপূর্ণ শিক্ষা। মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে হলে তা'র চাই চরিত্রের বল, চাই সততা, চাই মনের একাগ্রতা, চাই নিঃস্বার্থতা, পরহিতব্রত, চাই জগৎকে আপন করে নেবার ক্ষমতা। কিন্তু এই সমস্ত সদ্‌গুণ কেবল বই পড়ে বা উপদেশ শুনে হয় না। যাঁরা নিজেরা ধর্ম্মাচরণ করেন তাঁরাই শেখাতে পারেন নিজেদের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে।

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শেখায়।"

শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত এবং প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্ম যে অতি উৎকৃষ্ট সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, তা' বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা অত্যন্ত গৌরবের কথা যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসীদের প্রচেষ্টার ফলে ভারতে এবং ভারতের বাইরে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর বাণী আজ প্রচারিত হচ্ছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসীরাই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত সদ্ধর্ম্ম প্রচার করতে পারেন। কারণ নিজেদের জীবনে আচরণ ক'রে তাঁ'রা এই ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম এবং সূক্ষ্ম অর্থ অবগত আছেন।

একটা কথা তবু থেকে যায়। ধর্ম্মের দেশ ভারত। নানা ধর্ম্মের নানা মত ও পথ এদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও এখানে যে এত অনাচার, অশিক্ষা এবং দুঃখ-দৈন্য র'য়েছে তা'র কারণ কি? কারণ বোধ হয় এই যে, যদিও সমাজের কোন কোন স্তরে ধর্ম্ম অনুপ্রবেশ করেছে, কিন্তু দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ এই সদ্ধর্ম্মের আলোক থেকে আজও বঞ্চিত থাকছে। দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করতে হলে দেশের সর্ব্বস্তরের সকল মানুষের মধ্যেই ধর্ম্মের কল্যাণকারিণী শক্তি সঞ্চারিত করা চাই।

একটা জাতির শ্রেষ্ঠতার এবং সমৃদ্ধির বিচার ক'রতে হ'লে সেই জাতির যাঁ'রা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, শুধু তাঁদের ধ'রলেই চলবে না, দেশের সাধারণ লোকদেরও ধ'রতে হবে। একটি বৃক্ষের পরিচয় পেতে হ'লে সেই বৃক্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলটির মাধ্যমেই তা পাওয়া যায়, কীটদষ্ট বা অপরিণত ফলের মাধ্যমে নয়। কিন্তু বৃক্ষের সবগুলি ফলই যদি উৎকৃষ্ট হয়, তা'হ'লেই বৃক্ষের শ্রী সম্পাদিত হয়। তেমনি আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি যাঁ'রা, তাঁ'রা দেশের গৌরবের বিষয়, কিন্তু আপামর সাধারণের চারিত্রিক উৎকর্ষ না হ'লে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। কারণ দেশের সাধারণ কর্ম্মী মানুষের কর্ম্মের ফলেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি। দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন ক'রতে হ'লে সাধারণ মানুষদের শিক্ষায়, দীক্ষায় উন্নত ক'রে তুলতে হ'বে। ধর্ম্মের শুভ ফলের সরিক ক'রতে হ'বে তা'দের। কাজ সহজ নয়। তবে এটা অত্যন্ত আশার কথা যে, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরমশ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসিগণ দেশের সকলশ্রেণীর লোকের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানে ব্যাপৃত র'য়েছেন এবং সদ্ধর্ম্মের আরও ব্যাপক প্রসারের জন্য সুদূর-প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম একবার সমস্ত দেশকে ভাবের বন্যায় প্লাবিত ক'রে দিয়েছিল। তেমনি আরবার সেই সদ্ধর্ম্মের শিক্ষা দেশের চিত্তাকাশকে সমুজ্জ্বল করুক—দেশকে প্লাবিত ক'রে—সমৃদ্ধ ক'রে তুলুক, ইহাই প্রার্থনা।"

কৃষ্ণনগরটাউনহলের দ্বিতীয় দিবসীয় (৫ই আষাঢ়) সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। অদ্যকার বক্তব্য বিষয় ছিল—"শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।" পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব আজ দিব্যভাবাবেশে ঘটিকাদ্বয়ব্যাপী সুদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। অত্যন্ত গরমের পর তাঁহার বক্তৃতাকালে মুষলধারে বারিবর্ষণফলে সর্ব্বত্র স্নিগ্ধতা সম্পাদিত হয়। অদ্য শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-বাসর। পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনভাগবত ও শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত এবং তাঁহার সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য—বিশেষতঃ তাঁহার তটস্থাশক্তিসম্ভূত জীবতত্ত্ববিচার-বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে প্রদর্শন করেন। টাউনহলের মঞ্চের (Dais) উপরিস্থিত ছাদটি টিনের, অনেক স্থানে জল পড়িতে থাকায়-আমাদিগকে নিম্ন গৃহ-তলে (মেজেয়) আসন গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অদ্যও শ্রীমদ্ দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী সভার প্রারম্ভে 'রাধে জয় জয় মাধবদয়িতে" এবং শেষে "রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্ বলরে সবাই" গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। দুইদিবসই পুরুষ ও মহিলা শ্রোতায় হলটি পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দের ভগবৎকথা শ্রবণাগ্রহ বিশেষ প্রশংসার্হ।

আমাদের মঠের নিয়ম—প্রতি মঠেই মঙ্গলারাত্রিকের পর প্রত্যহই প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ অপ্রতিহতভাবে হইয়া থাকে। অদ্যও সকালে প্রভাতী কীর্ত্তনের পর গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন স্মরণমুখে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১২ শ অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সপার্ষদে গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনলীলা পাঠ ও তৎসহ ঐ লীলার পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিত শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন।

কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী বাজারস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জনদিবস শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গোপীনাথজিউ শ্রীবিগ্রহগণের নিত্যসেবা প্রকটিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রত্যব্দ ঐ দিবস উক্ত শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ এবং মহোৎসবাদি হইয়া থাকে। পরদিবস অর্থাৎ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাদিবস উক্ত শ্রীবিগ্রহগণও রথারোহণে নগর ভ্রমণ করিয়া থাকেন। শুদ্ধ প্রতিপদে গুণ্ডিচা মার্জ্জন এবং শুদ্ধ দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা হইয়া থাকে। কিন্তু এবার সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র লীলাপুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ৬ই আষাঢ় (১৩৮১), ২১শে জুন (১৯৭৪) শুক্রবার শুক্লা প্রতিপদ্ বিদ্ধা দ্বিতীয়ায় (অর্থাৎ ৬ই আষাঢ় বেলা ৮-২৮ মিঃ পর্য্যন্ত প্রতিপদ্) রথারোহণ-লীলা করায় আমাদিগকেও তদনুসরণে ঐ দিবস রথযাত্রাবিধি পালন করিতে হইয়াছে, যেহেতু বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে—

কিন্ত্বীদৃগ্ভক্তি-সংদর্শি-জগন্নাথানুসারতঃ।
দোলা-চন্দন-কীলাল-রথযাত্রাশ্চ কারয়েৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৪।১০৪)

উহার দিগ্দর্শিনী নাম্নী টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"তথাপি তদ্দৃষ্ট্যান্যত্রাপি তথৈব দোলাদ্যুৎসবঃ কর্ত্তব্য ইতি লিখতি কিন্ত্বিতি। ঈদৃশী মূর্ত্তিপূজা যাত্রোৎসবাদি রূপা যা ভক্তিঃ তস্যাঃ সম্যগ্দর্শনশীলস্য লোকানুগ্রাহকস্য শ্রীজগন্নাথদেবস্য অনুসারতঃ যস্মিন্ দিনে যথা তৎক্ষেত্রে ভবেত্তদ্দিনেঽপি তথা দোলযাত্রাং চন্দনযাত্রাং জলযাত্রাং রথযাত্রাঞ্চ কুর্য্যাদেবেত্যর্থঃ। তত্র হেতুত্বেন লিখিতমেব ঈদৃগ্ভক্তিসন্দর্শীতি।"

[পূর্ব্বশ্লোকে লিখিত আছে—'শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ফাল্গুনী পূর্ণিমায়, কদাচিৎ প্রতিপদে, কদাচিদ্ দ্বিতীয়াতেও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র যোগ হইলে দোলোৎসব করিতে হয়।' তথাপি তদ্বিচারানুসারে অন্যত্রও সেইপ্রকার দোলাদি উৎসব কর্ত্তব্য, এজন্য লিখিতেছেন—কিন্তু ইত্যাদি। ঈদৃশী অর্থাৎ এইপ্রকার মূর্ত্তিপূজা, যাত্রোৎসবাদিরূপা যে ভক্তি, তাহার সম্যগ্-দর্শনশীল, লোকানুগ্রহকারী শ্রীজগন্নাথদেবের অনুসারে যেদিনে যেরূপে তাঁহার শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে তাহা অনুষ্ঠিত হয়, সেইদিনেই সেইরূপে ঐ সকল দোলযাত্রা, চন্দনযাত্রা, জলযাত্রা (স্নানযাত্রা) ও রথযাত্রারূপ ভক্তিপর্ব্ব অনুষ্ঠান করিবে। অর্থাৎ শ্রীপুরীধামে ভক্তি-সন্দর্শী শ্রীজগন্নাথ প্রদর্শিত আদর্শ অনুসরণে যে যে দিনে ঐ সকল যাত্রাদি ক্রিয়া যে যে ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, অন্যত্রও সেই সেই দিনে সেই সেই ভাবে ঐ সকলের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।]

উক্ত রথযাত্রাদিবস (৬ই আষাঢ়) সকালে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১২শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমার্জ্জনলীলারহস্য এবং ঐ মধ্য ১৩শ ও ১৪শ পঃ হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। পাঠের পরও কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ বারবেলার পূর্ব্বেই মন্দিরাভ্যন্তরে গিয়া শ্রীবিগ্রহের অভিষেকাদি কার্য্যের শুভারম্ভ করেন। শঙ্খ-ঘণ্টা-খোল-করতালাদির তুমুলবাদ্য ও মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনিসহ মহাসংকীর্ত্তন মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক ও মহাপূজা পূর্ব্বাহ্ণ ১০-৩০ ঘটিকার মধ্যেই সুসম্পন্ন হয়। অতঃপর মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদিত হইলে ভক্তগণ প্রসাদ-সম্মানপূর্ব্বক কিয়ৎকাল বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এদিকে মঠসেবক শ্রীমন্নিত্যগোপাল ব্রহ্মচারী কতিপয় ভক্তসহ দারুণ রৌদ্রতাপের মধ্যেও রথ সুসজ্জিত করিয়া দিলে অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময়

কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। ৪ ঘটিকায় তুমুল বাদ্যধ্বনি ও সংকীর্ত্তনধ্বনিমধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের পহাণ্ডী (রথারোহণ-লীলা) আরম্ভ হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা বক্ষে ধারণ করেন। পরে ক্রমশঃ বলিষ্ঠ ভক্তবৃন্দরূপ বাহন উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্-মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীরাধারাণী ও শ্রীশ্রীগোপীনাথজিউ যথাক্রমে রথে আরোহণ করেন। রথোপরি ভোগরাগ ও আরাত্রিক সম্পাদিত হইলে প্রায় সাড়ে চারি ঘটিকায় মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি ও বাদ্যধ্বনিসহ মহাসংকীর্ত্তন মধ্যে রথের টান আরম্ভ হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব ও তদিচ্ছানুসারে পুরী মহারাজ রথোপরি আসন গ্রহণ করেন। আবালবৃদ্ধবনিতা অগণিত নরনারী রথরজ্জু-আকর্ষণ ও রথানুব্রজ্যা করিতে করিতে চলিয়াছেন। পথিমধ্যে সহস্র সহস্র নরনারী রথারূঢ় ভগবদ্ বিগ্রহ দর্শনার্থ ব্যাকুল হইতেছেন। আহা সেদৃশ্য কি এক অপূর্ব্ব নয়নমনোহর দৃশ্য! রথের সম্মুখে দুইদল ব্যাণ্ডপার্টি, তৎপশ্চাৎ শ্রীমঠের উদ্দণ্ডনর্ত্তনকীর্ত্তনরত সেবকবৃন্দ, পতাকা-হস্তে অগণিত নরনারী, সহরের সকল কোলাহল স্তব্ধ করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন-কোলাহলে আজ দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত—সর্ব্বত্র আনন্দ পরিব্যাপ্ত। গত রাত্রে প্রবল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আজ আকাশ পরিষ্কার; মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া যাত্রিগণের শ্রম দূর করিতেছে। পাড়ার কএকজন সজ্জন স্বেচ্ছাসেবক রথের উভয় পার্শ্ব ও সম্মুখস্থ প্রদেশ সংরক্ষণ করিয়া চলিতেছেন—যাহাতে কোনও যাত্রী রথচক্রে নিষ্পেশিত না হয়, তাঁহারা আবার মুক্তহস্তে দুই পার্শ্বে শ্রীভগবানের বাতাসাপ্রসাদও বিতরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন। আজ সকলের মুখই হাসিমাখা। নগ্নপদে পথ হাঁটার কোন কষ্টও মনে হয় কাহারও অনুভূতির বিষয় হয় নাই। বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শিক্ষিত সজ্জন ও মহিলাকেও রথারূঢ় ভগবান্‌কে দর্শন ও রথরজ্জু স্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হইতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। দেড় ঘণ্টার মধ্যেই রথ নির্ব্বিঘ্নে মঠদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রথোপরিস্থ শ্রীভগবান্‌কে ফল ও মিষ্টান্ন ভোগ নিবেদন করিবার পর আরাত্রিক বিহিত হয়। অনন্তর পূর্ব্ববৎ মহাসংকীর্ত্তন ও বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করিয়া সিংহাসনারূঢ় হইলে সন্ধ্যারাত্রিকাদি সম্পাদিত হয়।

সন্ধ্যারাত্রিককীর্ত্তনের পর অদ্য শ্রীমঠে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণেই তৃতীয় দিবসীয় সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে প্রথমে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীগৌরানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনে রথযাত্রার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করিলে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় অদ্যকার বক্তব্য বিষয় "রথযাত্রা" সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে কীর্ত্তনাদি পূর্ব্ববৎ অনুষ্ঠিত হয়।

এই দিবসত্রয় ব্যাপী উৎসবের বিভিন্ন প্রকার সেবায় মঠরক্ষক শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজের এবং তৎসহ ব্রহ্মচারিবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

গত ২৪শে জুন (১৯৭৪) বাং ৯ই আষাঢ় (১৩৮৯) সোমবার তারিখের দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রে প্রকাশ—দক্ষিণ ফিলিপাইন্সে গত ২রা জুন জাম্বোয়া-ঙ্গাডেল নর্থ প্রদেশ হইতে কিছু দূরে সমুদ্রে ভাসমান একটি যাত্রীবাহী জাহাজে হঠাৎ আগুন লাগে এবং তাহাতে জাহাজটি ডুবিয়া যায়। উহাতে ২৭১ জন যাত্রী ছিল। তন্মধ্যে মাত্র ৪ জন প্রাণ হারাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। যাহা হউক সমুদ্রে নিমজ্জিত ঐ যাত্রীদের মধ্যে একজন ৫২ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মহিলা অত্যদ্ভুত উপায়ে প্রাণে বাঁচিয়াছেন। দৈবক্রমে ভগবৎ-প্রেরিত এক বিশালাকায় সামুদ্রিক কচ্ছপ তাঁহাকে তাহার পৃষ্ঠে করিয়া ৪৮ ঘণ্টা সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে। পরে ৪ঠা জুন নৌবাহিনীর একটি জাহাজ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কচ্ছপের পৃষ্ঠ হইতে উদ্ধার করে। ঐ জাহাজের অফিসার বলেন—মহিলাটিকে কচ্ছপ পৃষ্ঠ হইতে উদ্ধারের পর কচ্ছপটি কএকবার ঐ স্থানে চক্কর দিয়া জলে অদৃশ্য হইয়া যায়। তাহাতে মনে হয়, সে যেন মহিলাটির নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াই চলিয়া গেল। শ্রীভগবৎকৃপা অঘটন ঘটন পটীয়সী—'দুর্ঘট, ঘটনবিধাত্রী'।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-২৬
ফোন : ৪৬-৫৯০০

২৫ বামন, ৪৮৮ শ্রীগৌরাব্দ ;
১৪ আষাঢ়, ১৩৮১ ; ২৯ জুন ১৯৭৪।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীপুরুষোত্তমব্রত, শ্রীরাধাষ্টমী** প্রভৃতি বিবিধ উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে ২৫ শ্রীধর, ১২ শ্রাবণ, ২৯ জুলাই সোমবার হইতে ৩০ হৃষীকেশ, ১৪ আশ্বিন, ১লা অক্টোবর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত অত্র শ্রীমঠে শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপূজা, প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী, কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যারাত্রিকান্তে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজনমুখে মাসদ্বয়ব্যাপী শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও বহু সাধু-সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ২৪ শ্রাবণ, ১০ আগষ্ট শনিবার নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা এবং ২৫ শ্রাবণ রবিবার হইতে ২৯ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পাঁচটি বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক

দ্রষ্টব্য—উৎসবোপলক্ষে কেহ ইচ্ছা করিলে সেবোপকরণ বা প্রণামী আদি উপরি উক্ত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে পারেন।

পাতিপুকুর শ্রীকৃষ্ণগোপালজী মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ

গত ৩রা শ্রাবণ, ইং ২০শে জুলাই শনিবার পাতিপুকুর লেকটাউনস্থ (কলিকাতা-৫৫) প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোপালজীর মন্দিরে শ্রীশ্রীভাগবতস্বামী কৃষ্ণানন্দ বাবাজী মহারাজের ৮৫তম আবির্ভাব তিথিপূজা মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ৪ঠা শ্রাবণ, ২১শে জুলাই রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় উক্ত শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে আচার্য্য শ্রীমদ্ যোগেশ ব্রহ্মচারী মহারাজের পৌরোহিত্যে একটি স্মরণ-সভা ও বৈষ্ণব-সম্মেলনের আয়োজন হয়। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ ঐ সভায় প্রধান অতিথিরূপে নিমন্ত্রিত হইয়া ঘণ্টাধিককাল ভাষণ প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ সকলেই শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদের ভাষণ শ্রবণে তৎপ্রতি বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা নদীয়া জেলার অন্তর্গত যশড়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের প্রধান সেবক শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী গত ৭ই শ্রাবণ (১৩৮১) ২৪শে জুলাই (১৯৭৪) বুধবার বেলা প্রায় ১১।০ ঘটিকায় শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ সেবকখণ্ডে সপার্ষদ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীব্রহ্মচারীজী পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত একজন সচ্চরিত্র সরলপ্রাণ নিষ্কপট সেবক ছিলেন। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম কর্ত্তৃক উক্ত শ্রীমন্দিরের প্রধান সেবকরূপে নিযুক্ত হইয়া একাদিক্রমে প্রায় ৬ বৎসর কাল যাবৎ বিবিধ সেবা সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিষ্কপট সেবাফলেই যে শ্রীভগবৎ-সেবাধিকার লাভ হয়, তাহার জ্বলন্ত আদর্শ আমরা শ্রীমধুমঙ্গলজীর চরিত্রে দেদীপ্যমান দেখিতে পাই।

শ্রীমধুমঙ্গলজীর বৈষ্ণবে প্রীতি ও সেবার আদর্শ ছিল অতুলনীয়। প্রত্যব্দ শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাকালে ও শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাবতিথি উপলক্ষে দুইবার শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে উৎসব হইয়া থাকে। এই দুই বারই তিনি উৎসবান্তে তথায় সমাগত বৈষ্ণবগণকে বিশেষ প্রীতিসহকারে তাঁহার নিজহস্তে প্রস্তুত নানাবিধ পিষ্টকপ্রসাদ ভোজন না করাইয়া কিছুতেই ছাড়িতেন না। তাঁহার অপ্রকটের প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি চিকিৎসার্থ কলিকাতা মঠে আসিয়াছিলেন। তখনও তিনি বৈষ্ণবসেবার্থ যশড়া হইতে নারিকেল সঙ্গে লইয়া আসিয়া এখানে নিজহস্তে পিষ্টক প্রস্তুত করতঃ শ্রীবিগ্রহগণকে ভোগ প্রদান এবং প্রীতিসহকারে বৈষ্ণবগণকে প্রসাদ পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমধুমঙ্গলজীর শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপ্রতি নিষ্কপট প্রীতিদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার নিজপুরী মধ্যেই তাঁহার নিজসেবককে আত্মসাৎ করিয়া নিত্য শ্রীচরণসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন; ইহাই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

তাঁহার ন্যায় একজন একনিষ্ঠ গুরুসেবককে হারাইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত আমরা সকলেই বিশেষ মর্ম্মাহত।

হায়দরাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নিজস্ব ভূখণ্ডে শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয় মহোৎসব

[মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'দি হিন্দু' নামক দৈনিক ইংরাজী পত্রে শ্রীমঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের ফটো সহ ৩১শে মে, ১৯৭৪ তারিখের সংবাদ]

GAUDIYA MATH'S PLAN FOR FREE SANSKRIT SCHOOL

HYDERABAD.

In the presence of Sri B. D. Madhav Goswami Maharaj, President, Acharya of the All India Sree Chaitanya Gaudiya Math, the presiding Deities of the Math—Sree Sree Guru—Gauranga—Radha Vinode Jiu—were installed in the new buildings of the Chaitanya Gaudiya Math here on Thursday last.

The Deities were earlier taken in a procession through main streets on a decorated chariot, drawn by hundreds of devotees, from Pathergatti to the new buildings in Dewan Devdi.

Sri B. D. Madhav Goswami Maharaj said they were holding classes and discourses in different languages emphasising the need to pay attention towards real interest of the real self—"Atma", the main object of the Math. He said chanting of 'Harinam', as prescribed in the Vedas, Mahabharata, Bhagavadgita and in many other Puranas and Tantric sastras, would show that Sri Krishna Samkeertan was the best medium to have love for the Supreme God.

Nearly 1·000 acre of land in Dewan Devdi in Hyderabad had been donated by the devotees to the Chaitanya Gaudiya Math. At present, the Deities of the Math are installed in a room. As and when the construction of the temple is completed, the Deities will be shifted to the new temple.

Sri Madhav Goswami Maharaj said they had proposed to construct buildings for lecture hall, a library and reading room. They had also a proposal to start a free Sanskrit school at the premises. It was also proposed to provide free food and accommodation to deserving students in the Math premises.

The President of the Math said that the All-India Chaitanya Gaudiya Math proposed to construct 108 temples at places, where Lord Chaitanya Mahapraphu visited, in

the country. So far, 32 temples were constructed.

In connection with the inauguration of the new buildings for the Math at Hyderabad, the Chaitanya Gaudiya Math organised a five-day spiritual dicussion.

Mr. Justice G. Venkatarama Sastry, a Judge of the Andhra Pradesh High Court, who presided over the first spiritual discussion on 'Efficacy of Math and Temple', said the Chaitanya Gaudiya Math was contributing a valuable service to humanity in preaching the cult of "Divine Love" which could bring peace in the world.

Presiding over the second day meeting on 'Necessity for Worship of Deities,' Mr. Justice V. Madhava Rao, expressed his satisfaction at the establishment of a permanent centre of Sree Chaitanya Gaudiya Math at Hyderabad.

হায়দরাবাদস্থ শ্রীমঠের নবনির্ম্মিত ভবনের উদ্ঘাটন উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন (ইং ২২-৫ ৭৪)
বাম হইতে— শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, শ্রী এস্, আর্ রামমূর্ত্তি, শ্রীমদ্ মাধব গোস্বামী মহারাজ, বিচারপতি শ্রী জি, ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রী, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও রাজমহেন্দ্রীস্থ শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান পুরী মহারাজ।

ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন (ইং ২৪-৫-৭৪)
বাম হইতে—অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রী ভট্টম্ রামমূর্ত্তি, শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।
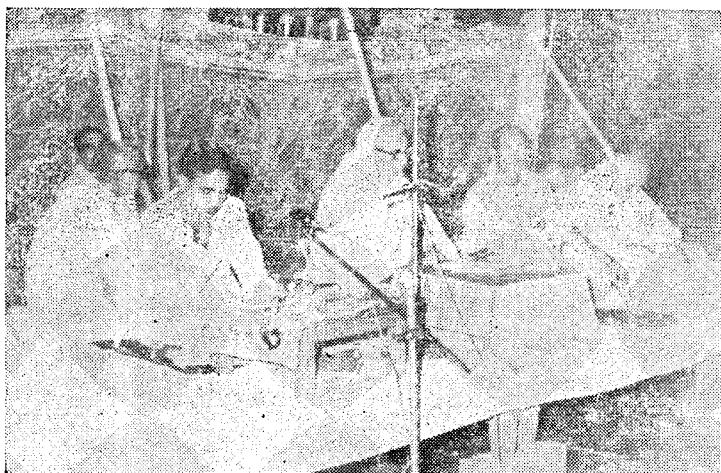
Mr. Bhattam Sriramamurthy, Minister for Social Welfare, presided over the third-day spiritual discussion on 'Benefits of Belief in God and Transmigration of Soul'. Sri Madhav Goswami Maharaj speaking on the occasion, deprecated the general drift towards atheism.

Mr. Valluri Parthasarathi, a retired Judge of the High Court, presided over the fourthday discussion on 'Super Excellence of Bhagawat Dharma'

Presiding over the concluding day spiritual discussion on 'Specialit, of the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu', Mr. N. Ramesan a Member of Board of Revenue, said Lord Chaitanya Mahaprabhu gave the unique message of complete devotion to Sri Krishna and taught us to perform 'Nama Sankeertan' which was the divine panacea of all evils.— FOC.

নবচূড়াবিশিষ্ট নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের এক পার্শ্বস্থ দৃশ্য নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের সুরম্য রথারোহণে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার আংশিক দৃশ্য (ইং ২৩-৫-৭৪)।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৪শ বর্ষ

৭ম সংখ্যা

ভাদ্র ১৩৮১

সম্পাদক: —

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেবড়ী, (ওল্ড সালারজং মিউজিয়াম), হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৪শ বর্ষ — শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৮১। — ৭ম সংখ্যা
১৫পুরুষোত্তম, ৪৮৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ভাদ্র, রবিবার; ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-নাট্যমন্দির, বাগবাজার
সময়—২১ আশ্বিন ১৩৩৭ সন, বুধবার

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

যে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতিসম্ভাষণে গৌড়দেশের অধিবাসিগণ সর্ব্বতোভাবে গৌরবান্বিত, যে শ্রীগৌর-সুন্দরের মাধুর্য্যকথা আলোচনা ক'রে জগতের সকল লোক শান্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দর পরম দয়াময়। আমরা সকলেই দয়ার ভিক্ষুক। মানবজাতি—অভাবক্লিষ্ট; সেই অভাব যাঁ'রা মোচন করেন, তাঁ'রা 'দাতা' ব'লে গৃহীত হন। জগতে যে-সকল দানের পরিচয় আছে, সেই সকল দান অল্পকাল স্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তা'র পর জগতের দাতৃগণের সমষ্টিও অতি অল্প। যদি দানপ্রার্থীর আশা-ভরসা বেশী থাকে, তা' হ'লে সেই সকল দাতা প্রার্থিগণের আশানুরূপ দান দিয়ে উঠ্‌তে পারেন না। পণ্ডিত মূর্খগণকে, ধনবান্ দরিদ্রগণকে, স্বাস্থ্যবান্ রোগিগণকে, বুদ্ধিমান্ নির্ব্বুদ্ধিগণকে তা'দের আশানুরূপ দান দিতে পারেন না, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে দান প্রদান ক'রেছেন, মানবজাতি তত-বড় দানের আশা—প্রার্থনাও কর্‌তে পারে নাই। এত বড় দান জগতে আস্‌তে পারে, জীবের ভাগ্যে বর্ষিত হ'তে পারে—একথা মানবজাতি পূর্ব্বে ভাব্‌তে ও আশা-কর্‌তে পারে নাই। শ্রীগৌর-সুন্দর যে অপূর্ব্ব দান মানবজাতিকে দিয়েছেন, তা' সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রেমা। জগতে প্রেমের বড়ই অভাব; সেইজন্যই হিংসা, বিদ্বেষ, কামনা, অন্যান্য কথা জীব-কুলকে এত ক্লেশ প্রদান কর্‌ছে। ভগবানের সেবা কর্‌বার জন্য যাঁ'রা অভিলাষবিশিষ্ট, তাঁ'দিগকে বাধা দিবার জন্য দেবপ্রতিম ব্যক্তিগণ, এমন কি সাক্ষাৎ দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত।

আমরা প্রত্যেক মানুষ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত—অত্যন্ত খর্ব্বদৃষ্টিসম্পন্ন। আমরা ত্রিগুণে তাড়িত হ'য়ে বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধান কর্‌তে পারি না। এজন্য অনেক অসত্যকথা প্রলোভনের টোপ নিয়ে উপস্থিত হয়। যদি তা'তে প্রলুব্ধ হ'য়ে পড়ি, তা' হ'লে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা হয় না।

গৌরসুন্দরের দান কোন্ গোমুখীর মুখ দিয়ে বর্ষিত হ'য়েছিল? শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী সেই গৌরসুন্দরের

দান—সেই প্রেমপ্রয়োজন-মহীরুহের মধ্যমূল। যে প্রেম একমাত্র মৃগ্য—অবিকৃত আত্মার একমাত্র প্রয়োজন, সেই প্রেম যে-ভাবে পাওয়া যায়, শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ তা'র একটি মূলমন্ত্র গান ক'রেছিলেন, সেই গান শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ শুনেছিলেন, মহাপ্রভু আবার ঈশ্বরপুরীপাদের মুখে সেই গান শুন্‌বার লীলা দেখিয়েছিলেন। সেই গানটী এই,—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

ভারতবর্ষে এই দান দিয়েছিলেন—মাধবেন্দ্রপুরীপাদ; ভারতের অতীত স্থানে দিয়েছিলেন কি না, আমরা তা' জানি না। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলার এই মূলমন্ত্রটী যে ভারতবাসীর কাণে পোঁছেছে, তাঁ'রই সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হ'য়েছে, আর যা'দের কাণে পোঁছে নাই, তা'রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ হ'য়ে র'য়েছে। এই মূলমন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা যিনি বুঝ্‌লেন না, তাঁ'র মানবজীবন-ধারণ বৃথা। এই বিপ্রলম্ভগীতি আমাদের অবিকৃত আত্মার ধর্ম্ম—আমাদের সহজ স্বভাব।

ঠাকুর বিল্বমঙ্গল এককালে কুবিষয়ে অভিনিবেশের অভিনয় প্রদর্শন ক'রেছিলেন। শিখিপিচ্ছমৌলির সেবায় নিরত হ'য়ে লীলাশুক তাঁ'র কর্ণামৃতের মধ্যেও বিপ্রলম্ভভজনের কথা ন্যূনাধিক গান ক'রেছেন। গৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে-কথা বল্‌বার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সেই কথার আলোচনা হউক। 'গৌড়দেশের অধিবাসী' অভিমান ক'রে আমরা এখনও বিষয়-কার্য্যে অভিনিবিষ্ট র'য়েছি। ইহা এতদূর দরিদ্রতা যে, মানবের ভাষা দ্বারা তা' ব্যক্ত হ'তে পারে না। এই দরিদ্রতা-মোচনের জন্য মাধবেন্দ্রপাদ এই বিপ্রলম্ভগীতি গে'য়েছিলেন,—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

যে-ব্যক্তি আমাদের অভাবের কথা বুঝে না, আমরা তা'কে অনেক সময় দুঃখের সহিত ঠাট্টা তামাসা ক'রে ব'লে থাকি 'দয়িত'। ব্রজবাসিগণের নিকট হ'তে ভগবান্ যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন ব্রজবাসিগণ নন্দতনুজকে এই কথা ব'লেছিলেন; আর বল্লেন,— 'মথুরানাথ'; 'বৃন্দাবনপতি' বল্লেন না। মাথুরগানের কথা অনেকেই শু'নে থাক্‌বেন; এসকল শব্দ বিপ্রলম্ভময়ী পরিভাষা। যা'কে 'বিরহ' বলা হয়, তা'কে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে 'বিপ্রলম্ভ' বলে। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে বিরহে বল্‌ছেন,—তুমি 'দয়িত' বটে, কিন্তু তুমি 'মথুরানাথ'; আমাদের স'হত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে চলে গেছ; আমরা কাঙ্গাল, তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব সেই সর্ব্বস্ব আজ লুণ্ঠিত হ'য়েছে। সুতরাং দুঃখের কথা বল্‌তে গিয়ে হাস্যরস ছাড়া আর কি আস্‌তে পারে? তুমি আমাদের নয়নের মণি, আজ আমাদের চোখের আড়ালে চ'লে গেছ—আমাদিগকে চিন্তাকুল ক'রে মথুরায় চ'লে গেছ। [এইকথা বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠস্বর গদ্গদ, বদনমণ্ডল এক অপার্থিব ভাবের রক্তিম আভায় রঞ্জিত এবং নয়নদ্বয় অদ্ভুত ভাবাবেশে বিভাবিত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাভাবগম্ভীর প্রভুপাদ সাধারণ্যের সভায় শীঘ্রই ভাবসঙ্কোচ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন।]

হে নন্দতনুজ, তুমি কি চিরদিনই অধোক্ষজ থাক্‌বে? তোমার এমন সৌন্দর্য্য, রূপ, রস আমরা দর্শন কর্‌তে পাব না? তুমি জ্ঞানগম্য বস্তু; আমাদের জ্ঞান নাই ব'লে দেখ্‌তে পাই না। আমরা যে অজ্ঞান, বালক, অবুঝ। আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যা নাই ব'লে তুমি জ্ঞানভূমিতে চলে গেছ—যেখানে আমাদের ইন্দ্রিয় যায় না। কিন্তু তুমিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, আর দয়াতে তোমার চিত্ত আর্দ্র। তোমাকে কবে আমরা দেখ্‌তে পা'ব? তুমি দেখা দিয়েছিলে—আমাদিগের চিত্তবিত্ত সেই দেখা দ্বারা হরণ করেছিলে—আমাদের সর্ব্বস্বহরণকারী সেই হরি আজ মথুরায় চ'লে গেলে! তোমার দর্শনের অভাবে আমাদের হৃদয় কাতর।

সেই চিত্তের বৃত্তি—কৃষ্ণবিরহবিভ্রান্ত চিত্তের যে ব্যাধি, তা'র ঔষধি কোথায়? সেই জিনিষটি হ'চ্ছে শ্রীগৌরসুন্দরের মূলমন্ত্র,—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

গৌরসুন্দর বল্লেন,—হে বিষয়নিবিষ্টচিত্ত মানবকুল, এই দুনিয়াদারীর ছাইপাঁশের মুটেগিরি কর্‌তে কর্‌তেও তাঁর প্রতি বিরক্তি এসে কি-প্রকারে তোমাদের মঙ্গল হবে, তোমরা কি-প্রকারে উৎক্রান্ত-দশায় এসে উপস্থিত হ'বে, সেজন্য তোমরা এই শিক্ষা গ্রহণ কর, তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন কর। ক্রমশঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

প্রঃ—কিরূপ আচার স্বীকার করা কর্ত্তব্য?

উঃ—"যে আশ্রমেই থাকুন, তাহাতে আসক্তি-ত্যাগ-পূর্ব্বক এবং সেই আশ্রমের লিঙ্গগত নিষ্ঠা ছাড়িয়া কৃষ্ণভক্তিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া ভক্ত-দিগের আচার স্বীকার করিবেন।"

—'ভেক-ধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

প্রঃ—বদ্ধজীবের কৃষ্ণ-কৃপা-লাভের ক্রম কি?

উঃ—"শরীর যাত্রার সমস্ত ব্যবহারে সাত্ত্বিক ব্যাপার স্বীকার করত ক্রমে ক্রমে রাজস-তামস-স্বভাব ও ধর্ম্মকে দূর করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ ভক্তিযোগ দ্বারা ঐ সাত্ত্বিক ব্যাপারসকলকে নির্গুণ করিয়া ফেলিতে হয়। ভক্তি-সাধন যত নির্ম্মল হয়, ততই কৃষ্ণানুকম্পার উদয় হয়।"

—'জীবতত্ত্বম্', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ

প্রঃ—গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি?

উঃ—"গৃহত্যাগী বৈষ্ণব স্ত্রী-সম্ভাষণ, অর্থ-সঞ্চয়, গ্রাম্য-কথা, উত্তম-আহার, উত্তম আচ্ছাদন ও বহ্বারম্ভ—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যে-স্থলে সুখে হরিভজন হয়, সেই স্থানে কালাতিপাত করিবেন।"

—'বৈষ্ণবের সঞ্চয়,' সঃ তোঃ ৫।১১

প্রঃ—গৃহত্যাগী কিরূপে জীবন-নির্ব্বাহ করিবেন? কিরূপে কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে?

উঃ—"গৃহত্যাগী সঞ্চয় মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন ভিক্ষা দ্বারা শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করত ভক্তি-সাধন-করিবেন, কোন উদ্যমে থাকিবেন না। উদ্যমে প্রবেশ করিতে গেলেই তাঁহার পক্ষে দোষ। দৈন্য ও সরলতার সহিত তিনি যত ভজন করিবেন, কৃষ্ণ-কৃপায় তিনি ততই কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবেন।"

—'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

প্রঃ—গৃহত্যাগীর কি স্ত্রীলোকের সংসর্গে থাকা উচিত?

উঃ—"ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মাধুকরী বৃত্তির দ্বারা মাগিয়া যাচিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন এবং কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। স্ত্রীলোক, রাজা ও কালসর্পকে সমানভাবে দেখিয়া ঐ তিনের সংসর্গ হইতে দুরে থাকিবেন।"

—'বৈরাগী-বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্ম্মল হওয়া চাই', সঃ তোঃ ৫।১০

প্রঃ—বাল্যকালে কি হরিভজন হওয়া সম্ভব?

উঃ—"বালক-কালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে না, এরূপ মনে করা অনুচিত। আমরা ইতিহাসে দেখিতেছি যে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে মানব-মাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন,—ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা ক্রমশঃ স্বভাব-স্বরূপ হইয়া পড়ে।" —চৈঃ শিঃ ১।১

প্রঃ—ভজন-প্রণালীর গৌণ ভেদ ও মুখ্য ভেদ কি? গৌণ ভেদের দ্বারা কি ক্ষতি হইতে পারে?

উঃ—"দেশ-বিদেশে যে-কালে অসভ্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবের ক্রমশঃ সভ্যাবস্থা, বৈজ্ঞানিক অবস্থা,

নৈতিক অবস্থা ও ভক্তোবস্থা লাভ হয়, তখন ক্রমশঃ ভাষা-ভেদ, পরিচ্ছদ-ভেদ, ভোজ্য-ভেদ, মনোভাব-ভেদক্রমে ঈশ্বর-ভজন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে এরূপ গৌণ-ভেদ-সমূহ দ্বারা কোন ক্ষতি নাই। মুখ্য-ভজন-বিষয়ে ঐক্য থাকিলেই ফলকালে কোন দোষ হয় না।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

প্রঃ—সাধনের উন্নতির প্রমাণ কি? বিপথ-পতন হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি?

উঃ—"সাধন-পর্ব্বের একটি রহস্য আছে। অপ্রাকৃত-জ্ঞান, ভক্তি ও ইতর—বৈরাগ্য-ইহারা তিনজনেই সমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে-স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সে-স্থলে সাধনের মূলে দোষ আছে বলিয়া জানিতে হইবে। সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গ ও গুরু-কৃপা ব্যতীত বিপথ-পতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না।"

—চৈঃ শিঃ ১।৬

প্রঃ—ক্রম-সোপান কি?

উঃ—"ক্রম-সোপানই ভাল ও নিশ্চয়-অর্থজনক। আদৌ ধর্ম্ম-জীবনে বর্ণাশ্রমের নিষ্ঠা, পরে উন্নতিক্রম-বৈধ-ভক্তজীবন অবশ্য হইবে এবং অবশেষে প্রেমভক্তিতে জীবনের সম্পূর্ণতা হইবে।" —চৈঃ শি ১।৬

প্রঃ—বন্যজীবন হইতে প্রেম-মন্দিরে গমনের ক্রম-সোপান কি?

উঃ—"বন্যজীবন, সভ্য-জীবন, কেবলনৈতিক-জীবন, কল্পিত-সেশ্বর-নৈতিকজীবন, বাস্তব-সেশ্বর-নৈতিক-জীবন, সাধন-ভক্ত-জীবন—এই সমস্ত সোপান ক্রমোন্নতি-বিধি-ক্রমে অতিক্রম করিয়া জীবকে প্রেম-মন্দিরে যাইতে হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৩।১

প্রঃ—রাগময় ভক্ত-জীবনও কি বৈধভক্ত-জীবনের ন্যায় একটি সোপান?

উঃ—"নরজীবন একটি সোপানময় গঠনবিশেষ;—অন্ত্যজ-জীবনই সর্ব্ব-নিম্নস্থ সোপান, নিরীশ্বর-নৈতিক-জীবন—দ্বিতীয় সোপান, সেশ্বর-নৈতিক-জীবন—তৃতীয় সোপান, বৈধভক্ত-জীবন—চতুর্থ সোপান এবং রাগ-উত্তেজিত-ভক্তজীবনই—সোপানোপরি অবস্থান।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৪

প্রঃ—ভক্ত ও অভক্তের ব্যবহারিক দুঃখের মধ্যে তারতম্য কি?

উঃ—"অবৈষ্ণবদিগের এই নশ্বর জীবনই সর্ব্বস্ব। তাঁহারা যে-কিছু কষ্ট পান, তাহা সহজেই উৎকট। এই কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁহারা বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও কষ্টশূন্য হইতে পারেন না। * * * ভক্ত মহোদয়দিগের ঐহিক জীবনকে তাঁহারা কেবল ক্ষণিক-পান্থ-জীবন বলিয়া জানেন। সুতরাং শুদ্ধ চিন্ময় সুখের প্রভাবে তাঁহাদের জীবনের ক্ষণিক ব্যবহারিক দুঃখসকল অত্যন্ত অনাদরের সহিত অতিবাহিত হয়।"

—'বৈষ্ণবেরব্যবহার-দুঃখ', সঃ তোঃ ১০।২

প্রঃ—ভজনের প্রথমাঙ্গ কি? গুরুদেব শিষ্যকে প্রথমে কি করিবেন?

উঃ—"ভজনের প্রথমাঙ্গই দশমূল-সেবন। দশমূল-নির্য্যাস পান করাইয়া গুরুদেব শিষ্যের পঞ্চ সংস্কার করিবেন। দশমূল পানানন্তর ভজন না করিলে অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে না।"

—'দশমূল নির্য্যাসঃ', সঃ তোঃ ৯।৯

প্রঃ—কিরূপে স্বরূপভ্রম বিদূরিত হইয়া স্বরূপজ্ঞান ও কৃষ্ণানুশীলন হয়?

উঃ—"স্বরূপভ্রম একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণা-নুশীলনের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমে-ক্রমে দূর হয়। 'আমি-কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপ-জ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরু-কৃপায় স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্মস্বরূপ অবগত হইবেন, নতুবা প্রথমে অনর্থ দূর হইবে না।"

—'দশমূল নির্য্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রঃ—জীব কি ভগবানের দাস?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ)

শাস্ত্র বলেন—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥
কেহ মানে, কেহ না মানে সবে কৃষ্ণদাস।
যে না মানে, সেই পাপে তার হয় নাশ॥

(চৈঃ চঃ)

পদ্মপুরাণ বলেন—

মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা।
দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন॥

জীব শ্রীকৃষ্ণেরই দাস, আর কাহারও দাস বা সেবক নহে।

পদ্মপুরাণ আরও বলেন—

দাসভূতমিদং তস্য জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বামী জগতাং প্রভুরীশ্বরঃ॥

ভগবান্ নারায়ণই জগতের একমাত্র প্রভু, ঈশ্বর ও কর্ত্তা। এতদ্ব্যতীত সকলেই তাঁহার দাস বা সেবক।

তত্রৈব—

দাসভূতমিদং তস্য ব্রহ্মাদ্যং সকলং জগৎ।

ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাগণ সকলেই তাঁহার দাস বা সেবক।

যজুর্ব্বেদও বলেন—

'নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদ্ ইন্দ্রো জায়তে, রুদ্রঃ সর্ব্বদেবতাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে'।

গীতায়ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।

প্রঃ—জীব এবং ঈশ্বর কি এক?

উঃ—কখনই না, কখনই না।

শাস্ত্র বলেন—

প্রভু কহে—বিষ্ণু, বিষ্ণু, ইহা না কহিবা।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিবা॥
সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণকণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব, ঈশ্বরতত্ত্ব—কভু নহে সম।
জলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

ঈশ্বর সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী সম্বিৎ শক্তি দ্বারা আশ্লিষ্ট। কিন্তু জীব সর্ব্বদাই অবিদ্যা দ্বারা সংবৃত, সুতরাং ক্লেশসমূহের আকর।

যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৮।১১১-১১৫)

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

(পদ্মপুরাণ)।

প্রঃ—গুরু কি বস্তু?

উঃ—গুরু ব্রহ্মবস্তু, বৃহদ্‌বস্তু, ঈশ্বরবস্তু। গুরু লঘু নহেন। গুরু কখনও লঘু হইতে পারেন না, লঘুও কদাপি গুরু হইতে পারে না। লঘু গুরু নহে। লঘু হলো অনীশ্বর বা জীব। আর গুরু হলেন—ঈশ্বর ও প্রভু। গুরু জীব নহেন; গুরু জীবের প্রভু, নিয়ামক ও উপদেষ্টা। গুরু জীবের আশ্রয়। আর জীব আশ্রিত বা দাস। গুরু স্বাধীন, কিন্তু লঘু জীব

গুরুর অধীন বা অনুগত। গুরু কৃষ্ণই, কিন্তু জীব কৃষ্ণ নহে, পরন্তু গুরুকৃষ্ণের দাস বা ভৃত্য। এইজন্যই জগদ্গুরু মদীশ্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

'আমরা লঘু হইতেও লঘু, তদপেক্ষাও লঘু, আর আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, তদপেক্ষাও বৃহৎ।'

গুরু ও লঘুকে একাকার করিতে হইবে না, তাহাতে হিতে বিপরীতই হইবে, মঙ্গলের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাশই ঘটিবে।

প্রঃ—সৎসঙ্গ কি ভক্তি?

উঃ—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

সৎসঙ্গই ভক্তি, সৎসঙ্গই ভক্তির ফল, সৎসঙ্গই ভক্তির মূল। সৎসঙ্গই ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়। সৎসঙ্গই জীবকে ভগবদ্দর্শন করায়, ভগবানের নিকট লইয়া যায়। সৎসঙ্গ দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধু-সঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০)

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ (চৈঃ চঃ)

ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥

প্রঃ—গৃহস্থভক্তগণ কিভাবে গৃহে থাকিবেন?

উঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥
প্রভুর শিক্ষাতে রঘু নিজ ঘরে যায়।
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি হৈলা বিষয়ী প্রায়॥
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম।
দেখিয়া ত' মাতাপিতার আনন্দিত মন॥

(চৈঃ চঃ)

গৃহস্থ-ভক্তগণ গৃহে অনাসক্ত থাকেন। তাঁহারা বাহ্যে বিষয়ীর ন্যায় থাকিয়া অন্তরে নিষ্কিঞ্চন হইয়া কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-যুক্ত হন। গৃহস্থ-ভক্তগণ বিষয়ী না হইয়া বাহিরে বিষয়ী সাজিয়া থাকেন এবং অন্তরে সতত গুরুকৃষ্ণের সুখের জন্য ব্যস্ত হন।

প্রঃ—শ্রেষ্ঠ ভক্তের কীর্ত্তিত হরিকথা কি শ্রোতৃবৃন্দের অধিক চিত্তাকর্ষী ও অত্যধিক সুখকর হয়?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ ভগবৎসুখার্থ নিজ অনুভূতির কথা প্রাণের আবেগে প্রীতির সহিত সানন্দে কীর্ত্তন করেন। সেই হরিকথামৃত বড়ই মধুর ও স্বতঃ প্রকাশিত বলিয়া শ্রোতাগণের অধিক চিত্তাকর্ষক ও অতিশয় সুখপ্রদ হয়।

শ্রীসনাতনটীকা—শ্রীভাগবতোত্তম-মুখেন শ্রীভাগবত-কথায়া মাধুরীবিশেষোদয়াৎ।

(ভাঃ ১০।১।১৩ টীকা)

প্রঃ—হরিকথা ত' সাক্ষাৎ অমৃত?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীসনাতনটীকা—

হরেঃ সর্ব্বদুঃখহরস্য ভগবতঃ কথৈব অমৃতং
সংসার-বিস্মারণাদিনা পরমমাদকত্বাৎ
মধুরতরত্বাচ্চ। তস্মিন্ পীতে সন্তোষ
ক্ষুৎ-বাধাদি-উপরমাৎ। হরিকথামৃতস্যৈব শৈত্য-
সৌরভ্যাদিনা সর্ব্বতাপহারিত্ব মনোহরত্বাদি
গুণ-বিশেষো দর্শিতঃ।

(ভাঃ ১০।১।১৩ টীকা

প্রঃ—জীব ত' অজ ও নিত্য বস্তু। দেহী জীব বা আত্মার ত' জন্ম-মৃত্যু নাই। তবে জীবের জন্ম-মৃত্যু কিরূপ?

উঃ—শ্রীসনাতন টীকা— (ভাঃ ১০।১।৩৮)

দেহ প্রাপ্তি ত্যাগৌ এব জীবস্য জন্ম মৃত্যু। অর্থাৎ জীবের জড় দেহ প্রাপ্তিই জন্ম এবং দেহ-ত্যাগই মৃত্যু।

দেহত্যাগ হইবামাত্র অবশে অর্থাৎ কর্ম্মবশাৎ স্বতঃই পুনঃ দেহ প্রাপ্তি হয়। জীব কর্ম্মানুসারে অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ প্রাক্তন দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে।

(ভাঃ ১০।১।৩৯ ও ৪১ ঐ টীকা

শাস্ত্র আরও বলেন—

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।'

(ভাঃ ঐ ৩৮ টীকা)

প্রঃ—কংসাসুরকে ভক্ত বসুদেব দীনবৎসল কেন বলিলেন ?

উঃ—শ্রীসনাতনটীকা (ভাঃ ১০।১।৪৫)

উগ্রসেন গরুদান করিতে বলিলে দুষ্ট কংস ব্রাহ্মণগণকে দীন অর্থাৎ মৃতপ্রায় বৎস দান করিত।

নিষ্ঠুর কংস অতি দরিদ্র প্রজার নিকট হইতেও রাজকর-স্বরূপে অন্ততঃ বৎসও গ্রহণ করিত। এই দুই কারণে তাহাকে দীনবৎসল বলা হইয়াছে।

(চক্রবর্ত্তী টীকা)

দীনবৎসল ইতি শ্লেষেণ দীনং মৃতপ্রায়ং বৎসং এব লাতি বিপ্রেভ্যো দদাতি। কিম্বা দীনাৎ অপি বৎসমপি লাতি গৃহ্লাতি ইতি নিন্দা এব। (সনাতন টীকা)

দীনাৎ অতি দরিদ্রাৎ অপি বৎসমপি রাজকরত্বেন লাতি গৃহ্লাতি। (চক্রবর্ত্তী টীকা)

প্রঃ—ঈশ্বরেচ্ছা কি দুর্জ্ঞেয় এবং অখণ্ডনীয় ?

উঃ—নিশ্চয়ই। ঈশ্বরের ইচ্ছা কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। ঈশ্বরেচ্ছা সহজবোধ্যও নহে। যেহেতু মার্কণ্ডেয় মুনি, অজামিল ও সত্যবান্ প্রভৃতির উপস্থিত মৃত্যুও নিবৃত্ত হইয়াছিল এবং কুশ, নমুচি, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির নিবৃত্ত মৃত্যুও পুনরায় উপস্থিত হইয়াছিল।

(ভাঃ ১০।১।৫০ শ্লোক ও বৈষ্ণবতোষণী টীকা)

প্রঃ—হৃদয়েই ত' ভগবান্ অবস্থান করিতেছেন, তবে হৃদয়ে বা চিত্তে ভগবদাবির্ভাব জিনিষটা কি ?

উঃ—হৃদয়ে কৃষ্ণ আছেন সত্য, কিন্তু আমরা তাঁহাকে চিত্তে দেখিতে পাইতেছি না। সদ্গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক গুর্ব্বানুগত্যে ভজন করিতে করিতে চিত্তে প্রেমোদয় হইলে সেই নির্ম্মল চিত্তে ভাববিশেষে ভগবান্ যখন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন, তখন আমরা হৃদয়ে কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। গুরু কৃপায় ভজন বলে হৃদয়ে যে কৃষ্ণের এই স্ফূর্ত্তি তাহাই কৃষ্ণাবির্ভাব।

ভাঃ ১০।২।১৬ শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণীটীকা বলেন—ভগবান্ অন্তর্য্যামিতয়া সদা হৃদয়ে বর্ত্তমানোহপি ইদানীং তচ্চিত্তে ভাববিশেষেণ পরিস্ফুরতি।

শাস্ত্র বলেন—

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরুচৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে যে ভক্ত যেভাবে কৃষ্ণকে বরণ করেন, কৃষ্ণও সেইভাবে অর্থাৎ প্রভু, বন্ধু, পুত্র ও পতি এই চারিভাবের যে কোন একটি রূপে ভক্তের নিকট আবির্ভূত হন।

ভগবান্ বলিয়াছেন—

আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
আমি সে সে ভাবে ভজি, এ মোর স্বভাবে॥

(চৈঃ চঃ)

প্রঃ—প্রীতিপ্রদত্ত বস্তুই কি আদরণীয় ?

উঃ—নিশ্চয়ই। 'বসন্তি হি প্রেম্ণি গুণা, ন বস্তুনি।' প্রীতির সহিত প্রদত্ত বস্তুই আদরণীয় হয়। প্রীতি বা স্নেহই চিত্তকে আকর্ষণ করে, নতু বস্তু।

শাস্ত্র বলেন—

সুখ্তা বলি' অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
সুখ্তায় যে সুখ হয়, নহে পঞ্চামৃতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
সুখ্তা-পাতা, কাশন্দিতে মহাসুখ হয়॥
স্নেহ-সেবাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর-কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥ (চৈঃ চঃ)

প্রঃ—সংসার নিবৃত্তি হয় না কেন ?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—'যাবৎ অজ্ঞানং ন নিবর্ত্ততে তাবৎ সংসার-নিবৃত্তি র্ন স্যাৎ।'

(বৈষ্ণবতোষণী)

অজ্ঞাননিবৃত্তি না হইলে সংসার-নিবৃত্তি হয় না। সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হইলেই সংসার-নিবৃত্তি হয়। অজ্ঞান হইতেই জীবের অহং কর্ত্তা, অহং ভোক্তা, এইরূপ অহং বুদ্ধি বা অহঙ্কার হয়।

(বৈষ্ণবতোষণী ভাঃ ১০।৪।২৬)

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কি প্রত্যহ আলোচ্য ? প্রত্যহই কি এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয় ?

উঃ—নিশ্চয়ই। ঐকান্তিক শ্রীগৌরভক্তগণ প্রত্যহই আদর ও প্রীতির সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রবণ, কীর্ত্তন

ও আলোচনা করেন এবং করিবেন। ইহা যে কত মঙ্গলপ্রদ, চিত্তাকর্ষক ও ভগবৎসুখকর, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত ভক্তমাত্রেই প্রত্যক্ষভাবে অবগত আছেন।

শাস্ত্র বলেন—

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্ত্যাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥

(চৈঃ চঃ অ ১২।১)

প্রঃ—আনুগত্যই কি ভক্তি?

উঃ—নিশ্চয়ই। আনুগত্যই শরণাগতি বা ভক্তি। অনুগতই শরণাগত বা ভক্ত। আনুগত্যই ভক্তি, আর স্বতন্ত্রতা জিনিষটী অভক্তি বা বহির্মুখতা। আনুগত্যই সেবোন্মুখতা, কৃষ্ণোন্মুখতা বা কৃষ্ণদাস্য। কিন্তু আনুগত্য-রাহিত্য বা স্বাতন্ত্র্যই ভোগোন্মুখতা, কৃষ্ণবহির্মুখতা বা মায়ার দাস্য। চিত্তানুবৃত্তিই সেবা, দাস্য বা আনুগত্য। আনুগত্যে গুরুকৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্যং, ন তু স্ব-পর-সুখে।

আনুগত্য জিনিষটি অনুগমন, অনুসরণ, গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ পালন, গুরু-কৃষ্ণের সুখানুসন্ধান।

আনুগত্য-ব্যাপারটি অনুকরণ বা তোষামোদ নহে। আনুগত্য দৈন্যময়, দাস্যময়, ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়, ইহাতে স্বসুখের লেশমাত্রও নাই। কিন্তু অনুকরণ জিনিষটি ঢং; ইহা স্বার্থপরতাময়, ইন্দ্রিয়তর্পণময়, দম্ভপূর্ণ ও অন্যাভিলাষ।

শরণাগত বা অনুগতের বৃত্তি হ'লো আনুগত্য। অনুগতজন আজ্ঞাবাহী, কিন্তু স্বতন্ত্র ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী ও আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী। অনুগত-জন নিষ্কাম, কিন্তু স্বতন্ত্র-ব্যক্তি সকাম। আনুগত্যই সুখ, স্বতন্ত্রতাই দুঃখ। আনুগত্যই শান্তি। অনুগত বা শরণাগতই শান্ত। অনুগত বা শরণাগত is always at rest কিন্তু স্বতন্ত্র বা অশরণাগত is always restless. অনুগত নির্ভয় ও সুখী কিন্তু স্বতন্ত্র ভীত ও দুঃখী। শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত॥

(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণভক্ত—দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তরহীন। (চৈঃ চঃ)

শরণাগতস্য অভয়ং, অশরণাগতস্য ভয়ং ভবতি। অনুগতের রক্ষক আছে, আশ্রয় আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র রক্ষকহীন, নিরাশ্রয়, তাই সে সন্ত্রস্ত ও চিন্তাগ্রস্ত। আনুগত্যে চিন্তা নাই, ভয় নাই, দুঃখ নাই, পরন্তু সাহস, বল, ভরসা প্রচুর আছে। স্বতন্ত্রতা প্রভুত্বময়, দম্ভময়, কিন্তু আনুগত্য দাস্যময়।

স্বতন্ত্র ব্যক্তি দাম্ভিক, কর্ত্তা অভিমানী, প্রভু অভিমানী। কিন্তু অনুগত ব্যক্তি দাস অভিমানযুক্ত।

প্রঃ—ব্রাহ্মণ কি জন্ম হইতেই সকলের গুরু?

উঃ—হাঁ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

'নৃণাং জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ'।

(ভাঃ ১০।৮।৬)

ব্রাহ্মণ জন্মমাত্রেই মনুষ্যগণের গুরু।

শ্রীসনাতনটীকা—

জন্মনা জন্মমাত্রেণৈব কিং পুনর্জ্ঞানাদিনা।

ক্রমসন্দর্ভটীকা—জন্মনা জাত্যৈব॥ (শ্রীজীবপ্রভু)

প্রঃ—যে কৃষ্ণকে প্রীতি করে, কেহ কি তাহার ক্ষতি করিতে পারে?

উঃ—কখনই না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—(ভাঃ ১০।৮।১৮

যেমন অসুরগণ বিষ্ণুপক্ষাশ্রিত দেবগণকে পরাস্ত করিতে পারে না, তদ্রূপ যাহারা কৃষ্ণকে প্রীতি করে, তাহাদিগকে শত্রুগণ এমন কি কাম-ক্রোধাদি অন্তঃশত্রুগণও কিছুই করিতে পারে না।

প্রঃ—ঈশ্বর কে?

উঃ—বৈষ্ণবতোষণীটীকা—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থঃ।

যিনি সবই করিতে সমর্থ, তিনিই ঈশ্বর।

প্রঃ—সুকৃতি মানে কি?

উঃ—কৃষ্ণকৃপা-হেতু পুণ্যই সুকৃতি।

শাস্ত্র বলেন—

'সুকৃতি' শব্দে কহে 'কৃষ্ণকৃপা'-হেতু পুণ্য।

(চৈঃ চঃ অ ১৬।১০০)

ঐ অমৃতপ্রবাহভাষ্য—যে পবিত্র কর্ম্মে কৃষ্ণকৃপা জন্মায়, তাহাকে (ভক্ত্যুন্মুখী) সুকৃতি বলে।

সম্প্রদায়

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

'সম্প্রদায়' শব্দের মুখ্য আভিধানিক অর্থ—গুরু-পরম্পরাগত উপদেশ। এতদ্ব্যতীত সমাজ, দল, সংঘ, সজাতীয় প্রভৃতি অর্থেও উহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেববিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার 'প্রমেয়রত্নাবলী' নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন—

ভবতি বিচিন্ত্যা বিদুষা নিরবকরা গুরুপরম্পরা নিত্যং।
একান্তিত্বং সিধ্যতি যয়োদয়তি যেন হরিতোষঃ॥

অর্থাৎ "পণ্ডিত অর্থাৎ বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা নির্দ্দোষ গুরুপরম্পরা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। যে গুরুপরম্পরা স্মরণ করিলে বৈষ্ণবের ঐকান্তিকত্ব সিদ্ধ হয় এবং তদ্দ্বারা ভগবৎ সন্তোষের উদয় হয়।"

গুরুবর্গের ভক্তিপূত আদর্শ চরিত্র যতই আলোচনা করা যায়, ততই তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে শিষ্যের হৃদয় নির্ম্মল হয় এবং সেই নির্ম্মলচিত্ত শিষ্য আপনাকে ঐকান্তিক বৈষ্ণবদাসানুদাসাভিমানে জড়াহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎকৃপালাভে সমর্থ হন। ঐকান্তিক ভক্ত বৈষ্ণবগণ শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়, তাই শ্রীহরিপ্রিয় জন-গণের নিষ্কপট আনুগত্যই শ্রীহরির কৃপা লাভের এক-মাত্র উপায়। এজন্য প্রত্যেক দীক্ষিত শিষ্যের গুরুপারম্পর্য্য অবশ্য স্মরণীয়।

শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার উক্ত প্রমেয়রত্নাবলী গ্রন্থে পদ্মপুরাণ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়া পরে স্বীয় গুরুপরম্পরা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥"

অর্থাৎ "সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রসমূহ কখনই ফলপ্রদ হয় না। এহেতু কলিকালে চারিটি বৈষ্ণবসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাত্মার উদয় হইবে। 'শ্রী', 'ব্রহ্মা', 'রুদ্র' ও 'সনকাদি' (সনক-সনাতন-সনন্দ-সনৎকুমার—চতুঃসন)—এই চারিটী সাম্প্রদায়িক মূল হইতে কলিকালে ভুবনপাবন বৈষ্ণবা-চার্য্যচতুষ্টয়ের উৎকলদেশে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রকাশ জানিতে হইবে।"

"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥"

অর্থাৎ "লক্ষ্মীদেবী রামানুজস্বামীকে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা মধ্বস্বামীকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে এবং সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার নিম্বার্ক স্বামীকে কলিকালে স্বস্ব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন।"

সম্প্রদায় বা গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত উপদেশানুগমন ব্যতীত কখনই মন্ত্রসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এজন্য কলিকালে শ্রীলক্ষ্মী, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং চতুঃসন—এই চারিজন সৎ-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আদিগুরুর মত অবলম্বনে শ্রীরামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী এবং নিম্বার্ক—এই চারিজন সিদ্ধসূরি মহাত্মা—বৈষ্ণবাচার্য্য যথাক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত—বেদান্তমত প্রচার করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতমতপ্রচারক শ্রীরামানুজাচার্য্য মাদ্রাজ সহর হইতে ১৩ ক্রোশ পশ্চিমে মহাভূতপুরী শ্রীপেরেম্বেদুরে ৯৩৮ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২০ বৎসর কাল প্রকটলীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা প্রচার করিয়াছেন। শুদ্ধদ্বৈত বেদান্তমতপ্রচারক শ্রীমন্ম-ধ্বাচার্য্য পরশুরামক্ষেত্রে উড়ুপীগ্রামে ১০৪০ শকাব্দে আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিয়াছেন। শুদ্ধা-দ্বৈতবেদান্তমতপ্রচারক শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামিপাদ দ্রবিড়ান্তর্গত অন্ধ্রপ্রদেশে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণসেবা প্রচার করিয়াছেন এবং দ্বৈতাদ্বৈতবেদান্তমতপ্রচারক আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য দাক্ষিণাত্যে মুঙ্গেরপত্তন গ্রামে আরুণি ঋষির ঔরসে শ্রীজয়ন্তী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-ভজন প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্যস্বামীর আবির্ভাবকাল শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে বলিয়া নিরূপিত

হইয়াছে। শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাবির্ভাব-কাল সম্বন্ধেও মতান্তর দৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও মতে আন্ধ্রবিষ্ণুস্বামী ব্যতীত আরও অনেক বিষ্ণুস্বামী আছেন। শ্রীবল্লভভট্ট যে শ্রীবিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের জনৈক প্রসিদ্ধ আচার্য্য, তদ্বিষয়েও মতানৈক্য লক্ষিত হয়। যাহা হউক উক্ত শ্রীরামানুজ-মধ্ব-বিষ্ণুস্বামী-নিম্বার্ক—এই চারিজন সৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আশ্রয়ে থাকিয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়োচিত মতের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন। শ্রীপুরীধামে এই চারিসম্প্রদায়েরই মঠ দৃষ্ট হয়। শ্রীমৎ কৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ মহাশয় শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'প্রমেয়রত্নাবলী' গ্রন্থের 'কান্তিমালা' নাম্নী তৎকৃতা টীকায় লিখিতেছেন—"শিষ্টানুশিষ্ট গুরূপদিষ্টো মার্গঃ সম্প্রদায়ঃ। তদুপদিষ্টেন পথা বিনা মন্ত্রশাস্ত্রাদুপলব্ধা বিষ্ণুমন্ত্রা মুক্তিদা ন ভবন্তি।" অর্থাৎ শিষ্টোপদিষ্ট বা গুরূপদিষ্ট মার্গই 'সম্প্রদায়' বলিয়া কথিত। তদুপদিষ্ট পথ ব্যতীত মন্ত্রশাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত বিষ্ণুমন্ত্রসকল মুক্তিপ্রদ হয় না। এজন্য সৎসম্প্রদায়ানুগত সদ্গুরুপরম্পরানুগত্য অবশ্য স্বীকার্য্য।

গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ স্বগুরু-পরম্পরা এইরূপ জানাইয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণসংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥
ইতি গুরুপরম্পরা॥"

উঁহার পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামি-ঠকুরকৃত গৌড়ীয়ভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে—

"গ্রন্থকর্ত্তার নিজ ব্রহ্মসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা বলিতেছেন। গ্রন্থকর্ত্তা গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য বৈষ্ণব। শ্রীকৃষ্ণ মূল উপাস্য বস্তু এবং সর্ব্বমূলগুরু। তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মা। ব্রহ্মার শিষ্য দেবর্ষি নারদ। নারদের শিষ্য বাদরায়ণ ব্যাস, ব্যাসের শিষ্য শ্রীমধ্ব। শ্রীমধ্বের শিষ্য পদ্মনাভ, তদনুগ নরহরি এবং তদনুগ মাধব। মাধবের শিষ্য অক্ষোভ্য। অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়তীর্থ। জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু, তাঁহার শিষ্য দয়ানিধি, তাঁহার শিষ্য বিদ্যানিধি, তাঁহার শিষ্য রাজেন্দ্র, তাঁহার শিষ্য জয়ধর্ম্ম। আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব এই ধারায় পর পর শিষ্য। জয়ধর্ম্মের শিষ্য পুরুষোত্তম, তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মণ্য, তাঁহার শিষ্য ব্যাসতীর্থ। এই সকল গুরুবর্গকে আমরা সম্যগ্-রূপে স্তব করি। ব্যাসতীর্থের শিষ্য লক্ষ্মীপতি, তাঁহার শিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী। তাঁহার শিষ্য জগদ্গুরু ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তুতি করি। ঈশ্বরপুরীর শিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দিয়া জগতের নিস্তার বিধান করিয়াছেন। ইহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের গুরুপরম্পরা।"

"শ্রীমাধ্বগুরুগণ একদণ্ডী এবং অনেকেই তীর্থস্বামী। ইঁহারা নিজনামাগ্রে শ্রীমাধ্ব অমুক তীর্থ বলিয়া অভিহিত হন। শ্রীমাধবেন্দ্র, তীর্থ নহেন, পরন্তু পুরী গোস্বামী। সুতরাং কোন পুরী গোস্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীমাধ্ব ন্যাসী গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের মতে নিত্যানন্দপ্রভু লক্ষ্মীপতির অনুগত ছিলেন। তত্ত্ববাদী শাখাস্থিত মধ্বের মূল মঠ উত্তরাঢ়ী মঠের মাধ্বগণ সকলেই তীর্থস্বামী। আধুনিক অপসাম্প্রদায়িক সহজিয়া মতের নেতৃবর্গ কেহ কেহ শ্রীমাধ্বগুরুপরম্পরা বিষয়ে সন্দিহান হন। কিন্তু তাঁহাদের সন্দেহের কারণ নিজেদের অনভিজ্ঞতা-প্রসূত। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা-গ্রন্থে, শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর গ্রন্থে এবং শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে প্রমেয়-রত্নাবলীর লিখিত গুরুপরম্পরার সহিত অধিকাংশে মিল আছে।"

ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণশিষ্যত্ব শ্রীগোপালপূর্ব্বতাপনী শ্রুতিতে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীমধ্বমুনিরও শ্রীবাদরায়ণ বেদব্যাস-শিষ্যত্ব ঐতিহ্য প্রসিদ্ধ। এইরূপ কথিত আছে—শ্রীমধ্ব ও শ্রীশঙ্কর মণিকর্ণিকায় সহস্রবিদ্বদ্-গোষ্ঠিমধ্যে অনশনে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন।

তথায় নভোমণ্ডলে নীলাভ্রতুল্য শ্রীবেদব্যাস উদিত হইয়া সর্ব্বসাক্ষাতে শঙ্করমত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধ্বমত স্বীকার করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ বলদেব নিম্নলিখিত শ্লোকে নয়টি প্রমেয়ের উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমন্মধ্বের এই নব প্রমেয়ের সত্যতা স্বীকার করিয়া তদাশ্রিতজনে ইহাকেই বৈদান্তিক পরম সত্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন—

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্যহেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীমধ্ব বলেন—(১) বিষ্ণুই পরতম বস্তু, (২) বিষ্ণু অখিলবেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব সত্য, (৪) জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ হরিচরণসেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্ত-ভেদে তারতম্য বর্ত্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি, (৮) জীব-মুক্তির কারণ বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজন ও (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদই প্রমাণত্রয়। এই শ্রীমধ্বকথিত নয়টি প্রমেয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র উপদেশ করিয়াছেন।

'প্রমেয়রত্নাবলী' গ্রন্থে এই নয়টি প্রমেয় স্বতঃ-প্রমাণশিরোমণি বেদানুগত্যে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা গ্রন্থকারের স্বকপোলকল্পিত কোন মত নহে, তিনি পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বপাদ হইতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীনগণ এইরূপ বলিয়াছেন—

"শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিরিতি॥"

অর্থাৎ "শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতে ভগবান্ শ্রীহরিই পরতত্ত্ব, জগৎ সত্য হইলেও ভগবান্ হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন অর্থাৎ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির পরিণাম। জীব বহু; তাহারা সকলেই হরির নিত্যদাস। সাধন-ভেদে তাহাদিগের ফলগত তারতম্য হয় বলিয়া তাহারা পরস্পর উচ্চনীচভাব প্রাপ্ত। জীবের কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃতি-ক্রমে অবিদ্যা-প্রবেশই তাহার পক্ষে বিরূপতা। সেই বৈরূপ্য হইতেই দেব-মানবাদি ভাবের উদয়। বৈরূপ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ চিৎস্বরূপে অবস্থান করিয়া ভগবৎ-সেবানন্দানুভূতিই মুক্তি। ইহাতে 'বিষ্ণুর চরণলাভই—মোক্ষ' এই কথার সহিত বিরোধ ঘটিল না, কারণ, জীব যখন স্বরূপতঃ ভগবানের নিত্যদাস, তখন ঐ দাস্য ভগবচ্চরণ-লাভ ব্যতীত অন্যরূপে সম্ভব নহে। ভগবানে অমলা অর্থাৎ অন্যাভিলাষ ও জ্ঞানকর্ম্মাদি মলদ্বারা অনাবৃতা শুদ্ধাভক্তিই উক্ত মোক্ষ (ভগবৎসেবানন্দ) লাভের সাধন। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটি প্রমাণ, ভগবান্ হরিই নিখিল শ্রুতিপ্রতিপাদ্য পুরুষ।"—'গৌড়ীয়-ভাষ্য'॥

এইরূপে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর লেখনী হইতে প্রতীত হয়—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্বমতের সত্যতা বেদান্তসম্মত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতগ্রন্থের মধ্যলীলা নবম পরিচ্ছেদে তত্ত্ববাদাচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্ রঘুবর্য্য তীর্থের সহিত উড়ুপীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—তত্ত্ব-বাদিগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও কৃষ্ণে সমর্পণ-রূপ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকেই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ 'সাধন' এবং সেই সাধন-বলে পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধব্যক্তির বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তিকেই শ্রেষ্ঠ 'সাধ্য' বলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতীয় 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি বিচার প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ 'সাধন' ও সেই সাধনবলে কৃষ্ণ-প্রেমসেবাফললাভকেই শ্রেষ্ঠ 'সাধ্য'-রূপে বিচার করতঃ শ্রীমদ্ রঘুবর্য্য তীর্থ স্বামীকে বলিলেন—"শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাধনভক্তি হইতে কৃষ্ণে যে প্রেমভক্তির উদয় হয়, তাহাই পঞ্চম পুরুষার্থ ও তাহাই পুরুষার্থের সীমা। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চারিটি সকৈতব পুরুষার্থ; প্রেমরূপ পুরুষার্থই অকৈতব পুরুষার্থ। কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ দ্বারা কৃষ্ণে কখনই প্রেমভক্তি লাভ হইতে পারে না। তবে কর্ম্মার্পণ ইত্যাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গবলে অনন্য কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়।

শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ সাধন-ভক্তি হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের ততই অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্য্যরূপে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইবার সর্ব্বত্র সম্ভাবনা নাই; কেননা (শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি) সৎসঙ্গ-জনিত 'শরণাপত্তি'-লক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে।" (—অমৃতপ্রবাহভাষ্য দ্রষ্টব্য) সুতরাং শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তগণ মুক্তি বা জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটিকে শুদ্ধভক্তিপ্রতিকূল জ্ঞানে বর্জ্জনই করিয়া থাকেন, আর সেই দুই বস্তুকেই আপনারা সাধ্য ও সাধন পর্য্যায়ে স্থাপন করিতেছেন, ইহা বোধ হয় আমাকে বঞ্চনা করিবার জন্যই বলিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সদৈন্যবচন শ্রবণ করিয়া তত্ত্ববাদাচার্য্য লজ্জিত হইয়া কহিলেন—

"(আচার্য্য কহে—) তুমি যেই কহ, সেই সত্য হয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়॥
তথাপি মধ্বাচার্য্য ঐছে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ॥"

আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সচ্ছাস্ত্র-সম্মত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া কেবল সম্প্রদায়ানুরোধে পূর্ব্বোক্ত সাধ্য-সাধন-বিচার গ্রহণের কথা কহিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

"(প্রভু কহে,—) কর্ম্মী, জ্ঞানী—দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন॥
সবে একগুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
'সত্য বিগ্রহ ঈশ্বরে' করহ নিশ্চয়ে॥"

উহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"প্রভু কহিলেন,—ওহে তত্ত্ববাদি-আচার্য্য, তোমার সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ; তথাপি ঈশ্বরের সত্য ও নিত্যবিগ্রহ স্বীকাররূপ একটি মহদ্গুণ তোমার সম্প্রদায়ে দেখিতেছি। তাৎপর্য্য এই যে, মদীয় পরমগুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই প্রধান সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া মাধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন।"

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে ২৪ অনুচ্ছেদে 'শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণৈঃ' এইরূপ গৌরবসূচক বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ অনুচ্ছেদের টীকায় শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন—

"শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পরমোপাস্য শ্রীমদ্ভাগবত। আচার্য্য শঙ্কর উহা বিচালিত করেন নাই। (পরন্তু তাঁহার শ্রীগোবিন্দাষ্টক, পাদ্মসহস্রনাম-ভাষ্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণভক্তিই যে তাঁহার হৃদয়ের কথা, ইহা বেশ বুঝা যায়।) তবে তচ্ছিষ্য পুণ্যারণ্যাদির ভাগবত-ব্যাখ্যা-রীতিতে নির্ব্বিশেষপর বিচার প্রবিষ্ট থাকায় অনেক বৈষ্ণব ঐ ব্যাখ্যা পাঠে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বে আকৃষ্ট হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় তাঁহাদের ভ্রান্তিচ্ছেদ নিমিত্ত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য নামক টীকা করিয়া তাঁহাদিগকে যথার্থ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'মধ্বাচার্য্যচরণৈঃ' এইরূপ অত্যাদর সূচক বহুত্ব নির্দ্দেশ নিজ-পূর্ব্বাচার্য্যত্ব-হেতু বলিয়াই বুঝিতে হইবে। শ্রীমন্মধ্বমুনি সাক্ষাৎ বায়ু-দেবের অবতার। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও অতিবিক্রমী। একসময়ে চতুর্দ্দশবিদ্যায় পারঙ্গত এক দিগ্বিজয়ীকে তিনি চতুর্দ্দশক্ষণে (চারমিনিট কালকে এক ক্ষণ ধরা হয়, সুতরাং ৫৬ মিনিটে) পরাজিত করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দশটি মঠ বা আসন অধিকার করেন। ঐ দিগ্বিজয়ী পরে শ্রীমধ্বের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া 'পদ্মনাভ' নামে পরিচিত হন।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ কৃত 'তত্ত্বসন্দর্ভ' গ্রন্থের ২৮শ অনুচ্ছেদোক্ত 'তত্ত্ববাদগুরূণাং' শব্দের টীকায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন—

'সর্ব্বং বস্তু সত্যমিতি বাদস্তত্ত্ববাদস্তদুপদেষ্টৄণামিত্যর্থঃ।'

অর্থাৎ আচার্য্য শঙ্করের 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'—এই বাক্যে জগন্মিথ্যাত্ববাদ যে ভ্রান্ত, তাহা প্রতিপাদনার্থ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ 'সর্ব্বং বস্তু সত্যম্' এই তত্ত্ব স্থাপন করেন। এজন্য তাঁহাকে তত্ত্ববাদ-গুরু বলা হয়। পরিদৃশ্যমান্ জগৎ নশ্বর অস্থায়ী—পরিবর্ত্তনশীল হইলেও যেহেতু তাহা পরম সত্যবস্তুর শক্তি হইতে উদ্ভূত, এজন্য, তাহাকে একেবারে অলীক বা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না, তাহার সার্ব্বকালিক সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকারের পরিবর্ত্তে তাৎকালিক অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে

শ্রীজন্মাষ্টমী-উৎসব

পঞ্চদিবসব্যাপী-ধর্ম্মসভা

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিগত ২৪ শ্রাবণ, ১০ আগষ্ট শনিবার হইতে ২৯ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবস-ষট্কব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২৪ শ্রাবণ, শনিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস-বাসরে শ্রীভগবানের আবাহন-গীতি শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনযোগে সম্পন্ন করিবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব ও তাঁহার সতীর্থগণের অনুসরণে মঠের ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দ, তৎপশ্চাৎ বহু পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দ শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করতঃ সন্ধ্যায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সংকীর্ত্তনে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে ছিলেন—শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, শ্রীমদ্ বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ ও শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী; মৃদঙ্গবাদনসেবায় ছিলেন—শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস, শ্রীসুরেশ দাস, মেচাদার শ্রীরাম-কৃষ্ণ দাস ও তাঁহার সঙ্গী এবং আনন্দপুরের শ্রীচন্দ্র-কান্ত মিস্ত্রী ও তাঁহার সঙ্গী; সংকীর্ত্তনে দোহার করেন—শ্রীপাদ বামন মহারাজ, শ্রীপাদ নারসিংহ মহারাজ, শ্রীগোলোকবিহারী, শ্রীপরেশানুভব, শ্রীগৌরহরিদাস, শ্রীঅপ্রমেয়, শ্রীনৃত্যগোপাল, শ্রীবলভদ্র, শ্রীরাইমোহন, শ্রীনবীনমদন, শ্রীভাগবত, শ্রীগোরাচাঁদ, শ্রীপ্রেমময়, শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ, শ্রীবংশীধর দাস, শ্রীগৌরসুন্দর (গুরুপদ), শ্রীপ্রভুপদ দাস, শ্রীঅজিত কুমার দাস প্রভৃতি মঠের ব্রহ্মচারিগণ এবং শ্রীননীগোপাল, শ্রীপার্থসারথি, শ্রীকৃষ্ণগোপাল রায় প্রভৃতি মঠের বনচারী ও বহু গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ। হরিসংকীর্ত্তনমুখে পশ্চাদনুগামী মহিলা-ভক্তবৃন্দও মধ্যে মধ্যে শঙ্খধ্বনি ও মাঙ্গলিক জয়কার-ধ্বনির সহিত সমস্ত রাস্তা পরিক্রমা করেন। শ্রীমঠে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস-বাসরের প্রাক্‌কৃত্য সম্বন্ধে ভক্তবৃন্দকে অবহিত করাইয়া বলেন,—'বিশুদ্ধচিত্তেই ভগবান্ বাসুদেবের আবির্ভাব হয়। ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য আকাঙ্ক্ষাই চিত্তের মলিনতা। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনকেই চিত্তমার্জ্জনের শ্রেষ্ঠ সাধনরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং অধিবাসের মুখ্য প্রাক্ কৃত্য আমাদের হবে,—দশাপরাধ বর্জ্জন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে যত্নশীল হওয়া।'

২৫ শ্রাবণ রবিবার অহোরাত্র উপবাস, সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ, সান্ধ্য ধর্ম্ম-সভায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও মহিমাসূচক কথা, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, রাত্রি ১১ ঘটিকায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ, মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সহযোগে সহরবাসী ও মফঃস্বল হইতে আগত বহুশত ভক্তের সমাবেশে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-তিথিপূজা সম্পন্ন হয়। ব্রতপালনকারী ভক্তবৃন্দকে সরবৎ, ফল মূলাদি প্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব-সম্পাদিত শ্রীবিগ্রহগণের পূজা, মহাভিষেক, ভোগরাগ ও আরাত্রিক সন্দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ভক্তবৃন্দ আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ বোধ করেন। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব-বাসরে মহোৎসব অনু-ষ্ঠিত হয় এবং সমস্ত দিনই নরনারী নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব-সাধারণকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

কলিকাতা মঠের শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসবে যোগদানের জন্য কটকের পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র এবং পুরীর শ্রী

শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ মঠের এক্‌জিকিউটিভ অফিসার শ্রীরাধানাথ দ্বিবেদী ২৫ শ্রাবণ প্রাতে পুরী এক্সপ্রেস্‌যোগে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। তাঁহারা একরাত্রি মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন।

২৫ শ্রাবণ, ১১ আগষ্ট রবিবার হইতে ২৯ শ্রাবণ ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-মণ্ডপে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার সান্ধ্য-অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে—কটকের প্রাক্তন এম-এল্‌-এ পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, কলিকাতা মুখ্য-ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, কালনা শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও শ্রীচৈতন্য-বাণী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার সরকার ও কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে যথাক্রমে—কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীনিখিল চন্দ্র তালুকদার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসীতানাথ গোস্বামী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী ও শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় য়্যাড্‌ভোকেট। সভায় বক্তব্যবিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্তপ্রিয় ভগবান্', 'আধুনিক সভ্যতা ও যথার্থ প্রগতি', 'বৈধী ও রাগানুগাভক্তি', 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন'। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, কাঁথি ও কাশী শ্রীভাগবত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, উদালা (উড়িষ্যা) শ্রীবার্ষভানবীদয়িত-গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, খড়্গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, রিষ্‌ড়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীরণদেব চৌধুরী বার-য়্যাট্-ল, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ ও অধ্যাপক শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন করেন শ্রীমদ্ বিষ্ণু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে **পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি বহু রূপ ধারণ ক'রে ভগবান্ জগতে এসেছেন। যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, সেরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে আমাদিগকে মঙ্গলের পথ দেখিয়েছেন। আজ যাঁর আবির্ভাব-তিথি এখানে পালিত হচ্ছে, তিনি শুধু অবতার নহেন, অবতারী—সমস্ত অবতারের কারণ। শ্রীমদ্ভাগবত রাম-নৃসিংহাদি অবতারের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন—এঁরা কেহ অংশ, কেহ অংশাংশ, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" ব্রহ্মসংহিতাতেও অনুরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলা হ'য়েছে—'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।'—ব্রহ্মসংহিতা ৫।১। শ্রীকৃষ্ণাবতারের বৈশিষ্ট্য এই—তিনি তাঁর মাধুর্য্য-স্বরূপের মধ্যেও অদ্ভুত শক্তির প্রকাশ দেখিয়েছেন, কাহারও সাহায্য অবলম্বন করার লীলা না ক'রেও বকাসুর, পূতনা আদি ভীষণ ভীষণ দৈত্য ও দানবীকে অনায়াসে নিধন করেছেন। অসুরনিধনে অন্যান্য অবতারগণের মধ্যে এরূপ লীলার প্রাকট্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আদি হ'তে আধুনিক শিক্ষার পত্তন যখন থেকে হলো, তখন থেকে আমাদের পৌরাণিক শাস্ত্রকে 'Mythology' (কাল্পনিক আখ্যায়িকা-সম্বলিত শাস্ত্র) আখ্যা দিয়ে তথাকথিত শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি-

গণ পৌরাণিকশাস্ত্র-প্রতিপাদিত সত্যকে লঘু করবার চেষ্টা ক'রেছেন। শ্রীব্যাসদেব মিথ্যা কথা ব'লে লোকবঞ্চনা করেন নাই। যদি তিনি বঞ্চক হতেন, তবে তাঁর বিশ্বব্যাপী পূজা হতো না। সনাতন ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিই শ্রীব্যাসদেবের আবির্ভাব-তিথি আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে গুরু-পূজা করে থাকেন। সেই ব্যাসদেবই ব'লেছেন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। সুতরাং আমাদের এ বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় থাকা উচিত নয়।"

মাননীয় **বিচারপতি শ্রীনিখিল চন্দ্র তালুকদার** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"এই আশ্রম-প্রাঙ্গণ মহাতীর্থ। আস্‌বার সময় সারা পথ ভাব্‌ছি—তীর্থে যাচ্ছি। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। এজন্য আজকের এই শুভ দিনে সর্ব্বাগ্রে আমি মঠের অধ্যক্ষ মহারাজকে অন্তরের অন্তস্তল হ'তে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ক'র্‌ছি। ইনি অত্যন্ত তেজস্বিতার সহিত ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্য কর্‌ছেন, ইহা খুবই আনন্দের কথা। আজকের দিনে সত্যিকার ধর্ম্মপ্রচারের আবশ্যকতা সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই অনুভব ক'রবেন। কারণ ধর্ম্মভিত্তিক সমাজ না হ'লে শান্তি আস্‌তে পারে না। আধুনিক সভ্যতার গরিমায় আমরা ব'ল্‌তে পারি, আমরা চাঁদে পৌঁছেছি। কিন্তু এতে কি শান্তি এসেছে, না অশান্তি বেড়েছে? ধর্ম্মই আমাদের সঙ্গে যাবে, আর কিছু যাবে না। ধর্ম্মের মূল কথা ভগবদ্বিশ্বাস। ভগবান্‌কে আমরা নিজ যোগ্যতায় জান্‌তে পারি না। তিনি জানালে জান্‌তে পারি, তিনি দেখালে দেখ্‌তে পারি। সূর্য্য যেমন স্বপ্রকাশ, ভগবান্‌ও তদ্রূপ স্বপ্রকাশ। স্বয়ং ভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আজ আবির্ভাব-তিথি। তাঁ'র তত্ত্ব ও মহিমা এতক্ষণ আচার্য্য মাধব গোস্বামী মহারাজের নিকট আপনারা শুন্‌লেন। কৃষ্ণকথাই আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর ক'রতে পারে, সর্ব্বপ্রকার শুভ দিতে পারে। কৃষ্ণকথাই কথা, আর সব মনো ব্যথা। আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণমন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণপূজা, মুখে মুখে কৃষ্ণনাম, অঙ্গে অঙ্গে কৃষ্ণের ছাপ, পক্ষিকুলের 'রাধে কৃষ্ণ' গান, ভিখারীর 'জয় কৃষ্ণ' বোল ধ্বনি সর্ব্বত্র কৃষ্ণের প্রভাব সূচনা করে। এই সৎপরিবেশে এসে কৃষ্ণভাবের উদ্দীপনা নিয়ে যাচ্ছি। এসে'ছিলাম শূন্যকুম্ভে, যাচ্ছি পূর্ণ কুম্ভ নিয়ে। পুনঃ আচার্য্যপাদকে ও আপনাদিগকে প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ ক'র্‌ছি।"

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজ সারা বছর ঘুরে ঘুরে কৃষ্ণকথা প্রচার ক'রছেন, তাঁর দর্শন পাওয়াই

শ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় অধিবেশন।
সম্মুখে বাম হইতেঃ—শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, বিচারপতি শ্রীনিখিল চন্দ্র তালুকদার, শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীমৎ পরমহংস মহারাজ
পশ্চাতে বাম হইতেঃ—শ্রী পি, সি চ্যাটার্জ্জি, ব্যারিষ্টার শ্রীনিতাই দাস রায়

এখন আমাদের পক্ষে দুর্লভ হয়েছে। কৃষ্ণ-কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণকথা প্রচার হয় না। শুকদেব গোস্বামী কৃষ্ণকথা ব'লেছিলেন, পরীক্ষিৎ মহারাজ শুনেছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ কৃষ্ণকথা শুন্‌তে শুন্‌তে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা সব ভুলে গেছিলেন। এরূপ একাগ্রতা না হ'লে শ্রবণ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে বসুদেব-নারদ সংবাদে ভাগবত-ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব'ল্‌তে গিয়ে ব'লেছেন—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্ম-কর্ম্ম-গুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্॥
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎপরস্মৈ নিবেদনম্॥"
(ভাগবত ১১।৩।২৭-২৮)

অলৌকিক লীলাপরায়ণ ভগবান্ শ্রীহরির জন্ম, কর্ম্ম ও গুণসকলের শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, তাঁর জন্য অখিল চেষ্টা এবং যজ্ঞাদি ইষ্টকর্ম্ম, দান, তপ, জপ, নিজ প্রিয় বস্তু, সদাচার, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ ও প্রাণ এসকল বস্তুই শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ই তাঁর প্রীতি-সাধন উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হ'লেই শুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্মের অনুশীলন হয়। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণই ভাগবতধর্ম্মের মূল কথা। যিনি যে পরিমাণে আত্মনিবেদন ক'র্‌তে পার্‌বেন, তিনি সে পরিমাণে কৃষ্ণ-কৃপায় কৃষ্ণের তত্ত্ব ও মহিমা উপলব্ধি ক'র্‌তে সমর্থ হ'বেন। সর্ব্বাবস্থায় তিনি কৃপা ক'র্‌ছেন এটা বুঝ্‌তে শিখ্‌লে এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁতে আত্মনিবেদন ক'র্‌তে পার্‌লেই আমরা তাঁকে পাবার দায়ভাক্ হ'তে পারি। 'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥' (ভাগবত ১০।১৪।৮) তাঁ'র কৃপাতেই আমরা মনুষ্য-জন্ম পেয়েছি। তাঁর কৃপাতেই সাধুসঙ্গে রুচি হয় এবং তাঁর কৃপা হ'লেই আমরা তাঁ'র কথা শ্রবণ, কীর্ত্তনে উৎসাহ লাভ ক'র্‌তে পারি। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রীঅনন্তদেব অনন্তমুখে কীর্ত্তন ক'রে শেষ করতে পারেন নাই। ক্ষুদ্র জীব আমরা কি প্রকারে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন ক'র্‌বো। যেটুকু কীর্ত্তন করবার প্রয়াস পাই, তা' কেবল নিজেকে পবিত্র করবার জন্য।"

মাননীয় **বিচারপতি শ্রীরবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য** ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

"'ভক্তপ্রিয় ভগবান্' এ বিষয়বস্তুর দুপ্রকার অর্থ হ'তে পারে—'ভক্তের প্রিয় ভগবান্' অথবা 'ভগবানের প্রিয় ভক্ত'। ভগবানের প্রিয় ভক্ত এ অর্থ গ্রহণ ক'র্‌লে প্রশ্ন আস্‌বে, ভগবান্ কি শুধু ভক্তকেই ভালবাসেন, অন্য সৃষ্টিকে ভালবাসেন না? তার উত্তর এই—ভগবান্ সব সৃষ্টিকেই সমান ভাবে ভালবাসেন, তবে ভক্ত ভক্তির দ্বারা ভগবানের কৃপা বুঝ্‌তে পারেন, অভক্ত পারে না,—এই তফাৎ। মহারাজজী ব'ল্লেন তিনি এমন কোনও লোক দেখেন নাই যিনি ভগবান্ মানেন না। ঈশ্বর-মানা জীবে স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু সেই মানার মধ্যে শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা আছে। ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরকে কয়জন ভক্তি করে? অধিকাংশই বিপদে প'ড়লে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু একে শুদ্ধভক্তি বলে না। স্বার্থের জন্য ঈশ্বরভক্তি শুদ্ধভক্তি নয়। শান্তি আমরা সকলেই চাই। শান্তির জন্য আমেরিকার হিপিরা গাঁজা খাচ্ছে, কেউ বা যোগীর কাছে কেউবা সাধুর কাছে আস্‌ছে। মহারাজের নিকট শুন্‌লেন অনেক পাশ্চাত্য দেশীয় ব্যক্তি গৌড়ীয় মঠের শিষ্য হ'য়েছেন। সকলেই শান্তির জন্য চেষ্টা ক'র্‌ছেন। কিন্তু শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আমরা প্রকৃত শান্তির আস্বাদন পেতে পারি না। একাগ্রতার সহিত ভগবানেতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলেই শুদ্ধভক্তি হয়। সেই ভক্তিই আমাদিগকে ভগবদনুভূতি বা শান্তি দিতে পারে।

অধ্যাপক **ডক্টর শ্রীসীতানাথ গোস্বামী** প্রধান অতিথির অভিভাষণে ব'ল্লেনঃ—"দুটী পথ আছে—প্রবৃত্তি-মার্গ ও নিবৃত্তি-মার্গ। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শাদি বিষয় ভোগের প্রতি জীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি র'য়েছে। যাঁ'দের বিষয়-ভোগবাসনা প্রবল, তাঁ'দের পক্ষে প্রবৃত্তি-মার্গ উপযুক্ত। প্রবৃত্তি-মার্গাশ্রিত ব্যক্তিগণের কর্ম্মাগ্রহিতা থাকায় তাঁ'রা কর্ম্ম ক'র্‌বেন, কিন্তু যজ্ঞের জন্য ক'র্‌বেন অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রীতির জন্য ক'র্‌বেন, তা' হ'লে কর্ম্ম-বন্ধন হ'বে না। "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং

কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥"—গীতা। যাঁ'রা বিষয়-ভোগবাসনার অবরতা বুঝে তা' হ'তে নিবৃত্ত হ'য়েছেন, তাঁ'রা নিবৃত্তি-মার্গের অধিকারী। সে বৈরাগ্য সাময়িক হ'লে চ'লবে না, স্থায়ী হওয়া চাই। এরূপ নিবৃত্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তি জগতে বিরল। বৈরাগ্যের দুটী দিক্ -সাংসারিক বস্তুতে বিরক্তি ও ভগবানেতে অনুরক্তি। ভগবানে প্রীতি বা ভক্তি হ'লে ভগবদিতর বস্তুতে বিরক্তি স্বাভাবিকরূপে আস্‌বে। সেই ভক্তি লাভের সহজ সরল উপায়—ভগবানের নাম সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করা। ভক্তির তিনটী স্তর—সাধন-ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তিতে ভগবানের গূঢ় লীলারস আস্বাদিত হয়। প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠ আদর্শ ব্রজগোপীগণ। কৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপীগণের যে ক্রীড়া, তাহার অনুশ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা আমরা পরাভক্তি লাভ ক'রতে পারবো। 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥'—ভাগবত ১০ম স্কন্ধ।

পূজ্যপাদ **শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ** ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

"আধুনিক সভ্যতাকে যথার্থ প্রগতি বলা যাবে যদি উহা প্রকৃত ভগবদুন্মুখতার দিকে গতিশীল হয়, উহাই সত্যসত্য শান্তির পথ, নতুবা তদ্‌বিপরীত অশান্তির দিকে গতি হ'লে তা'কে অধোগতিই ব'ল্‌তে হবে। ভগবদ্দর্শন বা ভগবৎসান্নিধ্য লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত শান্তির কোনও সম্ভাবনা নাই। এতৎসম্পর্কে কঠোপনিষদ্ বাক্য প্রণিধানযোগ্য—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥" 'নিত্যসমূহের মধ্যে যিনি পরম নিত্য, চেতনসমূহের মধ্যে যিনি পরমচেতন, বহুর মধ্যে যিনি এক, যিনি সকলের কামনা পূরণ করেন, তাঁকে আত্মস্থ হ'য়ে যে ধীর ব্যক্তি দর্শন করেন, তাঁর নিত্যশান্তি লাভ হয়, অপরের হয় না।' ঐ কঠোপনিষদের (২।১।১) "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাক্‌পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥" বাক্যে বলা হ'য়েছে—ব্রহ্মা জীবের ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখ ক'রে নির্ম্মাণ ক'রেছেন, তাই তা'দের বহির্দ্দর্শন প্রবল। নিজ নিজ অন্তরাত্মা ভগবদ্দর্শন ক'রতে পারে না। ইহার মধ্যে কোন বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ ধীর ব্যক্তিই অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হ'য়ে অন্তরস্থ শ্রীভগবান্‌কে দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করেন। ইহাকেই প্রকৃত 'প্রগতি' বলা যেতে পারে। ভগবদ্ দর্শন হ'তেই অবিদ্যাবিমুক্ত হ'য়ে পরম সাম্য বা শান্তি লাভ হ'য়ে থাকে যথা মুণ্ডকোপনিষদ্—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥" 'সাম্য' ব'লতে সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভগবানের সমানধর্ম্ম-প্রাপ্তি বুঝায়। এই ধর্ম্ম জরামরণাদিরাহিত্য-লক্ষণাত্মক ধর্ম্ম, পরন্তু স্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণাত্মক ধর্ম্ম নহে। কেহ কেহ সান্নিধ্যও অর্থ ক'রে থাকেন অর্থাৎ ভগবৎ সেবাধিকার লাভ করেন। সুতরাং ভগবানের দিকে গতিই প্রগতি, তাঁকে বাদ দিয়ে যে গতি, তা' অধোগতি—দুর্গতি অর্থাৎ দুঃখের দিকে গতি।'

অধ্যাপক **ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"আমাদের জাতীয় জীবনে শ্রীজন্মাষ্টমী পরম পবিত্র। এই তিথি উপলক্ষে আমরা আজ সমবেত হ'য়েছি।

ভারতবর্ষ হ'তেই প্রথম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাণী দিকে দিকে প্রচারিত হয়। পারস্য ও গ্রীক্ প্রভৃতি পরবর্ত্তিকালীন সভ্যতাদি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবান্বিত। এদিক্ হ'তে ভারত গৌরব ক'রতে পারে। ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শকে ভিত্তি ক'রেই ভারতীয় সভ্যতা। স্বাধীনতা হারিয়ে ভারত যখন নিজ সংস্কৃতি ভুলে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ ক'রতে গেল, তখনই ভারতীয় সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত হ'লো। সে ভুল এখন ভেঙ্গেছে। পাশ্চাত্য জগৎ ব'ল্‌ছে, শিশু যেমন মায়ের কাছে শিক্ষা লাভ করে, আমরাও তদ্রূপ ভারতবর্ষের কাছে শিক্ষা লাভ করবো।

পরস্ব অপহরণ ক'রে, সমগ্র জাতিকে দস্যুতে

পরিণত ক'রে, ঔদ্ধত্যের দিকে নিয়ে বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত ব্যক্তিগণ মনে ক'র্তে পারেন এর মধ্যে প্রগতি। কিন্তু এর মধ্যে প্রগতি নাই, আছে দুর্গতি। অবিচারিত ভোগ-প্রবৃত্তির দ্বারা ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখ হ'তে পারে, কিন্তু এতে শান্তি হবে না, সুখ হবে না। ভারতীয় সভ্যতা ভোগবিলাসের সভ্যতা নয়, উহা তপোবনের সভ্যতা, ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হ'তে প্রত্যাহার ক'রে ঈশ্বর আরাধনারূপ ধর্ম্মভিত্তিক সভ্যতা। গ্রীক্ সভ্যতার ত্যাগের মহিমা, সংযমের মহিমা, ধর্ম্মের মহিমা র'য়েছে—এ সমস্ত ভারতবর্ষের সহিত সম্পর্ক হ'তে তাঁরা প্রাপ্ত। কিন্তু আমরা এত হতভাগা যে, আমাদের সংস্কৃতি, গৌরব সব ভুলে গেছি। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক যে সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছে, তা' আধ্যাত্মিক চেতনার দিক্ হ'তে অনেক পিছিয়ে গেছে। Materialism বস্তুতন্ত্রবাদ পৃথিবীকে গ্রাস ক'র্তে চল্‌ছে। আমরাও পতঙ্গের ন্যায় তাতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি। সভ্যতার প্রগতি আছে একমাত্র ধর্ম্মজীবন যাপনে বা ভাগবতী চেতনায়, বস্তুতন্ত্রবাদে নয়। আজকের এই শুভদিনে শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি, তিনি যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন এবং যথার্থ প্রগতির দিকে নিয়ে যান।"

মাননীয় **বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার সরকার** ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

"অদ্যকার আলোচ্য বিষয় 'বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি' সম্বন্ধে শ্রীল মহারাজজী সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। শুনবার পর বিষয়টী সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হলো। ভগবান্ হ'তে উদ্ভূত ভগবচ্ছক্ত্যংশ জীবের ধর্ম্ম হ'বে ভগবানে ভক্তি—ইহা মহারাজজী শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা আমাদিগকে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। সেই ভক্তি দু'প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থায় যে ভক্তি, তাহাই বৈধী ভক্তি। বৈধীভক্তি সকলেরই করণীয় বা সকলে ক'র্তে পারেন। প্রীতি-মূলাভক্তি সুদুর্ল্লভা। রাগাত্মিক ভক্তের ভক্তিতে প্রলুব্ধ হ'য়ে তদনুগমনে যে অনুরাগময়ী ভক্তি, তাহাই রাগানুগাভক্তি, ইহার অনুশীলনকারী জগতে বিরল।"

মাননীয় **বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা** পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বপ্রকাশতত্ত্ব। তাঁকে প্রকাশ করবার ভাষা মানুষের নাই। তাঁকে জানতে হ'লে চাই শরণাগতি—ভক্তি। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনায় আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে জান্‌তে পারি। শ্রীগৌড়ীয় মঠ হ'তে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কৃত অনুভাষ্যে বহু বিষয়ের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ দেওয়া হ'য়েছে। ঈশ্বরের তত্ত্ব ও মহিমা তিনি (অর্থাৎ স্বয়ং সেই ঈশ্বর) না জানালে আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে তা' জান্‌তে পারি না। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর লেখনী হ'তে পাই—"মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥" "এই গ্রন্থ লিখায় মোরে মদনমোহন। আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥ সেই লিখি, মদনগোপাল মোরে যে লেখায়। কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥" "আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ। যার যত শক্তি তাতে করে আরোহণ॥ ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওরপার। জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥"

প্রায় পৌণে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে) নদীয়া জেলায় শ্রীধাম মায়াপুরে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্বনির্ণয়ে জানিয়েছেন—"নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গায়। সেই প্রভু অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥" নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী জানিয়েছেন—শ্রীকৃষ্ণ রাধা ভাব নিয়ে গৌর হয়েছেন। কৃষ্ণ—পূর্ণ-শক্তিমান্, রাধা-পূর্ণশক্তি। একই স্বরূপ, লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ৪৮ বৎসর প্রকট ছিলেন। প্রথম চব্বিশ বৎসর তাঁর গৃহস্থলীলা। 'চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান। তাঁহা যে করিলা লীলা—আদি লীলা নাম॥ চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥' গার্হস্থ্যলীলায় গয়া হ'তে ফিরে শ্রীমন্মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ-লীলা প্রকাশ ক'রলেন। তিনি ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে সব শব্দরূপ ও ধাতুরূপের অর্থ ক'রছেন 'কৃষ্ণ' এবং ছাত্রদের ব'ল্লেন তিনি আর পড়াতে পারবেন না। তিনি গ্রন্থে ডোর দিলেন, ছাত্ররাও গ্রন্থে ডোর দিলেন। তখন ছাত্রগণকে নিয়ে তিনি সংকীর্ত্তন আরম্ভ ক'রলেন—'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥' এই ভাবে তিনি ভক্তগণকে নিয়ে হরিসংকীর্ত্তন ক'রতে লাগলেন। কলিযুগের যুগধর্ম্ম হরিসংকীর্ত্তন-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন ক'রেছিলেন ব'লে তাঁকে সংকীর্ত্তন-পিতা বলা হয়। সন্ন্যাস গ্রহণের পর ২৪ বৎসরের শেষ ১৮ বৎসর তিনি নীলাচলে অবস্থান ক'রেছিলেন। প্রথম ছয় বৎসর ভক্তগণকে নিয়ে পুরী হ'তে গমনাগমন ও প্রচার-লীলা ক'রেছিলেন। প্রচার-লীলায় অলৌকিক শক্তি প্রকাশ ক'রে দাক্ষিণাত্যে ও উত্তরভারতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারা মনুষ্য, এমন কি, পশু, পক্ষী প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত ক'রে বৈষ্ণব করেছিলেন। নীলাচলে একাদিক্রমে ১৮ বৎসর অবস্থানকালে প্রথম ছয় বৎসর ভক্তগণের সঙ্গে নৃত্য-গীত ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে এবং শেষ দ্বাদশ বৎসর কেবলমাত্র রাধাভাবে বিভাবিত থেকে অন্তরঙ্গতম ভক্তগণের সঙ্গে গূঢ় প্রেমরস আস্বাদনে অতিবাহিত ক'রেছিলেন।"

শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"শ্রীচৈতন্যদেবের তত্ত্ব ও মহিমা এবং হরিসংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য এতক্ষণ ধ'রে আপনারা শুনলেন। হরি ও হরিনামেতে কোনও ভেদ নাই। এজন্য অবিচলিত ভক্তিসহকারে হরিনাম ক'রতে পারলে সব তত্ত্বই হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব এই হরিসংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম-প্রচার ক'রে গেছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান হ'তেও এই সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম বিভিন্ন স্থানে প্রচারিত হ'চ্ছে। কলিকাতায় বছরে দু'বার যে পাঁচ দিন ব্যাপী ধর্ম্মসভা হয়, তাতে আমরা ভগবৎ কথা শ্রবণের যথেষ্ট সুযোগ লাভ করে থাকি। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের জন্মস্থানটী এঁরা পেয়েছেন। পুরীতে তাঁর জন্মস্থান, সেখানে তাঁর স্মৃতিতে বিরাট্ প্রতিষ্ঠান হবে। আপনারা সাধ্যমতে তদ্বিষয়ে সহযোগিতা ক'রবেন, এই আমার আবেদন।"

ব্যারিষ্টার **শ্রীরণদেব চৌধুরী** তাঁহার অভিভাষণে

সান্ধ্য ধর্ম্মসভার শেষ অধিবেশন
মঞ্চে বাম হইতে—শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা, ব্যারিষ্টার শ্রীরণদেব চৌধুরী, শ্রীমদ্ মাধব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ ও শ্রীমৎ পরমহংস মহারাজ।

বলেন,—"শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব উপলক্ষে আমি এখানে এসেছি শ্রোতা হিসাবে, বক্তা হিসাবে নয়। পাঁচ দিন ধ'রে আপনারা এখানে হরিকথা শুনছেন। বেশীর ভাগ লোক বিপদে প'ড়লে ভগবানের কাছে আসে। কিন্তু স্বামীজীরা ভগবান্‌কে ডাকেন নিজের স্বার্থের জন্য নয়। ভগবানের প্রতি সত্যিকার আস্থা থাকলে, হৃদয় দিয়ে ভগবান্‌কে ডাকতে পারলে তাঁর কৃপায় আমরা সমস্ত কার্য্যেই সাফল্য লাভ ক'রতে পারবো। তাঁকে বাদ দিয়ে জনসাধারণের উপকার করা যায় না। যে হিংস্রতা মানুষের মধ্যে এসে প'ড়েছে, তার প্রশমনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে ভগবদ্বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা দরকার। এজন্য এই জাতীয় সভা-সমিতির খুবই আবশ্যকতা র'য়েছে।"

বিরহ-সংবাদ

শ্রী শ্রীনিবাস দাসাধিকারী—অস্মদীয় পরম গুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট শ্রীহরিনাম-মালিকা ও পরে অস্মদীয় গুরুদেব শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের নিকট মন্ত্র-দীক্ষা-প্রাপ্ত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমৎ শ্রীনিবাস দাসাধিকারী প্রভু বিগত ১২ ফাল্গুন, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ রবিবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে ৭০ বৎসর বয়সে আসাম কামরূপ জেলান্তর্গত সরভোগস্থ নিজালয়ে দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা রাখিয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলার কৈজুলি গ্রামনিবাসী শ্রীশরৎ চন্দ্র দে মহাশয়ের পুত্ররূপে শ্রীশশাঙ্ক শেখর দে নামে পরিচিত ছিলেন। দীক্ষান্তে শ্রীনিবাস দাসাধিকারী নাম প্রাপ্ত হন। ইনি গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিলেও জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর সরভোগে অবস্থান করতঃ তত্রস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচুর সেবা করিয়াছিলেন। ইনি রন্ধনসেবায় পটু ছিলেন এবং মহোৎসবাদিতে পরমোৎসাহের সহিত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। কএকবার ইনি শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাদিতে যোগদান করতঃ প্রচুর সেবা করিয়াছেন। ইঁহার স্বধাম-প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রেই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীকরুণাময়ী কুণ্ডু—পরমা ভক্তিমতী বৃদ্ধা মাতা গত ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৮১; ইং ৩০শে জুলাই, ১৯৭৪ মঙ্গলবার ঝুলনযাত্রার দ্বিতীয় দিবস—শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব তিথি-পূজা এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ-উৎসব-বাসরে বেলা ১১-৩০ ঘটিকায় ৮২ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সজ্ঞানে হরিনাম করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ জিউর চরণামৃত ও গঙ্গোদক পান করিয়া পরলোক গমন করেন। ইঁহার স্বামীর নাম ছিল—পরলোক-প্রাপ্ত যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয়। ইনি (করুণাময়ী মাতা) বিগত ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে, ইং ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৬০ সালে গোয়াড়ী বাজারস্থ নিজেদের বসতবাটী পরলোকগত স্বামীর স্মৃতিরক্ষা ও আত্মকল্যাণ-কামনায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজকে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই ঐ গৃহে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা 'কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ মহারাজ গত ১লা ভাদ্র, ইং ১৮ই আগষ্ট—শ্রীপুরুষোত্তম ব্রতারম্ভ-দিবস স্বয়ং কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ মহিমা-শংসন মুখে তাঁহার বিরহ-মহোৎসব সম্পাদন করাইয়াছেন।

করুণাময়ী মাতা পরমা বুদ্ধিমতী ও ভাগ্যবতীও বটেন। যেহেতু "অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্। নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণ-ভক্তি করুন সন্ধান॥"—এই মহাজন-বাক্যানুসারে তিনি নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধানে তাঁহার পাকা বসত গৃহটিকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগোপীনাথ জিউর এবং তাঁহাদের সেবকবৃন্দের বাসগৃহে পরিণত করিয়া প্রকৃষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার সুদুর্ল্লভ সৌভাগ্য লাভ করিলেন। তাই তাঁহার নির্য্যাণও হইল পরম পবিত্র তিথিতে এবং মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব স্বয়ং তাঁহার বিরহোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিত্যকল্যাণ বিধান করিলেন। ইহা অপেক্ষা বুদ্ধিমত্তা ও সৌভাগ্যের পরিচয় আর কি হইতে পারে? ইহাকেই বলে সদ্গতিলাভ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে

শ্রীপুরুষোত্তমধামে কার্ত্তিক-ব্রত, দামোদর-ব্রত বা নিয়মসেবা পালনের বিপুল আয়োজন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থিত মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে এই বৎসর শ্রীপুরুষোত্তমধামে আগামী ৮ কার্ত্তিক, ২৬ অক্টোবর শনিবার শ্রীএকাদশী তিথি হইতে ৯ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর সোমবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত **কার্ত্তিক-ব্রত, উর্জ্জব্রত, দামোদর-ব্রত** বা **নিয়মসেবা** পালনের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। যাঁহারা চারিমাসকাল চাতুর্ম্মাস্য যাজনে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে দামোদর-ব্রত বা উর্জ্জব্রত অনুকল্পবিধি অনুযায়ী অবশ্য পালনীয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তীর্থে কার্ত্তিক-ব্রত পালনের প্রচুর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কার্ত্তিকব্রতান্তে ১৩ অগ্রহায়ণ, ২৯ নভেম্বর শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত পুরুষোত্তমধামেই অবস্থান করা হইবে।

২৮ কার্ত্তিক, ১৫ নভেম্বর শুক্রবার **শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট** এবং ৯ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর সোমবার **শ্রীউত্থানৈকাদশী** তিথিবাসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শুভাবির্ভাব ও পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথিপূজা সম্পন্ন হইবে।

তজ্জন্য ভগবদ্ভক্তিপিপাসু ব্যক্তিগণকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন গৃহকর্ম্মাদি হইতে অন্ততঃ কিঞ্চিদধিক একমাসের জন্য সময় লইয়া সাধুভক্তবৃন্দের আনুগত্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, শ্রীধামবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তি-সেবনরূপ পঞ্চ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলনমুখে তীর্থমুকুটমণি শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীদামোদর-ব্রত পালনের এই সৌভাগ্য বরণ করেন।

কলিকাতা হইতে মঠের সাধুগণের সহিত যাইতে ইচ্ছুক যাত্রিগণ আগামী ৭ কার্ত্তিক, ২৫ অক্টোবর শুক্রবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে শুভযাত্রা করতঃ পরদিবস ৮ কার্ত্তিক, ২৬ অক্টোবর শনিবার পূর্ব্বাহ্নে পুরী পৌঁছিবেন এবং উক্ত দিবস হইতেই শ্রীপুরুষোত্তমধামে ব্রত আরম্ভ হইয়া ৯ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর সোমবার সমাপ্ত হইবে। নিয়মসেবাকালে নগর-সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীপুরুষোত্তমধাম পরিক্রমা, তত্রস্থ বিভিন্ন মন্দির ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলীসমূহ দর্শন এবং নিয়মসেবাকালীন ভক্ত্যঙ্গসমূহ পালন করা হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্রীভুবনেশ্বর ও শ্রীসাক্ষীগোপাল আদি দর্শন করা হইবে। ব্রতকালে শাস্ত্রবিহিত আহারের ব্যবস্থা থাকিবে। আগামী ১৪ অগ্রহায়ণ, ৩০ নভেম্বর শনিবার পুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের তারিখ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

নির্দিষ্ট দিবসে যোগদান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত শ্রীমঠের ব্যবস্থাধীনে শ্রীপুরুষোত্তমধামে মাসাধিকব্যাপী ব্রত-পালনের ও অবস্থানের জন্য রেলভাড়া ও বাসভাড়া ব্যতিরিক্ত দুইবেলা ভগবৎপ্রসাদ সেবন ও প্রাথমিক চিকিৎসাদির ব্যয় বাবদ প্রত্যেক যাত্রীর জন্য ২০০৲ দুইশত টাকা ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহারা সাধুগণের সহিত কলিকাতা হইতে যাইবেন ও প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন তাঁহাদিগকে রেলভাড়া ও বাসভাড়াদি বাবদ প্রত্যেককে ৬৮৲ আটষট্টি টাকা পৃথক দিতে হইবে। রেলওয়ে পাশ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রেলভাড়া বাদ যাইবে। যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে এখন হইতে নিজেদের নাম ও ঠিকানাসহ খরচের নির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ টাকা অথবা ১৯ আশ্বিন, ৬ অক্টোবর রবিবারের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা জমা দিয়া সম্পাদকের স্বাক্ষরিত রসিদ গ্রহণ করতঃ নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া লইতে অনুরোধ জানান হইতেছে। প্রত্যেক যাত্রী শয়নোপযোগী নিজ নিজ বিছানার সহিত মশারি লইবেন। ছোট থালা, বাটী, গ্লাস, ঘটী, টর্চ্চ আদি সঙ্গে লইতে পারিলে ভাল হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬ (ফোন ৪৬-৫৯০০) ঠিকানায় সাক্ষাৎভাবে কিংবা পত্রের দ্বারা সম্পাদকের নিকট বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

নিবেদক—**শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক**

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৪শ বর্ষ

৮ম সংখ্যা

আশ্বিন ১৩৮১

সম্পাদক: —

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেবড়ী, (ওল্ড সালারজং মিউজিয়াম), হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৪৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

'চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥'

১৪শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৮১। ১ পদ্মনাভ, ৪৮৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আশ্বিন, বুধবার; ২ অক্টোবর ১৯৭৪। { ৮ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১২৯ পৃষ্ঠার পর]

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনে আট প্রকার সুখোদয় হয়। হে কর্ম্মঠ জীব-সম্প্রদায়—মনুষ্যজাতি, এই কথাটী একটুকু শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের সম্যগ্রূপ কীর্ত্তন জয়লাভ করুক। যে-সকল লোকের বিষয়-কথা শুন্‌তে শুন্‌তে কর্ণ একেবারে বধির হ'য়ে গেছে, তা'দিকে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন শুনা'তে হয়। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত তা'দিকে ঠেলে মায়াবাদের অকুলসাগরে ফেলে দিচ্ছে। সংসার-সাগরের বিষয়-ভোগের স্রোত তা'দিকে মায়াবাদ-সাগরের বিষয়ত্যাগের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণবিমুখতার চরম আবর্ত্ত-বিবর্ত্তে পাতিত ক'রছে। 'হামখোদাই' বুদ্ধিতে চালিত হ'য়ে মানুষ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন—ত্রিপুটী বিনাশের বিচার অবলম্বন ক'রে আত্ম-বিনাশের পথে ধাবিত হন। তা' হ'তে রক্ষা পে'তে হ'লে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন কর; তা'তে আটপ্রকার সুখোদয় হ'বে।

চিত্তদর্পণে দৃশ্যজগতের আবহাওয়া নিরন্তর স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা এনে ফেল্‌ছে। সেই আবর্জনারাশি চেতনের বৃত্তিকে চাপা দেয়। চিত্তদর্পণে যে ধূলো প'ড়ে গিয়েছে—তা'র উপর যে-প্রকারে বিকৃতভাবে দৃশ্য জগৎ প্রতিফলিত হচ্ছে, যার ফলে আমরা কেহ কর্ম্মবীর, কেহ ধর্ম্মবীর, কেহ কামবীর, কেহ অর্থবীর, কেহ জ্ঞানবীর, যোগবীর, তপোবীর হওয়ার অবৈধ অভিলাষ সৃষ্টি ক'রে তা'তে ধ্বংস লাভ ক'রবার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছি—মানব-সমাজ প্রেম হ'তে দিন দিন কতদূরে চ'লে যাচ্ছি, সেই সব অসুবিধা আনুষঙ্গিকভাবে অতি সহজে বিদূরিত হ'তে পারে—কৃষ্ণের সম্যগ্রূপ কীর্ত্তনে, কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের অভাবে মানবজাতির শুভোদয়ের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'য়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের 'শ্রীকৃষ্ণটী' মানুষের মনোধর্ম্মের কারখানায় প্রস্তুত কৃষ্ণ নহেন। ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, রূপক কৃষ্ণ, তথাকথিত আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ, কল্পিত কৃষ্ণ, প্রাকৃত সহজিয়ার কৃষ্ণ, প্রাকৃত কামুকের কৃষ্ণ, প্রাকৃত চিত্রকরের কৃষ্ণ, যথেচ্ছাচারিতার কবলে কবলিত কৃষ্ণ, মেটেবুদ্ধির কৃষ্ণ, কাহারও ব্যক্তিগত রুচির ইন্ধন সর-

বরাহকারী কৃষ্ণ, মায়ামিশ্রিত কৃষ্ণ—"শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের শ্রীকৃষ্ণ" নহেন। বিখ্যাতকীর্ত্তি ঔপন্যাসিক যখন কৃষ্ণ-চরিত্র বর্ণন ক'রলেন, তখন নবীন বঙ্গীয় যুবকগণ কত উচ্ছ্বাসভরেই না সেই বর্ণনার কীর্ত্তিগাথা বাঙ্গালার হাটে-ঘাটে-মাঠে গে'য়ে বেড়া'তে লাগ্‌লেন। যখন প্রথম কৃষ্ণচরিত্র-গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লো, তখন নবীন প্রবীণ সকলের মুখেই শুন্‌লাম যে এবার কৃষ্ণচরিত্রের উপর এক নূতন আলোক এ'সে গেছে! 'মহাভারতের কৃষ্ণ', 'ভাগবতের কৃষ্ণ' প্রভৃতি কত কি বিচার হ'লো। আমাদের শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের কৃষ্ণ সেইরূপ কোন লোকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন-সরবরাহকারী কৃষ্ণ নহেন। মানুষের মেটেবুদ্ধি সেই শ্রীকৃষ্ণকে মেপে নিতে পারে না।

'শ্রীকৃষ্ণ'—এখানে যে 'শ্রী' কথাটী, সেই 'শ্রী' আকৃষ্টা হ'য়েছেন কৃষ্ণের দ্বারা; এজন্য 'শ্রীকৃষ্ণ'। কৃষ্ণ—আকর্ষক, শ্রী—আকৃষ্টা। শ্রী—পরম সৌন্দর্য্যবতী। সেই পরম সৌন্দর্য্যবতীকে যিনি নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকর্ষণ ক'রতে সমর্থ, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

পঞ্চম স্বরে যে বংশীধ্বনি গীত হয়, তা' ত্রিগুণতাড়িত ব্যক্তি শুন্‌তে পায় না; এমন কি, চতুর্থমানেও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চম তান অনেকে শুন্‌তে পান না। তুরীয় রাজ্য বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসকগণ কৃষ্ণ-মুরলীর পঞ্চম তানের মাধুরী বুঝ্‌তে পারেন না।

যেরূপভাবে রুদ্রের পরিচয়, ব্রহ্মার পরিচয় বা বিষ্ণুর পরিচয় হয়, সেইরূপ গুণাবতার-জাতীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ নহেন। তিনি গুণাবতারগণের অংশী। জড়বোধ-ব্যাপার-বিশেষমাত্রও তিনি নহেন। তিনি চেতনাভাস মনকে মাত্র আকর্ষণ করেন না; তিনি অনাবিল আত্মাকে আকর্ষণ করেন—তিনি সৌন্দর্য্যবান্‌কে আকর্ষণ করেন—সৌন্দর্য্যবতীগণকে আকর্ষণ করেন।

আমরা যেখানে অত্যন্ত ভীতি, সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সহিত পূজা ক'র্‌তে যাই, সেখানে আমরা কৃষ্ণকে পাই না—কৃষ্ণের অবতার-সমূহকে পাই। আমরা অভাবক্লিষ্ট, এই হেতুমূলক বোধ তখন আমাদিগকে ঐশ্বর্য্যবানের উপাসক ক'রে তুলে। গৌরসুন্দর যখন দক্ষিণদেশে গিয়েছিলেন, তখন সে দেশ থেকে একখানা গ্রন্থের একটী অধ্যায় তিনি এনেছিলেন, তা'র নাম—'ব্রহ্মসংহিতা'। তা'তে, ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন ক'রে ব'ল্‌ছেন,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্‌॥

সকল কারণের কারণ অনুসন্ধান ক'র্‌তে গেলে কৃষ্ণকেই পাওয়া যায়। কার্য্যকারণবাদের মূল চরম বস্তু অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সেই অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসার অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভূত হন। সৌন্দর্য্য না থাক্‌লে—যোগ্যতা না থাক্‌লে তিনি আকর্ষণ করেন না। দয়া নিতে হ'লে দয়ার দানীর চিত্ত আকর্ষণ ক'র্‌তে হয়—সকল জগতের সহিত বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন ক'রে দানীর অব্যভিচারী বান্ধব প্রেয়সী হ'তে হয়।

তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দঘনমূর্ত্তি। তিনি নিত্য-কাল অবস্থিত; কাল তাঁ' হ'তেই প্রসূত হ'য়েছে, কালের কাল মহাকাল তাঁ'র অধীন, তিনি পূর্ণজ্ঞান-বস্তু; তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় বস্তু।

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনে জীবের সর্ব্বসুখোদয় হয়। কৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন ক'রে যদি জীবের সর্ব্বসুখোদয় না হয়, তা'হ'লে অনেকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের শক্তি-বিষয়ে সন্দিগ্ধ হ'য়ে প'ড়্‌তে পারেন। কৃষ্ণের বিকৃত কীর্ত্তনে জীবের তুচ্ছফল লাভ হ'তে পারে। এজন্য বুদ্ধিমান্‌গণ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের বিজয় বাঞ্ছা করেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

প্রঃ—হৃদয় হইতে কাম-বাসনা কিরূপে দূর হয়?

উঃ—"কিয়ৎ পরিমাণে কাম যদি হৃদয়ে থাকে, তজ্জন্য দৈন্যের সহিত তাহাকে গর্হণ করিতে করিতে তাহা স্বীকার-পূর্ব্বক নিষ্কপটে ভজন করিতে থাকিবে,

অল্পদিনের মধ্যে ভগবান্ তোমার হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়কে নিষ্কাম করত তোমার প্রীতি গ্রহণ করিবেন।" চৈঃ শিঃ ১।৭

প্রঃ—ভাবোদয় ও প্রেমোদয় কিরূপে হয় ?

উঃ—"সাধুসঙ্গ-বলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয়, ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে পরিমাণে উদিত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ং আনুষঙ্গিক ফলরূপে উপস্থিত হয়।"—

—'দশমূল নির্য্যাস,' সঃ তোঃ ৯।৯

প্রঃ—কিরূপে নামাপরাধ হইতে ত্রাণ ও নামাভাস-দশা দূর হয় ?

উঃ—"গুরুকৃপাতেই নামাভাসদশা দূর এবং নামাপরাধ হইতে রক্ষা হয়।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

প্রঃ—নিখিল-ভজন-সঙ্কেতের সংক্ষিপ্ত-সার কি ?

উঃ—"যত প্রকার ভজন-সঙ্কেত আছে, সমস্ত সঙ্কেতের মধ্যে হরিনামই সংক্ষিপ্ত সার স্বরূপ।" —চৈঃ শিঃ ৩।৩

প্রঃ—নামে রুচি ও ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তি কিরূপে লাভ হয় ?

উঃ—"কেবল মুখে নামতত্ত্ব বিশ্বাস করিলে বা শাস্ত্র-পাঠে অবগত হইলে কোন কাজ হয় না, কার্য্যে পর্য্যবসিত হইলেই ফল পাওয়া যায়। যাঁহারা নাম-মাহাত্ম্য অবগত হইয়াও নাম করেন না, তাঁহারা নিরপরাধী নহেন, অসৎসঙ্গ জনিত হৃদয়দৌর্ব্বল্যবশতঃ তাঁহাদের নামে রুচি হয় না; সে-কারণ নামের নিকট তাঁহারা অপরাধী। সৎসঙ্গে অপরাধ ক্ষয় করিয়া সরলভাবে নামের আশ্রয় করাই শুভ-লক্ষণ, **অপরাধ পরিত্যাগের সহিত যত্ন-সহকারে নাম করিলে স্বল্পদিনের মধ্যেই নাম সুখকর বোধ হয়।** ক্রমশঃ সুখ এরূপ বৃদ্ধি হয় যে, নামকে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, তখন সহজেই নামের একান্ত আশ্রয় হইয়া পড়ে।"

'শ্রীকৃষ্ণনাম' সঃ তোঃ ১১।৫

প্রঃ—কিরূপে নামাপরাধ ক্ষয় হয় ? শুভকর্ম্ম বা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা কি সেই অপরাধ ক্ষয় হয় ?

উঃ—"কেবল দৈহিক-কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে বিশ্রামাদি আবশ্যক, তদ্ব্যতীত অন্য সকল সময়ে কাকুতির সহিত নাম করিলে নামাপরাধ ক্ষয় হয়। অন্য কোন শুভকর্ম্ম বা প্রায়শ্চিত্তে নামাপরাধ ক্ষয় হয় না।"

—'অহং মম ভাবাপরাধ,' হঃ চিঃ

প্রঃ—কিরূপে ভজনে উন্নতি হয় ?

উঃ—নাম-গ্রহণের সময় নামের স্বরূপার্থ আদরে অনুশীলন পূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা করিতে করিতে কৃষ্ণ কৃপায় ক্রমশঃ ভজনে ঊর্দ্ধগতি হয়। এই-রূপ না করিলে কর্ম্মি-জ্ঞানীদিগের ন্যায় সাধনে বহু জন্ম অতীত হইয়া যায়।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

প্রঃ—কিরূপে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয় ?

উঃ—"অঙ্গে মল লাগিয়াছে, অন্য কোন মল দ্বারা সে মল পরিস্কৃত হয় না। জড় কর্ম্ম—নিজেই মল, কিরূপে অন্য মল পরিষ্কার করিবে ? ব্যতিরেক জ্ঞান—অগ্নিস্বরূপ, মল-দূষিত সত্তায় লাগাইয়া দিলে সেই সত্তা পর্য্যন্ত নাশ করে। সে কিরূপে মল-পরিষ্কার-জনিত সুখ দিতে পারে ? সুতরাং গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের কৃপা-মূলক ভক্তিতেই শুদ্ধ সত্ত্বের উদয় হয়। শুদ্ধসত্ত্বই হৃদয়কে উজ্জ্বল করে।" —চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

প্রঃ—অন্তর্ম্মুখ জীবন কাহাদের ? কাহাকে অন্তর্ম্মুখ জীবন বলে ?

উঃ—"পরমেশ্বরকে জীবনসর্ব্বস্ব জানিয়া যাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি, ঈশ্বরবাদ ও চিন্তাকে ঈশ-ভক্তির অধীন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের জীবন মায়াবদ্ধ হইলেও অন্তর্ম্মুখ। এই অন্তর্ম্মুখ জীবনকে সাধন-ভক্তজীবন বলে।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৮, উপসংহার

প্রঃ—কোন্ কোন্ সাধনে কোন্ কোন্ লোক লাভ হয় ? প্রেমাতুর ভক্তগণ কোন্ লোক লাভ করেন ?

উঃ—"জড়-জগতে ঊর্দ্ধাধঃক্রমে চতুর্দ্দশ লোক; কামী কর্ম্মী গৃহস্থগণ ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ—রূপ ত্রিলোকী মধ্যে গমনাগমন করেন। বৃহদ্‌ব্রত-ব্রহ্মচারী, তাপস ও সত্য-পরায়ণ শান্তপুরুষগণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক পর্য্যন্ত গমনাগমন করেন। তাহারই ঊর্দ্ধভাগে চতুর্ম্মুখ ধাম এবং তদূর্দ্ধে ক্ষীরোদক-শায়ীর বৈকুণ্ঠ। সন্ন্যাসী পরমহংসগণ এবং হরিহত দৈত্যগণ বিরজা পার হইয়া অর্থাৎ চতুর্দ্দশ

লোক অতিক্রম করত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে আত্মলোপ-রূপ নির্ব্বাণ লাভ করেন। ভগবানের পরমৈশ্বর্য্যপ্রিয় জ্ঞানভক্ত, শুদ্ধভক্ত, প্রেমভক্ত, প্রেমপরভক্ত ও প্রেমাতুর ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে অর্থাৎ পরব্যোমাত্মক অপ্রাকৃত নারায়ণ-ধামে স্থিতি লাভ করেন। ব্রজানুগত পরম মাধুর্য্যগত ভক্তগণ কেবল গোলোক-ধাম লাভ করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৫

প্রঃ—বৈষ্ণব-সাধন কোন্ মার্গদ্বারা সাধিত হয় ?

উঃ—"যে-স্থলে যেদিকে রাগের আধিক্য, সেই দিকেই জীবের গতি হইবে। নৌকা দাঁড়ের জোরে চলিতে থাকে; কিন্তু যে-স্থলে জলের রাগরূপ স্রোতঃ তাহাকে আকর্ষণ করে, সে-স্থলে স্রোতের নিকট দাঁড়ের জোর পরাভূত হয়, সেইরূপ সাধক সময়ে সময়ে ধ্যান, প্রত্যাহার ও ধারণারূপ বহুবিধ দাঁড়ের দ্বারা মানস-তরণীকে কূলে লইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রাগরূপ স্রোতঃ অবিলম্বেই তাহাকে বিষয়ে নিক্ষিপ্ত করে। বৈষ্ণব-সাধন রাগমার্গ দ্বারা সাধিত হয়। রাগের সাহায্যে সাধক নিশ্চয়রূপে অবিলম্বে বৈকুণ্ঠরাগ প্রাপ্ত হন।" প্রেঃ প্রঃ

প্রঃ—জড়-বিষয়রাগ কিরূপে ভগবদ্রাগরূপে পরিণত হইতে পারে ?

উঃ—"চিত্তচাঞ্চল্য যখন ভক্তিসাধনের প্রধান বিঘ্ন, তখন ভক্তিসাধন-সময়ে সমস্ত বিষয়কে ভগবৎ-সম্বন্ধী করিয়া বিষয়-রাগকে ভগবদ্রাগরূপে পরিণত করিতে হয়। তাহা হইলে সেই রাগকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত ভগবদ্ভক্তি-তত্ত্বে স্থির হয়।" —'লৌল্য', সঃ তোঃ ১০।১১

প্রঃ—কৃষ্ণ-কৃপা-লাভের একমাত্র হেতু কি ?

উঃ—"সরল ভজনই কৃষ্ণ-প্রসাদ-লাভের একমাত্র হেতু।" —'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

প্রঃ—সাধনভক্তিতে কয়টী সোপান ? প্রেমের দ্বার কি ?

উঃ—"সাধন-ভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি —এই চারিটী সোপান। এই চারিটী সোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমের দ্বারস্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত হইতে হয়।" —'নিয়মাগ্রহ', সঃ তোঃ ১০।১০

প্রঃ—সাধন-ভক্তের সর্ব্বোচ্চতা কিরূপে প্রমাণিত হয় ? কে যথার্থ ভগবৎকৃপা-লব্ধ ?

উঃ—"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পালনে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ। যোগাদি মনের উন্নতি-সাধন-পন্থা। কিন্তু সাধন-ভক্তিতে জীবের আত্মোন্নতি হইয়া থাকে। সাধক যদিও পাকা কৃষক, সুদক্ষ সদাগর, চতুর যোদ্ধা হইতে না পারেন, তথাপি তাঁহার অধিকারক্রমে তিনি অত্যুচ্চ মানব-জীবনের কৌশলে পরিপক্ক। যদিও একজন চতুর রাজমন্ত্রী কামান ছুড়িতে বিশেষ সমর্থ না হইতে পারেন, তথাপি সকল যোদ্ধার মস্তকরূপে তিনিই সকল যুদ্ধাদির ব্যবস্থা করেন। সেইরূপ সাধক-ভক্তের সর্ব্বত্র উচ্চতা যিনি দেখিতে পান, তিনি প্রকৃত-প্রস্তাবে বুদ্ধিমান্—ভগবৎকৃপা অবশ্য লাভ করিয়াছেন।" —চৈঃ শিঃ ১।৬

প্রঃ—শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণের সহিত গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত পারমার্থিকগণের গ্রহণীয় কেন ?

উঃ—"ঋষিগণ আপন আপন শাস্ত্রে ভগবদনুশীলনের যতপ্রকার উপায় লিখিয়া গিয়াছেন, সে-সমুদায়ই বৈধ। কিন্তু তাহার মধ্য হইতে 'হরিভক্তি-বিলাসে' অনেকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শ্রীরূপগোস্বামী ঐ সকলের মধ্য হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চোষট্টি উপায় উদ্ধার করত 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।"

—তঃ সূঃ ৩৫ সূঃ

সম্প্রদায়

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ ১৩৮ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার সন্দর্ভে শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যপ্রণীত 'ভাগবততাৎপর্য্য' 'ভারততাৎপর্য্য,' 'ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্য' প্রভৃতিতে উদ্ধৃত বহু প্রাচীন শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদির বাক্য নিজপ্রদর্শিত অর্থবিশেষের প্রমাণ জন্য

উদ্ধার করিয়াছেন। ভারততাৎপর্য্যাদিতে 'চতুর্ব্বেদশিখা' প্রভৃতি শ্রুতি, পুরাণমধ্যে গরুড়াদি পুরাণের সম্প্রতি অপ্রচলিত অংশসমূহ, সংহিতা মধ্যে 'মহাসংহিতা' প্রভৃতি, তন্ত্রমধ্যে 'তন্ত্রভাগবতাদি' ও 'ব্রহ্মতর্কাদি' আকরগ্রন্থের যে সকল বাক্য প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল আকরগ্রন্থ শ্রীমন্মধ্বাচার্যপাদের সময়ে প্রচলিত থাকিলেও বর্ত্তমানে তাহার অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। শ্রীমধ্বমুনি দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া নানা আকরগ্রন্থ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে উহাদের মধ্যে অনেক গ্রন্থই অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীব্যাসদেবপ্রণীত 'ব্রহ্মতর্ক' গ্রন্থ অধুনা অপ্রচলিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ স্বয়ং শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তক হইয়াও উহার মধ্য হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের সমর্থনসূচক বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন; ইহাতে মনে হয় তিনি অন্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদও সমর্থন করিতেন। অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব-সমর্থক ব্রহ্মতর্কের দুইটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধার করা হইতেছেঃ—

বিশেষস্য বিশিষ্টস্যাপ্যভেদস্তদেব তু।
সর্ব্বং চাচিন্ত্যশক্তিত্বাদ্ যুজ্যতে পরমেশ্বরে॥
তচ্ছক্ত্যৈব তু জীবেষু চিদ্রূপপ্রকৃতাবপি।
ভেদাভেদৌ তদন্যত্র হ্যুভয়োরপি দর্শনাৎ॥

অর্থাৎ "বিশেষ ও বিশিষ্টেরও অভেদ সিদ্ধ; ভগবান্ অচিন্ত্যশক্তি বলিয়া তাঁহাতে সমস্তই সম্ভব। তাঁহার শক্তিতেই জীব ও চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও, সেইরূপ অন্যত্রও উভয়তঃ ভেদ ও অভেদ দৃষ্ট হয়।"

—পূঃ 'নিষ্কিঞ্চন' মঃ কৃত তত্ত্বসন্দর্ভ ২৮ অনুচ্ছেদের টিপ্পনী

এই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বই গৌড়ীয় দর্শনের মূলভিত্তি। শ্রীমন্মধ্বাচার্যই ইহার মূল সমর্থক হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার্য্য। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের গ্রন্থসমূহ হইতে যত উপায়ন সংগ্রহ করিয়াছেন, অন্য কোন বৈষ্ণবাচার্য্য হইতে এত উপকরণ সংগ্রহ করিবার কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি নামে মাত্র শাঙ্কর সম্প্রদায়ের অচ্যুতপ্রেক্ষ তীর্থের নিকট হইতে তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ (অথবা কাহারও মতে নয় বর্ষ) বয়ঃক্রমকালে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ণপ্রজ্ঞতীর্থ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করসম্প্রদায়ের কেবলাদ্বৈত মতবাদকে তিনি কখনও কোনক্রমেই সমর্থন করেন নাই। পরন্তু এই শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষতীর্থ পরবর্ত্তিকালে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। শ্রীমধ্ব বদরিকাশ্রমে শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ ও অষ্টশালগ্রামসেবা লাভ করেন। শ্রীমধ্বের সমুদ্রস্নানকালে এক বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ডমধ্য হইতে প্রাপ্ত শ্রীবালকৃষ্ণমূর্ত্তি সহ ঐ অষ্ট শালগ্রাম অদ্যাপি উড়ুপীতে সেবিত হইতেছেন। এইরূপে শ্রীমধ্বের যেরূপ ব্যাসশিষ্যত্ব, শ্রীব্যাসেরও তদ্রূপ শ্রীনারদশিষ্যত্ব (ভাঃ ১।৪র্থ-৭ম অঃ দ্রষ্টব্য) এবং শ্রীনারদেরও শ্রীব্রহ্মার শিষ্যত্ব (ভাঃ ২।৭।৫১) সর্ব্বতঃ প্রসিদ্ধ। আবার ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতি ও শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মারও শ্রীকৃষ্ণশিষ্যত্ব পরিস্ফুট রহিয়াছে। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"

—ভাঃ ১১।১৪।৩

অর্থাৎ "যে বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূতধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কালপ্রবাহে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম।"

মুণ্ডক শ্রুতিতেও (১।১।১) এইরূপ কথিত আছে—"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।"

অর্থাৎ চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সৃষ্টজগতের পালক, ইন্দ্রাদি দেবগণের আদিদেব ব্রহ্মা দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী শ্রীভগবান্ নারায়ণের নাভিকমল হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে উপদেশ করিলেন।

এই ব্রহ্মবিদ্যা যাহা শিক্ষা দেন, তাহা ঋগ্বেদসংহিতায় এইরূপ কথিত আছে—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা

পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।" অর্থাৎ যে বিষ্ণুর পরমপদ দিনমণি সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, সেই বিষ্ণুর পরমপদ দিব্যসূরি অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ **নিত্যকাল** দর্শন করিতেছেন। কঠাদি উপনিষদেও কথিত হইয়াছে—'বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্'। শ্বেতাশ্বতরে কথিত হইয়াছে—"এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ"। অর্থাৎ 'এক পরমদেবতা ভগবান্ আছেন, তিনি সবিতার বরেণ্য, তিনি সকল কারণের মধ্যে এক অদ্বয়স্বরূপে অধিষ্ঠিত।' ইত্যাদি।

মুণ্ডক ১।২।১৩ শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে—

"তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।"

অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সেই সদ্গুরু সম্যক্ অর্থাৎ যথাশাস্ত্রোক্ত নিয়মে তচ্চরণে উপসন্ন (সমুপস্থিত) প্রশান্তচিত্ত শমান্বিত অর্থাৎ সংসার-বিরক্ত শমদমান্বিত বিনীত তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্যকে যে বিজ্ঞানের (প্রেমভক্তির সহিত জ্ঞান) দ্বারা অক্ষর—অচ্যুতস্বরূপ সত্য (শাশ্বত) পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে তত্ত্বতঃ জানা যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ যথাযথভাবে প্রদান করিলেন।

এইরূপে শ্রুত্যাদি হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় ব্রহ্মসম্প্রদায়ই সর্ব্বপ্রাচীন। ব্রহ্মাই শ্রীভগবান্ হইতে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হন। ব্রহ্মাদি ক্রমে অদ্যাপি সেই সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থে 'সম্প্রদায় কেন হইল?' এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরদান প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

"জগতে অনেকেই মায়াবাদ-দোষে কুপথগামী। মায়াবাদ-দোষশূন্য যে-সকল ভক্ত, তাঁহাদের সম্প্রদায় না হইলে সৎসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়। এইজন্য পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে—'সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥'—এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্মসম্প্রদায় সর্ব্বপ্রাচীন। ব্রহ্মাদিক্রমে আজ পর্য্যন্ত সেই সম্প্রদায় চলিতেছে। * * * সম্প্রদায়-ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব আদিকাল হইতে সাধুদিগের মধ্যে সৎ সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।"

শ্রীমৎ কবিকর্ণপূরকৃত শ্রীমদ্গৌরগণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থে উক্ত ব্রহ্মসম্প্রদায়প্রণালীটি নিম্নলিখিতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে :—

"পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ।
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্॥
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ।
ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ॥
তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যো মহাশয়ঃ।
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ॥
অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ।
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ॥
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ।
জয়ধর্ম্মো মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ॥
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ।
জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ॥
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্।
শ্রীমাঁল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ॥
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ।
তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাখ্যঃ পুরী যতিঃ।
ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্॥"

অর্থাৎ "বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের শিষ্য জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা। তাঁহার শিষ্য নারদ, ব্যাসদেব আবার নারদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানের অবরোধ-হেতু [ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-কথা **এইরূপ—শ্রীবেদব্যাস** ভগবদ্গুণাভিব্যঞ্জক কএকটি ভাগবতীয় শ্লোক লোকদ্বারা বিবিক্তারণ্যে সর্ব্বদা সমাধিস্থ শ্রীশুকদেবকে শ্রবণ করান। ঐ শ্লোকের মহাশক্তিপ্রভাবে শুকদেব ভগ্নসমাধি হইয়া উহার মাধুর্য্যে অত্যন্ত আকৃষ্ট-চিত্ত হইয়া পড়িলেন এবং সর্ব্বজ্ঞতা-হেতু ঐ শ্লোক ভাগবতীয় এবং নিজ পিতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসরচিত, ইহা জানিয়া তৎক্ষণাৎ তৎসমীপে ছুটিয়া গেলেন ও পিতৃসকাশে

সেই মহদাখ্যান অধ্যয়ন করিলেন। সুতরাং ভক্তির প্রভাবে জ্ঞান ঐরূপ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। (ভাঃ ১।৭।১১ ও ভাঃ ২।১।৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)] শ্রীশুকদেব ব্যাসের শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মহাযশস্বী মধ্বাচার্য্য ব্যাস হইতে কৃষ্ণদীক্ষা লাভ করিলেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য মহাশয়। পদ্মনাভের শিষ্য নরহরি। নরহরির শিষ্য মাধব বিপ্র। অক্ষোভ্য মাধবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়তীর্থ। জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু। তাঁহার শিষ্য মহানিধি। তাঁহার অনুগত সেবক রাজেন্দ্র। রাজেন্দ্রের শিষ্য জয়ধর্ম্ম মুনি। সেই জয়ধর্ম্ম মুনির অনুগতগণের মধ্য হইতে শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরী স্বামীই 'ভক্তিরত্নাবলী' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জয়ধর্ম্মের শিষ্য ব্রহ্মণ্য পুরুষোত্তম (শ্রীবলদেব জয়ধর্ম্ম-শিষ্য পুরুষোত্তম, তচ্ছিষ্য ব্রহ্মণ্য এবং তচ্ছিষ্য ব্যাসতীর্থ—এইরূপ ধরিয়াছেন।)। তাঁহার শিষ্য ব্যাসতীর্থ। এই ব্যাসতীর্থ 'বিষ্ণুসংহিতা' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্যাসতীর্থের শিষ্য ভক্তিরসের আশ্রয়-স্বরূপ শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থ। তাঁহার শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী। এই মাধবেন্দ্রপুরী হইতেই শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার শিষ্য যতিশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর পুরী। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর শ্রীঈশ্বর পুরীপাদকে গুরুত্বে বরণ করিয়া প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতাত্মক উভয় জগৎকে প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিয়াছেন।"

শ্রীমদ্ বক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুরের শিষ্য শ্রীমদ্ গোপাল-গুরু গোস্বামিপাদও ঐরূপ পরম্পরা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য বিপ্রবর শ্রীজগন্নাথ-পুত্র শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়—যিনি শ্রীনরহরি দাস ও শ্রীঘনশ্যাম দাস এই দুই নামে পরিচিত, তিনিও তাঁহার স্বরচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ঐ গুরুপরম্পরার আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুপ্রদত্ত 'গুরুপরম্পরা'রই আনুগত্য করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার রচিত 'শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা' নামক গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়া রাখিয়াছেন—

"*** শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাসদিগের গুরুপ্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া স্বকৃত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় গুরুপ্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীল বিদ্যাভূষণ-পাদও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। **যাঁহারা এই গুরুপ্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি?"**

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিবার কারণ সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার উক্ত 'শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"নিম্বার্কমতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণবজগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। **শ্রীমধ্বমতে যে সচ্চিদানন্দ নিত্য বিগ্রহের স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন।** পূর্ব্ববৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক সমতার অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক ভেদে সম্প্রদায়-ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতা-বলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করতঃ শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তিসিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত, তদীয়-সর্ব্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'নিত্যদ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটি মাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে—'শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়'। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্মসম্প্রদায়েই পর্য্যবসান লাভ করিবে।"

আমাদের শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের 'আম্নায়' বা শ্রীভাগবতগুরুপারম্পর্য্য এই প্রকারে স্মৃত হইয়া থাকে:—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্ ।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্ ॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্ ।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্ ॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্ ।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥
মহাপ্রভু-স্বরূপ-শ্রীদামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ ।
রূপসনাতনৌ দ্বৌ চ গোস্বামিপ্রবরৌ প্রভু ॥
শ্রীজীবো-রঘুনাথশ্চ রূপপ্রিয়ো মহামতিঃ ।
তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজশ্রীকৃষ্ণদাসপ্রভুর্ম্মতঃ ॥
তস্য প্রিয়োত্তমঃ শ্রীলঃ সেবাপরো নরোত্তমঃ ।
তদনুগতভক্তঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সদুত্তমঃ ॥
তদাসক্তশ্চ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য-ভূষণম্ ।
বিদ্যাভূষণ পাদ শ্রীবলদেব সদাশ্রয়ঃ ॥
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথপ্রভুস্তথা ।
শ্রীমায়াপুরধামস্ত নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ॥
শুদ্ধভক্তিপ্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ ।
শ্রীভক্তিবিনোদো দেবস্তৎপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ ॥
তদভিন্ন সুহৃদ্বর্য্যো মহাভাগবতোত্তমঃ ।
শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্ ॥
মায়াবাদি-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাসকঃ ।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তপদ্ম বিকাশকঃ ॥
দেবোঽসৌ পরমোহংসো মত্তঃ শ্রীগৌরকীর্ত্তনে ।
প্রচারাচার-কার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ ॥
হরিপ্রিয়জনৈর্গম্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পূর্ব্বকঃ ।
শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয়ঃ ॥
সর্ব্বে তে গৌরবংশ্যাশ্চ পরমহংসবিগ্রহাঃ ।
বয়ঞ্চ প্রণতাদাসাস্তদুচ্ছিষ্টগ্রহাগ্রহাঃ ॥

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ,
ব্রহ্মা হৈতে নারদের মতি ।
নারদ হৈতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাসদাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভগতি ॥
নৃহরি মাধববংশে, অক্ষোভ্য-পরমহংসে
শিষ্য বলি' অঙ্গীকার করে ।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ নামে পরিচয়,
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে ॥
তাঁহা হৈতে দয়ানিধি, তাঁর দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে ।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম্ম নামে পরিচয়,
পরম্পরা জান ভালমতে ॥
জয়ধর্ম্মদাস্যে খ্যাতি শ্রীপুরুষোত্তম যতি,
তাঁ'হ'তে ব্রহ্মণ্য তীর্থ সূরি ।
ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাঁহা হ'তে মাধবেন্দ্র পুরী ॥
মাধবেন্দ্র পুরীবর- শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত বিভু ।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্গুরু গৌরমহাপ্রভু ॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ জনের জীবন ।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ দামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপ সনাতন ॥
রূপপ্রিয় মহাজন, জীবরঘুনাথ হন,
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস ।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ ॥
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ ।
মহাভাগবতবর শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ ॥
শ্রীবার্ষভানবীবরা সদাসেব্যসেবাপরা,
তাঁহার দয়িতদাস নাম ।
এইসব হরিজন (মহাজন) গৌরাঙ্গের নিজজন,
[ইঁহারা পরমহংস গৌরাঙ্গের নিজবংশ]
তাঁদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম ॥

মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র পঞ্চমবর্ষের বালক শ্রীঅচ্যুতানন্দ পিতৃমুখে 'শ্রীচৈতন্য

গোসাঞির গুরু—কেশব ভারতী'—এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া পিতৃদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

"জগদ্গুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ॥
চৌদ্দভুবনের গুরু—চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁর গুরু—অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই॥"

(চৈঃ চঃ আ ১২।১৫-১৬)

মাত্র পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মুখে এই প্রকার 'সিদ্ধান্ত-সার' শ্রবণে শ্রীআচার্য্যপ্রমুখ সকলেই অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। পরমানন্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে 'কবিকর্ণপূর' নাম দিলেন। এই সকল বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যরূপে স্বীকার করতঃ শ্রীমধ্বানুগত্য অস্বীকার করিতে চাহিতেছেন। ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভুকে একজন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যরূপে বরণ করিলেই কি তাহাতে মহাপ্রভুর মর্য্যাদা অধিক পরিমাণে সম্বর্দ্ধিত করা হইবে? সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনাদি কার্য্য ত' তাঁহার শক্তি-সঞ্চারিত কোন মহা-পুরুষ দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে? তিনি ত' সর্ব্বাবতারা-বতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, সর্ব্বকারণকারণ, শুদ্ধজীবের শুদ্ধসদ্ধর্ম্মের তিনিই-ত' মূল প্রণয়নকর্ত্তা-সকল আচার্য্যের তিনিই ত' মূলগুরু—কেবলমাত্র চৌদ্দভুবন কেন, অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বমূল—আদি গুরুই-ত' তিনি। তথাপি গৌরাবতারে ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক 'আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়' নীতি অবলম্বন করায় স্বয়ং সর্ব্বজগদ্গুরু হইয়াও লোকশিক্ষাকল্পে তিনি তাঁহার অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত-সমর্থক ব্রহ্মসম্প্রদায় স্বীকার পূর্ব্বক তৎসম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরানুগমনে সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে গুরুসেবার মহান্ আদর্শ সংস্থাপন করিয়াছেন। স্বীয় কৃষ্ণাবতারেও স্বয়ং বেদময়ীতনু হইয়াও শ্রীসান্দীপণি মুনিগৃহে বেদাধ্যয়নলীলা ও সখা সুদামা সহ গুরুসেবার অত্যদ্ভুত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহাতে ভগবানের ভগবত্তা খর্ব্ব হইয়া যায় নাই। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা, তাঁহা হইতে দেবর্ষিনারদ, তাঁহা হইতে বেদব্যাস, তাঁহারই সাক্ষাৎ শিষ্যরূপে মধ্বাচার্য্য শিষ্যপরম্পরায় অবস্থিত। সেই পরম্পরা স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু সৎসম্প্র-দায়ানুগত্য গ্রহণাদর্শ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে সদ্গুরুপারম্পর্য্য অনুগমনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য শ্রীমধ্বের ব্রজগোপী ও মহালক্ষ্মী প্রভৃতি কএকটি তত্ত্ব এবং সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কএকটি সিদ্ধান্ত বাহ্যদর্শনে গৌরানুগগৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের অনুকূল না হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাকেই আমরা তাঁহাদের সকল শিক্ষার সারমর্ম্মরূপে অবধারণ পূর্ব্বক তাহারই সর্ব্বতোভাবে অনুবর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্য দ্বারাই আমরা শ্রীমধ্বাচার্য্য ও তদনুগ আচার্য্যগণের প্রতি যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করিব। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" 'স্বয়ং শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও আচার্য্যোচিত মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীশিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ আত্মজ [জ্যেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যদাস, মধ্যম শ্রীরামদাস এবং কনিষ্ঠ শ্রীপরমানন্দদাস বা 'পুরীদাস'—যিনি শিশুকালে সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্গুষ্ঠ চুষিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, আবির্ভাবের পূর্ব্বেই মহাপ্রভু স্বয়ং যাঁহার 'পুরীদাস' নাম রাখিয়াছিলেন, মাত্র সাতবৎসর বয়সে যিনি—"শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম। বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥" অর্থাৎ "যিনি শ্রবণযুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্র মণিদাম, বৃন্দাবন-রমণীদিগের অখিলভূষণ, সেই হরি জয়যুক্ত হইতেছেন।"—এই সুমধুর শ্লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক রচনা ও পাঠদ্বারা সপার্ষদ শ্রীমন্মহা-প্রভুর পরম আনন্দ বর্দ্ধন ও উপস্থিত সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, যিনি মহাকবি কর্ণপূর বলিয়া মহাপ্রভুর গণমধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বভক্তজনসমাদৃত, যিনি আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা সেই] শ্রীকবিকর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় স্বয়ং যে গুরুপরম্পরা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,

স্বয়ং গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু—যিনি অম্বিকাকালনার শ্রীগৌরীদাসপণ্ডিত ঠাকুরের শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য, তচ্ছিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ, তচ্ছিষ্য শ্রীরসিকানন্দ, তচ্ছিষ্য শ্রীনয়নানন্দ, তচ্ছিষ্য কান্যকুব্জবাসী পণ্ডিত শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্য, পরে বেষাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক যিনি 'একান্তী গোবিন্দদাস' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং যিনি গৌড়ীয়বেদান্তভাষ্য শ্রীগোবিন্দভাষ্য প্রণয়নপূর্ব্বক গৌরানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লুপ্তপ্রায় মর্য্যাদা সংরক্ষণ ও সমুজ্জ্বল করিয়াছেন, তিনি তাঁহার বেদান্তভাষ্যের প্রথমেই পরম গৌরবের সহিত যে শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয় গুরুপরম্পরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অতিগৌরভক্তি দেখাইতে গিয়া যাঁহারা সেই মহাজন-প্রদর্শিত পরম্পরা উল্লঙ্ঘন ও অনাদরপূর্ব্বক মধ্বানুগত্যপরিত্যাগের দম্ভ প্রদর্শন করেন, তাঁহারা অনিবার্য্যরূপে 'মহদতিক্রম' অপরাধে লিপ্ত হন।

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥
(ভাঃ ১০।৪।৪৬)

অর্থাৎ মহদুল্লঙ্ঘন, উল্লঙ্ঘনকারিগণের আয়ুঃ, সৌভাগ্য, যশঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদি লোক, কল্যাণসমূহ এবং সর্ব্ববিধ শুভবিষয় বিনাশ করিয়া থাকে।

শ্রীকবিকর্ণপুর, শ্রীবলদেব, শ্রীগোপালগুরু প্রভৃতি মহাজন প্রদর্শিত পথ অনুবর্ত্তন করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের প্রতি প্রকারান্তরে অবজ্ঞাপ্রদর্শন গুর্ব্ববজ্ঞা রূপ মহদপরাধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি প্রভু—"জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর। ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর॥" বলিয়া জয়গান করিয়াছেন। তিনি শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থপাদাশ্রয় করিয়া মাধ্বসম্প্রদায়ানুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীঈশ্বর পুরীপাদেরও মাধবেন্দ্রানুগত্যও সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। সুতরাং আমাদের মাধ্বসম্প্রদায়ানুগত্য ব্যতীত অন্য কোন গত্যন্তর নাই।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে যে দশমূলরহস্যের নিম্নলিখিত শ্লোকটি জানাইতেছেন, তাহার মধ্যে মধ্বমতও অনুস্যূত আছে, ইহা পালন করিলেই আমাদিগের মাধ্বগুরুপরম্পরার প্রতি প্রকৃত মর্য্যাদা প্রদর্শন করা হইবে:—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

অর্থাৎ "গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণ দ্বারা স্থির হয় যে, হরিই পরমতত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু, মুক্ত ও বদ্ধ—দুইপ্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ; বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।"—'জৈবধর্ম্ম'

শ্রীমধ্ব ঈশ্বরে জীবে, জীবে জীবে, ঈশ্বরে জড়ে, জীবে জড়ে এবং জড়ে জড়ে এই পঞ্চভেদের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া ঐ ভেদ-সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণতা বিধান করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও শ্রীভাগবত ১১।৭।৫১ শ্লোকের 'ভাগবততাৎপর্য্য' টীকায় বহু প্রাচীন শাস্ত্র ব্রহ্মতর্কের প্রমাণ-শ্লোক ('বিশেষস্য বিশিষ্টস্য' ইত্যাদি) উদ্ধার করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বই যে তাঁহার অন্তর্গত অভিমত, তাহা পরোক্ষে স্পষ্টই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল সূক্ষ্মমর্ম্ম অবগত হইয়াই শ্রীকবিকর্ণপুর, শ্রীবলদেব প্রমুখ মহাজন মধ্বসম্প্রদায়ের সহিতই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করত শ্রীমধ্বানুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এজন্য আমাদের সম্প্রদায়—'শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়' বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ। [সম্প্রদায়-রহস্য সম্বন্ধে আরও অনেক সূক্ষ্ম বিচার রহিয়াছে, প্রবন্ধ বিস্তারভয়ে আমরা এখানেই ইহা সমাপ্ত করিতেছি। সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে তাহা ক্রমশঃ জ্ঞাতব্য।]

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রঃ—মহাপ্রসাদ কি স্বর্গীয় অমৃত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ?

উঃ—নিশ্চয়ই। কৃষ্ণের শ্রীমুখস্পৃষ্ট মহাপ্রসাদ জিনিষটী কৃষ্ণের অধরামৃত। ইহা ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ। এই কৃষ্ণাধরামৃত স্বর্গীয় অমৃত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। মহাভাগ্যফলেই মহাপ্রসাদ সেবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

শাস্ত্র বলেন—

প্রভু কহে—এই যে দিলা কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত॥
সামান্য ভাগ্য হইতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাঁতে পূর্ণ কৃপা, সে-ই তাহা পায়॥

(চৈঃ চঃ অ ১৬।৯৭, ৯৯)

প্রঃ—কৃষ্ণ স্বেচ্ছাময়, ইহার অর্থ কি?

উঃ—স্ব + ইচ্ছাময় = স্বেচ্ছাময়। স্ব অর্থে স্বীয় অর্থাৎ ভক্ত। প্রেমিক ভক্তগণ যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, ভক্তাধীন কৃষ্ণ তাহাই করেন, এজন্য কৃষ্ণকে স্বেচ্ছাময় বলা হয়।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—

স্বেচ্ছাময়স্য স্বীয়ানাং প্রেমভক্তিমতাং যথা যথা যা যা ইচ্ছা দিদৃক্ষা সিসেবিষাদিস্তন্ময়স্য ভক্ত-বৎসলত্বাৎ তত্তৎ-সম্পাদকস্য। (ভাঃ ১০।১৪।২)

প্রঃ—কোন বিষয়ী কুলগুরুকে বা কোন অসৎ গুরুকে ত্যাগ করিলে সে যদি অভিশাপ দেয়, তাহা হইলে সদ্গুরুচরণাশ্রিত বা ভগবৎপাদপদ্মে নিবেদিতাত্মা ভক্তের কি কোন অসুবিধা হয়?

উঃ—কখনই না। মঙ্গলমূর্ত্তি শ্রীগুরুগোবিন্দ যাঁহাকে আশ্রয় দেন বা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, সেই সদ্গুরুচরণাশ্রিত বা নিবেদিতাত্মা ভক্তের কোন দিনই কোন অসুবিধা হইতে পারে না।

শ্রীবলি মহারাজ ভগবান্‌কে ত্রিপাদভূমি দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে তাঁহার গুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে নিষেধ করেন। তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলে শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দেন যে, তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হও। কিন্তু ভগবৎ কৃপায় শ্রীবলি মহারাজ রাজ্যভ্রষ্ট ত' হনই নাই, উপরন্তু তিনি স্বর্গাপেক্ষা অধিক সুখকর ও শান্তিপ্রদ সুতলরাজ্যের অধিপতি হইয়া চিরসুখী হন। ভগবদ্ভক্তির এত অত্যাশ্চর্য্য শক্তি ও এত অদ্ভুত মাহাত্ম্য!

প্রঃ—কৃষ্ণভক্তের ক্রিয়াকলাপ কি জীবের বোধগম্য?

উঃ—না। অন্যের কা কথা, 'বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।' কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত সুজনই বৈষ্ণব। ভক্তগণ কৃষ্ণনামাবিষ্টমনা।

ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি যাহা কিছু করে বা বলে, তাহা তাহার কার্য্য নহে, পরন্তু ভূতের কার্য্য। তদ্রূপ কৃষ্ণগ্রস্ত ভক্ত যাহা করেন বা বলেন, তাহা সবই কৃষ্ণের কার্য্য।

গুরু বা কৃষ্ণই ভক্তে আবিষ্ট হইয়া সব কিছু করিয়া থাকেন। অজ্ঞলোক ভক্তের কার্য্যকে গুরুকৃষ্ণের কার্য্য বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া সেই সব কার্য্যকে ভক্তের কার্য্য বলিয়া মনে করে। তাই ভক্তগণ বলেন—মোর মুখে কথা কহেন গুরুগৌরচন্দ্র। যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র॥' এইজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ গুরুনিষ্ঠ। ভক্তের পাঠ, হরিকথা-কীর্ত্তন, মন্ত্রদান, উপদেশ-প্রদান প্রভৃতি কার্য্যকে গুরুরই কার্য্য বলিয়া জানেন।

শাস্ত্রে ভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন—আমি ভক্তের মুখেই আহার করিয়া থাকি। আমি ভক্তরূপেই জীবকে উদ্ধার করি বা আশ্রয় দান করি।

ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥ (চৈঃ চঃ)

সিদ্ধ মহাত্মগণও বলিয়াছেন—

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত মহাপ্রভু মোরে যে বলায়॥ (চৈঃ চঃ)

প্রঃ—আমাদের ভয় হয় কেন?

উঃ—অন্তরে বাহিরে ভগবান্ রহিয়াছেন, এই শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস না হওয়ার জন্য এবং তাহা মনে না থাকার জন্যই আমাদের ভয় হয়, অন্যায় কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি জাগে। অন্তরে বাহিরে রক্ষকের অনুভূতি বা স্মৃতি থাকিলে ভয় আসিতেই পারে না। এবং নিজসুখের জন্য কিছু করিবার ধৃষ্টতাও জীবের থাকে না।

প্রঃ—কৃষ্ণকে বিভু বলে কেন?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণ এক কার্য্যের দ্বারা বহু কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ বলিয়া তাঁহাকে বিভু বলা হয়। বৈষ্ণবতোষণীটীকা (ভাঃ ১০।১৬।১)—

বিভুঃ একয়াপি ক্রিয়য়া অনেকার্থং কর্ত্তুং সমর্থঃ।

প্রঃ—গুরু-শিষ্য সম্পর্ক কি নিত্য?

উঃ—নিশ্চয়ই। গুরু নিত্য, গুরুসেবা নিত্য, গুরু-সেবক নিত্য, গুরু-শিষ্য সম্পর্ক নিত্য, গুরুর সহিত শিষ্যের প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধও নিত্য। প্রকৃত শিষ্যত্ব যেখানে, সেখানে ছাড়াছাড়ির কোন কথা নাই। চুম্বক যেমন লোহকে ছাড়িতে পারে না এবং লোহও যেমন চুম্বককে ছাড়িতে অসমর্থ, তদ্রূপ গুরু শিষ্যকে ছাড়িতে পারেন না এবং শিষ্যও গুরুকে ছাড়িতে অক্ষম। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন।
সেই ভৃত্য ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ॥

মহাজনও বলিয়াছেন—

"চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মেজন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।"

প্রঃ—একটী কৃষ্ণনামের কি ফল?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এতধন॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৮।২৬, ২৮)

একটী কৃষ্ণনাম মানে নামাভাস। একটী কৃষ্ণনামের ফলে পাপ নাশ হয়, সংসারক্ষয় হয় এবং সাধনভক্তি, শুদ্ধভক্তি বা নৈষ্ঠিকী ভক্তি লাভ হয়। শুদ্ধভক্তিই প্রেম-ভক্তি লাভের উপায়। 'শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন'। 'নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ'।

একটী কৃষ্ণনামের ফলে অর্থাৎ নামাভাসে বদ্ধ সাধক মুক্ত (নিষ্ঠাযুক্ত) হয় এবং তাহার সংসারক্ষয় হইয়া থাকে, কিন্তু সংসারনাশ হয় না। শাস্ত্র বলেন—

'প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব-নাশ হয়।'

ভবক্ষয় ও ভবনাশ এক কথা নহে। ভবক্ষয় হইলে শুদ্ধভক্তি হয় এবং প্রেম হইলে ভবনাশ হইয়া থাকে।

প্রঃ—নিষ্কামভাবে ভজন করিলে কি কোন কিছুরই অভাব থাকে না?

উঃ—না। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২০।৪৬ বলেন—'ফলের কামনা না করিয়া কেবলমাত্র ভগবৎসুখার্থ ভগবৎসেবা বা ভগবদ্ভজন করিলে বিবিধ ফল আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়'।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—ঈশক্রিয়া ভগবদারাধন-লক্ষণাঃ ক্রিয়া নিষ্কামা অপি ফলৈঃ সুখভোগাদিভিঃ।

শ্রীধরস্বামী—ঈশ্বরারাধনার্থাঃ ক্রিয়াঃ বলাৎ ফলৈরনুগম্যমানাঃ সমস্তভোগগর্ভাঃ।

শাস্ত্র আরও বলেন—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

(কৃষ্ণকর্ণামৃত)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিষ্কামা বা অচলা ভক্তি হইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, প্রেম ও ভগবদ্দর্শন —সবই অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে।

যাঁহারা সুবুদ্ধি ও ভাগ্যবান্, সেই সব নিষ্কাম ভক্ত ভগবানের নিকট ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই চান না। কিন্তু অল্পবুদ্ধি সাধকগণ নিষ্কামা ভক্তির অদ্ভুত শক্তির কথা ধারণা করিতে না পারিয়া দুর্ব্বলতা বশতঃ ভগবানের নিকট ভক্তি ব্যতীত অন্য জিনিষ কামনা করিয়া থাকে।

প্রঃ—গৃহাসক্ত গৃহব্রত-জনগণের অবস্থা কিরূপ হয়?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—

অজ্ঞ গৃহাসক্ত ব্যক্তি নিজের দেহ, ধন ও সম্পত্তি প্রভৃতি অসৎ বিষয়ে বা মায়ার সেবায় ব্যয় করিয়া থাকে। সবই দৈবাধীন অর্থাৎ ঈশ্বরাধীন ইহা না জানিয়া বহির্ম্মুখ গৃহব্রত ব্যক্তি জাগতিক অর্থাদি লাভে আনন্দ এবং তদভাবে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

গৃহাসক্ত ব্যক্তি নিজ কর্ম্মানুসারে রোগাদিতে আক্রান্ত হইয়া দুঃখ পায়, কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত ভগবানে আসক্ত, সেই ভক্তগণ রোগাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও ব্যথিত হন না। কারণ সুখ বা দুঃখ সকল ব্যাপারকেই তাঁহারা ভগবৎ কৃপা বলিয়া অনুভব করেন।

স্বসুখকামী সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ 'আমি পণ্ডিত, আমি দাতা, আমি বক্তা, আমি ভোক্তা' প্রভৃতি অহঙ্কার করিয়া কেবল দুঃখই পায়। কিন্তু ভক্ত নিষ্কাম ও শরণাগত বলিয়া সুখে থাকেন।

কৃষ্ণসেবাহীন গৃহে বা সংসারে নানা অঘটন বা আপদ্-বিপদ্ ঘটিলেও অবিবেকী গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণ 'গৃহই সর্ব্বার্থপ্রদ ও সুখকর' ভাবিয়া গৃহস্থাশ্রমকেই বহুমানন করে এবং ভালবাসে। তৎফলে তাহারা আজীবন এবং জন্মজন্মান্তর কষ্ট পায়।

স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণে আসক্তচিত্ত গৃহব্রত জনগণ নিজেদের পরমায়ু যে দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারে না। অজিতেন্দ্রিয় গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণ সংসারতাপে ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। (ভাঃ ১০।২০ অধ্যায়)

প্রঃ—যশোদা দেবীর একটী নাম কি দেবকী?

উঃ—হাঁ। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ।
অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়া॥

(ভাঃ ১০।২১।১০ শ্রীসনাতনটীকা)

নন্দপত্নী শ্রীযশোদার যশোদা ও দেবকী এই দুইটি নাম। এজন্য বসুদেবপত্নী দেবকীর সহিত যশোদার সখ্য বা বন্ধুত্ব ছিল।

ভাঃ ১০।৩৫।২৩ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা বলেন—ব্রজরাজত্বাৎ দেব এব দেবকঃ শ্রীনন্দঃ তস্য পত্নী দেবকী। ব্রজের রাজা বলিয়া শ্রীনন্দকে সকলে দেব বা দেবক নামে অভিহিত করিতেন। তজ্জন্য তাঁহার পত্নীকে দেবকী বলা হইয়াছে।

প্রঃ—দুষ্ট রাবণ কি মায়া-সীতা হরণ করিয়াছিল?

উঃ—নিশ্চয়ই। মূল সীতাকে হরণ করা দূরে থাকুক্, জগন্মাতা শ্রীসীতাদেবীকে দর্শন করিবার শক্তি বা যোগ্যতাও রাবণের নাই। কারণ মহালক্ষ্মী-স্বরূপিণী পতিব্রতা-শিরোমণি সচ্চিদানন্দময়ী শ্রীসীতাদেবী প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বস্তু নহেন। ভক্তগণ সেবাময় ভক্তিচক্ষেই তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন ও সেবা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন। তাই ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

ঈশ্বরপ্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য থাকুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥

(চৈঃ চঃ ম ৯।১৯২-১৯৫)

কূর্ম্মপুরাণ বলেন—

পতিব্রতা-শিরোমণি জনকনন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা—রামের গৃহিণী॥
রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতাকে আবরণ॥
সীতা লইয়া রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে॥
রঘুনাথ আসি' যবে রাবণে মারিল।
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল॥
তবে মায়াসীতা অগ্নৌ কৈল অন্তর্দ্ধান।
সত্য সীতা আনি' দিল রাম-বিদ্যমান॥

(চৈঃ চঃ ম ৯।২০২-২০৭)

কূর্ম্মপুরাণ ও বৃহদগ্নিপুরাণ বলেন—

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥

পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ ॥
(চৈঃ চঃ ম ৯।২১১-২১২)

প্র—কৃষ্ণপ্রেমসেবা-লাভের শ্রেষ্ঠ সাধন কি ?

উঃ—শ্রবণ-কীর্ত্তনই প্রেমলাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। শাস্ত্র বলেন—

প্রভু কহে—শাস্ত্রে কহে—শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা-ফলের পরম-সাধন ॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পঞ্চমপুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা ॥
(চৈঃ চঃ ম ৯।২৫৮-২৬১)

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন কি, শুনিতে চাহিলে মহাপ্রভু বলিলেন—

ভক্তি সাধনশ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নামসংকীর্ত্তন ॥
(চৈঃ চঃ ম ৬।২৪১)

প্রঃ—পরমপবিত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত কি শ্রদ্ধার সহিত প্রত্যহই শ্রবণ করা উচিত ?

উঃ—নিশ্চয়ই ! শাস্ত্র বলেন—

চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি'।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরিহরি ॥
এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম ॥
চৈতন্যচরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে তত পায় প্রেমধন ॥
(চৈঃ চঃ ম ৯।৩৬১-৩৬৪)

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণকে আত্মা, গুহাশয়, সাক্ষী ও ঈশ্বর বলা হয় কেন ?

উঃ—শ্রীনারদ বলিতেছেন—

আত্মা—হে কৃষ্ণ, ত্বমাত্মা মম অন্তর্য্যামী, ন কেবলং মমৈব অপি তু সর্ব্বভূতানামন্তশ্চিত্তে তিষ্ঠসি।

গুহাশয়ঃ—যথা ত্বং নন্দপুত্ররূপেণ গোবর্দ্ধনগুহায়াং শেষে, তথৈব অন্তঃকরণ-গুহায়ামন্তর্য্যামিরূপেণ শেষে।

সাক্ষী—হৃদয়ে শয়ানোঽপি ত্বং সর্ব্বং সাক্ষাৎ পশ্যসি।

ঈশ্বরঃ—সর্ব্বনিয়ন্তা।

জগজ্জনাস্ত্বৎপ্রেরিতাঃ স্ব-স্ব-কৃত্যার্থং চেষ্টন্তে তথৈব অহমপি অদ্য ত্বাং এতৎ নিবেদয়িতুং চেষ্টে।
(ভাঃ ১০।৩৭।১২ চক্রবর্ত্তী টীকা)

অধোক্ষজ—ইন্দ্রিয়জ্ঞানাবিষয়ো যঃ সঃ।
(ভাঃ ১০।৩৭।৪ বৈষ্ণবতোষণী)

হে কৃষ্ণ, তুমি আমার অন্তর্য্যামী। তুমি কেবলমাত্র আমার অন্তর্য্যামী নহ, পরন্তু তুমি সকল জীবেরও অন্তরে অবস্থান করিয়া থাক। এজন্য তুমি আত্মা।

হে কৃষ্ণ, তুমি নন্দনন্দনরূপে যেরূপ গোবর্দ্ধন-গুহায় শয়ন কর, তদ্রূপ তুমি সতত সকলের হৃদয়-গুহাতেও শয়ন করিয়া থাক। তাই তোমাকে গুহাশয় বলে।

হে কৃষ্ণ, তুমি হৃদয়ে শয়ন করিয়া থাকিয়া সবই সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন কর। এজন্য তুমি সাক্ষী।

হে কৃষ্ণ, তুমি সকলের নিয়ামক অর্থাৎ সকলকে চালিত করিয়া থাক। জগজ্জীবগণ তোমা কর্ত্তৃক চালিত হইয়াই নিজ-নিজ কর্ত্তব্য করিয়া থাকে। তাই তোমাকে ঈশ্বর বলা হয়।

হে কৃষ্ণ, জড় ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় নহ বলিয়া তুমি অধোক্ষজ।

প্রঃ—সৎ, সত্তর ও সত্তম কাহাকে বলে ?

উঃ—ভাঃ ১০।১।২ বৈষ্ণবতোষণীটীকা—মুনিষু সন্ উত্তমঃ শ্রীভগবদ্ভক্তঃ, সত্তরঃ শ্রীকৃষ্ণে রতঃ, সত্তমস্তৎপাদাজ্জয়োঃ প্রেমবিশেষবান্।

ভগবদ্ভক্তমাত্রেই সৎ। কৃষ্ণভক্ত সত্তর এবং কৃষ্ণে প্রেম-বিশেষবান্ ভক্ত সত্তম।

প্রঃ—সদ্গুরু কে ?

উঃ—মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার মঙ্গলের যাবতীয় ভার যাঁহার করে অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। যাঁহার নিকট গেলে আর কাহারও নিকট যাইবার আবশ্যক হয় না, তিনিই সদ্গুরু। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ, ভগবানই গুরু।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা, শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাবতিথি-পূজা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব

এ বৎসর শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূলমঠ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে এবং তাঁহার দক্ষিণ কলিকাতাস্থ প্রধান শাখা মঠ তথা কৃষ্ণনগর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব), হায়দরাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ) ও আসাম প্রদেশস্থ (গৌহাটী ও গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন সরভোগ-শ্রীগৌড়ীয় মঠ) শাখামঠ-সমূহে পরমপূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য-দেবের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা (১২ই হইতে ১৭ই শ্রাবণ), শ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথিপূজা (১৭ই শ্রাবণ), শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী (২৫শে শ্রাবণ) ও শ্রীনন্দোৎসব (২৬শে শ্রাবণ) প্রভৃতি মহোৎসবসমূহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ মহিমা শংসন ও মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ঝুলনের সময় শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত থাকায় তথায় কএকদিবস হরিকথামৃতের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে কতিপয় মঠের উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি :—

শ্রীধাম মায়াপুরে—১২ই শ্রাবণ হইতে ১৭ই শ্রাবণ শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহন জিউর ঝুলনযাত্রা ও ১৭ই শ্রাবণ শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব মহোৎসব সম্পাদনের পর ২৪শে শ্রাবণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদিত হয়, সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর ডাঃ শ্রীসর্বেশ্বর দাসাধিকারী শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করেন। ২৫শে শ্রাবণ শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করেন—শ্রীপাদ মুকুন্দদাস বাবাজী মহাশয়। শ্রীপাদ নারায়ণদাস গোস্বামী (মুখোপাধ্যায়) প্রভুর তত্ত্বাবধানে প্রায় অহর্নিশ পাঠকীর্ত্তনাদি চলিতে থাকে। মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ ভক্তি-প্রমোদ অরণ্য মহারাজ হরিকথাকীর্ত্তন দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। রাত্রে পণ্ডিত শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যকরণ-তীর্থ শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা পাঠ করতঃ শ্রীমন্দিরে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাভিষেক, শৃঙ্গার, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। অতঃপর উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে পারণো-পযোগী ফলমূলমিষ্টান্নাদি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ২৬শে শ্রাবণ শ্রীনন্দোৎসবও বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। বেলা ১১ ঘটিকায় ভোগারাত্রিকের পর উপস্থিত প্রায় ৫০০ ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। কাটোয়া, জিয়াগঞ্জ, করিমপুর, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বল্লালদীঘি, বামনপুকুর ইত্যাদি স্থান হইতে বহু গৃহস্থভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। ঈশোদ্যানস্থ সমস্ত মঠ মন্দিরের সেবক ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দও প্রসাদ পাইয়াছিলেন। মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সেবা-নৈপুণ্যে উৎসবটি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব—সকলেরই সুখপ্রদ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মচারী, শ্রীযশোদা কুমার দাস, শ্রীভগবৎপ্রপন্ন দাস, শ্রীবীরেন্দ্র দাস, শ্রীভরত দাস (সাধু বাবা), শ্রীমান্ মদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীমান্ প্রদীপ কুমার চক্রবর্ত্তী ও সস্ত্রীক শ্রীপ্রিয়লাল (পদ্মনাভ) দাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতায়—দক্ষিণ কলিকাতা ৩৫ নং সতীশ মুখার্জি রোড্স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ১২ই শ্রাবণ হইতে ১৭ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধানয়ননাথ জিউর ঝুলনযাত্রা এবং ১৭ই শ্রাবণ শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব উৎসব ও সন্ধ্যায় সভা, ২৪শে শ্রাবণ শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর অধিবাস-বাসরে অপরাহ্নে বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও সন্ধ্যায় শ্রীমঠে ধর্ম্মসভার অধিবেশন এবং ২৫শে শ্রাবণ হইতে ২৯শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী প্রত্যহ সন্ধ্যায় ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীমন্দিরে ঝুলনের অপূর্ব্ব নয়নমনোভিরাম দৃশ্য দর্শনের জন্য প্রত্যহ সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশ হইয়াছে। (শ্রীজন্মাষ্টমীউৎসব-সংবাদ চৈঃ বাঃ ১৪।৭ম সংখ্যায় ১৩৯-১৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

শ্রীধাম বৃন্দাবনে—পরমপূজ্যপাদ শ্রীল আচার্যদেব ঝুলনের ছয়দিবস স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণকথামৃত বর্ষণ-দ্বারা উৎসবের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। ভক্তপ্রবর শ্রীরাধাকিষণ চামেরিয়া মহোদয় তথায় প্রত্যব্দ কএক-সহস্র মুদ্রাব্যয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি সাহায্যে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ জিউর ঝুলনলীলা ও তদানুষঙ্গিক ভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন ব্রজলীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক দর্শক ভক্তবৃন্দহৃদয়ে শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রকটলীলার স্মৃতি জাগরূক করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এবৎসর শ্রীবৃন্দাবনমঠে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণলীলাই বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চামেরিয়া মহোদয় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনেও প্রত্যব্দ বহু অর্থ ব্যয়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্রচালিত দৃশ্যাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক ঝুলনোৎসব সম্পাদন করেন। এবৎসর তাঁহার গৃহেও শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে। আমাদের পঞ্চদিবসব্যাপী উৎসবের শেষদিবস ২৯শে শ্রাবণ রাত্রে সভাশেষে পূজ্যপাদ আচার্যদেবের সহিত শ্রীমঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বহু সেবককে তাঁহার গৃহে মোটরযানযোগে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে ঝুলন দর্শন করাইয়াছেন। শ্রীল আচার্যদেব বৃন্দাবনে ঝুলনোৎসবের পরই কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীবৃন্দাবনমঠেও শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থমঠে ঝুলনযাত্রা দর্শনার্থ প্রত্যব্দ লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়া থাকে। বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও দর্শনার্থিগণ আসিয়া থাকেন।

চণ্ডীগড়ে—পাঞ্জাব প্রদেশের সেক্টর ২০ বি চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ২৯ জুলাই সোমবার হইতে ৩ আগষ্ট শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা, ৩ আগষ্ট শ্রীবলদেবাবির্ভাব উৎসব, ১১ আগষ্ট রবিবার শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসব ও ১২ আগষ্ট সোমবার শ্রীনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঝুলনযাত্রাকালে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে ১০॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত নূতন নূতন ভগবল্লীলার ঝাঁকিদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে সকাল ৬ টায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। সমস্ত দিনই শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পাঠ ও নাম সংকীর্ত্তন এবং সন্ধ্যার পরেও কীর্ত্তনবক্তৃতাদি হইয়াছে। রাত্রি ১১ টা হইতে ১২ টা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং মধ্যরাত্রে শ্রীশ্রীকৃষ্ণেরমহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হয়। ১২ আগষ্ট সোমবার শ্রীশ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

হায়দরাবাদে—অন্ধ্রপ্রদেশের দেওয়ান দেবড়ী (ওল্ড সালার জং মিউজিয়াম), হায়দ্রাবাদ—২ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠেও শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা, শ্রীবলদেবাবির্ভাব, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও শ্রীনন্দোৎসবাদি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গৌহাটীতে—আসামপ্রদেশান্তর্গত গৌহাটি-৮ পল্টন-বাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ১২ শ্রাবণ, ২৯ জুলাই হইতে একমাসকাল ব্যাপী শ্রীশ্রীরাম, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে বিবিধ শিক্ষাসার সম্বলিত একটি বিরাট্ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন করা হইয়াছিল। এগারটি ষ্টলে (stall) নিম্নলিখিত দৃশ্যগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে :—

(১) শ্রীবলি বামন।

(২) শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আরাধনা ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব।

(৩) শ্রীগয়াধামে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সহিত শ্রীঈশ্বর পুরীর মিলন।

(৪) শ্রীশচীমাতা ও শ্রীনিমাই (সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে)।

(৫) কাশীতে প্রকাশানন্দ উদ্ধার।

(৬) নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের গোলোক-গমনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত।

(৭) পূতনা-বধ।

(৮) নরকাসুর-বধ ও শ্রীভগদত্তকে কৃপা।

(৯) শ্রীনারায়ণের অনন্তশয্যা।

(১০) শ্রীবাল্মিকী মুনির তপোবন ও শ্রীলবকুশ।

(১১) বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ।

ষ্টলগুলির শোভা ও আলোকসজ্জা অপূর্ব্ব হইয়াছে। ২৯।৭ তারিখে সন্ধ্যায় শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে একটি সভার (প্রদর্শনীর উদ্বোধনী সভা) অধিবেশন হয়। স্থানীয় D. C. (ডেপুটী কমিসনার, কামরূপ) শ্রীবাল্মীকি প্রসাদ সিংহ মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি A. D. C. শ্রীঅচ্যুত শর্ম্মা মহাশয় সহ আসিয়া ৫.৩০ ঘটিকা হইতে ৭-১৫ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। উদ্বোধনী সভার কার্য্যারম্ভে প্রথমে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সহসম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমঙ্গল-নিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি-এস্ সি প্রায় ১.৩০ ঘণ্টাকাল ভাষণ (OPening Speech) প্রদান করেন। পরে সভাপতি D.C. অভিভাষণ দান করেন। অতঃপর মহামন্ত্র উচ্চারণ ও ইংলিশব্যাণ্ড বাদ্যসহযোগে D.C. ও A.D.C. মহোদয়দ্বয়কে এক একটি ষ্টল খুলিয়া খুলিয়া দেখান হয়। তাঁহারা প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। অপূর্ব্ব আলোকসজ্জা ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মনোজ্ঞ বহু শিক্ষণীয় বিষয়সম্বলিত দৃশ্য সমূহ দর্শনে তাঁহারা এবং অন্যান্য দর্শক—সকলেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। বারি-বর্ষণ সত্ত্বেও অগণিত নরনারী প্রদর্শনী দর্শন ও শিক্ষা শ্রবণে প্রচুর উল্লাস প্রকাশ করিতে থাকেন। বেলা ৫ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ১৮জন সিপাহী পাহারা দেন ও লোকনিয়ন্ত্রণ করেন। প্রত্যহ ৬ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রদর্শনী উন্মুক্ত রাখা হয়। প্রদর্শনীর মৃৎশিল্পী শ্রীবিনয় কৃষ্ণ রায়, সমর রঞ্জন রায় ও তারক রঞ্জন রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর গ্রামের অধিবাসী। কলিকাতার কুমারটুলিতে ইঁহারা মৃৎশিল্পের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

২৪ শে শ্রাবণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীর অধিবাস দিবস অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে একটি বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ২৫শে শ্রাবণ শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীবাসরে সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ, সন্ধ্যা ৭টায় ধর্ম্মসভার অধিবেশন, রাত্রি ১১ টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা পাঠ, অতঃপর মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মহাভিষেক, শৃঙ্গার, পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে শ্রাবণ শ্রীশ্রীনন্দোৎসব বাসরে মাধ্যাহ্নিক ভোগারতির পর সর্ব্ব-সাধারণকে (চতুঃসহস্রাধিক লোককে) মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ঝুলন-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সৎশিক্ষা প্রদর্শনী উন্মোচন, অগণিত দর্শক নরনারী সমীপে ভগবৎকথা কীর্ত্তন, সভাসমিতির আয়োজন, পাঠকীর্ত্তন বক্তৃতাদির সুব্যবস্থায় মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজীর অবিশ্রান্ত সেবোদ্যম সত্যই আদর্শস্থানীয়। ইহাতে তিনি ও তাঁহার সহায়কারী মঠসেবকগণ—সকলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

গোয়ালপাড়ায়—মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজের সেবাচেষ্টায় গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা, শ্রীবলদেবাবির্ভাব উৎসব, শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎ-সব পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও প্রসাদবিতরণ-মুখে বিপুল সমা-রোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে শ্রীভগবল্লীলার কএকটি সুন্দর দৃশ্যও প্রদর্শন করা হইয়াছিল। শ্রীজন্মাষ্টমীর অধিবাসবাসরে নগর-সংকীর্ত্তন, শ্রীজন্মাষ্টমী-বাসরে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ, জন্ম-লীলা পাঠ, মধ্যরাত্রে অভিষেক ও বিশেষ পূজাদি এবং শ্রীনন্দোৎসবদিবসে অগণিত পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

তেজপুরে—তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের অক্লান্ত সেবোদ্যমে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২৯ জুলাই সোমবার হইতে ৩ আগষ্ট শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে শ্রীঝুলনযাত্রা দর্শনার্থ প্রত্যহ বিপুল দর্শক-

সমাগম হয়। ৩ আগষ্ট শনিবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব-উৎসবও তদীয় মহিমাশংসন মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

১০ই আগষ্ট শনিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীর অধিবাস বাসরে সন্ধ্যায় কীর্ত্তনাদির পর ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়।

১১ই আগষ্ট রবিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী বাসরে সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ, সন্ধ্যারতি কীর্ত্তনের পর শ্রীমঠের নাটামন্দিরে ধর্ম্মসভার অধিবেশন, রাত্রি ১১টা হইতে ১২টা শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পাঠ, মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, শৃঙ্গারসেবা, বিশেষ পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়।

১২ই আগষ্ট সোমবার শ্রীনন্দোৎসববাসরে তিন সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং সন্ধ্যারতি কীর্ত্তনের পর শ্রীমঠের নাটামন্দিরে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ১০ই হইতে ১২ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তিন দিবসের সভায়ই বিপুল শ্রোতৃ সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীগোবিন্দসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণবিনোদ, শ্রীরামগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণজন ও শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী তথা শ্রীরাধাগোবিন্দ বনচারী প্রমুখ মঠসেবকবৃন্দ এবং ডাঃ শ্রীসুনীল আচার্য্য, শ্রীপুলিন বিহারী চক্রবর্ত্তী, ডাঃ শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরী, শ্রীমধুসূদন অধিকারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাম পাল সিং, শ্রীমতিলাল রায়, শ্রীরবীন্দ্র কুমার দাস, শ্রীনয়ন মোহন দাসাধিকারী, শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীঅনীত কুমার দে, শ্রীপুলক সরকার, শ্রীরামকৃষ্ণ টিব্রেওয়ালা, শ্রীবনচারী আগরওয়ালা, শ্রীমহেন্দ্র কুমার আগরওয়ালা, শ্রীমহাবীর আগরওয়ালা, শ্রীরামস্বরূপ আগরওয়ালা, শ্রীভগবৎপ্রসাদ আগরওয়ালা, শ্রীশচীন্দ্র নাথ কুণ্ডু, শ্রীবিপুল চন্দ্র পাল, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সাহা প্রমুখ গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীজন্মাষ্টমীবাসরে অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন—শ্রীমৎ চিদ্‌ঘনানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাটগিরি) মহাশয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভগবান্ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। অতঃপর সভাপতির অভিভাষণ হয়।

শ্রীশ্রীনন্দোৎসবদিবস মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিকের পর প্রায় আটশত নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

একটি বড়ই আনন্দের সংবাদ—সিদলী কাশী কোটরা অঞ্চলের ভক্তপ্রবর শ্রীমৎ শশীমোহন দাসাধিকারী মহাশয় তাঁহার মাতৃদেবীর নামে শ্রীমঠের (সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের) শ্রীবিগ্রহগণের জন্য একটি বড় সাইজের সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমন্দিরে যে সিংহাসনটি ছিল, তাহা একটু ছোট বলিয়া শ্রীবিগ্রহগণের স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী জিউ কৃপাপূর্ব্বক সগোষ্ঠী তাঁহার নিত্যকল্যাণ বিধান করুন, ইহাই তচ্চরণে প্রার্থনা।

যোগমায়া—'গোকুলেশ্বরী' ও মহামায়া—'অখিলেশ্বরী'

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের একই মায়াশক্তি স্বরূপভেদে উন্মুখমোহিনী ও বিমুখবিমোহিনীরূপে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণলীলার পুষ্টিবিধান করিয়া থাকেন। তাঁহার উন্মুখমোহিনী মায়া স্বীয় লীলাপরিকর ভক্তগণের মোহিনীরূপে গোকুলেশ্বরী, অন্তরঙ্গাশক্তি 'যোগমায়া' নামে খ্যাতা; ইনি ত্রিগুণাতীতা; শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয়া চিন্ময়ী ব্রজলীলার অন্বয়ভাবে পুষ্টিকারিণী—অপ্রাকৃত জগন্মোহিনী। আর ইঁহারই স্বাংশভূতা ত্রিগুণময়ী বহিরঙ্গা জড় মায়াশক্তি অখিলেশ্বরী মহামায়া প্রাকৃত জগদ্‌বিমোহিনী—কংসাদি অসুরবঞ্চনাকারিণীরূপে ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণলীলার সহায়কারিণী। দক্ষাদি প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা ক্ষীরসমুদ্রতটে সমাধিস্থ অবস্থায় আকাশবাণীরূপে প্রাপ্ত ভগবদাদেশ দেবতাগণকে জ্ঞাপনার্থ কহিতেছেন—

> বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
> আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥
>
> —ভাঃ ১০।১।২৫

[অর্থাৎ "যে মায়াদ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত এই

উভয়বিধ জগৎ মুগ্ধ, সেই ভগবচ্ছক্তি বিষ্ণুমায়া ভগবানের আদেশে স্বাংশভূতা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সহিত কার্য্যার্থে অর্থাৎ উন্মুখমোহিনী যোগমায়া স্বরূপের দ্বারা দেবকীর সপ্তমগর্ভাকর্ষণ, যশোদার নিদ্রানয়ন প্রভৃতি কার্য্য এবং বিমুখমোহিনী জড়মায়াস্বরূপের দ্বারা কংসাদি বঞ্চনরূপ কার্য্যসাধনার্থ প্রাদুর্ভূত হইবেন।]

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার উক্ত শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকায় 'নারদপঞ্চরাত্রে'র শ্রুতিবিদ্যাসংবাদোক্ত নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধার করিয়া জানাইতেছেন—

"জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমাশক্তি র্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ॥
অস্যা আবরিকাশক্তি র্মহামায়াখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে একটি মাত্র পরা শক্তি আছেন, যিনি কান্তকে জানেন, তিনিই স্বরূপাত্মিকা 'দুর্গা'। এই মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী পরা পরমাশক্তির বিজ্ঞানমাত্রেই মুহূর্ত্তমধ্যেই পরমপুরুষ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনিই প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী যোগমায়া, ইঁহার কৃপায়ই আদিদেব অখিলেশ্বরকে সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়। ইঁহার আবরিকা অর্থাৎ আবরণ বা আচ্ছাদনকারিণী শক্তিই অখিলেশ্বরী মহামায়া। (ইনিই অজ্ঞানাবরণ-দ্বারা জীবজ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেন, সেইজন্যই জীবসকল মোহ প্রাপ্ত হয়—"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"—গীতা।) এই মহামায়ার মায়া দ্বারাই নিখিল জগৎ এবং সমস্ত দেহাভিমানী জীব মোহ (অর্থাৎ অনিত্যবিষয়ে আসক্তি) প্রাপ্ত হইতেছে।

এই যোগমায়া ও তাঁহার আবরিকাশক্তি মহামায়া উভয়েই ভগবদিচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, কেহই স্বতন্ত্রা নহেন। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ যোগমায়াকে আদেশ করিলেন—'যোগমায়াং সমাদিশৎ'—"গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্। রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে। অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি॥ দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্। তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়॥ অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে। প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥ ***।" অর্থাৎ হে দেবি, হে ভদ্রে, তুমি গোপ-গোপী-গোগণালঙ্কৃত ব্রজে গমন কর। সেই নন্দগোকুলে বসুদেবমহিষী রোহিণীদেবী বাস করিতেছেন। শ্রীবসুদেবের অন্যান্য মহিষীও কংসভয়েভীতা হইয়া সেই স্থানের নিভৃত প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন। তুমি তথায় গিয়া দেবকীর উদরে আমার দ্বিতীয় স্বরূপ, যিনি (অংশে) শেষ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন, তাঁহাকে অক্লেশে আকর্ষণ করিয়া অন্যের অলক্ষ্যে রোহিণীর উদরে স্থাপন কর। হে শুভে, তৎপর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার করিব। তুমিও নন্দরাজমহিষী যশোদার গর্ভে আবির্ভূত হইবে। ***। মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতেও কথিত হইয়াছে—'নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভূতা'।

—ভাঃ ১০।২।৬-৯

"সন্দিষ্টৈবং ভগবতা তথেত্যোমিতি তদ্বচঃ।
প্রতিগৃহ্য পরিক্রম্য গাং গতা তৎ তথাকরোৎ॥
গর্ভে প্রণীতে দেবক্যা রোহিণীং যোগনিদ্রয়া।
অহো বিস্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুক্রুশুঃ॥"

—ভাঃ ১০।২।১৪-১৫

অর্থাৎ শ্রীভগবানের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া স্বীকৃতি-সূচক 'ওম্' অর্থাৎ 'আজ্ঞা হাঁ, তাহাই করিব'—এইরূপ বাক্য বলিয়া যোগমায়া ভগবদ্‌বাক্য স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং নন্দ-গোকুলে আগমন করিয়া ভগবন্নির্দেশানুযায়ী কার্য্য করিলেন অর্থাৎ দেবকীর সপ্তমগর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীগর্ভে স্থাপন করিলেন। যোগমায়াকর্ত্তৃক দেবকীর গর্ভ আকৃষ্ট হইয়া রোহিণীগর্ভে সংস্থাপিত হইলে পুরবাসিগণ 'হায় দেবকীর গর্ভ ভ্রষ্ট হইল' এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে চিজ্জগতে চিচ্ছক্তি যোগমায়া ভগবদাজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া শ্রীভগবানের চিন্ময়ীলীলা পুষ্টিকারিণী। রাসবিহারী শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' অর্থাৎ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসবিহার করিবার ইচ্ছা করেন। তদ্রূপ গুণময় অচিজ্জগতে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিবার ইচ্ছা হইলে তিনি তাঁহার ঐ চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপিণী ত্রিগুণময়ী মহামায়াদ্বারাই তাহা সম্পাদন করেন। তিনি তাঁহার সঙ্কর্ষণস্বরূপাংশ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে দূর হইতে মায়াতে ঈক্ষণ করেন, তাঁহার অনপায়িনী শক্তি রমাদেবী সেই ঈক্ষণ বহন করিয়া মায়াতে সংযোগ করেন, তাহাতে মায়া ক্রিয়াবতী হইয়া চরাচর জগৎ প্রসব করেন। এই গুণময়ী বহিরঙ্গা মায়াও শ্রীভগবানের ইচ্ছানুবর্ত্তিনী। ব্রহ্মা তাঁহার স্তবে বলিতেছেন—

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপিণী হইয়া যাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তা হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

এই জড়সম্বন্ধিনী মায়াদ্বারা মোহিত হইয়াই জীব ত্রিগুণাতীত তত্ত্ব হইয়াও নিজেকে ত্রিগুণাত্মক তত্ত্ব বলিয়া মনে করে এবং সেই মায়াকৃত অনর্থদ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। অধোক্ষজ শ্রীভগবানে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ অবলম্বন ব্যতীত সেই অনর্থের হস্ত হইতে সে কখনই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না, এই জন্যই ভগবদবতার শ্রীবেদব্যাস সাত্বতসংহিতা শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করিয়াছেন। এই শ্রীভাগবতশ্রবণ রূপ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ যাজন ফলেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির উদয় হয়। সেই ভক্তির আনুষঙ্গিকফলেই ঐ মায়াকৃত যাবতীয় দৌরাত্ম্য উপশমিত হয়। এজন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ং গীতায় 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' এবং 'মামেকং শরণং ব্রজ'—এই চরম পরম আদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই জড়মায়া শ্রীভগবানের সম্মুখেই অবস্থান করিতে পারেন না। (ভাঃ ২।৫।১৩)। ব্রজকুমারীগণের কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তির আশায় যোগমায়া কাত্যায়নী-পূজা-ব্রতপালন-লীলা দৃষ্ট হইলেও সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীভাগবতে শ্রীযোগমায়ার স্বতন্ত্র আরাধনা ব্যবস্থাপিত হয় নাই। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকেই আরাধ্য, ব্রজবধূবর্গের রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা রাগানুগা ভক্তিকেই উপাসনা বা সাধনা এবং শ্রীরাধার প্রেমকেই সর্ব্বসাধ্যশিরোমণি বলা হইয়াছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিদ্‌বিলাস-সেবায় যোগমায়ার আনুগত্য অবশ্যই স্বীকার্য্য; কিন্তু শ্রীভগবানের গুণময়ী মায়ার আরাধনা ত' দূরের কথা, ভগবৎ প্রপত্তিদ্বারা সেই মায়ার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইবার ব্যবস্থাই বিশেষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে (গীঃ ৭।১৪)। উপাস্য নির্গুণ শ্রীহরির উপাসনা নির্গুণা ভক্তি, সগুণা নহে। গুণময়ী মহামায়ার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে এই গুণময় জগতেই পুনঃ পুনঃ গতাগতি লাভ করিতে হইবে, মুক্তি সুদূরপরাহতা। বিশেষতঃ আগমে 'সর্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতা' বলিয়া যে উক্তি আছে, তাহাতে "শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চিচ্ছক্তিবৃত্তিঃ কৃষ্ণভগিন্যেকানংশাভিধানা যোগমায়ৈব মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী" জানিতে হইবে। অর্থাৎ সমস্ত কৃষ্ণমন্ত্রে যে দুর্গাদেবীকে অধিষ্ঠাত্রী বলা হইয়াছে, তিনি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী কৃষ্ণভগ্নী একানংশা নাম্নী যোগমায়া। ব্রজকুমারীগণ তাঁহারই উপাসনা করিয়াছেন। 'কাত্যায়নি মহামায়ে' (ভাঃ ১০।২২।৪) প্রভৃতি তদুচ্চারিত মন্ত্রে যে 'মহামায়া' শব্দ আছে, তাহা মোহনকার্য্যসাম্যে যোগমায়া বিষয়েই ঐরূপ উক্তি বলিয়া জানিতে হইবে। যেমন "হে মহামায়ে, মায়য়া মৎপিতরৌ তথা মোহয়, যথা কদাচিদপি গোপান্তরেণ মদ্বিবাহস্তাভ্যাং ন ভাব্যতে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-রহস্যঞ্চ ন চ জ্ঞাতুং শক্যতে" অর্থাৎ ব্রজকুমারীগণ প্রার্থনা করিতেছেন—হে মহামায়ে তোমার মায়াদ্বারা আমার পিতামাতাকে এমনভাবে মোহিত কর, যাহাতে তাঁহারা অন্য গোপের সহিত আমার বিবাহের কথা অন্তরেও চিন্তা না করেন এবং আমার কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গরহস্যও যেন তাঁহারা কোন প্রকারেই জানিতে সমর্থ না হন। সুতরাং যোগমায়ার আনুগত্যে কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাঞ্ছা ব্যতীত অন্যকোন অবান্তর আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণবাঞ্ছা ঘুণাক্ষরেও চিত্তে উদিত হয় না বা লুক্কায়িত থাকে না, পরন্তু ত্রিগুণময়ী মহামায়ার পূজা-চেষ্টায় আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছাই মন্ত্র স্তবস্তুত্যাদি সকল ব্যাপারেই পরিস্ফুট থাকে। তাহাতে বিভিন্ন কামকামিগণ এই ত্রিতাপ জ্বালাময় দুঃখজলধি স্বরূপ সংসারেই পুনঃ পুনঃ গতাগতিরই ব্যবস্থা করেন। অবশ্য কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে অনিত্য সংসার দিয়া বঞ্চনা করাই মায়ার কার্য্য।

বিরহ-সংবাদ

পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের অনুকম্পিতা পরমা ভক্তিমতী মাতা শ্রীযুক্তা বিলাসিনী দেবী (বন্দোপাধ্যায়) গত ২রা শ্রাবণ, ১৩৮১; ইং ১৯শে জুলাই, ১৯৭৪ শুক্রবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় কলিকাতা শ্যামবাজার মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র-ভবনে প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ করেন। দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে সর্ব্বশ্রী দেবপ্রসাদ, প্রেমময়, রাইমোহন, রাধাবিনোদ, গোরাচাঁদ দাস প্রমুখ ব্রহ্মচারিবৃন্দ উক্ত ভবনে গিয়া কীর্ত্তনাদি করেন। কাশীমিত্রের শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত গিয়াও তাঁহারা শ্রীহরিকীর্ত্তন-দ্বারা তাঁহার পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি বিধান করিয়াছিলেন। একাদশাহে তাঁহার যথাবিহিত শ্রাদ্ধকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৯শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তাঁহার বিরহ-স্মৃতি তর্পণ মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) **প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা**— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা .৬২

(২) **মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—ভিক্ষা ১.৫০

(৩) **মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ)** ঐ ,, .০০

(৪) **শ্রীশিক্ষাষ্টক**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— .৫০

(৫) **উপদেশামৃত**—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— .৬২

(৬) **শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত**—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত ,, ১.২৫

(৭) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE— Re 1.00

(৮) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ —
শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ৬.০০

(৯) **ভক্ত-ধ্রুব**—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১.০০

(১০) **শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার**—
ডাঃ এস, এন্ ঘোষ প্রণীত — ৩.৫০

(১১) **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** [শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] ... — ১০.০০

(১২) **প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর** (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — — .২৫

দ্রষ্টব্য ঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

বিগত ২৪ আষাঢ়, (১৩৭৫) ; ৮ জুলাই (১৯৬৮) সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি-উক্ত ঠিকানায় স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীমঠের ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। (ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৪শ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক ১৩৮১

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেবড়ী, (ওল্ড সালারজং মিউজিয়াম), হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৮১। ২ দামোদর, ৪৮৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ কার্ত্তিক, শনিবার; ২ নভেম্বর ১৯৭৪। | ৯ম সংখ্যা

পারমার্থিক-সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার সারমর্ম্ম

সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য আমি, সুতরাং ভগবানের দয়ার অধিক পাত্রই আমি। যাঁ'দের যোগ্যতা অধিক আছে তাঁ'রা ভগবানের দয়া অধিক প্রার্থনা না কর্‌লেও নিজ নিজ কৃতিত্ব-বলে মঙ্গলের পথে যেতে পারেন. কিন্তু আমার সে আশা-ভরসা নেই, আমি সর্ব্বাপেক্ষা দীন, নিতান্ত অকিঞ্চন। সুতরাং ভগবানের দয়া-ভিক্ষা ব্যতীত আমার অন্য কোন সম্বল নেই। সেই সম্বলের দাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমার একমাত্র সম্বল।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্য অনেক সময় অনেকের মুখে শোনা যায়, এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক উন্নত হৃদয়ে অভিব্যক্ত; আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হ'তে যে-কথা শুনেছেন, তিনি সেই উপদেশ আমার কর্ণে প্রদান ক'রে ব'লেছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষা আমরা গুরুপাদপদ্ম হ'তে মন্ত্ররূপে লাভ ক'রেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে যে-জিনিষ দিয়েছেন, তা সাধারণ মন্ত্র নহে—মহামন্ত্র। মননধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ করে যে জিনিষ, সেই জিনিষের নাম—মন্ত্র। সাধারণ মন্ত্র চতুর্থ্যন্ত পদ ও 'নমঃ', 'স্বাহা', 'স্বধা' প্রভৃতি শব্দ-প্রযুক্ত, আর মহামন্ত্র—সম্বোধনাত্মক পদ। শ্রীভগবানের নামই মহামন্ত্র। সেই শ্রীনাম এত শক্তি ধারণ করে. যে-শক্তি আর কোন বস্তুতে পাওয়া যায় না। সেই নাম—বৈকুণ্ঠনাম। সেই নাম এই কুণ্ঠা-ধর্ম্মযুক্ত গুণজাত জগতের বিভিন্ন ভাষার শব্দের মত দেখ্‌তে হ'লেও তাঁ'র সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। সে নাম—বৈকুণ্ঠনাম, "বৈকুণ্ঠ নামগ্রহণং অশেষাঘহরং বিদুঃ"—যে বৈকুণ্ঠ নামের আভাসে নিখিল পাপ অনায়াসে বিদগ্ধ হ'য়ে যায়, সেই নাম সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনীয়। বৈকুণ্ঠ-নাম উচ্চারণ কর্‌লে মানব বৈকুণ্ঠে অবস্থিত হয়—পরম ধর্ম্মে অবস্থিত হয়—পরমার্থ-লাভের জন্য ব্যস্ত হয়। মায়িক নাম—কুণ্ঠনাম সেরূপ নহে।

আমাদের ভাগ্য এমন মন্দ যে, আমাদের সর্ব্বশক্তিমান্ বৈকুণ্ঠ নামে রতি না হওয়ায় ইতর কথায় ব্যস্ত র'য়েছি। জগতের অন্যান্য কার্য্য সম্পাদনের জন্য—অন্যান্য অভিলাষ চরিতার্থ কর্‌বার জন্য—অন্যান্য চর্চ্চা কর্‌বার জন্য আমরা যে-সকল শব্দ ব্যবহার করি, সেই সকল ভাষাগত শব্দ আমাদের সেবা করে—আমাদের ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়—আমাদের অভিলাষের সরবরাহ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে; কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম সেরূপ নহেন।

আমার মঙ্গলের জন্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" শ্রৌতমন্ত্রের

যে প্রকৃত অর্থ,—জীবের চরমাবস্থা লাভের পরে যা' হয়,—গৌরসুন্দর তৃণাদপি সুনীচ শ্লোকে তা' ব'লে দিয়েছেন। অন্যান্য শব্দ আমাদিগকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম আমাদিগকে কৃষ্ণের সেবা-পথে ধাবিত করায়—আমাদিগের উপর তাঁর পূর্ণ প্রভুত্ব, পূর্ণ স্বারাজ্য বিস্তার করে; সেই নাম-প্রভুকে আমি নমস্কার করি। সেই নাম-প্রভুর দাতাশিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমি সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করি।

আজকে আমাদের কৃত্য—পরমার্থ-বিষয়ের আলোচনা। অর্থ ও পরমার্থের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। পরমার্থ—আত্মার পূর্ণ গতিকে লক্ষ্য করে। আত্মা—জড়বস্তু নহে যে, তাহার গতি থাকবে না। যখন অনাত্ম-প্রতীতি আমাদিগকে জড়ীভূত করে, তখন তা' হ'তে বিমুক্তি লাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে একটা শান্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়। যেহেতু আমরা অশান্ত রাজ্যে বাস কর্‌ছি, সেইহেতু আমরা শান্তির প্রয়াসী হই। সেই শান্তি কি জাড্য-জাতীয় বস্তু? নিশ্চয়ই নহে, পরমগতি-বিশিষ্ট—যে গতির ন্যায় আর গতি হ'তে পারে না। অটোমোবাইল, অ্যারোপ্লেন প্রভৃতির জড় গতি সেই গতির সহিত তুলনাই হ'তে পারে না। সেই শান্তি—পূর্ণ প্রগতিময়ী। যেখানে পূর্ণচেতনের ক্রিয়া যত অভিব্যক্ত, সেখানে গতির তত প্রকাশ। এইরূপ প্রগতির পরাকাষ্ঠাযুক্ত পরমার্থের অনুসন্ধান করা, আলোচনা করা আমাদের কৃত্য হ'য়েছে। এতদুদ্দেশ্যে আমাদিগকে সহায়তা কর্‌বার জন্য আমরা মনীষিগণের নিকট উপস্থিত হ'য়েছিলাম। আমাদিগের ইহ জগতে কিছুই নাই—আমাদের আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, শ্রী—কিছুই নাই, আমরা অকিঞ্চন।

ভগবান্‌কে আশ্রয় না কর্‌লে মায়ার প্রভু হ'বার যে ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে এসে উপস্থিত হয়, সেরূপ প্রভুত্বের কামনা বা অহংকার আমাদিগকে যে অর্থের জন্য চালিত করে, তা' পরমার্থ নহে—অনর্থ। যেমন গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

সে অনর্থ—সে অধনকে পরিত্যাগ ক'রে ধন-লাভের জন্য যে যত্ন, তা'তে গৌরসুন্দরের কথাটী বড়ই অনুকূল হয়,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা"।

সর্ব্বক্ষণ তৃণাদপি সুনীচতার সহিত হরি কীর্ত্তনীয়। খানিকক্ষণের জন্য দৈন্য প্রকাশ কর্‌লাম—কপটতার সহিত আঁকুপাঁকুভাব দেখালাম, পরক্ষণেই অহঙ্কারে প্রমত্ত হ'লাম, সেরূপ নয়। আমাদিগকে ভগবানের নামগ্রহণে যিনি যোগ্যতা দিয়েছেন, তাঁর চরণে পুনরায় অর্থাৎ দ্বিতীয়বার প্রণাম করি।

যাঁ'রা তৃণাদপি সুনীচ, তদপেক্ষা সুনীচের আদর্শ-প্রকটকারী যে অকিঞ্চন পুরুষ, তাঁ'র দাস্য কর্‌লে আমাদের সকল পরম-অর্থ লাভ হ'বে। তাঁ'র পাদ-পদ্মসেবা অতিক্রম কর্‌লে কিছু সুবিধা হ'বে না। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন,—

"পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়।
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়"

এই প্রকার শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস্য কর্‌বার জন্য যে দুরাশা—উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তা' শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাসগণের অনুগ্রহ হ'লেই লাভ হয়।

জগতের বিদ্বৎসমাজের সহিত বাক্যালাপ কর্‌বার মত ভাষা আমার নেই। আমি জগতের সকল লোকের নিকট হ'তে অনুগ্রহপ্রার্থী মাত্র; সুতরাং আমার ন্যায় অযোগ্যতমকে যে গুরুকার্য্যের ভার দেওয়া হ'য়েছে, তা' আমি নিজে বুঝি এবং সকলেও তা' বুঝেন। যদি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী থাকে, তবে ভগবান্‌কে ডাকা যায় না; এই কোনটীতেই আমার সুবিধা হয় নাই। সুতরাং আমার জন্য শাস্ত্রকার লিখেছেন,—

"বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥"

আমার কৃষি নষ্ট হ'য়ে গেছে, সুতরাং ভগবানের

সেবা ব্যতীত গত্যন্তর নাই অর্থাৎ আমি যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম, এবিষয়ে আপনাদেরও মতভেদ হ'বে না। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—যখন কিছুতেই আশা-ভরসা নেই, তখন ভগবান্‌কে ডাকা ব্যতীত আমার আর উপায় নেই। সে জন্যই আজ আমাকে এরূপ কার্য্যে নির্ব্বাচিত করা হ'য়েছে। অতএব আমি অবনত মস্তকে আমার গুরুবর্গের প্রদত্ত এই ভার গ্রহণ কর্‌লাম। আমি এ জগতের কোন কাব্যশাস্ত্রে পণ্ডিত নই, এ জগতের শব্দ-শাস্ত্র, ব্যাকরণে আমার জ্ঞান নেই, এজন্য আপনাদের নিকট আমার ভাষা কঠিন কিম্বা ব্যাকরণদুষ্ট মনে হ'তে পারে। তথাপি আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রীচৈতন্যদেবের যে কথাগুলি শুনেছি, তা' আপনাদের নিকট বল্‌বার জন্য আমার অত্যন্ত অভিলাষ হয়। আমি আপনাদের নিকট একটী অভিভাষণ পাঠ কর্‌ছি। তা'র প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু তা' বলা হ'য়েছে।

চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতিসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্য বস্তু, বাস্তব-বিষয়াশ্রয়মিলিত-তনু—শ্রীচৈতন্যদেব। চিৎ বা সম্বিৎ—স্বতন্ত্র, অচিৎ বা অজ্ঞান—অস্বতন্ত্র। জ্ঞান ও জ্ঞানের অভাব—এই মিশ্রভাবসম্পন্ন আমরা—বদ্ধজীব-সম্প্রদায়। সেইরূপ আমাদের একমাত্র উপাস্য—শ্রীচৈতন্যদেব। বিষয় ও আশ্রয় মিলিত হ'য়ে যে অপ্রাকৃত শরীরটী, তিনি সেই বস্তু। জড়বিষয় ও জড় আশ্রয়কে লক্ষ্য ক'রে একথা বলা হ'চ্ছে না। জড়জগতে অসংখ্য বিষয় ও অসংখ্য আশ্রয়ের অভিমানে সকলে অভিমানী। পূর্ণচেতন কোন অস্বতন্ত্রতার বাধ্য ন'ন, এজন্য তাঁ'কেই 'বিষয়' বলা হয়। তাঁ'র যোষা-সম্প্রদায়কে 'আশ্রয়' বলা হয়। শ্রীচৈতন্যদেব যদি কেবল বিষয়-বিগ্রহের লীলা কর্‌তেন, তা'হ'লে চিদচিন্মিশ্র বদ্ধ-জীব-সম্প্রদায়ের মঙ্গল হ'তো না, তা' হ'লে তাঁ'র সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেতো। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" এই গীতার বাক্যানুসারে আমরা যে জড়জগতের কর্ত্তা বা বিষয়াভিমান কর্‌ছিলাম—শ্রুতির তাৎপর্য্য বোধে বিমুখ হ'য়ে "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্য উচ্চারণ ক'রে যে 'বিষয়' সাজ্‌বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ কর্‌ছিলাম—ক্ষুদ্র হ'য়ে বৃহৎএর প্রতি যে মুখভঙ্গী কর্‌ছিলাম, সে অমঙ্গলের হাত হ'তে আমরা উদ্ধার পেতাম না, যদি বিষয়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়-বিগ্রহের রূপ ও ভাব অবলম্বন না কর্‌তেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেবাধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ, কিন্তু স্বয়ং—বিষয়তত্ত্ব। যে বিষয়-তত্ত্ব হ'তে অনন্তকোটি জীব প্রকাশিত হ'য়েছে, তিনি সেই বিষয়বিগ্রহ বলদেবেরও প্রভু, পরম বিষয়; এজন্য তাঁ'কে 'মহাপ্রভু' বলা হয়। তিনি বিষয়-বিগ্রহ হ'য়েও আশ্রয়ের ভাবকান্তি গ্রহণ ক'রেছেন। এ জগৎ থেকে দেখতে গেলে বিষয়—এক অর্দ্ধ, অপরার্দ্ধ—আশ্রয়। আমরা বিষয়বিগ্রহ হ'তে চ্যুত হ'য়ে যে জগতের বিষয়বিগ্রহের অভিমান কর্‌ছি—মূল আশ্রয়বিগ্রহের বিষয়বিগ্রহের প্রতি সেবার আনুকূল্য হ'তে পৃথক্ হ'য়ে বিপথগামী হ'চ্ছি, তা' হ'তে রক্ষা করবার জন্য বিষয়বিগ্রহ আশ্রয়বিগ্রহের রূপ গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁ'র রূপের তুলনা হয় না। আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের ভোগী চিদচিন্মিশ্রিত জীব, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের পিঞ্জরে—মনোধর্ম্মের পিঞ্জরে আবদ্ধ। এমন নরশরীরবিশিষ্ট হ'য়ে সর্ব্বদা পরমার্থ-বিহীন—সর্ব্বদা ভগবৎসেবা-বঞ্চিত; সুতরাং আমাদের শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত আর অন্য গতি নাই।

বিষয় একটি—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'; ছান্দোগ্য বল্‌ছেন,—

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে"।

এখান হ'তে একটা ঊর্দ্ধস্থিত গোলোক-পদার্থের একটা দিক্ দেখা যায়, অপরাংশ দেখা যায় না—উন্নতাংশে না গেলে দেখা যায় না।

সাধারণ সাহিত্যিক-সম্প্রদায় যে বিষয়াশ্রয়ের কথা আলোচনা করেন, তা'তে বিষয়ের বহুত্ব। ভরতমুনি অলঙ্কারশাস্ত্রে যে বিষয়াশ্রয়ের যুক্ত-ভাবের কথা আলোচনা ক'রেছেন, তা'তে আমরা জান্‌তে পারি,—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারি প্রকার সামগ্রীর সমগ্রতা সম্পন্ন হয়, যদি তা'রা স্থায়ীভাবের সহিত সংযোগ লাভ করে। তা'তে একটী

সুন্দর পানা বা রস প্রস্তুত হয়। কেউ কেউ বল্‌তে পারেন, রসের সৃষ্টি ত' এ জগতেও হ'চ্ছে। এখানে অসমগ্রের সহিত অস্থায়ি ভাবের সম্মিলনে বিকৃত ও খণ্ড-রসের উদয় হ'চ্ছে, এজন্য উহা পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মের অধীন। শ্রীচৈতন্যদাসগণই এ কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝ্‌তে পারেন, অপরের সুদুরূহ ব্যাপার।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রুত বিষয় ব্যতীত ব্যক্ত বা অব্যক্ত তার্কিকের নিকট হ'তে কোন কথা শুন্‌বার যদিও আমাদের যোগ্যতা নেই, তা' হ'লেও আমরা তাঁ'দের নিকট হ'তে অনেক কথা শুনে ব্যতিরেক ভাবে সাহায্য পেতে পারি। অসাত্বত শাস্ত্রমধ্যেও অনেক কথা আছে, যা' সত্যের সমর্থকরূপে উদাহৃত হ'তে পারে। মহাজনগণও অসাত্বত শাস্ত্র হ'তে বাস্তব-সত্যের সমর্থকরূপে অনেক বাক্য উদ্ধার ক'রে প্রমাণ ক'রেছেন যে, সাত্বত-শাস্ত্র ত' একথা স্বীকার করেনই, অসাত্বত বিচারকেরও ইহা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে অপর পথ গ্রহণ ক'রেছি ব'লে যে বাহ্য প্রতীতি হ'চ্ছে, তা'তে আমরা বেশী দোষ করি নাই ব'লেই মনে হয়। আমরা অসাত্বতগণের নিকট হ'তেও এমন কথা পাব, যা' আমাদিগকে সাহায্য ক'রবে—অন্বয়ভাবে নয়, ব্যতি-রেক-ভাবে সাহায্য ক'রবে। কেবল একমাত্র গুরু-পাদপদ্মই অন্বয় ভাবে সাহায্য ক'রে থাকেন। মোট কথা দুঃসঙ্গ করবার জন্য আমাদিগের যত্ন হয় নাই।

[এইরূপ বিবৃতিমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অভি-ভাষণ পাঠ সমাপ্ত করিলেন। শ্রীচৈতন্য-বাণীর পরবর্ত্তি সংখ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সন্দর্ভাকারে রচিত সেই অভিভাষণটী প্রকাশিত হইবে।]

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

প্রঃ—শ্রদ্ধোদয়ে কি লাভ হয়?

উঃ— "তয়া দেশিকপাদাশ্রয়;॥

সেই শ্রদ্ধা হইলে গুরু-পাদাশ্রয় ঘটে।"

—আঃ সূঃ ৫৯

প্রঃ—কর্ম্মি-জ্ঞানীর 'শ্রদ্ধা' কি প্রকৃত 'শ্রদ্ধা' পদবাচ্য?

উঃ—কর্ম্মি-জ্ঞানী-জনে যারে, 'শ্রদ্ধা' বলে বারে বারে,
সেই বৃত্তি শ্রদ্ধা হইতে নারে॥

নামের বিবাদ-মাত্র, শুনিয়া ত' জ্বলে গাত্র,
লৌহে যদি বলহ কাঞ্চন।

তবু লৌহ লৌহ রয়, কাঞ্চন ত' কভু নয়,
মণি-স্পর্শে নহে যতক্ষণ॥

কৃষ্ণভক্তি চিন্তামণি, তাঁর স্পর্শে লৌহ-খনি,
কর্ম্ম-জ্ঞানগত শ্রদ্ধাভাব।

হঞা যায় হেমভার, ছাড়িয়া ত' কুবিকার,
সে কেবল মণির প্রভাব॥"

—শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ'৩

প্রঃ—শ্রদ্ধা কি বস্তু? শ্রদ্ধা ও শরণাগতিতে পার্থক্য কি?

উঃ—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি-বলে সাধুদিগের মুখ হইতে হরিকথা-শ্রবণানন্তর হরি-বিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহাই 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধার উদয় হইতে হইতেই একটু শরণাপত্তির উদয় হয়—'শ্রদ্ধা' ও 'শরণা-গতি' প্রায় একই তত্ত্ব।" —জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

প্রঃ—'শ্রদ্ধা' কাহাকে বলে?

উঃ—"জ্ঞান ও কর্ম্ম—প্রয়োজন-সিদ্ধির উত্তম উপায় নয়, ভক্তিই একমাত্র বিশুদ্ধ উপায়'—এবম্ভূত শাস্ত্র-বিশ্বাসের সহিত অনন্যভক্তির প্রতি যে চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম—শ্রদ্ধা।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

প্রঃ—শ্রদ্ধোদয়ের লক্ষণ কি?

উঃ—"শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হইলে জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হইলে আর ভয় নাই। অতএব

শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র শরণাপত্তির লক্ষণে তাহা লক্ষিত হয়।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

প্রঃ—কে কৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভ করেন?

উঃ—"কেবল দীক্ষাদি-গ্রহণ-পূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়; অনন্য-ভক্তিতে যাঁহার অনন্য শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন।"

—'ভক্তির প্রতি অপরাধ', সঃ তোঃ ৮।১০

প্রঃ—কোন্ পর্য্যন্ত ভক্তির সম্ভাবনা নাই?

উঃ—"কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অন্য সদ্গুণ হইলেও যে-পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ভক্তি হইবে না।"

—'সদ্গুণ ও ভক্তি', সঃ তোঃ ৫।১

প্রঃ—শ্রদ্ধা কয় প্রকার? তাহারা কি কি অধিকার উৎপন্ন করে?

উঃ—"বৈধী শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধীভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে, লোভময়ী শ্রদ্ধাও সেইরূপ রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে।"

—জৈঃ ধঃ ২১শ অঃ

প্রঃ—কাহাদের শ্রদ্ধা নাই?

উঃ—"যাঁহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাঁহারা কোন প্রকারে বুঝিবেন না।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—কাহারা আচার্য্যগণের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে বুঝিতে পারেন?

উঃ—"যাঁহাদের সুকৃতি-অনুসারে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কৃষ্ণ-কৃপায় তাঁহাদের কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধি-যোগ উদয় হয়। সেই বুদ্ধিক্রমে আচার্য্যদিগের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে তাঁহারা বুঝিতে পারেন।"

—'সঙ্গ-ত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—কৃষ্ণকীর্ত্তনের একমাত্র যোগ্যতা কি?

উঃ—"কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে শ্রদ্ধাই একমাত্র অধিকার, তাহাতে অন্য কোন বিচার নাই।"

—'নামগ্রহণ-বিচার,' হঃ চিঃ

প্রঃ—শ্রদ্ধা কি ভক্তির অঙ্গ নহে?

উঃ—"শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়, কিন্তু অনন্যা ভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মাধিকার-নিবারক বিশেষণ-মাত্র।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

প্রঃ—নির্গুণ-উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা বা ভক্তিলতাবীজ কি?

উঃ—"সাধুসঙ্গ-ক্রমে এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতাও বাড়িয়া উঠে। তখন কি উপায়ে জীব শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, তাহারই অন্বেষণে যত্নবান্ হয়েন। তখন তিনি প্রথমেই দেখিতে পান, তিনি অনর্থের একান্ত বশীভূত ও তাঁহার স্বভাব সুপ্ত। তিনি তখন কোন বিগত-অনর্থ, জাগ্রত-স্বভাব সাধুর পদাশ্রয় করত একনিষ্ঠ হইয়া ভজন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। শ্রদ্ধার এই অবস্থার নামই দৃঢ় বা নির্গুণ-উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা। ইহাই 'ভক্তিলতাবীজ'। 'শ্রদ্ধা' সঃ তোঃ ৯।৫

প্রঃ—ভক্তসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক যে 'শ্রদ্ধা', তাহা কি প্রকৃত শ্রদ্ধা?

উঃ—"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।" (ভাঃ ১১।২।৪৭)—শ্লোকে যে 'শ্রদ্ধা' শব্দ আছে, তাহা **শ্রদ্ধাভাস** মাত্র; কেন না, ভগবদ্ভক্তকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-পূজায় যে শ্রদ্ধা, তাহা প্রকৃত-শ্রদ্ধার ছায়া বা প্রতিবিম্ব—তাহা কেবল পরম্পরাগত লৌকিকী শ্রদ্ধা-মাত্র, অনন্যভক্তিতে যে অপ্রাকৃত-শ্রদ্ধা, তাহা নয়; সেই ভক্ত্যাভাসের শ্রদ্ধা ও পূজা প্রাকৃত।"

জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

জাবাল-সত্যকামের ব্রহ্মবিদ্যালাভ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত (চতুর্থ প্রপাঠকে চতুর্থখণ্ডে) জবালাতনয় সত্যকামের ব্রহ্মবিদ্যার্জ্জন-প্রসঙ্গটি নিঃশ্রেয়োলাভার্থী সকলেরই বিশেষভাবে অনুশীলনীয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন—'শ্রদ্ধা তপসোর্ব্রহ্মোপাসনাঙ্গত্ব- প্রদর্শনায় আখ্যায়িকা' অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও তপস্যা যে ব্রহ্মোপাসনার প্রধান অঙ্গ, ইহা প্রদর্শনার্থ এই

আখ্যায়িকার অবতারণা হইয়াছে। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—"গুরুপাদাশ্রয় স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা" ইত্যাদি। অর্থাৎ "সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করণ, শ্রীগুরুর নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিষয়ে শিক্ষালাভ, বিশ্বাস সহকারে শ্রীগুরুর পরিচর্য্যাদি।" এই দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবাই আচার্য্য-পাদোক্ত 'শ্রদ্ধা' ও 'তপস্যা'। 'বিশ্রম্ভ' শব্দে শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে ভগবদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ জ্ঞানে তাঁহার প্রীতি-পূর্ব্বক সেবায়ই সর্ব্বার্থসিদ্ধি—এইরূপ বিশ্বাস। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রদ্ধার সংজ্ঞা এইরূপ দিয়াছেনঃ—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ সাধকগণের প্রেমোদয়ক্রম-বর্ণনে লিখিয়াছেন—'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া' ইত্যাদি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়াছেন—'কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥ সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।' ইত্যাদি। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিই এই 'ভাগ্য'। সেই ভাগ্যবলে যদি জীবের অনন্যা ভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা হইলে সেই জীব শুদ্ধভক্ত সাধুর সঙ্গ করেন, সেই সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইতে থাকে। সাধনভক্তির প্রথমেই সাধকের শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধাফলে সাধুসঙ্গ বা গুরুপাদাশ্রয় লাভ হয়। তৎসঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয়। তৎফলে অনর্থনিবৃত্তিক্রমে ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। প্রগাঢ়প্রীতি ও বিশ্বাসমূলে গুরুসেবাই এই প্রেমসিদ্ধি লাভের একমাত্র উপায়। গুরুসেবায় দৃঢ়নিষ্ঠ না হইতে পারিলে সাধকের সিদ্ধিলাভ সুদূর পরাহত। ইহাই তাঁহার প্রধান তপস্যা। শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়সখা সুদামাকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

"নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥"
—ভাঃ ১০।৮০।৩৪

অর্থাৎ "সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী আমি গুরুশুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস-ধর্ম্মদ্বারাও তাদৃশ সন্তোষ প্রাপ্ত হই না।"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখা সুদামার সহিত কথোপ-কথন-প্রসঙ্গে তাঁহাদের সেই সুমহান্ গুরুসেবাদর্শ জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন—

"অপি নঃ স্মর্য্যতে ব্রহ্মন্ বৃত্তং নিবসতাং গুরৌ।
গুরুদারৈশ্চোদিতানামিন্ধনানয়নে ক্বচিৎ॥
প্রবিষ্টানাং মহারণ্যমপর্ত্তৌ সুমহদ্দ্বিজ।
বাতবর্ষমভূৎ তীব্রং নিষ্ঠুরাঃ স্তনয়িত্নবঃ॥
সূর্য্যশ্চাস্তং গতস্তাবৎ তমসা চাবৃতা দিশঃ।
নিম্নং কূলং জলময়ং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন॥
বয়ং ভৃশং তত্র মহানিলাম্বুভি-
র্নিহন্যমানা মুহুরম্বুসংপ্লবে।
দিশোঽবিদন্তোঽথ পরস্পরং বনে
গৃহীতহস্তাঃ পরিবভ্রিমাতুরাঃ॥"
—ভাঃ১০।৮০।৩৫-৩৮

অর্থাৎ "হে ব্রহ্মন্, গুরুকুলে নিবাস কালে একদিন আমরা গুরুপত্নী কর্ত্তৃক কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হইয়া মহারণ্যে প্রবেশ করিলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা মনে হয় কি? সেদিন অকালে (অর্থাৎ বর্ষাঋতু অপগত হইয়া শীতকাল আসিয়াছে, এইরূপ সময়ে) অতি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত, বৃষ্টি এবং নিষ্ঠুর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছিল। তৎকালে সূর্য্যদেব অস্তগত এবং দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাবৃত হইলে সমস্ত স্থান জলমগ্ন বলিয়া উচ্চনীচ কিছুই জানা যাইতেছিল না। তখন ঐ জলপ্লাবিত বনমধ্যে প্রচণ্ড বাতবৃষ্টিদ্বারা বারম্বার অতিশয় উৎপীড়িত হইয়া আমরা গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে না পারিয়া কাতরভাবে পরস্পরের হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক ভার ধারণ করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম।"

শ্রীল স্বামিপাদ 'পরিবভ্রিম' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'পরি পরিতো বভ্রিম—ভারান্ ধৃতবন্তইত্যর্থঃ'। অর্থাৎ ভারী কাঠের বোঝা মাথায় করিয়াই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আর্দ্র বস্ত্রে সমস্তরাত্রি কাটাইয়াছেন। প্রভাতে শ্রীগুরুদেব সান্দীপনি মুনি রাত্রিতে তাঁহাদের অনাগমন

জানিতে পারিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে তুই সখাকে বনমধ্যে কাতরাবস্থায় দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত করুণার্দ্র-চিত্তে সর্ব্বার্থসিদ্ধির আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয় রাজপুত্র হইয়াও গুরুদেব শ্রীলোকনাথের কৃপা পাইবার জন্য স্বহস্তে তাঁহার পুরীষোৎসর্গস্থানাদি পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ স্বহস্তে স্বীয় গুরুদেব মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মলমূত্রাদি-মার্জ্জন-সেবা করিয়াছেন—

"ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদসেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন॥"
—চৈঃ চঃ অ ৮।২৬

শ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনাইয়া গুরুসেবার মহদাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। গুরুদেব পরম তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণে প্রেম লাভের বর দিলেন—

তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা 'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'॥
—চৈঃ চঃ অ ৮।২৮

শাস্ত্রে এইরূপ গুরুসেবা ও গুরুকৃপা লাভের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এক্ষণে আমরা সত্যকামের গুরুসেবা ও গুরুকৃপায় ব্রহ্মবিদ্যা লাভের আখ্যায়িকাটি বর্ণন করিব। 'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া' বিচারে গুর্ব্বাজ্ঞাপালনে যত্নবান্ হইলে স্বয়ং ভগবান্ তন্নিজজন-গুরুদেবের সেই সেবকের প্রতি প্রসন্ন হন। 'গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে' বিচারানুসারে গুরু রূপে কৃষ্ণ সেই সেবকের সর্ব্বার্থসিদ্ধি প্রদান করেন।

সত্যকামের গুরুপাদাশ্রয়

জবালা-তনয় সত্যকাম তাঁহার মাতা জবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি! বিবৎস্যামি, কিং গোত্রো হ্বহমস্মীতি' অর্থাৎ হে পূজনীয়ে মাতঃ, আমি বেদাধ্যয়ন নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরু-কুলে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আমার গোত্র কি? অর্থাৎ আমি কোন্ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছি?

"সা হৈনমুবাচ, নাহমেতদ্ বেদ তাত! যদ্‌গোত্র-স্ত্বমসি, বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাহহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি, জবালা তু নামাহমস্মি, সত্যকামোনাম ত্বমসি, স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি॥"

পিতৃপরিচয়-জিজ্ঞাসু-পুত্রের গোত্রবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে জবালা কহিলেন—হে বৎস, তুমি কোন্ গোত্রসম্ভূত, তাহা আমি জানি না। আমি স্বামি-গৃহে নানাপ্রকার গৃহকর্ম্ম সম্পাদন ও অতিথি অভ্যাগতাদির পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় যৌবনকালে তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম, সেজন্য তুমি কোন্ গোত্র-সম্ভূত তাহা আমি জানিতে পারি নাই। আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম। সুতরাং তুমি গুরু-সমীপে এই কথাই বলিবে যে,—আমি জবালাপুত্র সত্যকাম।

'বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে'—এই বাক্যাংশটির বর্ণনভঙ্গীতে জবালার স্বামিগোত্র অনভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষের অবকাশ হওয়ায় আচার্য্য শ্রীশঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে লিখিতেছেন—

"এবং পৃষ্টা জবালা সা হৈনং পুত্রমুবাচ, নাহমেতত্তব গোত্রং বেদ, হে তাত যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি। কস্মান্ন বেৎসি? ইত্যুক্তা আহ—বহু—ভর্ত্তৃগৃহে পরিচর্য্যাজাতমতিথ্যভ্যা-গতাদি চরন্ত্যহং পরিচারিণী পরিচরন্তীতি পরিচরণ-শীলৈবাহং, পরিচরণচিত্ততয়া গোত্রাদি স্মরণে মম মনো নাভূৎ। যৌবনে চ তৎকালে ত্বামলভে লব্ধবত্যস্মি, তদৈব তে পিতোপরতঃ, অতঃ অনাথাহহং, সাহহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামাহমস্মি, সত্যকামো নাম ত্বমসি, স ত্বং সত্যকাম এবাহং জাবালোহস্মীত্যা-চার্য্যায় ব্রবীথাঃ, যদাচার্য্যেণ পৃষ্ট ইত্যভিপ্রায়ঃ।"

অর্থাৎ পুত্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে জবালা তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"হে বৎস, তুমি যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই গোত্র আমি জানি না। 'কেন জান না?' পুত্রের এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে মাতা জবালা কহিয়াছিলেন—স্বামিগৃহে অতিথি অভ্যা-গতাদির বিবিধ পরিচর্য্যাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তদ্-বিষয়েই আমার চিত্ত অভিনিবিষ্ট ছিল, এজন্য গোত্রাদি স্মরণে বা চিন্তনে অর্থাৎ গোত্রাদি জানিয়া লইবার দিকে আমার মন ছিল না। সেই সময়ে যৌবনকালে

আমি তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম, তোমার পিতৃদেবও তৎকালে পরলোকগমন করেন, আমি অনাথা হইয়া পড়ি, এজন্যই আমি, তুমি যদ্‌গোত্র সম্ভূত, তাহা জানি না অর্থাৎ জানিয়ালইবার অবকাশ পাই নাই। তবে আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম। আচার্য্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বলিবে—'আমি জবালা-তনয় সত্যকাম'।" শ্রীমদ্‌রঙ্গরামানুজ মুনিবিরচিতা প্রকাশিকা টীকায়ও ঐরূপই ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে—

"অহং ভর্ত্তৃগৃহেঽতিথ্যভ্যাগতাদিভ্যো বহু পরিচর্য্যাজাতং চরন্তী গুর্ব্বাদি পরিচরণশীলা চ সতী তদ্ব্যাসঙ্গেন গোত্রানভিজ্ঞৈব যৌবনকালে ত্বাং লব্ধবতী, গোত্রং ন জানে। অতো জবালায়াঃ পুত্রঃ সত্যকামনামাঽহমস্মি নাহং গোত্রং বেদেতি গুরুসমীপে ব্রূহীত্যুক্তবতীত্যর্থঃ।"

অনন্তর সত্যকাম হরিদ্রুমৎপুত্র হারিদ্রুমত গৌতম মুনির নিকট আসিয়া বলিলেন—আমি ভগবৎসমীপে (পরম পূজার্হবোধে শ্রুতিতে পূজনীয় গুরুদেবকে ভগবৎসম্বোধনের রীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে) ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বাস করিব। এজন্য ভগবানের অর্থাৎ আপনার সমীপে আসিয়াছি—"ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি বৎস্যামি, উপেয়াং ভগবন্তমিতি।"

তখন গৌতম কহিলেন—হে বৎস, তুমি কোন্ গোত্রসম্ভূত? তচ্ছ্রবণে সত্যকাম কহিলেন—ভো ভগবন্! আমি কোন্ গোত্রোদ্ভূত, তাহা জানি না, তবে আমি আমার মাতৃদেবীকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি কহিলেন—"আমি স্বামিগৃহে নানাবিধ পরিচর্য্যাকার্য্যে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় যৌবনকালে তোমাকে লাভ করিয়াছি, এজন্য তুমি কোন্ গোত্রে উদ্ভূত হইয়াছ, তাহা আমি জানি না, আমি জবালা নামে পরিচিত, তোমার নাম সত্যকাম।" সুতরাং আমি জবালাতনয় সত্যকাম।

তখন গৌতম সত্যকামকে কহিলেন—"এইরূপ আর্জব অর্থাৎ সরলতাযুক্ত বাক্য কখনও কোন অব্রাহ্মণ বলিতে পারে না। হে সৌম্য (প্রিয়দর্শন), তুমি উপনয়নসংস্কারলাভার্থ সমিধ আহরণ কর, যেহেতু তুমি সত্যকে অতিক্রম কর নাই—সত্য হইতে চ্যুত বা বিচলিত হও নাই, অকপটে সত্যবাক্যই বলিয়াছ, তখন তুমি ব্রাহ্মণসন্তান। তোমার গোত্র জানিতে না পারিলেও তোমার সত্যবাদিতাগুণে তোমার ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া আমি তোমাকে উপনয়ন-সংস্কার দান করিব। এই বলিয়া মুনিবর গৌতম সত্যকামকে যথাবিধানে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিলেন। শ্রুতিবাক্য যথা—"তং হোবাচ, নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি, সমিধং সোম্যাহর, উপ ত্বা নেষ্যে, ন সত্যাদগা।"

এইরূপে সত্যকামকে উপনীত করিয়া গুরুদেব গৌতম দুর্ব্বল ও কৃশ গোসকলের মধ্য হইতে চারিশত অতিশয় দুর্ব্বল ও কৃশ গরু পৃথক্ করিয়া (নিবাকৃত্য অর্থাৎ বাছিয়া লইয়া) শিষ্য সত্যকামকে উহা দিয়া বলিলেন—বৎস, তুমি এই গোসকলের অনুগমন কর অর্থাৎ তুমি ইহাদিগকে লইয়া পালন কর। সত্যকাম গোযূথকে লইয়া যাইবার সময় গুরুদেবকে বলিয়াছিলেন—এই চারিশত গরু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যতদিন না সহস্রে পরিণত হইবে, ততদিন আমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। সত্যকাম গুরুদেবকে সবিনয়ে করযোড়ে ইহা বলিয়া গুরুপাদপদ্মে প্রণাম পূর্ব্বক গোগণসহ হৃষ্টচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং উত্তম তৃণ-জল-বহুল ও হিংস্রজন্তু-ভয়শূন্য অরণ্য অন্বেষণ করিয়া লইয়া তথায় বহু বর্ষ (বর্ষগণং) যাবৎ প্রবাসী হইলেন। যতদিন পর্য্যন্ত গোগণ উত্তম স্বাস্থ্য লাভ করিয়া ক্রমশঃ বংশবৃদ্ধিক্রমে সহস্রসংখ্যক না হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি বনবাসে থাকিয়া নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াও সযত্নে গোগণকে বনমধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন। "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ। সেবা-সুখদুঃখ পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥" —ইহাই শরণাগত শিষ্যের বিচার। গুরুদেবের আজ্ঞা অবিচারে পালন করাই তাঁহার কার্য্য। এইরূপ সচ্ছিষ্যের প্রতিই গুরুদেব অন্তরের অন্তস্তল হইতে সুপ্রসন্ন হন এবং তাঁহার প্রসন্নতা-ক্রমেই শিষ্য ভগবৎপ্রসন্নতালাভে সমর্থ হইতে পারেন।

অনন্তর গোগণের সংখ্যা সহস্র পূর্ণ হইলে একদিন বায়ুদেবতা কোন একটী বৃষভদেহে প্রবেশপূর্ব্বক সেই

বৃষভাব প্রাপ্ত হইয়া সত্যকামকে কহিলেন—সত্যকাম, আমরা এখন সংখ্যায় সহস্র পূর্ণ হইয়াছি, তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে, আমাদিগকে এক্ষণে গুরুকুলে লইয়া চল। তোমাকে আমি ব্রহ্মের পাদ বা অংশ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। সত্যকাম শুনিতে চাহিলে বৃষরূপী বায়ু তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—পূর্ব্বদিক্ একটি কলা বা অংশ, প্রতীচী অর্থাৎ পশ্চিমদিক্ আর একটী কলা, দক্ষিণদিক্ আর একটি কলা, উত্তরদিক্ আর একটী কলা। হে সোম্য, ব্রহ্মের **'প্রকাশবান্'** নামক একটি পাদ এই চতুষ্কলাবিশিষ্ট।

যে ব্যক্তি এইরূপে ব্রহ্মের চতুষ্কলাবিশিষ্ট পাদকে 'প্রকাশবান্' জ্ঞানে উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে বিশেষভাবে প্রকাশবান্ হন অর্থাৎ খ্যাতি লাভ করেন এবং পরলোক প্রাপ্ত হইয়াও প্রকাশবান্ অর্থাৎ অত্যুজ্জ্বল লোকসমূহ জয় করেন। অগ্নিদেব তোমাকে দ্বিতীয়পাদ বিষয়ে বলিবেন। এই বলিয়া বৃষভ বিরত হইলেন।

পরদিন প্রাতে সত্যকাম নিত্যক্রিয়া সম্পাদনান্তে গোসমূহকে গুরু-গৃহাভিমুখে চালিত করিয়া চলিতে চলিতে সায়ংকালে একস্থানে স্থিত হইলেন। গোসমূহকে তথায় রক্ষা করিয়া সমিধ আহরণ পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করত বৃষের বাক্য চিন্তা করিতে করিতে অগ্নির পশ্চাদ্দেশে পূর্ব্বমুখ হইয়া অবস্থান করিলেন। এমন সময়ে **অগ্নি** সত্যকামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে সোম্য, তোমাকে ব্রহ্মের পাদবিষয়ে উপদেশ দিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। সত্যকাম সবিনয়ে শ্রবণেচ্ছা জ্ঞাপন করিলে অগ্নি কহিলেন—পৃথিবী একটি কলা বা অংশ, অন্তরিক্ষ একটি কলা, দ্যুলোক অপর একটি কলা এবং সমুদ্র আর একটি কলা। হে সোম্য, চতুষ্কলা-বিশিষ্ট ব্রহ্মের এই পাদটীর নাম **'অনন্তবান্'**।

যে কোন ব্যক্তি ব্রহ্মকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল দ্বিতীয় পাদকে 'অনন্তবান্' জ্ঞানে উপাসনা করেন, তিনি ইহ জগতে অনন্তবান্ অর্থাৎ অনন্তগুণ-বিশিষ্ট হন এবং পরলোকে গিয়াও অনন্তবান্ হন অর্থাৎ অক্ষয় লোকসমূহকে জয় করেন। হংস তোমাকে ব্রহ্মের অপর একপাদ সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। ইহা বলিয়া অগ্নি নিবৃত্ত হইলেন।

সত্যকাম পরদিন প্রভাতে পূর্ব্ববৎ নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে গোগণ সহ গুরুগৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। চলিতে চলিতে সায়ংকালে এক বিশ্রামোপযুক্ত স্থানে অবস্থিত হইয়া সমিধ আহরণ পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন এবং অগ্নির পশ্চাদ্দেশে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বদিবসীয় অগ্নিদেবতার বাক্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমনসময়ে **হংসরূপী আদিত্য** সত্যকাম সমক্ষে উদিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—বৎস, আমি তোমাকে ব্রহ্মের পাদবিষয়ে কিছু উপদেশ করিতে ইচ্ছা করি। সত্যকাম সবিনয়ে শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করিলে হংস তাঁহাকে কহিলেন—অগ্নি প্রথম কলা, সূর্য্য দ্বিতীয় কলা, চন্দ্র তৃতীয় কলা এবং বিদ্যুৎ চতুর্থ কলা। হে সোম্য, কলাচতুষ্টয়বিশিষ্ট ব্রহ্মের এই তৃতীয় পাদের নাম—'জ্যোতিষ্মান্'।

যে কোন ব্যক্তি এইরূপে ব্রহ্মের চতুষ্কল তৃতীয় পাদকে জ্যোতিষ্মত্ব-গুণবিশিষ্টজ্ঞানে উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে জ্যোতিষ্মান্ বা দীপ্তিমান্ হন এবং পরলোকে গিয়াও জ্যোতির্ম্ময় লোকসমূহ লাভ করেন। **মদ্গু** (অর্থাৎ পানকৌড়ি নামক জলচর পক্ষিবিশেষ) তোমাকে ব্রহ্মের অবশিষ্ট একটি পাদ অর্থাৎ চতুর্থপাদ উপদেশ করিবেন। হংস ইহা বলিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

পরদিবস প্রভাতে সত্যকাম পূর্ব্ববৎ নিত্যকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক গোগণসহ গুরুগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে সায়ংকালে তিনি একস্থানে অবস্থিত হইয়া সমিধ সংগ্রহপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করত তৎপশ্চাৎ উপবিষ্ট হইলেন। এমনসময়ে **মদ্গুরূপী প্রাণ** তৎসমীপে সমাগত হইয়া কহিলেন—বৎস, আমি ব্রহ্মের চতুষ্কল চতুর্থপাদ সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। সত্যকাম সবিনয়ে শ্রবণেচ্ছা জ্ঞাপন করিলে মদ্গুরূপী প্রাণ কহিলেন—প্রাণ একটি কলা, চক্ষুঃ দ্বিতীয় কলা, শ্রোত্র অর্থাৎ কর্ণ তৃতীয় কলা এবং মনঃ চতুর্থ কলা। হে সোম্য, ব্রহ্মের এই চতুষ্কল চতুর্থপাদ **'আয়তনবান্'** নামে প্রসিদ্ধ (আয়তন বলিতে স্থান বা আধার-স্বরূপ)।

যে কোন ব্যক্তি ব্রহ্মের এই চতুষ্কল চতুর্থপাদকে আয়তনবান্-জ্ঞানে উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে আয়তনবান্ (শ্রীল শঙ্করাচার্যপাদ 'আশ্রয়বান্' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন) হন অর্থাৎ বহুলোককে আশ্রয়দানে সমর্থ হন এবং পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াও আয়তনবান্ লোকসমূহ জয় করেন।

সত্যকাম এই প্রকারে পথিমধ্যেই চতুষ্পাদ ব্রহ্মজ্ঞান (ব্রহ্ম—প্রকাশবান্, অনন্তবান্, জ্যোতিষ্মান্ ও আয়তনবান্, এই জ্ঞান) লাভ করিয়া চতুঃশত স্থলে সহস্র ধেনু-সহ গুরুগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গুরুদেব সত্যকামকে ব্রহ্মজ্ঞানদীপ্ত কলেবর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সত্যকাম, তুমি ব্রহ্মজ্ঞের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ দেখিতেছি, তোমাকে কে এই ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিলেন, জানিতে ইচ্ছাকরি। ব্রহ্মবিৎপুরুষ প্রসন্নেন্দ্রিয়, প্রহসিতবদন, নিশ্চিন্ত ও কৃতার্থ হইয়া থাকেন; গুরুদেব সত্যকামকে তল্লক্ষণো-পেত দেখিয়াই তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানোপদেষ্টার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সত্যনিষ্ঠ সত্যকাম প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন (প্রতিজজ্ঞে—শঙ্কর ভাষ্য—প্রতিজ্ঞাতবান্) অর্থাৎ দৃঢ় সত্য করিয়া বলিলেন—কোন মনুষ্য হইতে আমি উপদেশ পাই নাই, তবে মনুষ্য ব্যতীত অন্য অর্থাৎ দেবতারা আমাকে উপদেশ দান করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি হে ভগবন্, আপনিই আমাকে আমার অভীষ্ট-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যার ভাবটি এইরূপ যে, মনুষ্য মধ্যে এমন কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি থাকিতে পারেন, যিনি ভবদীয় শিষ্য আমাকে উপদেশ দিতে সাহস করিবেন? অর্থাৎ আপনি ব্যতীত অন্য কোন মানুষ্যেরই আমাকে উপদেশ দিবার সামর্থ্য নাই। আপনিই আমার কাম অর্থাৎ ইচ্ছাবিষয়ে অর্থাৎ যে বিষয় জানিবার অভিপ্রায়ে আমি আপনার পাদপদ্মে আসিয়াছি, সে বিষয়ে আপনিই আমাকে উপদেশ দান করুন। অপরের দত্ত উপদেশে আমার কি প্রয়োজন? আমি অন্যপ্রদত্ত উপদেশকে গণনা করি না। ইহার মূল শাঙ্কর ভাষ্য যথা—"কোঽন্যো ভগবচ্ছিষ্যং মাং মনুষ্যঃ সন্ননুশাসিতু-মুৎসহতে ইত্যভিপ্রায়ঃ; অতোঽন্যে মনুষ্যেভ্য ইতি হ প্রতিজজ্ঞে প্রতিজ্ঞাতবান্। ভগবাংস্ত্বেব মে 'কামে' মমেচ্ছায়াং ব্রূয়াৎ কিমন্যৈরুক্তেন? নাহং তদ্‌গণয়ামীত্যভি-প্রায়ঃ।"

ব্রহ্মবিদ্যা গুরুমুখী বিদ্যা। সদ্‌গুরুপাদপদ্মে একান্ত অনুগত সচ্ছিষ্যই ইহার অধিকারী হন। উহা স্বীয় দীক্ষাগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকভাবে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসম্পন্ন শিষ্যই শ্রীগুরুকৃপায় অধিগত হইয়া থাকেন এবং একান্তভাবে গুর্ব্বানুগত্যে উহার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। শ্রীসত্যকাম পথিমধ্যে বৃষ, অগ্নি, হংস ও মদ্‌গুরূপধারী বায়ু, অগ্নি, আদিত্য ও প্রাণ দেবচতুষ্টয়ের মুখে ব্রহ্মবিষয়ক চারিকলা করিয়া ষোলকলা জ্ঞান লাভ করিয়াও স্বীয় দীক্ষাগুরুমুখে তাহা শ্রবণ না করা পর্য্যন্ত নিজেকে কৃতার্থ বা সিদ্ধার্থ মনে করিতে পারেন নাই। তাই সত্যকাম বলিয়াছিলেন—

"শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্য আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি।"

অর্থাৎ '(হে গুরুদেব!) আমি ভবাদৃশ ভগবত্তুল্য ঋষিগণের নিকটেই শুনিয়াছি যে, আচার্য্যের নিকট হইতে শিক্ষিত বিদ্যাই উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।'

সুতরাং আপনিই আমাকে উপদেশ দান করুন। সত্য-কামের এই সরলতাপূর্ণ গুরুভক্তি ও প্রীতিমূলা উক্তি শ্রবণ করিয়া গুরুদেব হারিদ্রুমত গৌতম অত্যন্ত প্রীত হইয়া বৃষভাদিরূপে দেবগণ যে বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, ঠিক সেই বিদ্যাই শিষ্য সত্যকামকে শিক্ষা দিলেন। ষোড়শকলাবিশিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যার এক কলাও অপগত বা পরিত্যক্ত হয় নাই অর্থাৎ এক বিন্দুও ছাড় পড়ে নাই।

শ্রীগুরুদেব জাবালা-তনয় সত্যকামকে দীক্ষা দিয়াই বাছিয়া বাছিয়া চারিশত কৃশ ও দুর্ব্বল গরু চরাইবার জন্য দিলে সত্যকাম এই গোসেবা হৃষ্টচিত্তে অঙ্গীকার পূর্ব্বক গোগণকে সহস্র সংখ্যায় পরিণত না করিয়া ফিরিবেন না বলিয়া গুরুপাদপদ্ম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরুসেবার জন্য শরীরের সুখে জলা-ঞ্জলি দিয়া গোসকলের রক্ষণাবেক্ষণাদি সেবার জন্য তাঁহাকে কতই না ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে!

কিন্তু গুরুপাদপদ্মে দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রীতিনিবন্ধন তিনি নিষ্কপটে গুর্ব্বাজ্ঞা পালনমুখে গোচারণরূপ গোসেবা-দ্বারা শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বিধান করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইলেন। নির্ব্যলীক গুরুসেবকের প্রতি দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। তাঁহাদের নিকট অপ্রত্যাশিত-ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াও সত্যকাম উহা গুরুমুখে না শুনা পর্য্যন্ত নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। গুরুপাদপদ্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি দেবানুগ্রহকেও বহুমানন করেন নাই। শিষ্য স্বীয় দীক্ষাগুরুর অনুকম্পা ব্যতীত স্বয়ং ভগবানের অনুগ্রহকেও প্রকৃত অনুগ্রহ বলিয়া বিচার করেন না, ঐরূপ কৃপাকে শ্রীভগবানের বঞ্চনাই মনে করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের কৃপা গুরুদেবের মাধ্যমেই শিষ্যের উপর বর্ষিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ গুরুরূপেই তাঁহার ভক্তগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। গুরু বিরহিত কৃষ্ণ বা রাধা বিরহিত কৃষ্ণ আতপরহিত সূর্য্যের ন্যায় অপ্রামাণ্য ব্যাপার। এজন্য গুরুদেবের শ্রীমুখে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াই সত্যকাম কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রেয়স্কাম ব্যক্তিমাত্রকেই গুর্ব্বাত্মদৈবত হইয়া গুরুসেবার মাধ্যমেই ভগবৎসেবায় বা ভগবৎপ্রীতি-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। গুরু-পাদপদ্মের রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, বাগ্মিতা, কৃতিত্ব, আভিজাত্য, ব্রহ্মজ্ঞত্ব, লৌকিক মর্য্যাদা প্রভৃতি বিষয়ে বিন্দুমাত্র অল্পতা বা সংশয়াত্মক বিচার আসিয়া গেলে শিষ্যের শিষ্যত্ব থাকে না। গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধিজন্য গুর্ব্ববজ্ঞা আসিয়া যায়, গুর্ব্বানুগত্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেই পরমার্থের দুর্গমপথে আর বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা বা সামর্থ্য থাকে না। সাধনভজন-চেষ্টা সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতিবৎ নিরর্থক হইয়া যায়। সচ্ছিষ্যের সদ্‌গুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকী প্রীতিই তাঁহার সাধনভজনে অগ্রসর হইবার একমাত্র উপায়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হ'ল আমার॥' ইত্যাদি গীতিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

'ব্রহ্ম' শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি অর্থে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরংব্রহ্ম। তৎসম্বন্ধী সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বজ্ঞানই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান। কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণশক্তিতত্ত্ব, কৃষ্ণরসতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জীবের বদ্ধ ও মুক্তাবস্থা, ঈশ্বরে জীবে অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধ—এই সাতটি সম্বন্ধজ্ঞানের বিচার্য্য-বিষয়, অভিধেয়—ভক্তি, প্রয়োজন—প্রেম। "কৃষ্ণ আর তাঁর শক্তিত্রয় জ্ঞান। যাঁর আছে তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥" পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ—স্বপ্রকাশস্বরূপ—'প্রকাশবান্'; অনন্ত হইয়াও ভক্তপ্রেমবশ্য হইয়া মধ্যমাকার ধারণপূর্ব্বক সান্ত হন, পরন্তু তাঁহার নাম-রূপ-গুণলীলামহিমা চিন্ময়ী অখণ্ড অনন্তরূপা, তিনি অধোক্ষজ—অপ্রাকৃত বস্তু—অনন্তবান্; তিনি জ্যোতিষ্মান্—অপ্রাকৃত জ্যোতির্ম্ময় শতসূর্য্যসমকান্তি হইয়াও প্রেমা-ঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের নিকট পরমস্নিগ্ধ চিদানন্দ-ময়—জ্যোতিষ্মান্ এবং আয়তন অর্থে স্থান, আলয় বা আধার ধরিলে তিনি বৈকুণ্ঠ গোলোক বৃন্দাবনধামেশ্বর—আয়তবান্—নিত্য সত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহবান্। নির্ব্বি-শেষবাদী জ্ঞানিগণ ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ নিরাকার জ্যোতিঃ স্বরূপ প্রতিপাদন করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেও ভক্ত তাঁহার নিত্য চিন্ময় নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় অপ্রাকৃত সবিশেষ স্বরূপই স্বীকার করিয়া থাকেন। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র বলেন—

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"

অর্থাৎ "যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষতত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ—ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য, ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে। কেননা জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।" —অঃ প্রঃ ভাঃ চৈঃ চঃ ম ৬।১৪২

তবে "নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার ক'রি করহ ব্যাখ্যান?॥"
—চৈঃ চঃ ম ৬।১৪১,১৪০

ব্রহ্ম ও পরমাত্মতত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবানেরই অন্তর্গত আংশিক ব্যাপার বিশেষ বা অসম্যক্ প্রতীতিমাত্র। শ্রীভাগবতে "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" এই (১।২।১১) শ্লোকে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী জ্ঞানিগণোপাস্য ঐ ব্রহ্মকে শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তি এবং যোগিজনোপাস্য পরমাত্মাকে শ্রীভগবানের অংশস্বরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং প্রকাশবান্ অনন্তবান্ জ্যোতিষ্মান্ ও আয়তনবান্ ব্রহ্ম— ষোড়শকল পূর্ণবস্তু অপ্রাকৃত সবিশেষ পূর্ণব্রহ্ম— অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীচৈতন্যবাণীর পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় (১৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যায়) 'সম্প্রদায়' প্রবন্ধে ১৫৫ পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভে ১১শ-১২শ পংক্তিতে "পরমানন্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে 'কবিকর্ণপুর' নাম দিলেন।" এই বাক্যটি উঠাইয়া দিতে হইবে। 'কবিকর্ণপূর' সেন শিবানন্দ পুত্র, ২য় কলমের শেষাংশে উঁহার কথামধ্যে কোন স্থলে ঐ লাইনটি লেখা ছিল। ভ্রমক্রমে উক্ত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

ইহ-পরকাল

[পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, তর্ক-ভক্তি-বেদান্ততীর্থ, তর্কবাগীশ]

এ জগতে প্রাণীদের সাধারণতঃ চার রকমে জন্মগ্রহণ করতে দেখা যায়। মনুষ্য ও পশু জরায়ু বা মাতৃগর্ভে হ'তে জন্মায়; পাখী, মাছ ও সর্পজাতীয় প্রাণীরা অণ্ড বা ডিম্বের ভিতর থেকে; বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এরা মাটি ভেদ করে; আর মশা, মাছি, কেঁচো প্রভৃতি পচা খড়, ঘাস লতাপাতার উষ্ম বা তাপ হ'তে জন্মে থাকে।

জন্ম ব্যাপারটা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন শরীরে এ জগতে আসা। এই শরীরগুলি মাটি, জল, আগুন (তেজ), বায়ু ও আকাশ দিয়ে তৈরী—হাড়ি, কলসী, পুতুল এদের মত; তবে এগুলি মানুষ গড়তে পারে, এদের প্রাণ নাই; মানুষ, পশুপক্ষী এ-সকল দেহ এখানকার কোন শিল্পীতে গড়তে পারে না, আর এদের প্রাণ আছে। মাটি, জল, আগুন ইত্যাদি খাদ্য পানীয়-রূপে পরিণত হয়ে মাতাপিতার পেটে হজম পেয়ে ক্রমে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রে পরিণত হয়। এই শুক্র মায়ের জরায়ুতে গিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের আকার লাভ করে এবং কয়েক মাস পরে মায়ের পেট থেকে বার হয়ে কাঁদতে কাঁদতে নিজের আগমন বার্ত্তা প্রচার করে। তখন বাড়ীতে সকলে নবাগতের অভিনন্দন জানায়, তারপর তার পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের স্নেহ যত্নে একটু একটু করে বাড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে বাল্য যৌবন কাটিয়ে বৃদ্ধ হয়। শেষে ক্ষীণ হতে হতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাকে অনেক যত্নে, বহু টাকাকড়ি খরচ করে এতদিন ধরে আদর করে এসেছে, যাকে মুহূর্ত্তকাল না দেখলে জগতটা শূন্য মনে হত, এক কথায় জীবন সর্ব্বস্ব ছিল, তাকে আজ শত চেষ্টায় রাখতে পারা যাবে না, তার মধুমাখা কথা আর শুনতে পাওয়া যাবে না, আর তার হাসিমাখা মুখ দেখতে পাওয়া যাবে না ব'লে আত্মীয় স্বজন সকলে শোক প্রকাশ করতে থাকে; কোন বিশিষ্ট লোক হলে শোক-সভা করে।

মানুষের মত পশু-পাখীরাও তাদের জাতীয় প্রথায় শোক প্রকাশ করে থাকে। ভাল ভাল লোকের হলে সেই মৃতদেহে মাল্য চন্দন দিয়ে শোভাযাত্রা করে সহর ঘুরিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। কেউ বা

সেই দেহকে পুড়িয়ে দেয়, যাদের তার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ তারা কোন একটা আধারে তাকে সুরক্ষিত করে মাটির মধ্যে পুতে রাখে। বছর বছর সেই মৃত্যুদিবসে তাকে স্মরণ করে, তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শনও করে থাকে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে নাটক চলে, তা' আমরা সকলেই দেখে থাকি। কিন্তু তার পূর্ব্বে কি হয়েছিল বা পরে কি হবে না হবে একথা আমরা ভাবি না। কেন না জন্মমৃত্যু ব্যাপারটা, সময় সময় এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না—সেইরূপ একটা আকস্মিক ব্যাপার। অতএব যতদিন বাঁচা যায়, কি করে সুখে কাটানো যায় তার জন্য যত্ন করা উচিত; সেই জন্য অনাদি কাল থেকে চেষ্টা চলে আস্ছে। বর্ত্তমান বিংশশতাব্দীর বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজনেতা, রাষ্ট্রনেতা এমনকি সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত উপনিষদের অন্নরসময় পুরুষ এই শরীররূপী ব্রহ্মের সেবাকেই পরম পুরুষার্থ জেনে তার জন্য ব্যস্ত। আমি, তুমি, মানুষ, পশুপাখী এই সকল নামে শরীর ভিন্ন কোন অতিরিক্ত বস্তু আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। আমার শরীর অসুস্থ আর আমি অসুস্থ, আমার শরীর মোটা আর আমি মোটা এরকম কথা যে ব্যবহার হয়ে থাকে, তা' কলসীর ছাঁদা আর ছাঁদা কলসী এরূপ বলার মতন অংশ অংশী হতে আলাদা নয় বলে। হাত, পা, চোখ, কাণ, মাথা সবগুলো অংশ বা অবয়ব নিয়েই ত' শরীর। প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বিশ্বাস না করলে ত' সব কাজ বন্ধ করে দিতে হয়। যা' দেখ্‌ছি, শুনছি, জানছি তা'কে ছেড়ে দিয়ে অদেখা অজানার পিছনে দৌড়ালে লোকে বুদ্ধিমান্ ত' বল্‌বেই না, পরন্তু পাগল বলে হো হো করে হাস্‌বে। তবুও আমরা অজানার পিছনে ছুটি, তার কল্পনাও করে থাকি। বৈজ্ঞানিকেরা যে নূতন নূতন আবিষ্কার করেছেন, তা' কি আগে দেখেছিলেন, না জেনেছিলেন? কল্পনার ফলে, চিন্তার ফলে সব হয়েছে। চোখের কাজ হল দেখা, কাণের কাজ হল শুনা, হাতের কাজ হল কোন জিনিষ সংগ্রহ করে গুছিয়ে রাখা বা অকেজো জিনিষ ফেলে দেওয়া, হিংসা, উপকার, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি কর্ম্ম করা, পায়ের কাজ হল চলা ইত্যাদি, তেমনি মনের কাজ হল মনন বা চিন্তা, স্মরণ, ভয়, বিচার, সংকল্প, ইচ্ছা, বিশ্বাস, অবিশ্বাস ইত্যাদি, প্রধান কাজ হল চিন্তা। অপর ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করতে পারে না যদি মনের সাহায্য না পায়। যখন আমরা পড়াশুনা বা অন্য-কাজে মনোযোগ দেই, তখন সামনে কেউ এলে ত' দেখ্‌তে পাই না, কেউ কিছু বল্‌লেও শুন্‌তে পাই না, চোখের বা কাণের কাছে মন নাই বলে। চোখ, কাণ বলে বাহিরে আমরা যা' দেখছি এগুলো চোখ কাণ নয়, এ হল তাদের থাক্‌বার স্থান, যা' দিয়ে আমরা দেখি বা শুনি, সেগুলো চোখে দেখা যায় না, অথচ দেখা, শোনা ইত্যাদি কাজের দ্বারা তারা যে আছে এটা অনুমান করা যায়, যেমন ধোঁয়া উঠ্‌ছে দেখ্‌লে সেখানে আগুন আছে বলে অনুমান করি। এখন বিচার করে দেখা যাক্ শরীরটার পরিণাম কি হয়। শরীর পুড়িয়ে ফেল্‌লে ছাই হয়ে যায়, পুতে রাখ্‌লে মাটিতে পরিণত হয়। মাটি জাতীয় অংশ ক্রমে সূক্ষ্ম হয়ে মাটিতে, জল জাতীয় অংশ জলে, আগুন জাতীয় অংশ আগুনে মিশে যায়। ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসী ফেলে দিলে কিছুদিনের পর দেখা যায় সেগুলো মাটীতে মিশে গেছে, আর তার থেকে হাঁড়ি কলসী হচ্ছে; দেহও সেই রকম আগুন, জল, মাটি হয়ে যায়, আবার দেহের আকার ধারণ করে। হাঁড়ি কলসী ইত্যাদি তাদের নিজ প্রয়োজনে গড়ে উঠে না, আমরা ভাত রাঁধ্‌ব, জল আন্‌ব বলে গড়ে উঠেছে। যখন রান্না করা বা জল তোলা চলে না, তখন ফেলে দিতে হয়, সেইরকম এই দেহগুলি আমাদের প্রয়োজনে, আমরা ভোগ কর্‌ব বলে গড়ে উঠেছে। প্রাণ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে বেঁচে থাকে, যখন প্রাণবায়ুর কাজ বিগ্‌ড়ে যায়, হৃদয়ের স্পন্দন কমে আসে, তখন সকল ইন্দ্রিয়ের কাজও অচল হয়ে পড়ে। চিকিৎসক-গণ অক্‌সিজেন্ ঢুকিয়েও প্রাণকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারেন না। ঘড়ির মত দম না পেয়ে যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন তা'কে মৃত বলে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

প্রাণের অভাবে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সব যখন অকর্মণ্য হয়ে পড়ে তখন প্রাণই ত' প্রধান দেখা যাচ্ছে; তবে প্রাণই আত্মা? আচ্ছা, প্রাণ কি নিজের ইচ্ছামত শরীরে যতদিন খুসী থাকে আর চলে যায়? তা' যদি হত, তাকে না যেতে দেওয়ার অর্থাৎ বাঁচাবার ইচ্ছাটা প্রবল হয় কেন? সে যাতে বেরিয়ে না যায়, তার জন্য যে চেষ্টা, সে তার নিজের নয়। নাভিতে অপান বায়ুর সঙ্গে যতক্ষণ যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ থাকে, ততক্ষণ প্রাণ বেরুতে পারে না, তাকে অপান বায়ু ভিতরের দিকে টেনে রাখে, যখন বাঁধন কেটে যায়, তখন আর ভিতরে ঢুকতে পারে না। প্রাণ থাকতে থাকতেও একরকম মৃত্যু হয়। যখন আমরা গাঢ় নিদ্রায় অচেতন হই তখন চিৎকার করে ডাক দিলেও সাড়া দিই না। শ্বাস প্রশ্বাস চলে বলে প্রাণের অনুমান করা যায়। কিন্তু তার কাজ যে প্রাণন বা দেহে মনে ইন্দ্রিয়ে চেতনা সঞ্চার করা—তা' বন্ধ হয়ে যায়। সকলের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে বাহিরে কি হচ্ছে তা' জানা যায় না। কিন্তু দেহ ইন্দ্রিয় মন সকলকে ছেড়ে কোন অজানা দেশে গিয়ে কেমন এক অজানা আনন্দ অনুভব হয়ে থাকে। জাগ্‌লে আমাদের স্মরণ হয়, কত সুখে ঘুমিয়ে ছিলাম। অপর কোন জ্ঞান ছিল না। এই যে স্মরণ, এ প্রাণের নয়, এ হচ্ছে আত্মার বা চেতনের। মূর্চ্ছা হলে বা ঔষধ শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে দিলেও পরে কিছু কিছু যন্ত্রণার স্মরণ হয়ে থাকে। যতক্ষণ আত্মার সঙ্গে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণের যোগ থাকে, ততক্ষণ এরা চেতনের মতই সব কাজ করে নতুবা অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। ঘুমের পর জাগ্‌লে আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম—এরূপ যে স্মরণ হয়, তাহা দেহটা থাকার জন্য। কিন্তু আমরা মরার পর জন্মিয়েছি এরূপ ত' স্মরণ হয় না। সুতরাং দেহটা নষ্ট হয়ে গেলে আত্মা কি নষ্ট হয়? না, দেহের নাশে আত্মা নষ্ট হয় বলা যেতে পারে না। আমরা জন্ম হওয়া মাত্রই খাট্‌তে পারি না। তাই বলে খাট্‌বে যেই খাবে সেই, এই অজুহাতে আমাদের খাওয়া বন্ধ করে দেয় না। আমরা কাজ না করেও খেতে পাচ্ছি (ফল পাচ্ছি)। আবার যারা কাজ কর্‌তে কর্‌তে মরে যায়, তার ফল আর তা'দিগকে ভোগ কর্‌তে হয় না। কতগুলো লোক খেটে মরে যাচ্ছে, আর কতগুলো লোক না খেটে সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিচ্ছে বল্‌তে হবে। এরকম ব্যাপার যে এ যুগে অচল! সুতরাং কাজ করার সময় হতে মজুরী বা ফল পাওয়ার সময় পর্য্যন্ত থাক্‌বার দরকার। মৃত্যু যদি একেবারে অজানা ব্যাপার হত, তার নাম শুন্‌লে ভয় হয় কেন? এমন কোন প্রাণী নাই যার মৃত্যুভয় নাই। বাঁচবার চেষ্টা হত না যদি মরার ভয় না থাকৃত। জন্মমাত্রে কেউ স্তন্য পান করতে শিখিয়ে দেয় না, হাঁসতে, কাঁদতে, ভয়ে চমকিয়ে উঠ্‌তে শিখিয়ে দেয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অনেক কথা অন্ততঃ বাঁচার উপায় যা' পাখীরাও অবলম্বন করে, এগুলো তার এ জন্মের শিক্ষা নয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস হাজার দেহ পরিবর্ত্তনের ব্যবধানেও স্মৃতিতে ভেসে উঠে। আমরা শরীর দিয়ে যা' করি, বাক্যে যা' বলি, মনে যা' চিন্তা করি, পরক্ষণে তা' থাকে না। কিন্তু ছাপ রেখে যায়, ফুল ফেলে দিলেও হাতে যেমন তার সাক্ষীরূপে গন্ধ রেখে যায়, তাকে সংস্কার বলে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সংস্কারগুলি পর পর মানস পটে সাজানো থাকে। এই সংস্কার দুই রকম। ভাল মন্দ কর্ম্মের অনুষ্ঠান থেকে যে সংস্কার হয় তাকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বলে। তার ফলটা কৃষি শিল্প প্রভৃতি ফলের মত দেখা যায় না বলে অদৃষ্ট বলা হয়। কর্ম্ম থেকে এই সংস্কার বা অদৃষ্ট জন্মায়, এই জন্য অদৃষ্টকেও কর্ম্ম বলে ব্যবহার হয়ে থাকে।

এই অদৃষ্ট বা কর্ম্ম তিন রকমের। যে কর্ম্মগুলি ফল দিতে আরম্ভ করেছে, তাকে বলে প্রারব্ধ; যার ফলে বিবিধ দেহ, আয়ু ও সুখ দুঃখ ভোগ হয়। যে-গুলি বীজের আকারে থাকে, তাহাকে বলে সঞ্চিত; আর যে গুলি পরে বীজে পরিণত হবে, সেগুলি বর্ত্তমান। বিপরীত কর্ম্মের দ্বারা বর্ত্তমান, জ্ঞানের দ্বারা বর্ত্তমান ও সঞ্চিত এবং ভক্তি দ্বারা সমুদয় কর্ম্মফলের ধ্বংস হয়।

আর একরকমের সংস্কার হয় আমাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি হতে। এই সংস্কার থেকে আমাদের স্মরণ হয়, এর নাম বাসনা। চিন্তার দ্বারা এই সংস্কার বা ভোগবাসনা জেগে উঠে, তখন স্মৃতি হয়। তারপর সেই সুখ যে উপায়ে পাওয়া গেছে, তাহা করার প্রবৃত্তি হয়। তারপর ফল ভোগ হয়ে থাকে, যতক্ষণ বাসনার ক্ষয় না হয়। ভোগ করার জন্য দেহ ধারণ কর্‌তে হয়, নচেৎ হোতো না। কর্ম্ম কিন্তু মনুষ্য দেহ ছাড়া হয় না। আবার ভারতবর্ষই কর্ম্মক্ষেত্র; অন্য আটটি বর্ষ পুণ্য ভোগের ক্ষেত্র।

মনুষ্যের জ্ঞান বেশী, কি করে কর্ম্ম কর্‌তে হয়, কোন্ কর্ম্ম কর্‌লে কি ফল হয়, এক কথায় কর্ম্ম-বিজ্ঞান মনুষ্যের আয়ত্তাধীন। যে সকল কর্ম্ম কর্‌লে অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় সেই সকল কর্ম্ম আমরা তাঁদের নিকট জান্‌তে পারি—যাঁদের ভ্রম, প্রমাদ, ঠকাবার ইচ্ছা, ইন্দ্রিয়ের বিকলতা প্রভৃতি নাই। যাঁরা অতি দূরের ও অতি নিকট ব্যবধানের, তেজে অভিভূত ও সূক্ষ্মবস্তু বা অতীত, ভবিষ্যৎকালের ঘটনা বর্ত্তমান কালের মত প্রত্যক্ষ কর্‌তে সমর্থ—তাঁদের ঋষি বলা হয়। তাঁরা যে-সকল সত্য প্রত্যক্ষ করেছেন, সে-সকল শিষ্যপরম্পরায় প্রচার করেছেন। প্রাচীনকালে মনুষ্যের স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, শোনা মাত্রই সব কথা শিখে মনে রাখ্‌তে পারতেন। এইজন্যই বেদের নাম শ্রুতি। কালক্রমে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস পেতে চল্‌ল দেখে লেখার পদ্ধতি প্রচলন হয়েছে। বেদ জ্ঞানের সমুদ্র, তাতে সব কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। মানুষ আপনা-আপনি সব জেনে ফেল্‌তে পারে না। তার চেয়ে যে বেশী জানে, তাদের কাছে জান্‌তে হয়। যিনি সব জানেন, যাঁর সমান বা অধিক জ্ঞানী নাই—তিনিই ঈশ্বর।

মৃত্যুর পরেই এই জগতের মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা প্রভৃতি কোন একটি দেহ ধারণ কর্‌তে হয় অথবা এর অন্তরালে কিছু আছে তা'ও ভেবে দেখ্‌তে হবে। এখানে এমন কতক প্রাণী দেখা যায়, যারা খুব কম সময় বাঁচে। এমন কি তাদের জন্মের সময়টাও কেউ ঠিক করে বল্‌তে পারে না। কর্ম্মের ফল ভোগ কর্‌তে হলে বাঁচতে হয়। এমন সব কর্ম্ম আছে যার ফল হাজার হাজার বৎসর ধরে ভোগ কর্‌তে হয়, বা করা যেতে পারে। এই পৃথিবীতে এই রকম স্থান বা এতদিন বেঁচে থাকতে পারে এমন শরীর আমরা দেখ্‌তে পাই না। কাজে কাজেই এরকম স্থান বা শরীর যে থাকা সম্ভব একথা অনুমান কর্‌তে পারি। এখানে যেমন কোন কোন স্থানে সুখের এবং কোন কোন স্থানে দুঃখের প্রাচুর্য্য দেখা যায়, সেইরকম অজানা স্থানও থাক্‌তে পারে। সেখানে যাওয়ার বা থাকার মত শরীরও তৈয়ারী হয়ে থাকে। যেমন মানুষ ঘর বাড়ী করে বাস করে, আবার কোন প্রাণী গর্ত্তে থাকে, কেউ জঙ্গলে থাকে, কেউ জলে থাকে। মনুষ্য বা পশু ইহারা মাছ কুম্ভীরের মত জলে থাকিতে পারে না, কারণ ইহাদের শরীর জলে থাকার উপযোগী করে তৈয়ারী নয়।

জানা বা অজানা সকল স্থানের দোষীদিগের দণ্ডদানের ব্যবস্থাও আছে। বিচারক হচ্ছেন 'যমরাজ'। তাঁহার বাসস্থান মেরুপ্রদেশের 'সংযমনী পুরী'। তিনি দক্ষিণ দিকের অধিপতি। এখানে মৃত্যুসময় পুলিশস্থানীয় যমদূতগণকে তিনি প্রেরণ করেন, তারা পাপকর্ম্মকারীদের ধরে নিয়ে সেখানে যাওয়ার উপযোগী পোষাক (যাতনাময় দেহ) পরিয়ে দিয়ে যমরাজের এজ্‌লাসে হাজির করে। এখান হ'তে ৯৯ হাজার যোজন পথ অতিক্রম কর্‌লে যমের বাড়ী। সেই সুদীর্ঘ রাস্তা মরুভূমির মত, বিশ্রামের স্থান নাই, জল নাই, বালুকা অগ্নি তপ্ত, দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে, বায়ু খুব গরম। চল্‌তে না পার্‌লে চাবুক। ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়েও চল্‌তে হবে। যেতে মাত্র তিন মুহূর্ত্ত—প্রায় ছয় দণ্ড লাগে। কোন কোন অপরাধীকে চার দণ্ডেও নিয়ে যাওয়া হয়। অপরাধ অনুসারে কাহার কারাদণ্ড ভোগ, কাহার ফাঁসী, কাহার বা দ্বীপান্তর। যাহারা অল্প অপরাধ করে, তাহারা অল্পদিন দুঃখ ভোগ ক'রে মনুষ্যলোকে ফিরে আসে, যারা গুরুতর অপরাধী তারা দীর্ঘকাল নরকে থেকে দুঃখ ভোগের পর আগেকার দুষ্কর্ম্মের চিহ্ন স্বরূপ শূকর কুকুর চণ্ডাল

প্রভৃতি দেহ ধারণ করে। এই সকল কুৎসিৎ দেহ-ধারণ ও ভোগের দ্বারা নিঃশেষে কর্ম্মক্ষয় হলে আবার উৎকৃষ্ট মানব দেহ লাভ করে। শরীর দিয়ে দুষ্টকর্ম্ম করলে স্থাবর জন্ম হয়, বাক্যের দ্বারা অন্যায় করলে পশুপক্ষী এবং মনের দ্বারা অসৎ চিন্তা—যেমন অপরকে মারিবার অভিসন্ধি, অপরের দ্রব্যে লোভ, পরলোক, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি কিছুই নাই এই প্রকার নিশ্চয় প্রভৃতি পাপাচরণের ফলে নিকৃষ্ট মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়। আর উৎকট পাপ বা পুণ্যের ফল এই জন্মেই ভোগ করতে হয়। মানুষ নন্দীশ্বর উৎকট পুণ্যবলে এই জন্মেই দেবতা-শিবের পার্ষদ হয়েছিলেন। শিবিকা বহনকালে অগস্ত্য ঋষিকে পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করার ফলে নহুষ রাজা ইন্দ্রত্ব পেয়েও অজগর সাপ হয়েছিলেন।

যাঁহারা যাগ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, দান দেবপূজা, পুকরিণ্যাদি খননরূপ সৎকর্ম্ম করেন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করে দীর্ঘকাল সুখভোগের পর ক্ষয়াবশিষ্ট পুণ্যের ফলভোগের জন্য অতীত পুণ্যের চিহ্নরূপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদেহ লাভ করেন।

স্বর্গে যাওয়ার পথের সঙ্কেত আছে। মৃত্যুর পর ক্রমে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ও সম্বৎসর-রূপ কাল সমূহের অভিমানী দেবতাদের স্থান অতিক্রম করে পিতৃলোক, অন্তরীক্ষ বা ভুবলোক ও আকাশ পার হয়ে স্বর্গে পৌঁছিতে হয়। সদাচারী গৃহস্থগণ স্বর্গে গমন করেন ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী মহঃ, জন, তপঃ, সত্যলোকে গমন করেন। উপনিষদে বর্ণিত বিবিধ উপাসনা ও পরমেশ্বর-দৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফলে যাঁরা অগ্নি, দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ও বৎসরের অভিমানী দেবতা বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বরুণ ও ইন্দ্রলোক অতিক্রম করে ব্রহ্মলোক বা সত্যলোকে গমন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল শেষ হইলে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হইয়া যান। আর ভগবদুপাসকগণ সাক্ষাৎ ভগবদ্ধামে গমন করেন, তাঁদের আর এত ঘুরে যেতে হয় না। আর যাঁরা সম্মুখ যুদ্ধে দেহত্যাগ অথবা দ্যু, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রীকে অগ্নি ভাবনা করে ক্রমে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও শুক্রকে আহুতি ভাবনা করেন, তাঁরা (পঞ্চাগ্নি উপাসক) ব্রহ্মলোকে গিয়েও ভোগের অবসান হলে আবার এ জগতে ফিরে আসেন। পঞ্চাগ্নি বিদ্যার তাৎপর্য-অধিকারী জীব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবতার উদ্দেশ্যে দধি, ঘৃতাদি জলপ্রধান দ্রব্য আহুতি দেন। সেই জল দধি প্রভৃতি পঞ্চীকৃত অর্থাৎ মৃত্তিকাদি অপর চারটি ভূত মিশ্রিত বলে পঞ্চভূত স্বরূপ। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস না থাকলে আহুতি দেওয়া যায় না। এই শ্রদ্ধা যজ্ঞকর্ত্তা জীবে অবস্থান করে। সেইজন্য শ্রদ্ধাকে আহুতি কল্পনা করা হয়েছে। সেই যজ্ঞ-কর্তার মৃত্যু হলে তাঁর ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ তাঁকে দ্যুলোকে আহুতি দেন অর্থাৎ সেখানে নিয়ে যান। তারপর আহুতি দেওয়া হয়েছিল যে জলপ্রধান ভূতগুলি তারা সূক্ষ্মাকারে সেখানে ভোগ করার উপযোগী দিব্যদেহে পরিণত হয় ও তা'তে যজ্ঞকর্ত্তার স্বর্গের সুখভোগ হয়ে থাকে। শেষে আবার সেই (সোম) জল প্রচুর দেবদেহ পর্জ্জন্যরূপ অগ্নিতে দেবতারা আহুতি দেন; তারপর বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়ে এবং ধান্যাদি হয়। সেই গুলি অন্নরূপে পুরুষে ও শুক্ররূপে স্ত্রীতে হুত বা নিক্ষিপ্ত হয়ে মনুষ্য দেহে পরিণত হয়।

বিরহ-সংবাদ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্যতম প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত শ্যামপুর (বজ্ বজ্, ২৪পরগণা) গ্রাম নিবাসী শ্রীযতীন্দ্র নাথ ঘোষ ভক্তিবিকাশ মহোদয় (পিতা পরলোকগত অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয়) গত ১লা আশ্বিন, ১৩৮১; ইং ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ বুধবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে রাত্রি ১১টা ১০মিনিটে তাঁহার সবে মাত্র স্নেহময়ী ভক্তিমতী কন্যা 'মা মণি'র বেহালাস্থিত গৃহে সজ্ঞানে কন্যা ও দৌহিত্রদ্বয় মুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে ৭৬ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। 'মা মণি' পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা। গত ৪ঠা আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর শনিবার তিনি কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদ দ্বারা তাঁহার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন এবং মঠবাসী বৈষ্ণবগণেরও যথাশক্তি সেবা বিধান করেন। পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ দাস গোস্বামী (মুখোপাধ্যায়) প্রভু সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন।

গত ১১ই আশ্বিন শ্রীবামনদ্বাদশী শুভবাসরে শ্রীপাদ ভক্তিবিকাশ প্রভুর ভক্তিমতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণীও উক্ত মঠে শ্রীলপুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা তাঁহার স্বধামগত স্বামীর শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুবরাষ্টকম্

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজ]

শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠং মহতাং মহিষ্ঠং
রাগাধ্বনিষ্ঠং গুণবদ্ গরিষ্ঠম্।
দয়ার্ণবং তত্ত্ববিচারজীবং
বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরপ্রিয়তম, মহদ্গণের পূজনীয়তম, রাগানুগভক্তিমার্গে সুপ্রতিষ্ঠিত, গুণবান্গণেরও গুরুতম, কৃপাসাগর এবং তত্ত্ববিচারৈক জীবন, প্রভু ভক্তিবিনোদকে আমি বন্দনা করি ॥১॥

আচার্য্যবর্য্যং পরমহংসধূর্য্যং
ভূতুল্যধৈর্য্যং পরশান্তিকার্য্যম্।
ভবাব্ধিনাবং হৃতদুঃখদাবং
বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥ ২ ॥

আচার্য্যগণেরও বরণীয়, পরমহংসদিগের শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতুল্য ধীর স্থির, পরশান্তি-বিধায়ক, সংসারসমুদ্রের তরণীস্বরূপ, দুঃখরূপ দাবানল নির্ব্বাপণকারী, প্রভু ভক্তিবিনোদকে আমি বন্দনা করি ।২॥

বেদান্তদক্ষং পরিধূত মোক্ষং
সৎসঙ্গরক্তং কুকথাবিরক্তম্।
দীনৈকবন্ধুং হরিপ্রেমসিন্ধুং
বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥ ৩ ॥

বেদান্তশাস্ত্রে নিপুণ, মোক্ষতিরস্কারকারী, সাধুসঙ্গে অনুরক্ত, অসৎকথায় বিরক্ত, দীনের একমাত্র বন্ধু, কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্র, প্রভু ভক্তিবিনোদকে আমি বন্দনা করি ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপৈকবিত্তং
তন্নামসঞ্চার সুব্যগ্রচিত্তম্।
স্বাচারবন্তং সুপ্রচারচিন্তং
বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাই যাঁহার একমাত্র সম্পদ্, তাঁহার নামপ্রচারে সদা উৎসুকচিত্ত, সদাচার পারায়ণ এবং প্রচারকার্য্যে চিন্তাশীল, প্রভু ভক্তিবিনোদকে আমি বন্দনা করি ॥৪॥

শ্রীনামসংকীর্ত্তন ভক্তিলগ্নং
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণরসাব্ধিমগ্নম্।
স্রবজ্জলাক্ষং শ্রিতভাবলক্ষং
বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥ ৫ ॥

নামসংকীর্ত্তনাখ্য ভক্তিতে আসক্তচিত্ত, রাধাকৃষ্ণরসসমুদ্রে সদা মগ্ন, যাঁহার চক্ষু হইতে সদা প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত এবং ভাবের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইত, এইরূপ প্রভু ভক্তিবিনোদকে আমি বন্দনা করি ।৫॥

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীন্দু-
র্যস্যেহ মূর্ত্তঃ সুপ্রসাদসিন্ধোঃ।
তনোতি সর্ব্বত্র হরিপ্রভাবং
নমামি তং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥ ৬ ॥

এই জগতে যাঁহার সুপ্রসাদসমুদ্র হইতে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-চন্দ্রমূর্ত্তিপ্রকাশ করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র হরিপ্রভাব বিস্তার করিতেছেন, সেই ভক্তিবিনোদদেবকে আমি প্রণাম করি ।৬॥

মহাপ্রভোঃ প্রেরণয়া প্রলুপ্তং
তদ্ধাম প্রাকট্যমিহ প্রণীতম্।
রূপানুগং ভাগবতানুরাগং
নমামি তং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥ ৭ ॥

মহাপ্রভুর প্রেরণায় তাঁহার লুপ্তধাম যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, ভাগবতশাস্ত্রে এবং ভক্ত ভাগবতে অনুরাগী, রূপানুগবর, সেই ভক্তিবিনোদদেবকে আমি প্রণাম করি ॥৭॥

শ্রীগৌরধাম ব্রজধাম চৈকং
জ্ঞাত্বা বিরেজে নিরবধ্যতর্কম্।
শ্রীগোদ্রুমে কুঞ্জগৃহে সুভব্যং
নমামি তং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥ ৮ ॥

যিনি গৌরধাম ও ব্রজধামকে নিরবধি এক ও বিতর্ক শূন্য জানিয়া শ্রীগোদ্রুম কুঞ্জকুটীরে বাস করিতেন, সেই ভক্তিবিনোদদেবকে আমি প্রণাম করি ।৮॥

হে কৃষ্ণপাদাব্জপ্রমত্তভৃঙ্গ!
হে শাস্ত্রসংবিদ্! বুধসঙ্গরঙ্গ!
জগদ্গুরো! ভক্তিবিনোদদেব!
প্রসীদ মন্দে ময়ি বৈ সদৈব ॥ ৯ ॥

হে কৃষ্ণপাদপদ্মের প্রমত্ত ভ্রমর, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সঙ্গমে অনুরাগিন্, হে জগদ্গুরু ভক্তিবিনোদদেব! মন্দবুদ্ধি আমার প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন হউন ।৯॥

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রঃ—শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ কি?

উঃ—"শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ হইলেও তিনি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। গুরুকে কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়। আমরা লঘু হইতেও লঘু, তদপেক্ষাও লঘু, আর শ্রীগুরুপাদপদ্ম বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, তদপেক্ষাও বৃহৎ। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের আকর্ষিণী শক্তি। যিনি দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন, তিনিই গুরু। শ্রীগুরুদেব রক্ত-মাংসের পিণ্ড নহেন। গুরুদেব মর্ত্ত্য বস্তু নহেন। তিনি অমর বস্তু, নিত্য বস্তু। আমরা সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত। সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের।"

(প্রভুপাদ)

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সে-ই গুরু হয়॥
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি, সে-ই গুরু হয়।

(চৈঃ চঃ)

শাস্ত্র আরও বলেন—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

(চৈঃ চঃ)

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও জানাইয়াছেন—

গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।
গুরু কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, নিত্য প্রভু॥

(হরিনামচিন্তামণি)

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ কিন্তু শ্রীগুরুদেব আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ ভোক্তা-ভগবান্ আর শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ Predominating Absolute কিন্তু শ্রীগুরুদেব Predominated Absolute. শ্রীগুরুদেব পূর্ণশক্তি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। মধুররসে শ্রীগুরুদেব গোপী কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গোপীনাথ। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু, আর শ্রীকৃষ্ণ বিষয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু। শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ কিন্তু শ্রীগুরুদেব মহাপুরুষ।

যাহার ভগবানের ন্যায় গুরুতে অচলা ভক্তি নাই, সেই লঘুব্যক্তি গুরু হইতে পারে না বা গুরুর কার্য্য করিতে পারে না। যাঁহার ভগবানে ও গুরুতে অচলাভক্তি আছে, তিনিই গুরু হইবার যোগ্য। শাস্ত্র বলেন—

সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি আচার্য্যঃ স ভবিষ্যতি।
যস্য বিষ্ণৌ পরাভক্তি র্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ।
স এব সদ্গুরুর্জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্ বদামি তে॥

(দেবীপুরাণ)

ভগবানের ন্যায় যাঁহার গুরুতে অচলাভক্তি আছে, তিনিই সদ্গুরুপদবাচ্য।

প্রঃ—ভক্তের কৃত্য সম্বন্ধে ভগবান্ কি বলিয়াছেন?

উঃ—ভাঃ ১১।১৯।২১-২২ শ্লোকে

ভগবান্ বলিয়াছেন—ভক্তগণ আদরের সহিত আমার সেবা ও আমাকে প্রণাম করিবেন। আদর ও প্রীতির সহিত বিশেষভাবে গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবেন। সকল জীবকে আমার সেবক বলিয়া জানিবেন। দেহকে আমার বিবিধ সেবায় নিযুক্ত করিবেন। বাক্য দ্বারা আমার নাম ও আমার কথা কীর্ত্তন করিবেন। মন দিয়া আমার চিন্তা করিবেন। আমার সুখের জন্য যাবতীয় কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে আমি তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইব।

প্রঃ—ভগবদ্ভক্ত গুরু-বৈষ্ণবের সেবা লাভ কি মহাভাগ্য সাপেক্ষ?

উঃ—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র—(ভাঃ ৩।৭।২০) বলেন—যাঁহারা প্রীতির সহিত ভগবানের নাম ও ভগবানের কথা প্রত্যহ ভগবানের সুখের জন্য কীর্ত্তন করেন,

এরূপ শুদ্ধভক্তের সেবা অল্প-ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বা দুর্ভাগা ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। মহাভাগ্যবান্ সজ্জনগণই ভগবৎপ্রিয় গুরুবৈষ্ণবের সেবা ভগবৎ-কৃপায় লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন।

প্রঃ—কাহার সেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

উঃ—পদ্মপুরাণে শ্রীশিবজী বলিয়াছেন—পিতৃসেবা, দেবসেবা, দেশসেবা, দরিদ্রসেবা অপেক্ষা ভগবৎ-সেবা শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ বিষ্ণু ও কৃষ্ণের সেবা অপেক্ষা ভগবদ্ভক্ত গুরু-বৈষ্ণবের সেবা আরও শ্রেষ্ঠ।

প্রঃ—স্নেহ-প্রীতিই কি ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীদামোদর পণ্ডিত ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে বলিতেছেন—

রাজা তোমারে স্নেহ করে, তুমি স্নেহবশ।
তাঁর স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরমস্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেমপরতন্ত্র॥

—চৈঃ চঃ ম ১২।২৮-২৯

মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

স্নেহসেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণকৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥

(চৈঃ চঃ ম১০।১৩৯)

প্রঃ—আশ্রিত ভক্তকে কৃষ্ণ কখন আত্মসাৎ করেন?

উঃ—ভক্ত কৃষ্ণকে প্রভুরূপে বা পতিরূপে বরণ করিয়া স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মনিবেদন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ সেই ভক্তকে আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। শ্রীরুক্মিণীদেবীই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অন্তরে পতিরূপে বরণ করার সঙ্গে-সঙ্গেই কৃষ্ণ তাঁহাকে গ্রহণ বা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। পরে স্বয়ম্বর সভায় রুক্মিণীকে হরণ করিয়া শত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজয় করতঃ তাঁহাকে সঙ্গ ও সেবা দান করেন।

আমরা যতই অযোগ্য হই না কেন, আমরা যদি কৃষ্ণকে ইষ্টদেব, রক্ষক, পালক বা প্রভুরূপে বরণ করিয়া গুরুকৃষ্ণপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে পারি, তাহা হইলে দয়াময় কৃষ্ণ আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া মায়ার হাত হইতে উদ্ধার করিবেনই। আমাদিগকে নিত্য সঙ্গ ও সেবা দিবেনই, ইহা ধ্রুবসত্য। সুতরাং শরণাগতের বা আশ্রিতের যে কত সুখ, কত শান্তি, কত ভরসা,—তাহা আর কি বলিব?

প্রঃ—গুরু ও কৃষ্ণ কি একই বস্তু?

উঃ—নিশ্চয়ই। কৃষ্ণই গুরু, গুরুই কৃষ্ণ। গুরু ও কৃষ্ণ অভিন্ন বস্তু। জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বলিয়াছেন—'হরিরেব গুরুঃ। গুরুরেব হরিঃ।' হরিই গুরু, গুরুই হরি।

শাস্ত্র আরও বলেন—

যো মন্ত্রঃ সঃ গুরুঃ সাক্ষাৎ, যো গুরুঃ সঃ হরিঃ স্বয়ং।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ং॥

মন্ত্র সাক্ষাৎ গুরু, গুরু সাক্ষাৎ হরি। এজন্য গুরু যাঁর প্রতি প্রসন্ন হন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁ'র প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

শাস্ত্র বলেন—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

(চৈঃ চঃ)

গুরুরূপী কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণরূপী কৃষ্ণ পরস্পর অভেদ। তবে এখানে একটা কথা এই যে—কৃষ্ণ ভোক্তা-ভগবান্ বা Predominating Absolute আর গুরু সেবক-ভগবান্ বা Predominated Absolute.

গুরু কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণ-প্রিয়তম। গুরু যুগপৎ ভগবান্ ও ভক্ত। কৃষ্ণ হ'লেন গোপীনাথ, আর গুরু হ'লেন গোপী। গুরুরূপী কৃষ্ণ গোপীনাথ নহেন। কৃষ্ণ বিষয়-বিগ্রহ বা পরমপুরুষ, পুরুষোত্তম কিন্তু গুরু আশ্রয় বিগ্রহ, সেবাবিগ্রহ, ভক্তিবিগ্রহ, আরাধক-ভগবান্। গুরু ও কৃষ্ণ উভয়েই ব্রহ্মবস্তু, বৃহদ্বস্তু, পূর্ণচেতন বস্তু-বিভুবস্তু। তবে কৃষ্ণ বিষয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু, আর গুরু আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু। গুরুরূপী কৃষ্ণের দাস্যলীলা, আর লীলা-পুরুষোত্তম বা পরমপুরুষ কৃষ্ণের রাসলীলা।

গুরু ভগবান্ বলিয়াই গুরুচরণাশ্রয়ই ভগবচ্চরণাশ্রয়, গুরুর সেবাই ভগবৎসেবা, গুরুতে আত্মনিবেদনই কৃষ্ণে আত্মনিবেদন। কৃষ্ণনামও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, এজন্য কৃষ্ণনামাশ্রয়ই কৃষ্ণাশ্রয়, শ্রীনামসেবাই কৃষ্ণসেবা, শ্রীনামভজনই কৃষ্ণভজন, শ্রীনামপ্রাপ্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তি, শ্রীনামের সঙ্গই কৃষ্ণের সঙ্গ। শ্রীনামরূপী কৃষ্ণ ও গুরুরূপী কৃষ্ণ পরস্পর অভিন্ন।

প্রঃ—শৃঙ্গাররসই কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

উঃ—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন (পদ্যাবলী)—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১০৬

পদ্মপুরাণ বলেন—

ন রাধিকা সমা নারী ন কৃষ্ণসদৃশঃ পুমান্।
বয়ঃ পরং ন কৈশোরাৎ ন ভাবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
ধ্যেয়ং কৈশোরকং ধ্যেয়ং বনং বৃন্দবনং বনম্।
শ্যামমেব পরং রূপং আদিদৈবঃ পরো রসঃ॥

শ্রীরাধার সমান রমণী নাই। শ্রীকৃষ্ণের সমান পুরুষ নাই। কৈশোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বয়স নাই। কান্তভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাব নাই। কৈশোর বয়সই ধ্যেয়, বনের মধ্যে বৃন্দাবনই ধ্যেয়। শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ। আদিদৈব অর্থাৎ শ্যামরস বা শৃঙ্গাররসই শ্রেষ্ঠ রস।

শাস্ত্র আরও বলেন—

রসগণ-মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'আদ্য এব পরো রসঃ' কহে উপাধ্যায়॥

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১০৪

শৃঙ্গাররস বা মধুররসই আদ্যরস।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উৎসব-পঞ্জী

শ্রীললিতাসপ্তমী—'ব্রজবিকাশ' নামক গ্রন্থের "ভাদ্রে শুক্লেষু ষষ্ঠ্যাং তু ললিতা-জন্ম-সংজ্ঞিকে" বাক্যানুসারে মতান্তরে ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীললিতাদেবীর আবির্ভাব বিচারিত হইলেও আমরা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতে বরাবর শ্রীললিতাসপ্তমী'ই পালন করিয়া আসিতেছি। সুতরাং তদনুসারে গত **৫ই আশ্বিন, ২২শে** সেপ্টেম্বর **রবিবারই** শ্রীললিতাদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে তদীয়া আবির্ভাব-সপ্তমী পালন করা হইয়াছে। এইদিবস শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ শ্রীপুরীধাম হইতে ও ডিব্রুগড় ষ্টেট্‌ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ার শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী আসাম হইতে কলিকাতা মঠে শুভাগমন করেন।

শ্রীরাধাষ্টমী—**৬ই** আশ্বিন, ২৩ সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-তিথিপূজা-মহোৎসব সম্পাদিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিককাল পর্য্যন্ত সানুবাদ শ্রীরাধাষ্টক, মহামন্ত্রনাম ও শ্রীরাধার অষ্টোত্তরশতনাম কীর্ত্তন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৪র্থ অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যাদি অবিশ্রান্তভাবে চলিতে থাকে। মধ্যাহ্নে শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধারাণীর মূর্ত্তিত্রয়ের মহাভিষেক, পূজা, বিচিত্র ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি মহাসঙ্কীর্ত্তনমধ্যে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। অগণিত নরনারীভক্তসমাবেশ, মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি, এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! ভোগ আরতির পর উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মনোহর পদ্মোপরি শ্রীশ্রীরাধারাণীর আবির্ভাবলীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের সুবিশাল সংকীর্ত্তনমণ্ডপে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারীজী, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ যথাক্রমে শ্রীরাধাতত্ত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হন। দিবাভাগে কীর্ত্তন ও পাঠাদিতে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ এবং অভিষেকপূজাদিতে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।

শ্রীপার্শ্বৈকাদশী, শ্রীবামন-দ্বাদশী (শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর আবির্ভাব), শ্রীলভক্তিবিনোদ আবির্ভাব-ত্রয়োদশী ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের-তিরোভাব তিথিপূজা যথাক্রমে ১০ই, ১১ই, ১২ই ও ১৩ই আশ্বিন তত্তন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) **প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা**— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা .৬২

(২) **মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী- ভিক্ষা [illegible]

(৩) **মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ)** ঐ ,, [illegible]

(৪) **শ্রীশিক্ষাষ্টক**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— [illegible]

(৫) **উপদেশামৃত**—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) [illegible]

(৬) **শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত**—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত [illegible]

(৭) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE— Rs. 1.00

(৮) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ— **শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়** — — — [illegible]

(৯) **ভক্ত-ধ্রুব**—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — [illegible]

(১০) **শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার**— ডাঃ এস, এন্ ঘোষ প্রণীত — [illegible]

(১১) **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** [শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] ... — [illegible]

(১২) **প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর** (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — — [illegible]

দ্রষ্টব্য :— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

বিগত ২৪ আষাঢ়, (১৩৭৫); ৮ জুলাই (১৯৬৮) সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক উপরি-উক্ত ঠিকানায় স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীমঠের ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। (ফোন: ৪৬-৫৯০০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৪শ বর্ষ

১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩৮১

সম্পাদক:—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেবড়ী, (ওল্ড সালারজং মিউজিয়াম), হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮১। ২ কেশব, ৪৮৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, রবিবার; ১ ডিসেম্বর ১৯৭৪। | ১০ম সংখ্যা

পারমার্থিক-সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতিসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্য বস্তু বাস্তব-বিষয়াশ্রয়মিলিত-তনু শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁহার আশ্রিত জীবকুল তাঁহার চেষ্টায়ই অনুপ্রাণিত। শ্রীচৈতন্যদেব সারা জীবন ধরিয়া কৃষ্ণানুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার নিত্যকাল-আশ্রিত আমরা ঐ বৃত্তির অনুসরণ করিলেই ত্রিগুণান্তর্গত বর্ত্তমান মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত রাজ্যেরও অনুভূতি লাভ করিব।

চিদচিন্মিশ্র প্রতীতি আমাদিগকে ন্যূনাধিক ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব-দোষে সংশ্লিষ্ট করিয়া সেই কৃষ্ণানুসন্ধানকার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করে। তজ্জন্য যাঁহারা বিঘ্নসমাকুল নহেন, তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত আমরা ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত বস্তুর কোন সন্ধানই পাই না। আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান পূর্ণতার উপলব্ধি করিতে দেয় না, আমাদিগকে নিত্যের পরিচয়, পূর্ণজ্ঞানের পরিচয়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পরিচয় হইতে পৃথক্ রাখে। এখানকার বস্তু-বিজ্ঞান জড়তা বা নির্ব্বিশেষ-বিচারে আবদ্ধ। যে কিছু সবিশেষের কথা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের অনুভবের বিষয় হয়, তাহা প্রাগুক্ত দোষ-চতুষ্টয়ের ভূমিকায় অবস্থিত। সেই দোষ হইতে মুক্ত হইতে হইলে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা-বাদের অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করিতে হয়।

মনোধর্ম্মজীবিগণ যে সকল ভাষায় স্বীয় ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করেন, সেইগুলি ন্যূনাধিক বিপন্ন ও পরস্পর বিবদমান। তাৎকালিক অভিজ্ঞান বাস্তব অভিজ্ঞান হইতে পৃথক্। বাস্তব অভিজ্ঞানের রাজ্যে অগ্রসর হইয়া বাস্তব বস্তুর প্রেমলাভ-চেষ্টাকেই 'পরমার্থ' বলে। যাঁহারা লৌকিক অর্থশাস্ত্র-সমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহারাও লোকাতীত বাস্তব-বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হইবার যোগ্য। সচ্চিদানন্দ আকর্ষক যাঁহাকে যে পরিমাণ আকর্ষণ করিয়াছেন বা আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা দিয়াছেন, আকর্ষণীয় আমরা সেই পরিমাণে বাস্তব-বিজ্ঞানের অনুভূতি-লাভে যত্নবিশিষ্ট হইতে পারি। যাঁহারা লৌকিক-অর্থ-সংগ্রহ ব্যতীত পরম-ধর্ম্ম, পরম-অর্থ, পরম-কাম, পরম-মোক্ষপদের দিকে যতদূর অগ্রসর হইবার অভিপ্রায় করেন, তাঁহাদের ভাষাসমূহ ততদূর চিন্ময় রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবে জানিয়া আমরা কতিপয় প্রশ্ন লইয়া সদুত্তর-লাভের আশায় পারমার্থিক রুচিসম্পন্ন জনগণের সমীপে উপনীত হইয়াছিলাম।

চিদচিন্মিশ্রভাবসম্পন্ন জীবগণের নিকট ভ্রমাদি দোষ-

চতুষ্টয়-রহিত কৃষ্ণানুসন্ধানের কথা পাওয়া যাইতে পারে না জানিয়াও অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে তত্ত্ববস্তুর জিজ্ঞাসার উপদেশ লাভ করাও আমাদের তাদৃশী প্রবৃত্তি। সুতরাং অন্বয় ও ব্যতিরেকমূলে আমাদের অভীষ্ট কৃষ্ণানুসন্ধান ন্যূনাধিক লাভ হইবে জানিয়া পারমার্থিকের সঙ্গ আমাদের লোভনীয় বিষয় হইয়াছিল। পরম-ধর্ম্মের প্রতিকূল, পরম-অর্থের প্রতিকূল, পরম-কামের প্রতিকূল, পরম-মোক্ষের প্রতিকূল ভাব ও ভাবাসমূহ আমাদের উদ্দেশ্য বিনাশ করিবার প্রয়াস করিবে জানিয়াও সেইরূপ প্রাতিকূল সঙ্গ হইতে আমাদের প্রাপ্যাংশ গ্রহণ করিতে বাধা নাই, জানিয়াছিলাম।

অসাত্বত পুরাণ, অসাত্বত পঞ্চরাত্র ও অসাত্বত দর্শন-সমূহ, অসাত্বত ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ রাজস-তামস-বর্ণন-পূর্ণ বিভিন্ন উপদেশ-সমূহের মধ্যেও মঙ্গল-বিস্তৃতি ও অভদ্র-নাশের যে-সকল কথা সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাও পূর্ব্ব মহাজনগণ আলোচনা করিয়াছেন এবং অভীষ্টসিদ্ধিলাভেও তাঁহাদের কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই জানিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

'কৃষ্ণানুসন্ধান'-শব্দে আমরা দুইটী আলোচ্য ব্যাপার লক্ষ্য করি—'কৃষ্ণ' ও 'অনুসন্ধান'। কৃষ্ণ-শব্দে আমরা ঐতিহ্যানুমোদিত বা ত্রিগুণময়ী মানব-বুদ্ধির শব্দার্থ-বৃত্তির অজ্ঞরূঢ়ি গ্রহণ করিব না, পরন্তু বিদ্বদ্রূঢ়িতে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তুকেই জানিব। কৃষ্ণমায়াবৃত, কৃষ্ণ হইতে বিক্ষিপ্তকর্ণেতর অপর জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য অক্ষজ-বস্তুবিশেষের দ্বারা কৃষ্ণশব্দকে কলঙ্কিত করিব না। ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠি, সানৃকি ও পুষ্করসাদি প্রভৃতি আকরভাষাগুলি হইতে যাবতীয় ভাষা-সমূহের যে-সকল বিভিন্ন শব্দদ্বারা মানবজাতি অভিধা-বৃত্তিতে ন্যূনাধিক উদাসীন হইয়া লক্ষণা-চালিত হইবার জন্য এবং ইতর ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সমর্থনের আশায় যে যত্ন করেন, সেরূপ শব্দ দ্বারা কোন প্রকৃতিজাত দৃশ্য বস্তুকে লক্ষ্য করিবার বাসনা আমরা পরম-অর্থের প্রতিকূল বলিয়া জানিব। বিভিন্ন ভাষায় তত্ত্ববস্তুকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় উদ্দেশ পূর্ব্বক নানা প্রকারে প্রাকৃত বিচার তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া তত্ত্ববস্তুর যে-সকল সংজ্ঞা-লাভ হইয়াছে, সে সকল ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অধীন, সুতরাং ত্রিগুণান্তর্গত মাত্র, কোনটীই অধোক্ষজ বস্তুর সমতা লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণ-শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদ্দিষ্ট হয়, সেই বাস্তব সত্যটী তত্ত্ববস্তুর গৌণ-সংজ্ঞার সহিত 'এক' নহে।

কৃষ্ণ-শব্দটী রূপকত্বকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় না। অবিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি পারমার্থিকের ভাষিত কৃষ্ণশব্দে আশ্রয় লাভ করিতে পারে না। যে-সকল শব্দ চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনের দ্বারা সঙ্কীর্ণতা লাভ করিয়া ব্রহ্মেতর, পরমাত্মেতর বা ভগবদিতর বস্তুকে লক্ষ্য করে, কৃষ্ণ-শব্দে সে-রূপ অভিজ্ঞান উদ্দিষ্ট হয় নাই। 'অধোক্ষজ', 'অপ্রাকৃত' ও 'অতীন্দ্রিয়' প্রভৃতি শব্দ-সমূহ 'নেতি' ধারণায় প্রচারিত হওয়ায় মানবের মনঃ-কল্পিত তূলিকায় চিত্রিত ব্যাপারগুলি বাস্তব-সত্য হইতে পার্থক্য লাভ করিবার অজ্ঞতা-শক্তি সংরক্ষণ করে। ভূতাকাশের মিশ্রভাব যে শব্দকে বিপন্ন করে, সেই শব্দ বাস্তব বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়া সাপেক্ষিকতা ও সংখ্যাগত ধারণায় বস্তুসমৃদ্ধিকারী। বৃহদারণ্যক-কথিত পূর্ণের 'সংকলন', 'ব্যবকলন', 'গুনন', 'বিভজন' প্রভৃতি ব্যাপার-সমূহ একত্বের বিনাশক নহে।

বিষয় ও আশ্রয়ভেদে বৈচিত্র্যসমূহ অবস্থিত। নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারে যে বৈশিষ্ট্য মনোধর্ম্মদ্বারা সমাধান লাভ করে, তদ্দ্বারা জড়ত্রিপুটীর বিনাশ-সম্ভাবনা নাই। ভগবত্তত্ত্ব-বস্তু অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শব্দের বিদ্বদ্-রূঢ়িত্বের ব্যাঘাত করে না। রৌদ্র ও ব্রাহ্মবিচার বৈষ্ণবতা হইতে যে জড়বৈষম্য প্রকাশ করে, উহা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত করে। সেই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে চিত্ত-বৈক্লব্য-রহিত হইয়া আলোচনা না করিলে ধ্যেয়, ধ্যাতা ও ধ্যানে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আবার বিঘ্ন-বিনাশের জন্য তাৎকালিক সাহায্যের প্রয়োজন লাভ করিতে গিয়া আবৃত-চেতনকে আশ্রয় করাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাহা হইলে সুরমূর্ত্তির কালচক্রে ভ্রমণ-বিচার আমাদিগের কৈবল্যজ্ঞানে বাধা দিবে। 'কৃষ্ণ' শব্দের পরিচয় ত্রিগুণ পরিচালিত কোন ভাষায় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-

বিচারে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্ব্বলা চিন্তা নাম-নামীর—বাচক-বাচ্যের অচিন্ত্য বৈচিত্র্য বুঝিতে দিবে না।

'অনুসন্ধান' শব্দটী যে-কাল পর্য্যন্ত 'অনুশীলন'-শব্দের তাৎপর্য্যে নির্ব্বিঘ্ন না হয়, তৎকালাবধি অনুসন্ধানের বস্তুটীও নানাপ্রকার কল্পনা-স্রোতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু যখন বিষয়-বোধ হয় এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আপনাকে আশ্রিত বোধ করে, তখন আর 'অনুসন্ধান' ব্যাপারটী অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেবকে পরিত্যাগ করে না, তখন অনুসন্ধান ব্যাপারটী আর অনুশীলনের সহিত পৃথক্ হয় না। অনুশীলনের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞান পরিস্ফুট; উহার পরে 'অভিধেয় ভক্তি' নামে প্রসিদ্ধ হয়। ভক্তিই হরিপ্রেমের অনুসন্ধান দেয়, হরির পূর্ণানুশীলন, নিত্যানুশীলন ও কৈবল্যানুশীলন প্রেমাকেই কৈবল্যরূপে প্রয়োজন নির্ণয় করে।

অনুসন্ধানের পথে অনুসন্ধানকারীর স্বরূপ, অনুসন্ধানের স্বরূপ ও অনুসন্ধেয়ের স্বরূপ যাহাতে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেইসকল বিঘ্ন নাশ করিতে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিই সমর্থা। সুতরাং শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ির নশ্বর প্রকাশ বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া জীবকে অদ্বয়জ্ঞান পরমসত্য বস্তু হইতে পৃথক্ হইতে দেয় না এবং চেতন কৈবল্যের ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেয় না, পরন্তু কাল্পনিক চিন্মাত্রবাদের ভ্রান্তি সমূলে উৎপাটিত করে। শ্রীচৈতন্যদেব—বিষয়াশ্রয় কৈবল্য-স্বরূপ, আর কৈবল্য-প্রকাশ নিত্যানন্দ—সেই অদ্বয়জ্ঞানেরই প্রকাশ-বৈচিত্র। এই চন্দ্রসূর্য্যই জীবের চিন্ময় চক্ষুর চিন্ময়ী বৃত্তির প্রকাশক। কৈবল্যদায়িনী ভক্তিই কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়িনী। কৈবল্যদায়িনী অদ্বয়জ্ঞানানন্দিনী শক্তিদ্বয় শ্রীচৈতন্যেই অবস্থিত।

প্রপঞ্চে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে-সকল প্রতিষ্ঠান রচনা করি, তন্মধ্যে বাগিন্দ্রিয়টী শব্দশ্রবণের জনক, কিন্তু ঐ বাগিন্দ্রিয়টী শ্রৌতপথে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত না হইলে ভাগবত-শ্রুতির বিরোধ আসিয়া অপর কর্ম্মেন্দ্রিয়চতুষ্টয়কে বিপথগামী করায়। স্ফোট-বিচারোত্থ বৈকুণ্ঠবাণী জীবের কর্ণবেধ সংস্কার করাইয়া যে আধাক্ষিকতা নিরসন করে, তদ্দ্বারা শ্রৌত-পথ আক্রান্ত হয় না। বীজগর্ভসমুদ্ভূত দেহে যে দশ সংস্কার মননধর্ম্মযোগে অনুষ্ঠিত হয়, তদ্দ্বারা আধ্যক্ষিক জ্ঞানই সুষ্ঠুতা লাভ করে, কিন্তু অধোক্ষজ অদ্বয়জ্ঞানের প্রতি ঔদাসীন্য হইলে পুনরায় প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিক্রমে হরিসম্বন্ধি বস্তু ত্যাগ পূর্ব্বক বাস্তব-বস্তুর মায়াশক্তি জীবকে বিক্ষিপ্ত করিয়া চিদ্‌বিম্বের প্রতিফলিত অচিৎ আধারে প্রতিবিম্বের প্রতিই অধিক আস্থা স্থাপন করায়।

আলোচনার প্রারম্ভে আমার এই সকল কথা বলিবার প্রয়োজনীয়তা আছে জানিলেও প্রাপঞ্চিক বিচারের ধারাকে বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য আমার নাই; পরন্তু উহাকে সম্পুষ্ট করিবার সদুদ্দেশ্যেই এই নৈবেদ্য সমর্পণ করিলাম। আপনাদের করুণা-প্রভাব-ধারা আমার ক্ষীণা দুর্ব্বলা উক্তির উপর চিরদিনই বর্ষিত হয় জানিয়া ইহা বলিতে সাহসী হইলাম। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অমানী, মানদ, তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু হইয়া, নিত্যকাল শ্রীচৈতন্যদাস্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নাম-নামীকে অভিন্ন-জ্ঞানে কীর্ত্তন করিতে পারি; কাহারও নিকট অন্য কোন আশীর্ব্বাদ আমার প্রার্থনীয় নহে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

প্রঃ—মহাশয় ব্যক্তি কিরূপভাবে কৃষ্ণ-ভজনা করেন?

উঃ—"এ সংসার সারহীন,　　এতে মজে অর্ব্বাচীন,
ইহাতে বিরক্ত মহাশয়।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-ভজে,　　রাধাকৃষ্ণে সেবে ব্রজে,
নিরন্তর কৃষ্ণনামাশ্রয়॥"

—অঃ প্রঃ ভাঃ উপসংহার

প্রঃ—কোন্ সময় জীবের সাধুসঙ্গের স্পৃহা জন্মে?

উঃ—"বহু সুকৃতির ফলস্বরূপ ভগবদ্‌কৃপা-ক্রমে জীবের সংসার-বাসনা দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে; তখন স্বভাবতঃই সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-কথার আলোচনা হইতে হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টার সহিত কৃষ্ণ-বিষয়ক অনুশীলন হইলে ভগবান্‌কে পাইবার লোভ জন্মে। তখন শুদ্ধ-চরিত্র তত্ত্বজ্ঞ গুরুর চরণ আশ্রয় করত ভজন শিক্ষা করিতে হয়। ভজনবলেই জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয়।"

—'সাধন', সঃ তোঃ ১১।৫

প্রঃ—সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা কি?

উঃ—"সাধুদিগের চরিত্রের অনুসরণ ও সাধুদিগের সিদ্ধান্ত-সমূহ শিক্ষা করিবেন।"

—'তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন' সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ—গুরুপদাশ্রয় কি?

উঃ—"অন্তরঙ্গ-সাধুর সঙ্গই গুরুচরণাশ্রয়॥"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

প্রঃ—তীর্থ-ভ্রমণের প্রকৃত ফল কি? সাধুসঙ্গে কি লাভ হয়?

উঃ—"তীর্থ-ফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন মনোহর।
যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ-চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥"

—'উপদেশ' ১৪, কঃ কঃ

প্রঃ—সাধুগণ কি কখনও অপস্বার্থপর হন না?

উঃ—"দেবতাগণ স্বার্থপর হইতে পারেন, কিন্তু সাধুগণ কখনও স্বার্থপর হন না। অতএব মঙ্গল-সাধনের জন্য যেখানে-যেখানে বিশুদ্ধ প্রীতি-লালসা, যেখানে-যেখানে কৃষ্ণকথা প্রসিদ্ধ, যেখানে-যেখানে হরিসংকীর্ত্তন, যেখানে-যেখানে কৃষ্ণযশঃ-শ্রবণেচ্ছা, যেখানে-যেখানে কৃষ্ণ-বৈষ্ণবে সাধুবাদ, সেই-সেই স্থানে ভজন-প্রয়াসিগণ তৎপর হউন।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

প্রঃ—জীবের লুপ্ত-স্বভাব কিরূপে জাগ্রত হইতে পারে?

উঃ—"নিজ-স্বভাব যাহার অত্যন্ত লুপ্তপ্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গবল-ক্রমেই জীবের গুপ্তপ্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটী ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্ব-ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতিক্রমে কিয়ৎ-পরিমাণ শরণাপত্তি-লক্ষণা শ্রদ্ধা লাভ করেন—ইহাই একটি ঘটনা। সেই সুকৃতি-বলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুর সঙ্গ হয়—ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা।"

—'দশমূল-নির্য্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

প্রঃ—মানব-স্বভাবের মূল কি?

উঃ—"সঙ্গ হইতে স্বভাব। যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে। পূর্ব্ব-জন্মের সঙ্গরূপ কর্ম্মের দ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

প্রঃ—বৈষ্ণবপ্রায় বা বালিশ ব্যক্তিগণের উন্নতির একমাত্র কারণ কি?

উঃ—পক্কযোগি-গণ ভক্তিযোগারূঢ় উত্তম ভক্ত এবং অপক্কযোগি-গণ ভক্তিযোগারুরুক্ষু কর্ম্ম-ধর্ম্মসাপেক্ষ মধ্যম ভক্ত; কর্ম্মাসক্ত ভক্তপ্রায় ব্যক্তিগণ কোমলশ্রদ্ধ কনিষ্ঠভক্ত বৈষ্ণবপ্রায় বা 'বালিশ' মধ্যে পরিগণিত—ইঁহাদের হৃদয়ে ভক্ত্যাভাসমাত্র উদিত হইয়াছে; শুদ্ধভক্তির কিঞ্চিন্মাত্র উদয় হইলে ইঁহারা কর্ম্মাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-ধর্ম্ম-সাপেক্ষ মধ্যম ভক্ত হইতে পারেন। সাধুসঙ্গই এই সকল উন্নতির একমাত্র কারণ।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

প্রঃ—কাহার সঙ্গ করা উচিত? কিরূপ সঙ্গ দ্বারা পরমার্থানুশীলনে উন্নতি হয়?

উঃ—যাঁহার হৃদয়ে **শুদ্ধভক্তির** উদয় হইয়াছে, তিনি অনন্য-কৃষ্ণভক্ত; **মধ্যম হইলেও সঙ্গযোগ্য।**

* * * সাধক নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তকে আশ্রয় করিলেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

প্রঃ—শুদ্ধভক্তের সহিত বাহ্য-ব্যবহারেও কিরূপভাবে সঙ্গ করা উচিত?

উঃ—"বাজারে দ্রব্য ক্রয় করিবার সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য-ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি প্রদর্শন-পূর্ব্বক সঙ্গ করিবে।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—বৈষ্ণবগণের নিকট বসিয়া থাকিলে কি সময় নষ্ট হয় না?

উঃ—"শ্রীরামানুচার্য্যের চরম উপদেশ এই—'তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় যদি শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকট গিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলেও তোমার মঙ্গল হইবে'।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—বৈষ্ণব-সঙ্গে মঙ্গল-লাভের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কি?

উঃ—"বৈষ্ণবদিগের সংস্কৃত ভক্ত-চরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যে মন ফিরিয়া যায়, বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়, ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদিত হয়; এমত কি, আহার-ব্যবহার-সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবোচিত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রীসঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা, কর্ম্ম-জ্ঞানের প্রতি আদর এবং মৎস্য-মাংস-মদ্য-তামাক-ধূম্রপান ও তাম্বুল-সেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে—ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথা জল্পনা, ব্যাকাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থসকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারও কাহারও শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটুকু আদরের সহিত বৈষ্ণব-সঙ্গ করিলে সংস্কার ও আসক্তি প্রভৃতি সকল সঙ্গই দূর হয়—ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জয়-পিপাসাসক্ত, রাজ্যলাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন-সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি হইয়াছে। এমত কি, 'বিতর্কে জগৎকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয় লাভ করিব'—এরূপ দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগেরও চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাসক্তি-শোধনে উপায়ান্তর দেখি না।"

—'সঙ্গত্যাগ' সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—সাধুগণ কি করেন?

উঃ—"সাধুগণ অন্তর্হৃদয়ে চক্ষুদান করেন।"

—'ভক্ত্যানুকুল্যবিচারঃ', ভাঃ মঃ ১৫।১৭

প্রঃ—সাধুগণের স্বভাব কি?

উঃ—"অপরের দোষ সাধুগণ কদাচ গ্রহণ করেন না। পরের যে সামান্য গুণ থাকে, তাহাকে বহুল করিয়া তাঁহারা সম্মান করেন।"

—'ভক্ত্যানুকুল্যবিচারঃ', ভাঃ মঃ ১৫।২৬

প্রঃ—সাধুর সংখ্যা কি খুব বেশী? বাহ্য বেশ দেখিয়া সাধু নির্ণয় করা সঙ্গত কি না?

উঃ—"কলিকালে সাধুর বিচার একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, যাহাকে-তাহাকে বাহ্য বেশ দেখিয়া 'সাধু' বলিয়া সঙ্গ করত আমরা ক্রমশঃ সকলেই 'কপট' হইয়া পড়িতেছি—আমাদের এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সাধু অনেক পাওয়া যায় না। সাধুর সংখ্যা আজকাল এত অল্প হইয়াছে যে, বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াও, বহু দিন অনুসন্ধান করিয়াও একটি প্রকৃত সাধু পাওয়া দুর্ল্লভ হইয়াছে।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

প্রঃ—শুদ্ধবৈষ্ণব ও বঞ্চকের পার্থক্য-নিরূপণে গোজামিল দেওয়া উচিত কি?

উঃ—"বিশুদ্ধ ভক্তির ও শুদ্ধভক্তের পৃথক্ 'থাক্' নিরূপণ করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ভক্তদিগের শাখা-নির্ণয়ের পন্থা দেখাইয়াছেন। তদ্দৃষ্টেই আমরা এখনও শুদ্ধবৈষ্ণব ও বঞ্চকদিগকে পৃথক্

করিয়া লইতে পারি। এবিষয়ে 'গোলে হরিবোল' দেওয়া উচিত নয়। সৎসঙ্গ ব্যতীত কখনও জীবের মঙ্গল নাই; সুতরাং শুদ্ধ বৈষ্ণবকে পৃথক্ করিয়া দেখাই উচিত।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৫

প্রঃ—বদ্ধাবস্থায় সৎসঙ্গ কি ভক্তির অঙ্গ ?

উঃ—"বদ্ধাবস্থার সৎসঙ্গ কেবল হরি-বিষয়ে রুচির উৎপাদক মাত্র, ভক্তির অঙ্গ নহে।"

—তঃ সূঃ, ৩৩ সূঃ

প্রঃ—ভক্তিপ্রদা সুকৃতি কি ?

উঃ—"সাধুসঙ্গই একমাত্র ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি।"

—জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

প্রঃ—কপটতার সহিত সাধুসঙ্গের অভিনয় কিরূপ ?

উঃ—"অনেকে মনে করেন যে, যাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া স্থির করা যায়, তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ সেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধুর সম্মাননা হয় বটে এবং তাহাতে কোন-না-কোন-প্রকার লাভও আছে। কিন্তু তাহাই যে সাধুসঙ্গ, তাহা নয়। * * * কেবল শুদ্ধ ভক্ত-সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহু যত্নে অনুসন্ধান-পূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুকরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতি-পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন—'হে দয়াময়, আমাকে কৃপা করুন, আমি অতিশয় দীন-হীন, আমার সংসার-বুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে?' **বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপট-বাক্য-মাত্র। তিনি মনে মনে জানেন যে, কেবল অর্থলাভই লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার হৃদয়ে শ্রী-মদ অহরহঃ জাগ্রত আছে।** কেবল প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনা ও 'সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়'—এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট দৈন্য ও কপটভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন—'ওহে, তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং ধন-জন তোমার ক্ষয় হউক'; তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন—'হে সাধু মহারাজ! আপনি আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপ-মাত্র, সর্ব্বদা অহিতজনক বাক্য।' এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি বিষয়িগণের এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপটতা মাত্র। জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট-ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্ন-পূর্ব্বক অনুকরণ করিতে পারিলে সাধু-সঙ্গের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি। এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

প্রঃ—সৎসঙ্গ বরণ না করিয়া দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন হয় কি ?

উঃ—"কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্ন-পূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

প্রঃ—অসদ্‌গুরুর দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-পূর্ব্বক সদ্‌গুরুর সৎসঙ্গ-বরণ কি অন্যায় ?

উঃ—"অযোগ্য কুলগুরুকে তাঁহার প্রার্থনীয় অর্থ ও সম্মান দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত সদ্‌গুরু অন্বেষণ করা আবশ্যক।"

—'গুর্ব্ববজ্ঞা', হঃ চিঃ

প্রঃ—সঙ্গের জন্য কিরূপ বৈষ্ণব অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ?

উঃ—"যাঁহার বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে হইবে, তিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়া লইবেন।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

প্রঃ—সাধু কি সকল সময়ই পৃথিবীতে থাকেন? সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ কেন?

উঃ—"সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

প্রঃ—সাধুর নিকট প্রজল্প করা কি উচিৎ? কাহাকে প্রকৃত সাধুসঙ্গ বলে?

উঃ—"সাধুর নিকট গিয়া 'এ দেশে বড় গরম, সে দেশে শরীর ভাল থাকে, ঐ বাবুটি বড় ভাল, এ বৎসর চাউল, ধান্য কিরূপ হইবে?'—ইত্যাকার মায়া-বিকারের প্রলাপ বকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয়ত' প্রশ্নকারীর কথার দু'একটী উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে কি সাধুসঙ্গ হয় বা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়? **সাধুর নিকট যাইয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎ-কথার আলোচনাই সাধুসঙ্গ, তাহাতেই ভক্তি লাভ হয়।**"

—'সাধুজন-সঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।৪

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

শ্রীভগবন্নিজজন মহাজন-বাক্যে শ্রীএকাদশী 'মাধব-তিথি—ভক্তিজননী' বলিয়া উক্তা হইয়াছেন। শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়তমা তিথি তিনি, এজন্য তাঁহাকে হরিবাসরও বলা হয়, কিন্তু শ্রীমাধবমনোমোহিনী—মাধবানন্দদায়িনী শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনী রাধারাণীর আবির্ভাবতিথি শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী শ্রীমাধবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীও 'মাধবতিথি'—সর্ব্বারাধ্যা। তথাপি শ্রীমাধব-দয়িতা রাধাবির্ভাবতিথি সর্ব্বমাধবতিথি অপেক্ষা বরীয়সী—কৃষ্ণগৌরবে গরীয়সী। পদ্মপুরাণে দেবর্ষি শ্রীনারদ-প্রশ্নোত্তরে জগদ্গুরু ব্রহ্মোক্তি—

একাদশ্যাঃ সহস্রেণ যৎফলং লভতে নরঃ।
রাধাজন্মাষ্টমী পুণ্যং তস্মাচ্ছতগুণাধিকম্॥

(পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড ৭।৮)

অর্থাৎ সহস্র একাদশীব্রত পালন করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করে, পরম পবিত্র শ্রীরাধাবির্ভাবতিথি—রাধাষ্টমীব্রতপালনে তাহা হইতে শতগুণ অধিক ফল লাভ হয়।

এই ফল সাধারণ ক্ষয়িষ্ণুফল নহে, পরমকরুণাময়ী শ্রীরাধারাণী শুদ্ধকৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনী—"হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ"—"তিনি শ্রীকৃষ্ণের চিদ্বিভিন্নাংশ-রূপ জীবের স্বরূপগত প্রেমপুষ্টিক্রিয়া-দ্বারা লক্ষিতা।" (চৈঃ চঃ আ ৪।৬০; অঃ প্রঃ ভাঃ)। শ্রীরাধাষ্টমীব্রত-পালনে এই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভ হয়।

শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাবস্থান—রাওল বা রাভেল। এই গ্রামটি মথুরার পূর্ব্বদিকে যমুনার পারে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীবৃষভানু নামক গোপরাজ তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী কীর্ত্তিদা দেবীর সহিত বাস করিতেন। বহুকাল অপুত্রক অবস্থায় থাকিয়া শ্রীবৃষভানু মহারাজ একটি যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞস্থলেই শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব হয়। যথা পদ্মপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ৭।৪০-৪২—

"ইতি শ্রুত্বাপি সা রাধাপ্যাগতা পৃথিবীং ততঃ।
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞকে তিথৌ॥
বৃষভানোর্যজ্ঞভূমৌ জাতা সা রাধিকা দিবা।
যজ্ঞার্থং শোধিতায়াঞ্চ দৃষ্টা সা দিব্যরূপিণী॥
রাজানন্দমনা ভূত্বা তাং প্রাপ্য নিজ মন্দিরম্।
দত্তবান্ মহিষীং নীত্বা সা চ তাং পর্য্যপালয়ৎ॥"

অর্থাৎ শ্রীরাধিকা ভাদ্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে বৃষভানু মহারাজের যজ্ঞভূমিতে আবির্ভূতা হইলেন। সেই দিব্যরূপিণী রাধা যজ্ঞের নিমিত্ত শোধিত ভূমিতে পরিদৃষ্টা হইলে রাজা বৃষভানু তাঁহাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিতমনে নিজমন্দিরে লইয়া গেলেন এবং স্বীয় মহিষী কীর্ত্তিদাদেবীর হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ

করিলেন। রাণী তাঁহাকে পরমাদরে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ বলেন মহারাজ বৃষভানু একদা প্রত্যুষে যমুনায় স্নান করিতে গিয়া যমুনার স্রোতে ভাসমান একটি প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি-শায়িতাবস্থায় শ্রীরাধারাণীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ পরমাসুন্দরী সেই কন্যা-রত্নকে পাইয়া পরমানন্দে মহিষী কীর্ত্তিদা হস্তে অর্পণ করেন।

যাহা হউক শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের এক বৎসর পরে আবির্ভূ'তা হন। কথিত আছে—অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যারত্নলাভে জনকজননীর আনন্দের অবধি না থাকিলেও কন্যাটির দুই চক্ষুই মুদ্রিত দেখিয়া তাঁহারা অতীব শঙ্কিত-চিত্তে ভগবৎপাদপদ্মে হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করিতে করিতে কালযাপন করিতেছিলেন। এমন সময় নিকটবর্ত্তী গোকুল হইতে বৃষভানুগোপরাজের সন্তান দর্শনার্থ মাতা যশোমতী কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া রাভেল রাজভবনে উপনীত হইলেন। কীর্ত্তিদার ক্রোড়ে রাধারাণী, গোপাল ক্রোড়ে যশোদা দেবী তৎসম্মুখে উপবিষ্টা। শ্রীযশোদানন্দন নন্দনন্দন গোপাল শ্রীরাধা-রাণীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র রাধারাণী চক্ষু উন্মীলন করিয়া কৃষ্ণের মুখপানে চাহিলেন। উভয়ের মুখকমল হাসিমাখা। এই অভুতপূর্ব্ব লীলা-কর্শনে শ্রীকীর্ত্তিদা ও শ্রীযশোদা দেবী এবং উপস্থিত সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মুহুর্মুহুঃ শ্রীভগবৎপাদপদ্মে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন-সহকারে শ্রীভগবানের জয়গান করিতে লাগিলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের সহিতই যে তাঁহার স্বরূপশক্তির—"গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দ-মোহিনী। গোবিন্দসর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥"—রাধারাণীর মিলন হইল, শ্রীভগবানের লীলাশক্তি যোগমায়া সে রহস্য আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন।

"হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম 'মহাভাব'॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥
কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কায়।
কৃষ্ণনিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥"

—চৈঃ চঃ আ ৪।৬৮, ৬৯, ৭১

নিজপ্রাণনাথের দর্শনাপেক্ষায়ই রাধারাণী চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। প্রকটলীলাবিষ্কারের প্রথমেই কৃষ্ণমুখ-চন্দ্র দর্শন করিয়া দর্শনশক্তির সার্থকতা সম্পাদনের আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। কৃষ্ণও মায়ের কোলে চড়িয়া তাঁহার প্রাণপ্রিয়াকে দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। নয়নে নয়নেই কত ভাববিনিময় হইল। বৃষভানু মহারাজ কীর্ত্তিদা দেবীর সহিত পরমানন্দে মহাসমারোহে কন্যাজন্মোৎসব সম্পাদন করিলেন; কিন্তু ব্রজরাজ নন্দও যেরূপ গোকুলে নানা উৎপাত লক্ষ্য করত স্বীয় পরিজনবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া নন্দীশ্বর পর্ব্বতোপরি বাসস্থান নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিলেন, বৃষভানু মহারাজও তদ্রূপ নন্দীশ্বর পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে 'বরসানু' বা 'বর্ষাণ' নামে যে একটি সুন্দর পর্ব্বত বিরাজিত, উহার অধিত্যকায় বাস্তব্য স্থাপনের বিচার বরণ করিলেন। এই উভয়স্থানে বসতিস্থাপনের মূলে সরাধ পুরুষোত্তমের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই প্রধানা।

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্, শ্রীরাধাও তাঁহার পূর্ণ-স্বরূপশক্তি—উভয়ে অভেদ—অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—একাত্মা এবং আবির্ভাবকালেরও তত্ত্বতঃ কোন ব্যবধান নাই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকা কৃষ্ণজন্মের পরবৎসর ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে অনুরাধা নক্ষত্রে মধ্যাহ্নসময়ে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিলেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে এতৎ-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

"সত্যং বহুসুতরত্না,-করতাং স প্রাপ গোপদুগ্ধাব্ধিঃ।
কিন্ত্বমৃতদ্যু,তি-রাধা,-লক্ষ্মীজননাদগাৎ পূর্ত্তিম্॥"
"সা খলু শ্রীকৃষ্ণজন্মবর্ষানন্তরবর্ষে সর্ব্বসুখসত্রে রাধানাম্নি নক্ষত্রে জাতেতি রাধাভিধীয়তে।"

—গোপালচম্পূঃ, পূর্ব্ব, ১৫শ পূঃ ১৯।২০

অর্থাৎ "সত্যই সেই বৃষভানুগোপরূপ ক্ষীরসমুদ্র, বহু পুত্ররূপ রত্নের আকরত্ব প্রাপ্ত হইলেও অমৃত প্রভাশালিনী রাধারূপা লক্ষ্মীর আবির্ভাবহেতুই তাহা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই কন্যা শ্রীকৃষ্ণজন্মের

পরবর্ষে সর্ব্বসুখযুক্ত 'রাধা' বা অনুরাধা নক্ষত্রে জন্মলীলা আবিষ্কার করায় তিনি 'রাধা' নামে অভিহিতা হইয়াছেন।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্র হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া স্বয়ং তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"
"'দেবী' কহি দ্যোতমানা, পরমা সুন্দরী।
কিম্বা, কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী॥
কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে॥
কিম্বা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা, পরমদেবতা।
সর্ব্বপালিকা, সর্ব্বজগতের মাতা॥
'সর্ব্বলক্ষ্মী' শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হন অধিষ্ঠান॥
কিম্বা, 'সর্ব্বলক্ষ্মী'—কৃষ্ণের ষড়্ বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্য॥
সর্ব্বসৌন্দর্য্যকান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
কিম্বা, 'কান্তি' শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
'সর্ব্বকান্তি' শব্দের এই অর্থ বিবরণ॥
জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী।"

—চৈঃ চঃ আ ৪।৮৩-৯৫

'অনয়ারাধিতো নূনং' শ্লোকটি যূথেশ্বরী শ্রীচন্দ্রাবলীর মুখোচ্চারিত বলিয়া কথিত হয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের জপ্য এই পরমগুহ্য 'রাধা' নাম শ্রীশুকদেব এইরূপ ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীরাধার যে অষ্টোত্তরশতনাম 'স্তবমালা'য় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার প্রথমেই 'রাধা' নামটি প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রজে ভগবতী শ্রীপৌর্ণমাসী ও শ্রীবৃন্দাদেবীই শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর জপ্য এই ১০৮ নাম অবগত আছেন। শ্রীরাধা, শ্রীরাধিকা, শ্রীবার্ষভানবী, শ্রীদামোদর-প্রিয়সখী, শ্রীকার্ত্তিকদেবতা, শ্রীকীর্ত্তিদাকীর্ত্তিদায়িনী, শ্রীবৃষভানু-কুমারিকা, শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী, শ্রীগান্ধর্ব্বা, শ্রীগান্ধর্ব্বিকা ইত্যাদি নামাবলী।

শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীও শ্রীরাধার ১০৮ নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভুও প্রথমেই শ্রীশ্রীরাধা নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পরে শ্রীগান্ধর্ব্বিকা, শ্রীকার্ত্তিকোৎকীর্ত্তিদেশ্বরী, শ্রীদামোদরাদ্বৈতসখী, শ্রীবার্ষ-ভানবী, শ্রীবৃষভানুজা, শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীজ্যেষ্ঠা, শ্রীশ্রীদামা-বরজা, শ্রীকীর্ত্তিদাকন্যকা, শ্রীবৃন্দাবনবিহারিণী, শ্রীবৃন্দা-বনেশ্বরী ইত্যাদি নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীরাধাষ্টমীবাসরে শ্রীরাধার ঐ ১০৮ নাম কীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণ পরমপ্রীত হন।

শ্রীশ্রীবিজয়াদশমীর সাদর-সম্ভাষণ

আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সকল গ্রাহক-গ্রাহিকা বা পাঠক-পাঠিকাগণকে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের সর্ব্বশুভদায়নী বিজয়াদশমীর শুভ হার্দ্দ-অভিনন্দন ও সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি, যেন আমরা সকলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তিপথ অনুসরণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া সকলকল্যাণ-ভাজন হইতে পারি।

সংরাধনে সংসিদ্ধি

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

বেদান্তদর্শনে চারিটি 'অধ্যায়', প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটী করিয়া 'পাদ'। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্বন্ধিতত্ত্ব, তৃতীয় অধ্যায়ে অভিধেয়তত্ত্ব এবং চতুর্থ অধ্যায়ে প্রয়োজন-তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়কে 'সমন্বয়'-অধ্যায়ও বলা হয়, ইহাতে সমগ্র বেদের যে ব্রহ্মেই সমন্বয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়—'অবিরুদ্ধ'-অধ্যায় অর্থাৎ অবিরুদ্ধ শ্রুতিগণের ব্রহ্মে অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে—"তদেবমবিরুদ্ধানাং শ্রুতীনাং সমন্বয়ঃ সর্ব্বেশ্বরে সিদ্ধঃ" (শ্রীবলদেব)। আপাতদর্শনে শ্রুতিসকলেরমধ্যে পরস্পরে যে বিরোধ প্রতীত হয়, তাহার মীমাংসায় তৎসমুদয়ের অবিরুদ্ধতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়—'সাধন' অধ্যায় অর্থাৎ ইহাতে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন যে ভক্তি, তাহাই বিচারিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়—'ফলাধ্যায়'। ইহাতে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই যে প্রয়োজন তাহাই নির্ণীত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত গীতাশাস্ত্রে "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্" বাক্যে তাঁহাকেই সর্ব্ববেদবেদ্য, বেদান্ত বা উপনিষৎকর্ত্তা এবং বেদবিদ্ বা বেদের মর্ম্মজ্ঞ বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীবেদব্যাসরূপে তিনিই বেদান্তসূত্র এবং সেই সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া তদ্দ্বারা সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন। কাঠকাদি শ্রুতিতে "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। ধর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি বাক্যে যে নির্গুণ ব্রহ্মের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাকেই 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্' 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' 'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ প্রকৃতেঃ পুরুষঃ পরঃ' স্বরূপ পরম-পরাৎপরতত্ত্ব বলিয়াছেন তিনি প্রত্যগাত্মস্বরূপ হইলেও একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য। শ্রীবলদেব শ্রীভগবানের প্রত্যগ্রূপত্বের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—

প্রতি স্বমঞ্চতীতি প্রত্যগাত্মতত্ত্বম্ অর্থাৎ স্বস্মৈ স্বয়ংপ্রকাশমানমিন্দ্রিয়াগ্রাহ্যমিত্যর্থঃ অর্থাৎ যিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য স্বয়ংপ্রকাশমান বস্তু। এজন্য শ্রীমদ্ শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু নহেন, উহা সেবোন্মুখ জিহ্বাদিতেই স্বতঃ স্ফূর্ত্ত বা প্রকাশিত হন।

স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার পৌত্র ধ্রুবকে উপদেশচ্ছলে কহিতেছেন—

> "ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত
> আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
> ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
> গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্॥"
>
> —ভাঃ ৪।১১।৩০

অর্থাৎ "সেইসময় (পরমাত্মান্বেষণকালেই) তুমি স্বরূপভূত (প্রত্যগাত্মনি), ত্রিবিধ পরিচ্ছেদরহিত (অনন্তে), আনন্দৈকরস (আনন্দমাত্রে) এবং যাঁহাতে নিখিলশক্তি সম্যগ্রূপে সিদ্ধ রহিয়াছে (উপপন্নসমস্তশক্তৌ), সেই ভগবৎস্বরূপে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা পরাভক্তির অনুশীলন করিয়া অতি সহজেই 'আমি ও আমার', এই অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন করিতে সমর্থ হইবে।"

ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, অক্ষর, অব্যক্ত, অগৃহ্য প্রত্যক্স্বরূপ হইলেও তিনি যে একেবারেই দুর্ল্লভবস্তু, তাহা নহেন। অত্যন্ত দুর্ল্লভজ্ঞানে নৈরাশ্যোদয়বশতঃ ভক্ত্যুদয়ের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। এজন্য শ্রীবলদেব "শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈতি"—এই কৈবল্যোপনিষদ্বাক্য উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—জীব শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যানযোগদ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করে। "শ্রদ্ধা দৃঢ়বিশ্বাসঃ, ভক্তিঃ শ্রবণাদ্যা, ধ্যানঞ্চাবিচ্ছিন্নতৈলধারাবদ্ ব্রহ্মবিষয়কং চিন্তনম্, যোগশব্দস্ত্রিষু সম্বন্ধনীয়ঃ, অবৈতি সাক্ষাৎকরোতি" (গোবিন্দভাষ্যটীকা)।

গীতায় শ্রীভগবান্ 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি', ভাগবতে— ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ', মাঠর শ্রুতিতে—' ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী ' ইত্যাদি ভূরি ভূরি শাস্ত্রবাক্য-দ্বারা তাঁহার অচিন্ত্যব্যক্ত পরম স্বরূপের ভক্তিগ্রাহ্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

বেদান্তসূত্রে **"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্"** (৩।২।২৪)—এই প্রসিদ্ধ সূত্রদ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন— 'প্রত্যগাত্মা পরং ব্রহ্ম শ্রীভগবান্ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন', এই পূর্ব্বপক্ষ 'অপি' শব্দ দ্বারা গর্হণ করিয়া বলিতেছেন—যথাযথভাবে তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রযুক্ত হইলে তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ-দ্বারাও জ্ঞাত হন, যেহেতু শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যদ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে।

গোবিন্দভাষ্যে উক্ত শ্রুত্যর্থ এইরূপ বিচারিত হইয়াছে—

"অপিরত্র গর্হায়াম্। গর্হিতোঽয় পূর্ব্বপক্ষঃ। সংরাধনে সম্যগ্ভক্তৌ সত্যাং চাক্ষুষাদিনা প্রত্যক্ষেণ গ্রাহ্যোঽসৌ ভবতি। কুতঃ ? প্রত্যক্ষেতি—শ্রুতিস্মৃতি-ভ্যামিত্যর্থঃ। "পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মান-মৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥" ইতি কাঠকে। "জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি মুণ্ডকে চ বিদ্বদ্ভক্তদৃশ্যত্বশ্রবণাৎ। "নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন! জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।" ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। তস্মাৎ সম্যগ্ ভক্ত্যা গ্রাহ্যঃ শ্রীহরিরিতি সিদ্ধম্। চক্ষুরাদীনি তু তয়া ভাবি-তানি। অতস্তৈঃ স বেদ্যঃ।

অর্থাৎ সূত্রোক্ত 'অপি' শব্দ এস্থলে গর্হণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (পূর্ব্বপক্ষ এই প্রকার—"যদি বল গুণবিশিষ্ট বস্তু দৃষ্ট বা শ্রুত হইলে তাহাকে পাইবার জন্য স্পৃহা সমুদিত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম প্রত্যক্ স্বরূপ, তিনি দৃষ্টও নহেন, শ্রুতও নহেন, সেস্থলে তাঁহাকে পাইবার লালসা কি করিয়া হইতে পারে?" ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—ব্রহ্ম প্রত্যক্স্বরূপ হইলেও তাঁহাতে ভক্তিদৃশ্যত্ব থাকায় তাঁহাতে স্পৃহার উদয় অবশ্যম্ভাবী। দৃঢ়বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা, শ্রবণমননাদি ভক্তি এবং অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মবিষয়ক নিরন্তর চিন্তনরূপ ধ্যান, ইহাদের প্রত্যেকটির যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ হইলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয়িনী প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ অবশ্যই হইয়া থাকে।) পূর্ব্বোক্ত ঐ পূর্ব্বপক্ষ গর্হিত। সংরাধন অর্থাৎ (সম্যক্ রাধন—আনন্দপ্রদানকার্য্যরূপ) সম্যগ্ ভক্তি সাধিত হইলেই চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অসৌ অর্থাৎ ঐ প্রত্যগাত্মা গ্রাহ্য হন। ইহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে—প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ অর্থাৎ 'প্রত্যক্ষ'—শ্রুতি ও অনুমান—স্মৃতিবাক্য দ্বারা। শ্রুতিপ্রমাণ যথা—**কঠোপনিষদে** উক্ত হইয়াছে— 'পরাঞ্চিখানি' ইত্যাদি—অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা জীবের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্ম্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তজ্জন্য জীব বহির্বিষয়াসক্ত হইয়া অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। ইহাতে জীবে যে মুক্তির আত্যন্তিক অভাব আছে, তাহা মনে করিতে হইবে না। যেহেতু কোন ধীর—বুদ্ধিমান্—বিচক্ষণ জীব অমৃতত্বলাভের কামনায় যাদৃচ্ছিক সৎসঙ্গলব্ধ ভগবদ্ভক্তিদ্বারা বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-গণকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া সেই প্রত্যগাত্মা পরমেশ্বর শ্রীহরির দর্শন লাভ করিয়াছেন। **মুণ্ডকোপনিষদেও** কথিত আছে—শাস্ত্রজ্ঞান-প্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব হইবার পর সেই প্রত্যগাত্মাকে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করে। বিদ্বদ্ভক্তদৃশ্যত্ব শ্রুত হওয়ায় তিনি যে প্রত্যক্ষী-ভূত হন, ইহা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হইতেছে। স্মৃতি-বাক্যেও অর্থাৎ শ্রীভগবদ্গীতাশাস্ত্রেও কথিত হইতেছে— হে অর্জ্জুন, "তুমি যে বিজ্ঞান-সহকারে আমার নিত্য নরাকার দর্শন করিলে তাহা বেদপাঠ, তপস্যা, দান, ইজ্যা (পূজা) প্রভৃতি উপায় দ্বারা কেহ দর্শন করিতে শক্য (সমর্থ) হন না। হে অর্জ্জুন, অনন্যভক্তি-দ্বারাই আমি এইরূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও সাক্ষাৎকৃত হই।" সুতরাং সম্যগ্ ভক্তিদ্বারাই যে শ্রীহরি সাক্ষাৎকৃত হইয়া থাকেন, ইহাই সিদ্ধান্তিত হইতেছে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ভক্তিভাবিত হইলে তদ্দ্বারা তিনি বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় হন।

'ধীর' অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ হওয়াই প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রাসপঞ্চাধ্যায়ের সর্ব্বশেষশ্লোকে ধীর-ব্যক্তিসম্বন্ধেই শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভের আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপে অচিরেই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছা-রূপ হৃদ্‌রোগ কাম দূর করতঃ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছারূপ প্রেমসম্পল্লাভের কথা বলা হইয়াছে। 'লব্ধা সুদুর্ল্লভম্' শ্লোকেও 'ধীর' ব্যক্তিরই পরমমঙ্গল-স্বরূপ হরিভজনের জন্য তৎপরতা জাগে, ইহা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এস্থলেও ধীরব্যক্তিই যে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন লাভ করিয়া শ্রীশ্যামসুন্দরের অসমানোর্দ্ধ শ্রীরূপদর্শনে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারেন, তাহা বলা হইতেছে।

'অনয়ারাধিতো নূনং' শ্লোকে আরাধিকা—শ্রীরাধিকাকেই সংরাধিকা বলা হইয়াছে। আরাধ্য শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন, ব্রজবধূবর্গ ও তৎশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুরাজ-নন্দিনী আরাধিকা বা সংরাধিকা—শ্রীরাধিকা কর্ত্তৃক যে 'উপাসনা' কল্পিতা, তাহাই পরমরমণীয়া উপাসনা, পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমই একমাত্র পরমপুরুষার্থ এবং শ্রীমদ্ভাগবতই প্রমাণ-শিরোমণি,—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মত-স্বারস্য। প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার আনুগত্যময়ী এই আরাধনাই সংরাধনা। ইহা ব্যতীত কোন প্রেমহীন আরাধনা-দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ।
কৃষ্ণবশহেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ পঃ

"ঐছে শাস্ত্রে কহে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি'।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥"

—ঐ ২০শ পঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু নববিধা ভক্তিকে ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেমদানে মহা-সমর্থা বলিয়াও তন্মধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়াছেন। দশ অপরাধ শূন্য হইয়া এই 'নাম' গ্রহণ করিতে পারিলে অচিরেই নামে প্রেমোদয় সম্ভব হইবে। যথা—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥
অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥"

—চৈঃ চঃ অঃ ৪র্থ ও ৭ম পঃ

শুদ্ধভক্তি ব্যতীত প্রেমোদয় সম্ভব হয় না। অন্যাভিলাষিতা শূন্যা, জ্ঞান-কর্ম্মাদি আবরণশূন্যা, অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনময়ী ভক্তিকেই শ্রীল রূপপাদ উত্তমা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি বলিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কহিলেন—

"অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই 'শুদ্ধভক্তি', ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শঃ

পঞ্চরাত্রে বলিতেছেন—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

অর্থাৎ "সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম ভক্তি। এই ('স্বরূপ' লক্ষণময়ী) সেবার দুইটি 'তটস্থ' লক্ষণ, যথা—ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নির্ম্মলা থাকিবে।" (চৈঃ চঃ অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীমদ্ ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

"মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্য ব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥"

—ভাঃ ৩।২৯।১০-১৩

অর্থাৎ "আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী আমাতে সাগরের প্রতি গঙ্গাজল-প্রবাহের ন্যায় যে

আত্মার অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতি উদিত হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি ফলাভিসন্ধানরহিতা ও দ্বিতীয়াভিনিবেশজ প্রাকৃত ভেদলক্ষণ-রহিতা। আমার ভক্তগণকে সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (সমানরূপতা), সামীপ্য (নৈকট্য লাভ), একত্ব (সাযুজ্য) প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার অপ্রাকৃত নিত্যসেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কিছুই প্রার্থনার নাই। ইহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা হয়। এই ভক্তিযোগের দ্বারা জীব ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন।"

সুতরাং "পাঞ্চরাত্রিক এবং ভাগবতসম্প্রদায়, এই উভয় মতই একার্থ-প্রতিপাদক।"

শ্রবণাদি সাধনভক্তি যজন করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি-ক্রমে ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি হয়। এই আসক্তিই সাধনভক্তির সপ্তম স্তর, ইহা গাঢ় হইলে 'রতি' বা 'ভাব' ভক্তি, রতি গাঢ় হইলে 'প্রেম' নাম ধারণ করে। ক্রমশঃ প্রেমবৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়।

বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়কেই ফলাধ্যায় বলে। ইহার আবৃত্ত্যধিকরণের প্রথম সূত্রেই—

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"॥

অর্থাৎ শ্রবণাদি পুনঃ পুনঃ আবশ্যক। যেহেতু শ্বেতকেতুর প্রতি 'স য এষোঽণিমা' (এই যে অণু-পরিমাণ ইনিই সেই আত্মা), 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' (এই সমগ্র চরাচরবিশ্ব এই ব্রহ্ম-স্বরূপ), 'তৎ সত্যং' (সেই ব্রহ্মই একমাত্র সৎস্বরূপ), 'স আত্মা' (তিনিই আত্মা), 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!' (অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো, তুমিই তৎ সেই অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম অথবা তস্য ত্বম্ অসি অর্থাৎ তাঁহার তুমি)—এইরূপে নয়বার আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে

দুর্জ্জেয় শ্রীহরির সাক্ষাৎকার পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গ যজন হইতে হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য ৩য় পরিচ্ছেদে শ্রীল নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের উক্তি হইতে পাওয়া যায়—

"নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥"

ঐ মধ্য ২৫শ পরিচ্ছেদেও উক্ত হইয়াছে—

"নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর "সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর" ইত্যাদি শ্রীমুখোক্তি হইতে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের নিরন্তর আবৃত্তির উপদেশ পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণেও নামাপরাধক্ষয়ের জন্য অবিশ্রান্ত নাম গ্রহণোপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে—

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি যৎ॥"

অর্থাৎ নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের নামসমূহই অপরাধ বিনাশ করে। অবিশ্রান্তভাবে উচ্চারিত হইলে তাঁহারাই অর্থকর হন অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধ করিয়া থাকেন।

এই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়—

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২০।১৩-১৪

বেদান্তসূত্রের ফলাধ্যায়ের শেষ দ্বাবিংশ সূত্রে উক্ত হইয়াছে—

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"

—ব্রঃ সূঃ ৪।৪।২২

অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞানসহ তাঁহার উপাসনা-প্রভাবে শ্রীভগবল্লোক (গোলোক-বৈকুণ্ঠ) প্রাপ্ত মুক্ত জীবের আর তথা হইতে ইহলোকে পুনরাবৃত্তি লাভ করিতে হয় না। যেহেতু 'শব্দাৎ' অর্থাৎ শ্রুতি-বাক্য হইতে উহা প্রমাণিত হয়।

শ্রুতিবাক্য যথা—

"এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে"। "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে।"

অর্থাৎ এই ব্রহ্মের আশ্রিত মুক্ত পুরুষ আর

সংসারের আবর্ত্তে আসেন না। সেই মুক্তপুরুষ জীবিত-কালপর্য্যন্ত এইরূপে অতিবাহিত করিয়া মৃত্যুর পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তথা হইতে আর পুনরাবৃত্ত হন না।

স্মৃতিবাক্যেও অর্থাৎ গীতাতেও আছে—

"মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

অর্থাৎ "ভক্তিযোগিসকল অনিত্য ও দুঃখালয়রূপ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, যেহেতু তাঁহারা পরমা সংসিদ্ধি লাভ করেন" অর্থাৎ আমার লীলাপরিকরত্ব প্রাপ্ত হন।

"ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকই অনিত্য, সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জন্ম সম্ভব। কিন্তু যিনি কেবলা ভক্তির বিষয়রূপ আমাকে আশ্রয় করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। অর্থাৎ কেবলা ভক্তি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত গতাগতির নিবৃত্তি নাই।

বেদান্তসূত্রের সমাপ্তি-সূচনার্থ ঐ সূত্রের দুইবার আবৃত্তি হইয়াছে।

অবশ্য ব্রহ্মা "তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগঃ" ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকে ভগবদ্ভক্তের দাসানুদাস হইয়া তাঁহার একটু সেবা-সৌভাগ্য লাভকেই একমাত্র শ্রেয়ঃ বিচার করিয়া যে কোন যোনিতে জন্ম লাভের প্রার্থনা জানাইতে-ছেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাই গাহিয়াছেন—

জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর॥
কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ॥ ইত্যাদি।

শ্রীভগবন্নাম-মাহাত্ম্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

হরিনাম এ জগতের বস্তু নন। হরিনাম সাক্ষাৎ শ্রীহরি। জগদুদ্ধারার্থ শ্রীহরি শব্দকুলে নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হরিনাম শব্দ নহেন—শব্দ-ব্রহ্ম। যেই নাম, সেই কৃষ্ণ। নামই হরি, হরিই নাম। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব বলিয়াছেন—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎনিস্তার॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১৭।২২)

কলিকালে ভগবান্ শ্রীহরি নামরূপে অবতীর্ণ হইয়া-ছেন। হরিনাম হইতেই জগতের লোকের উদ্ধার হইবে—জগদ্বাসী সুখী হইবে। হরিনাম ভগবানের অবতার। হরিনাম জগদীশ্বর। হরিনামই ভগবান্, হরিনামই সুখ, হরিনাম-কীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম। এইজন্য কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য কোন গতি বা আশ্রয় নাই। হরিনামই উপাসনা, হরিনামই উপাস্য, হরিনামই সাধনা, হরিনামই সাধ্য। হরিনাম ভগবান্ ও ভক্তি যুগপৎ। এ জগতে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ আছে, কিন্তু বৈকুণ্ঠে নাম-নামীতে ভেদ নাই। শালগ্রাম শিলাকুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন শিলা নহেন, পরন্তু সাক্ষাদ্ভগবান্, গঙ্গা জল-কুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন জল নহেন, গঙ্গা সাক্ষাৎ বিষ্ণু-চরণামৃত জলব্রহ্ম—সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সেইরূপ শ্রীহরিনাম শব্দকুলে আসিয়াছেন বলিয়া শব্দ নহেন, পরন্তু শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান্। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৩০—১৩২) —

"'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুই ত' সমান।
'নাম', 'বিগ্রহ,' 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন 'চিদানন্দরূপ'॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ॥"

কূর্ম্মপুরাণ ও বরাহপুরাণ বলেন—'দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ'। অর্থাৎ ভগবানের দেহ-দেহীতে এবং নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই।

কৃষ্ণনাম যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণও বলেন—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

কৃষ্ণনাম চিন্তামণির ন্যায় যাবতীয় অভীষ্ট পূর্ণ করেন বলিয়া সাক্ষাৎ চিন্তামণি। বৈকুণ্ঠে নাম ও নামীতে ভেদ নাই বলিয়া কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। কৃষ্ণনাম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। কৃষ্ণনাম পূর্ণবস্তু, বিভুবস্তু, ব্রহ্মবস্তু। কৃষ্ণনাম শুদ্ধ অর্থাৎ পরম পবিত্র এবং পতিত-পাবন। কৃষ্ণনাম নিত্যমুক্ত—অর্থাৎ মায়াতীত ও মায়াধীশ। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ অভিন্নবস্তু অর্থাৎ কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। তাই শাস্ত্র বলেন—

"অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা-বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম, সব—চিদানন্দ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৩৪-১৩৫)

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণনামের অর্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ অঃ ৭।৮১)—

প্রভু কহে—"কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর', 'যশোদানন্দন'—এই মাত্র জানি॥"

শাস্ত্র বলেন—

"তমালশ্যামল-ত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥"

(নাম-কৌমুদী)

কৃষ্ণনামের গায়ের রং—শ্যামবর্ণ। কৃষ্ণনাম—যশোদার দুলাল। কৃষ্ণনাম—শ্যামসুন্দর, ভুবনসুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। কৃষ্ণনাম—নন্দের নন্দন, যশোদার দুগ্ধপোষ্য বালক, ইহাই কৃষ্ণনামের সহজার্থ বা প্রকৃত অর্থ—একথা বিভিন্ন শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কৃষ্ণনাম যেমন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, কৃষ্ণমন্ত্রও তদ্রূপ সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। এই কৃষ্ণমন্ত্র হইতে সংসার মুক্তি হয় এবং কৃষ্ণনাম হইতে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। তাই শাস্ত্র বলেন—

"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩, ৭৪, ৮৪)

কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া কৃষ্ণনামাশ্রয়ই কৃষ্ণাশ্রয়, কৃষ্ণনাম-ভজনই কৃষ্ণভজন, নামসেবাই কৃষ্ণসেবা, নাম-প্রাপ্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তি। এই নামরূপী ভগবানের কৃপায় জীব অনায়াসে সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিবে।

শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদেও আমরা পাই—

"'উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান'?
'শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম'॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫৫)

এখন প্রশ্ন—রাধাকৃষ্ণনাম-জপের কি ফল? তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন—

"রাধাকৃষ্ণেতি হে রাজন্ যে জপন্তি পুনঃ পুনঃ।
চতুষ্পদার্থাঃ কিং তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণোঽপি লভ্যতে॥"

(গর্গসংহিতা)

প্রত্যহ রাধাকৃষ্ণনাম জপ করিলে মহাপুণ্য হয়, অর্থলাভ হয়, নানাপ্রকার বিষয়সুখ লাভ হয়, যাবতীয় কামনা পূর্ণ হয়, সংসার হইতে মুক্তি হয়, ভক্তি হয়, প্রেমলাভ হয় এবং ভগবৎ-প্রাপ্তিও হইয়া থাকে।

"রাধানাম-সুধাযুক্তং কৃষ্ণনাম-রসায়নম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় ব্যাধিভিশ্চ ন বাধ্যতে॥"

(রাসোল্লাস তন্ত্র)

যাঁহারা প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া রাধাকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের কোন ব্যাধি হয় না।

"যশ্চোচ্চৈরুচ্চাতে রাগৈ র্রাধাকৃষ্ণ-পদদ্বয়ম্।
বামে চ দক্ষিণে তস্য রাধাকৃষ্ণোঽনুধাবতি॥"

যাঁহারা আদরের সহিত রাধাকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন হন এবং

তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিবার জন্য তৎপশ্চাতে ধাবিত হন।

"মুচ্যন্তে সর্ব্বপাপেভ্যো রাধাকৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্।
সুখেন প্রেমসম্পত্তিং লভতে হ্যাশু বৈষ্ণবঃ॥"

রাধাকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলে যাবতীয় পাপ নষ্ট হয় এবং শীঘ্র অনায়াসে প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

"রাধাকৃষ্ণ-মহামন্ত্রং যো জপেদ্ভুক্তি-মুক্তিদম্।
অন্তকালে ভবত্তস্য রাধাকৃষ্ণেতি সংস্মৃতিঃ॥"

যাঁহারা রাধাকৃষ্ণনাম জপ করেন, অন্তিমসময়ে রাধাকৃষ্ণের চিন্তা হওয়ায় তাঁহারা দেহত্যাগের পর গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়া ধন্য হন।

শাস্ত্রে আমরা আরও পাই—

"কৃষ্ণনাম্নঃ পরং নাম ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
সর্ব্বেভ্যশ্চ পরং নাম কৃষ্ণেতি বৈদিকা বিদুঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

ভগবানের যত নাম আছে, তার মধ্যে কৃষ্ণনাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণনাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠনাম আর কিছু নাই বা হইতে পারে না।

"বিষ্ণোর্নাম্নাং চ সর্ব্বেষাং সারাৎসারং পরাৎপরম্।
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম সুন্দরং ভক্তিদাস্যদম্॥"

(ঐ ৪।১৩ অধ্যায়)

যাবতীয় ভগবন্নাম সমূহের মধ্যে কৃষ্ণনামই সারাৎসার। কৃষ্ণনাম পরম মঙ্গল, পরম সুন্দর ও পরম দয়ালু। কৃষ্ণনাম কৃপাপূর্ব্বক জীবকে ভক্তি বা দাস্য দান করিয়া কৃতার্থ করেন।

ভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন—

'নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।'

কৃষ্ণনামই আমার মুখ্য-নাম বা সর্ব্বোত্তম নাম।

"সত্যং ব্রবীমি তে শম্ভো গোপনীয়মিদংমম।
মৃত্যুসঞ্জীবনীং নাম কৃষ্ণাখ্যম ধারয়॥"

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

ভগবান্ বলিতেছেন—হে শিবজী, আজ তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলিতেছি। আমার কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ মৃতসঞ্জীবনী। এই নাম জপ করিলে জীব মৃত্যু বা সংসার হইতে উদ্ধার পাইয়া অনায়াসে আমাকে লাভ করিতে পারিবে।

"ইদমেব হি মাঙ্গল্যমেতদেব ধনার্জ্জনম্।
জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্ যদ্দামোদর-কীর্ত্তনম্॥"

(স্কন্দপুরাণ)

কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র মঙ্গল। কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন দ্বারাই অনায়াসে পরমার্থধন বা প্রেমধন লাভ করা যায়। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন দ্বারাই জীবন সার্থক হয়।

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥" (ঐ)

কৃষ্ণনাম মধুর হইতেও মধুর—পরম-মধুর এবং মঙ্গল হইতেও মঙ্গল অর্থাৎ পরম-মঙ্গল। কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কিছুর দ্বারা এত মঙ্গল হয় না। কৃষ্ণনাম বিভুচৈতন্য বস্তু। বেদের সৎফল হ'লেন—কৃষ্ণনাম। শ্রদ্ধায় বা হেলায় একবার মাত্র কীর্ত্তন করিলেই কৃষ্ণনাম জীবকে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিয়া থাকেন। এত তাঁর দয়া!

"কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মী ভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতক-কোটয়ঃ॥"

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

যাঁহারা মঙ্গলময় কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের কোটী কোটী পাপ ও অপরাধ সবই নষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীসনাতন টীকা—যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে শ্রদ্ধাদিকমন্তরেণ সাঙ্কেত্যাদিনা কথঞ্চিদপি জিহ্বায়াং স্বয়মেব উদেতি। তস্য পাপানি সদ্যো ভস্মী ভবন্তি। ন কেবলমেতাবদেব, কিন্তু পরমশুভাবহং পরমসুখাত্মকঞ্চ ইতি আহ মঙ্গলম্।

শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিও যদি সঙ্কেত ও হেলা প্রভৃতির দ্বারা একবারও কৃষ্ণনাম করেন, তাহা হইলে সেই নামাভাসের ফলে তাহার যাবতীয় পাপ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়। মঙ্গলমূর্ত্তি কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা কেবল যে পাপ নষ্ট হয় এরূপ নহে, পরন্তু পরম-মঙ্গলকর ও পরম সুখকর শুদ্ধভক্তিও লাভ হইয়া থাকে।

শাস্ত্র বলেন—

"অতীতাঃ পুরুষাঃ সপ্তঃ ভবিষ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ।
নরস্তারয়তে সর্ব্বান্ কলৌ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাৎ॥"

কলিকালে যাঁহারা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের অতীত সাত পুরুষ এবং ভবিষ্যৎ চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার লাভ করেন।

"বর্ত্তমানন্ত যৎপাপং যদ্ভুতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানল-কীর্ত্তনাৎ॥"

(লঘুভাগবতামৃত)

কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে আমরা যে পাপ করি তাহা সমস্তই সমূলে বিনষ্ট হয়।

মহাজনও গাহিয়াছেন—

"মুখে বাণী থাকিতে না লয় কৃষ্ণনাম।
তেঞি লোক ভ্রমরে সংসার অবিরাম॥
সুখে ভব তরিতে যাহার চিত্ত ধরে।
সে-জন কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম করে॥
কৃষ্ণনাম বিনে ভাই গতি নাহি আন।
কৃষ্ণ না ভজিলে নাহি হয় পরিত্রাণ॥
কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই, যম আছে পিছে॥
নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
নাম বিনা কলিকালে গতি নাহি আর॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীহরিদাসঠাকুরের সংলাপে আমরা শ্রীহরিনামের অত্যদ্ভুত মহিমা জানিতে পারি। শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"হরিদাস, কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণে হিংসা করে মহাদুরাচার॥
ইহা সবার কোন্‌মতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার॥
হরিদাস কহে,—প্রভু চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি' দুঃখ না ভাবিহ॥
যবন-সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
'হারাম', 'হারাম' বলি কহে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে—হা রাম, হা রাম।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥
যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।৫০-৫৫)

"দংষ্ট্রি-দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হা রামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥"

(নৃসিংহ-পুরাণ)

বনে যাইতে যাইতে জনৈক মুসলমান বন্যবরাহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঘৃণার সহিত 'হারাম' 'হারাম' বলিতে বলিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মুসলমানগণ শূকরকে হারাম বলে। মৃত্যুকালে শূকরকে লক্ষ্য করিয়া ঘৃণার সহিত পুনঃ পুনঃ 'হারাম' শব্দ বলায় সে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছিল। সুতরাং শ্রদ্ধার সহিত হা রাম বা রাম নাম উচ্চারণ করিলে যে মহামঙ্গল হইবেই, তাহা বলাই বাহুল্য। 'হারাম' শব্দে রাজমহিষীর ন্যায় কোন ব্যবধান বা বাধা না থাকায় সেই ম্লেচ্ছের নামাভাস হইয়াছিল। নামের মধ্যে এইরূপ কোন ব্যবধান না থাকিলে নামের ফল হইবেই। শাস্ত্রে বলেন—

"রাম দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী 'হা' শব্দ তাহাতে ভূষিত॥
নামের অক্ষর-সবের এই ত' স্বভাব।
ব্যবহিত নৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।৫৮-৫৯)

শ্রীবরাহপুরাণে বলেন—কশ্চিজ্জলে মগ্নং জপপরং ব্রাহ্মণং ভক্ষয়িতুমাগতস্য ব্যাঘ্রস্য তেনৈব ব্যাধেন হতস্য অকস্মাদুদ্গতভগবন্নামশ্রবণেনৈব মুক্তির্জাতা।

(বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।২।১৭৩ টীকা)

বরাহপুরাণ পাঠে জানা যায়—একদিন কোন ব্রাহ্মণ বনমধ্যে কোন নদীতে স্নান করিয়া ভগবানের নাম জপ করিতেছিলেন। এমন সময় দৈবক্রমে একটা বাঘ সেই ব্রাহ্মণকে খাইবার জন্য তথায় আসে। আশ্রিত-বৎসল ভগবানের কৃপায় একজন ব্যাধ আসিয়া সেই বাঘটাকে তীরবিদ্ধ করে। ব্যাধের আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত সেই বাঘ মৃত্যুকালে সেই ব্রাহ্মণের উচ্চারিত ভগবন্নাম শ্রবণ করিয়া মুক্তিলাভ করে।

আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম॥
নাম্নৈব কারণং জন্তো নাম্নৈব প্রভুরেব চ।
নাম্নৈব পরমারাধ্যো নাম্নৈব পরমো গুরুঃ॥
নামযুক্তান্ জনান্ দৃষ্ট্বা স্নিগ্ধো ভবতি যো নরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুনঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, যাহারা শ্রদ্ধায় বা হেলায় আমার নাম-কীর্ত্তন করে, আমি তাহাদিগকে কখনও ভুলিতে পারি না এবং তাহাদের কথা আমি সব সময় হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকি।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ। এইজন্য নামই জীবের পিতা, নামই জীবের প্রভু, নামই জীবের রক্ষক, নামই জীবের পালক, নামই জীবের নিয়ামক, নামই জীবের নিত্যারাধ্য এবং নামই জীবের পরমপূজ্য।

যিনি নামকীর্ত্তনকারী ভক্তকে আদর করেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হন, তিনিও বৈকুণ্ঠে গমন করতঃ ভগবানের সেবা লাভ করিয়া ধন্য হন।

অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি দৃঢ়তার সহিত ভগবন্নাম কীর্ত্তন কর। তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। কারণ যিনি হরিনাম করেন, তিনিই আমার প্রিয়। সেই নামপরায়ণ ভক্তকে আমি অত্যধিক ভালবাসি।

শাস্ত্র আরও বলেন—

"অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত)

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হরিনাম করিলেও জীবের যাবতীয় পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে।

"স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥" (ঐ)

চৌর্য্য, মদ্যপান, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, পিতৃহত্যা প্রভৃতি পাপ হরিনামকীর্ত্তনের দ্বারা ত' নষ্ট হয়ই, এমনকি ভগবান্ শ্রীহরি তাহাকে আপনজ্ঞান করতঃ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন।

মহাভারতে ভগবান্ বলিতেছেন—

"ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥"

বস্ত্রহরণের সময় দ্রৌপদী বিপন্ন হইয়া পরমার্ত্তির সহিত দূরবর্ত্তী আমাকে 'হে গোবিন্দ' বলিয়া ডাকিয়াছিল। আমি তাহাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আজপর্য্যন্ত তাহার সেই ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া তাহার প্রেমবশ্য হইয়া আছি।

নৃসিংহপুরাণ বলেন—

"যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ॥"

এতদাখ্যায়িকা চ শ্রীনৃসিংহপুরাণে প্রসিদ্ধা—ধর্ম্মরাজতো নামমাহাত্ম্যমাকর্ণ্য শ্রীনারদেন গত্বা উপদিষ্টং ভগন্নামকীর্ত্তনং কুর্ব্বন্তো নরকভোগার্ত্তাঃ সদ্যঃ সুখিনো ভূত্বা বৈকুণ্ঠলোকং যযুঃ।

(শ্রীল সনাতন গোস্বামী টীকা)

একদিন ধর্ম্মরাজ যম নরকস্থ নিজ সভায় হরিনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন যে—নারকীগণও যদি হরিনাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ নরক দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। শ্রীনারদ এ কথা শুনিয়া নারকীগণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে এই কথা জানাইলে নারকীগণ নারদের উপদেশে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া নরক হইতে উদ্ধার লাভ করতঃ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিল।

বৃহন্নারদীয়পুরাণ বলেন—

"জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বিষ্ণোর্লোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তি দুর্ল্লভম্॥"

যাঁহারা হরিনাম কীর্ত্তন করেন তাঁহারা বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে আর এই দুঃখকর জগতে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

শাস্ত্র বলেন—

"আর্ত্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা ঘোরেষু চ ব্যাধিষু বর্ত্তমানাঃ।
সংকীর্ত্ত্য নারায়ণশব্দমেকং বিমুক্তদুঃখা সুখিনো ভবন্তি॥"

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

যাঁহারা নারায়ণ নাম জপ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা দারিদ্র্যদুঃখ, শত্রুভয়, দস্যুভয় এবং দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিশ্চিন্ত ও সুখী হইয়া থাকেন।

"সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
সর্ব্বদুঃখক্ষয়করং হরিনামানুকীর্ত্তনম্॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

হরিনাম কীর্ত্তন করিলে যাবতীয় পাপ, অশান্তি, উদ্বেগ, ভয় ও বিপদ প্রভৃতি উপদ্রব এবং সর্ব্ববিধ দুঃখ নাশ হইয়া থাকে।

"আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্॥"

ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে দৈহিকরোগ এবং মানসিক অশান্তি সবই দূর হয়।

পরাশর-সংহিতায়াং সাম্বং প্রতি ব্যাসোক্তিঃ—

"ন সাম্বং ব্যাধিজং দুঃখং হেয়ং নান্যৌষধৈরপি।
হরিনামৌষধং পীত্বা ব্যাধিস্ত্যাজ্যো ন সংশয়ঃ॥"

ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব রোগাক্রান্ত সাম্বকে বলিলেন—হে সাম্ব, দুরারোগ্য ব্যাধি কোন ঔষধেই না সারিলে, হরিনামরূপ মহৌষধ-পানের দ্বারা তাহা নিশ্চয়ই নিরাময় হইবে জানিও।

"কীর্ত্তনাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
যক্ষ-রাক্ষস-বেতাল-ভূত-প্রেত-বিনায়কাঃ॥
ডাকিন্যো বিদ্রবন্তি স্ম যে তথান্যে চ হিংসকাঃ।
সর্ব্বানর্থহরং তস্য নামসংকীর্ত্তনং স্মৃতম্॥"

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

অসীমশক্তিশালী ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিলে ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানব, দৈত্য, ডাকিনী, যোগিনী এবং হিংসক দুর্ব্বৃত্তগণও তথায় যাইতে পারে না।

স্কন্দপুরাণ বলেন—

"তীর্থকোটিসহস্রাণি ব্রতকোটিশতানি চ।
তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥"

হরিনাম কীর্ত্তন করিলে কোটি কোটি তীর্থভ্রমণ এবং কোটি কোটি ব্রত করার ফল লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য হরিনাম-পরায়ণ ভক্তগণের তীর্থ-ভ্রমণের আবশ্যক হয় না।

"গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগে গঙ্গোদককল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ॥"

(লঘুভাগবতামৃত)

গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিলে যে ফল হয়, সূর্য্য-গ্রহণে কোটি গোদান, প্রয়াগে কল্পবাস, সহস্র সহস্র যজ্ঞ এবং প্রচুর সুবর্ণ দান করিলেও তাহার শতাংশের একাংশ ফলও লাভ করা যায় না।

"মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসংকীর্ত্তনং তব॥"

(ভাঃ ৮।২৮।১৬)

মন্ত্রজপ ও অর্চ্চনের সময় সাধকের যে ত্রুটী-বিচ্যুতি হয়, অর্চ্চনান্তে হরিনাম-সংকীর্ত্তন করিলে তাহা নির্দ্দোষ ও অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

"হৃদিকৃত্বা তথা কামমভীষ্টং দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
একং নাম জপেদ্ যস্তু শতং কামানবাপ্নুয়াৎ॥"

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

একটি কামনা-পূর্ত্তির জন্য হরিনাম করিলে দয়াময় ভগবন্নাম তাহার শতকামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

"সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যমায়ুষ্যং ব্যাধিনাশনম্।
ভুক্তি-মুক্তিপ্রদং দিব্যং বাসুদেবস্য কীর্ত্তনম্॥" (ঐ)

কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলে মহামঙ্গল হয়, যাবতীয় অমঙ্গল দূর হয়, পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হয়, ব্যাধি নাশ হয়, বিষয়সুখ লাভ হয় এবং সংসার হইতে মুক্তিও লাভ হইয়া থাকে।

"ন দেশকালনিয়মো ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ।
পরং সঙ্কীর্ত্তনাদেব রামরামেতি মুচ্যতে॥"

(বৈশ্বানর-সংহিতা)

সর্ব্বদেশে, সকল সময়ে এবং অশৌচকালেও হরি-নাম কীর্ত্তন করিলে জীবের মহামঙ্গল হইয়া থাকে।

অশুচি অবস্থায় এবং সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা হরিনাম করিতে কোন নিয়ম বা বাধা নাই।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

যদি আমাদের মন কিছুতেই স্থির না হয় এবং ভগবানে না লাগে, তাহা হইলে একমাত্র নিরন্তর হরিনাম-কীর্ত্তনের দ্বারাই চিত্ত স্থির হইবে এবং ভগবানে মতি জাগিবে। ভগবানে চিত্ত না লাগিলে চিত্ত কখনই স্থির হইবে না। অনুক্ষণ হরিনাম কীর্ত্তনের দ্বারাই তাহা সম্ভব।

"বিষ্ণোর্নামৈব পুংসাং শমলমপহরৎ পুণ্যমুৎপাদয়চ্চ
ব্রহ্মাদি-স্থানভোগাদ্বিরতিমথগুরোঃ শ্রীপদদ্বন্দ্বভক্তিম্।
তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণোরিহমৃতিজননভ্রান্তিবীজঞ্চ দগ্ধ্বা
সম্পূর্ণানন্দবোধে মহতি চ পুরুষে স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তম্॥"

(পদ্যাবলী ২৪)

ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিলে পাপ নষ্ট হয়, পুণ্য লাভ হয়, গুরুতে অচলা ভক্তি হয়, বিষয়-ভোগের প্রতি বিরক্তি আসে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, সংসার হইতে মুক্তি হয় এবং ভগবানে ভক্তি লাভ হওয়ায় জীব চিরসুখী হইয়া থাকে।

"কৃষ্ণস্য নানাবিধ-কীর্ত্তনেষু তন্নাম-সংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্।
তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্ শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ॥"

কৃষ্ণের নামকীর্ত্তন, রূপকীর্ত্তন, গুণকীর্ত্তন, লীলাকীর্ত্তন প্রভৃতির মধ্যে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা মুখ্য। কারণ ইহার দ্বারা শীঘ্রই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

"নামসংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ॥"

(বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৩।১৫৮, ১৬৪)

নাম-সংকীর্ত্তনের ন্যায় এমন বলিষ্ঠ-সাধন, শক্তিশালী-সাধন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন আর কিছু নাই।

শাস্ত্র বলেন—

"ত্যজন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে নিন্দন্তু গুরবো জনাঃ।
তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবনম্॥"

(শ্রীমৎ কুলশেখর কৃত মুকুন্দমালা স্তোত্র)

আত্মীয়-স্বজনগণ আমাকে পরিত্যাগ করেন করুন, গুরুজনগণ আমাকে নিন্দা করেন করুন, তথাপি কৃষ্ণনামই আমার একমাত্র জীবন, কৃষ্ণনামই আমার একমাত্র আশ্রয়। কৃষ্ণনাম পরিত্যাগ করার সাধ্য আমার নাই।

"নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥"

বিরহ-সংবাদ

স্বধামে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ বিগত ২৯শে কার্ত্তিক ইং ২৬।১১।৭৪ শনিবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে রাত্রি পৌনে এগার টার সময় কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রায় ৭৬ বৎসর বয়সে মঠবাসী বৈষ্ণবগণের মুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে নির্য্যাণ লাভ করেন। তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণান্তিকে শ্রীহরিনামদীক্ষা গ্রহণ ও তাঁহার নিত্যলীলা প্রবেশের পর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ হইতে অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীভগবৎসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তৎপর বিগত ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ইং ১২।৬।১৯৬২ তারিখে মঙ্গলবার শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বৈদিক ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শেষ জীবনের অধিকাংশ কালই তথায় অবস্থান করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও সরল-প্রকৃতির বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার বিরহে আমরা সন্তপ্ত।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা '৬২

(২) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—ভিক্ষা ১'৫০

(৩) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১'০০

(৪) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— '৫০

(৫) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, '৬২

(৬) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১'২৫

(৭) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE— Re. 1.00

(৮) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ,, ৬'০০

(৯) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১'০০

(১০) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১'৫০

(১১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] ... — ১০'০০

(১২) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — — '২৫

দ্রষ্টব্য :— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

বিগত ২৪ আষাঢ়, (১৩৭৫) ; ৮ জুলাই (১৯৬৮) সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি-উক্ত ঠিকানায় স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীমঠের ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। (ফোন : ৪৬-৫৯০০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৪শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

পৌষ ১৩৮১

সম্পাদক:—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান্ দেবড়ী,(ওল্ড সালারজং মিউজিয়াম), হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

১৪শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮১।
২ নারায়ণ, ৪৮৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১২ পৌষ, মঙ্গলবার; ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৪। { ১১শ সংখ্যা

পারমার্থিক সম্মিলনীতে
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় দিবসের অভিভাষণ

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রনত হই। গতকল্য আমাদের প্রারম্ভিক কতকগুলি কথা বল্‌বার সুযোগ হ'য়েছিল; কিন্তু সেদিন বাস্তবিক কোন প্রস্তাবিত বিষয়ের কথা বলা হয় নাই। সুতরাং আমরা একদিন পেছিয়ে প'ড়েছি। এই আলোচনার উদ্দেশ্য যে, আমরা কিছু ভাল কথা জান্‌তে পারব। যাঁরা এ বিষয়ে অনুরাগবিশিষ্ট বা এ বিষয়ে নিপুণতা লাভ ক'রেছেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা কিছু কথা শুন্‌তে চে'য়েছিলাম। আমরা যখন গুরুপাদপদ্মে বিক্রীত পশুবিশেষ, তখন আমরা কেন অপরের কথাগুলি শুন্‌তে চাই, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন কর্‌তে পারেন। এতৎ সম্বন্ধে আমি গতকল্য কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান ক'রেছি। অসাত্বত শাস্ত্র হ'তেও সাত্বতগণ যেমন তাঁদের বাক্যের দৃঢ়তা স্থাপনের জন্য অনেক অনুকূল বিষয় উদ্ধার করেন অথবা ব্যতিরেকভাবে তাহার আলোচনা করেন, তেমনি আমরাও অপরের কাছ থেকে অনেক কথা শু'নে শ্রৌত বাস্তবসত্যে অধিকতর দৃঢ়তা লাভ কর্‌তে পারি। আমরা ভাগ্যদোষে আধ্যক্ষিক জ্ঞানিগণের অনেক কথা না শু'নে থাক্‌তে পারি, কিন্তু তাঁদের সে-সকল কথা শু'নে হয় ত আমাদের বাক্যের আরও সুদৃঢ়তা হ'তে পারে। তাঁদের নিকট হ'তে কিছু শু'নে আমি অভিজ্ঞতাবাদের পণ্ডিত হ'য়ে যা'ব, এরূপ দুরাশা রাখি না। জাগতিক পাণ্ডিত্য লাভের জন্য বৃথা চেষ্টা আমার নাই। যদি প্রাপঞ্চিক কথায় পাণ্ডিত্যের আবশ্যক হয়, তা' হ'লে সেই ব্যাপারে তাঁদিগের উপরই ভার দেওয়া যেতে পারে। আমরা গুরুপাদপদ্মে শুনেছি,—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥"

আমরা যখন ভগবদ্ভক্তের সেবক—আমরা যখন কর্ম্মি-জ্ঞানিগণের সেবক নই—আমরা যখন হরিজনগণের পাদুকা-বহনকারী, তখন অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানিসম্প্রদায়ের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই—জয়-পরাজয়েরও কোন কথা নাই। তবে আমাদের আবশ্যক পরমার্থ-বিষয়ে যদি কেহ আমাদিগকে সন্ধান দেন, তাঁদের ভাবের দ্বারা, ভাষার দ্বারা যদি আমাদের কিছু আনুকূল্য কর্‌তে পারেন, তজ্জন্যই তাঁদের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হ'য়েছিল; কিন্তু প্রশ্নের ভাষা-গুলিও তাঁরা বুঝ্‌তে পারেন নাই। আমরা কি

উদ্দেশ্যে কি প্রশ্ন ক'রেছি, অধিকাংশ স্থলেই তাঁ'রা তা' বুঝতে পারেন নাই। অনেক স্থলেই তাঁ'দের কার্য্যে যে-কথার আবশ্যক হয়, তা' আমাদের কার্য্যে আসে নাই। কেহ কেহ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে নানা প্রকারে তাঁ'দের দুর্ব্বলতা প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন। আমরা সে সকল কথায় বাধির্য্য লাভ ক'রেছি। কতকগুলি লোক কর্ম্মবীরত্বের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক অন্যাভিলাষের জন্য যত্ন ক'রেছিল— কতকগুলি লোক ব্রহ্মানুসন্ধানের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক কৈবল্যসিদ্ধির জন্য যত্ন ক'রেছিল; কিন্তু আমরা জানি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের উপাসনা ছলনা মাত্র অর্থাৎ সে সকল কেবল আমার অপস্বার্থপরতার সহিত সংশ্লিষ্ট; তা' মুক্ত আত্মার কথা নয়,—Liberated Soulএর কথা নয়, Conditioned Soulএর প্রলাপ মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর একদিন ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে উপদেশ ক'রেছিলেন,—

"যা'রে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।"

আমাদের তখন প্রশ্ন হ'য়েছিল, আমরা যদি নিজেরা সিদ্ধ না হই, তা' হ'লে কিরূপে পরমার্থ আলোচনা কর্‌ব? তখন শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছিলেন,—

"ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পা'বে মোর সঙ্গ॥"

ভগবদ্‌বস্তুর জন্য যত্ন কর, যেখানে ব'সে আছ সেখান থেকেই যত্ন কর। যে যে-দেশে, যে-কালে, যে-পাত্রে থাক না কেন, ভগবদ্বস্তুর জন্য যত্ন কর। শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পালন কর্‌তে হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে যে-সকল কথা শুনেছি, সেই সকল কথা আলোচনা ছাড়া আর উপায় নেই। ভগবৎসেবকের একমাত্র কার্য্য হচ্ছে, যা'তে ভগবৎকার্য্য কর্‌বার কৌশল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। কৃষ্ণে আমাদের মতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। আমরা ধন, জন—কিছুই চাই না—জন্মান্তর-রহিত হ'তে চাই না; জগতে অন্যাভিলাষের বশীভূত হ'য়ে—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রার্থী হ'য়ে নানা লোকে নানা প্রকার দেবতার আরাধনা ক'রে থাকেন। আমরা যখন মহাদেবের নিকট উপস্থিত হই, তখন বলি,—

"বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥"

যখন কাত্যায়নীর নিকট উপস্থিত হই, তখন বলি,—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥"

ব্যাধি নিরাময় হউক, কিম্বা রোগ, রোগী উভয়ই একেবারে বিনষ্ট হ'য়ে মুক্তি লাভ করুক, এরূপ প্রার্থনা আমরা করি না। আমরা তাঁ'দের নিকট উপস্থিত হ'য়ে বলি,—'কৃষ্ণে মতি হউক' আপনারা এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। জগতের লোকে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিষয়ী হ'বার জন্য প্রার্থনা ক'রে থাকেন; কিন্তু আমাদের গুরুপাদপদ্ম উপদেশ করেন,—বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ। অনাত্ম-প্রতীতি বশে যদি আমাদের কৃষ্ণানুসন্ধানের কোন ব্যাঘাত হ'য়ে থাকে, তা'হ'লে সেই ব্যাঘাতের হস্ত হ'তে উদ্ধার লাভের জন্য আলোচনা হউক, এই জন্যই আমাদের প্রশ্ন। অপরের পকেটে হাত দেওয়া—অপরের অসুবিধা করা,—এরূপ নীচ প্রবৃত্তি আমাদের নাই। যাঁরা কাম-ক্রোধের সেবায় রুচিসম্পন্ন, তাঁ'রা অন্যরূপ বিচার কর্‌তে পারেন, কিন্তু আমরা আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট হ'তে শ্রবণ ক'রেছি,—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা দুর্নিদেশা—
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

আমরা ভিক্ষুক, তা' ব'লে আমরা ইন্দ্রিয়ভোগ্য কামনার ভিক্ষুক নই। আমাদের ভিক্ষা ছিল—সকল সাধু-সম্প্রদায় চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা বিচার করুন, তা'হ'লে পরম চমৎকৃত হ'বেন। আমাদের ভিক্ষা,—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥”

শ্রীচৈতন্যদেব যে বিশেষ কথা ব'লেছেন,—মানবের বাসনা হ'তে মুক্ত হ'বার সরল পথ ব'লেছেন, তা' আর কিছু নয়,—ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করা। তিনি বলেছেন,—

“নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥”

বিষ খেয়ে মরে যাওয়া ভাল, তথাপি কৃষ্ণেতর বিষয়ী ও বিষয়ের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়। হরিভজন আরম্ভ করে যে ব্যক্তি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে, তা'র সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। ভরত—যিনি ভারত-বর্ষের রাজা হ'য়েছিলেন, তিনি পূর্ব্বে অনেক সাধনা, তপস্যা ক'রেছিলেন—হরিভজনের পথে অগ্রসর হ'য়ে-ছিলেন ; কিন্তু তাঁ'রও সামান্য একটু কৃষ্ণেতর বিষয়ের অভিলাষ—একটু সৎকর্ম্মী হওয়ার ইচ্ছা—'জীবে দয়া'র পরিবর্ত্তে জীব-সেবা (?) কর্‌বার একটু সামান্য স্পৃহা উদিত হওয়ায় তাঁ'কে হরিণশিশু হ'য়ে জন্ম লাভ কর্‌তে হ'য়েছিল।' তাই আমাদের গুরুপাদপদ্ম আদেশ করেন,—কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত আমাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই—'কৃষ্ণে মতিরস্তু'ই একমাত্র আশীর্ব্বাদ।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর অদ্বৈতবাদ-গ্রহণ-লীলা খণ্ডন কর্‌বার জন্য শ্রীমায়াপুর হ'তে নিত্যা-নন্দ প্রভুর সহিত ললিতপুর হ'য়ে শান্তিপুরে যাচ্ছিলেন, তখন ললিতপুরে একজন দারী সন্ন্যাসীর সহিত তাঁ'দের সাক্ষাৎ হয়। লীলাময় প্রভুদ্বয় কোন এক উদ্দেশ্যে সেই দারী-সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ হ'লে উক্ত সন্ন্যাসী শ্রীমহাপ্রভুকে বালক-বিচারে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলেন,—

'ধন, বংশ, সুবিবাহ, হউক বিদ্যালাভ।'

মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর এই আশীর্ব্বাদ শ্রবণ ক'রে বলেন,—ইহা আশীর্ব্বাদ নয়,—অভিশাপ। 'কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ হউক'—এইরূপ আশীর্ব্বাদই প্রকৃত আশীর্ব্বাদ। দারী সন্ন্যাসী এই কথা শু'নে মহাপ্রভুকে ব'ল্‌লেন যে, তিনি পূর্ব্বে যা' শুনেছিলেন আজ প্রত্যক্ষ তা'র নিদর্শন পেলেন। আজকাল লোককে ভাল ব'ল্‌লে লোক তা'কে “ঠেঙ্গা লয়ে মার্‌তে যায়।” এই ব্রাহ্মণ কুমারেরও সেরূপ আচরণ দেখ্‌ছি। কোথায় আমি পরম সন্তোষে ইহাকে 'ধনে জনে লক্ষ্মীলাভ হউক' বর দিলাম—ইহার উপকার কর্‌তে গেলাম, আর এই ব্যক্তি সেই উপকারকে অপকার ভেবে আমাকে দোষারোপ কর্‌তে উদ্যত হ'লো। নিত্যানন্দ প্রভু তখন একটু প্রবীণ ও অভিভাবকের ন্যায় ভাব প্রদর্শন ক'রে দারী সন্ন্যাসীকে বল্‌তে লাগ্‌লেন,—আপনার এই বালকের সঙ্গে বিচার করা কার্য্য নয়, আমি আপনার মহিমা বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার দিকে চে'য়ে ইহার কোন দোষ নিবেন না। নিত্যানন্দপ্রভুর কথায় সন্তুষ্ট হ'য়ে দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে কিছু ভোজন করা'তে চাইলেন। পতিতপাবন নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু গঙ্গায় স্নান ক'রে সন্ন্যাসীর গৃহে ফলাহার কর্‌তে লাগ্‌লেন। এমন সময় সেই দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে 'আনন্দ' গ্রহণের জন্য পুনঃ পুনঃ ইঙ্গিত কর্‌তে লাগলেন। দারী সন্ন্যাসীর পত্নী ভোজন-কালে অতিথিগণকে ঐরূপ বিরক্ত কর্‌তে নিষেধ কর্‌লেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—সন্ন্যাসী 'আনন্দ' শব্দে কি লক্ষ্য কর্‌ছে ? নিত্যানন্দ প্রভু সকল প্রকার ব্যক্তির আচরণই অবগত ছিলেন। তিনি গৌরসুন্দরকে জানালেন,—'আনন্দ' শব্দ দ্বারা দারী সন্ন্যাসী 'সুরা' লক্ষ্য কর্‌ছে। এইকথা শুনিবামাত্র বিশ্বম্ভর 'বিষ্ণুবিষ্ণু' স্মরণ ক'রে তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আচমন কর্‌লেন এবং অতি সত্বর নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিলেন। এই লীলা দ্বারা মহাপ্রভু দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের শিক্ষা দিলেন এবং আরও জানা'লেন,—

“স্ত্রৈণ ও মদ্যপে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে॥
সন্ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে, স্ত্রী-সঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥
না হয় এ জন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দকের নাহি বাসে ভাল মর্ম্মে॥

দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥"

ভক্তিকামী অপেক্ষা মুক্তিকামী নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু অধিকতর কপট ব'লে শ্রীমন্মহাপ্রভু মঙ্গলেচ্ছুকে তাঁ'দের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন কর্‌বার উপদেশ দিয়েছেন।

উর্ব্বশী তা'র অপস্বার্থ সিদ্ধির সময় অতিক্রান্ত দেখে যখন চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা বা ঐলকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছিল, তখন ঐল উর্ব্বশীর নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি ক'রে নির্ব্বেদ লাভ ক'র্‌লেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে ব'লেছিলেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

সাধুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য—জীবের যে-সকল সঞ্চিত দুষ্টবুদ্ধি আছে, তা' ছেদন ক'রে দেওয়া; ইহাই সাধুদিগের অকৃত্রিম অহৈতুকী বাঞ্ছা। দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ ক'রে জগতের লোক বাইরের দিকে একরকম কথা, ভিতরের দিকে অন্যরকম কথা পোষণ করে; আর এই দ্বিহৃদয়তাকেই উদারতা বা সমন্বয়ের ধর্ম্ম ব'লে প্রচার ক'র্‌তে চায়। যাঁ'রা দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ না ক'রে সরল হ'তে চান—সরলভাবে আত্মার বৃত্তি যাজন ক'র্‌তে চান, তাঁ'দিকে ঐ সকল দ্বিজিহ্ব ব্যক্তি 'সাম্প্রদায়িক', 'গোঁড়া' প্রভৃতি ব'লে থাকেন। যাঁ'রা সরল, আমরা তাঁ'দেরই সঙ্গ ক'র্‌ব—অপরের সঙ্গ ক'র্‌ব না। দুঃসঙ্গকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরি-বর্জ্জন ক'র্‌তে হ'বে, যেমন, শৃঙ্গীর নিকট হ'তে শত হস্ত পরিমাণ দূরে থাক্‌তে হয়।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(অনর্থ-নিবৃত্তি)

প্রঃ—'অনর্থ' কি?

উঃ—"সংসারী লোকদিগের মায়াভোগরূপ পৌরুষই তাহাদের অনর্থ।"

—কৃঃ সং ৯।১৫

প্রঃ—অনর্থ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ—"অনর্থ চারি প্রকার—অর্থাৎ স্বরূপ-ভ্রম, অসতৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য।"

—'দশমূল-নির্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

প্রঃ—চারিপ্রকার অনর্থের স্বরূপ কি? কিরূপে অনর্থ-নিবৃত্তি সম্ভব হয়?

উঃ—"'আমি শুদ্ধ, চিৎকণ, কৃষ্ণদাস,'—ইহা ভুলিয়া স্ব-স্বরূপ হইতে বদ্ধজীব দূরে পড়িয়াছেন, সেই স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তিই জীবের প্রথম অনর্থ। জড়বস্তুতে অহং-মমাদি বুদ্ধি করিয়া অসৎবিষয়-সুখাদির তৃষ্ণাকে অসতৃষ্ণা বলি; পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা—এই তিন প্রকার অসতৃষ্ণা। আর অপরাধ—দশবিধ; * * হৃদয়-দৌবল্য হইতেই শোকাদির উদ্ভব। এই চারি প্রকার অনর্থ—অবিদ্যাবদ্ধ-জীবের নৈসর্গিক ফল, সাধুসঙ্গে শুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনদ্বারা ঐ সমস্ত অনর্থ ক্রমে দূর হয়।"

—জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

প্রঃ—ক্ষুদ্র অনর্থ কি বৃহৎ নামসূর্য্যকে বা চেতনকে ঢাকিতে পারে?

উঃ—"বদ্ধজীবের অনর্থগুলি মেঘের ন্যায় নাম-সূর্য্যকে ঢাকিয়া অন্ধকার করে; বস্তুতঃ বদ্ধজীবের চক্ষুকেই ঢাকে; নামসূর্য্য বৃহৎ, অতএব তাঁহাকে ঢাকিতে পারে না।"

—'নামাভাস-বিচার', হঃ চিঃ

প্রঃ—কেন জীবের ভগবদুন্মুখতা হয় না?

উঃ—"যতদিন জীবের সংসার-সুখের আশা ক্ষয়োন্মুখ না হইয়া পড়ে, ততদিন কোন-ক্রমে তাহাদের ভগবদুন্মুখতা উদয় হয় না।"

—'সাধন', সঃ তোঃ ১১।৫

প্রঃ—কতকাল পর্য্যন্ত বিষয়তৃষ্ণা থাকে?

উঃ—"যতদিন পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত-তত্ত্বে শুদ্ধরতির উদয় না হয়, ততদিন বিষয়-তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে বিগত হয় না; অবসর পাইলেই বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়গুলি ধাবমান হয়।"

—'অসৎসঙ্গ', সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ—হৃদয়দৌর্ব্বল্য থাকিলে কি ক্ষতি হয় ?

উঃ—"হৃদয়-দৌর্ব্বল্য-বশতঃ অনেক সময়ে ভজন-প্রতিকূল ক্রিয়া বা সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না। অসৎ-কার্য্যে বা অসৎসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে, তাহাতে ভজন অশুদ্ধ হয়। অতএব হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করতঃ ভজনে উৎসাহ-প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই বিশুদ্ধ ভজনের সহায়।"

—'বিশুদ্ধ ভজন', সঃ তোঃ ১১।৭

প্রঃ—হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে কি কি অনর্থের উদয় হয় ?

উঃ—"আলস্য ও ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদি দ্বারা চিত্ত-বিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি-ধন-বিদ্যা-জন-রূপ ও বলের অভিমানে দৈন্য-স্বভাব অস্বীকার, অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশের দ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার-শোধনে অযত্ন, ক্রোধ-মোহ-মাৎসর্য্য-অসহিষ্ণুতা-জনিত দয়া পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্যের দ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক-কামিনী ও ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্য-সকলই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়।"　　—'দশমূল-নির্য্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

প্রঃ—অসতৃষ্ণা কি ?

উঃ—"জড়দেহের দ্বারা বিষয়-পিপাসাই অসতৃষ্ণা; স্বর্গসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ, ধন-জন-সুখ—সকলই অসতৃষ্ণা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে। সঙ্গে-সঙ্গে নামাপরাধ-পরিহারে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নামাপরাধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি শীঘ্রই লাভ হয়।"

—'দশমূল-নির্য্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

প্রঃ—স্বতন্ত্র বিচার দ্বারা কি হরিভজন হয় না ?

উঃ—"নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিলে অমিশ্রা শুদ্ধভক্তি তাহার হৃদয়ে কখনই উদিত হইবে না।"

—'তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ—অনর্থফলে কি কি উৎপাত সৃষ্ট হয় ?

উঃ—"অনর্থের ফলে অসৎসঙ্গ, কুটীনাটী, বহির্ম্মুখা-পেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়; তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না। অসৎসঙ্গে নানারূপ অসদা-লোচনা হয়; তাহাতে অসদ্বিষয়ে আসক্তি প্রবল হইয়া বিশুদ্ধ ভজনের অত্যন্ত বিঘ্ন জন্মায়।"

—'বিশুদ্ধভজন', সঃ তোঃ ১১।৭

প্রঃ—প্রেম-সম্বন্ধহীন দীর্ঘজীবন ও সুস্থদেহ কি শ্লাঘ্য নহে ?

উঃ—"যদি প্রেম-সম্বন্ধ না থাকে, তবে সে দীর্ঘ-জীবন ও রোগ-শূন্যতা কেবল অনর্থের মূল হয়।"

—প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

প্রঃ—পূতনা কোন্ আদর্শের প্রতীক ?

উঃ—"পূতনা—ভুক্তি-মুক্তির শিক্ষক কপট-গুরু। ভুক্তি-মুক্তিপ্রিয় কপট সাধুগণও পূতনা-তত্ত্ব। শুদ্ধভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া বালকৃষ্ণ স্বীয় নবোদিত ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য পূতনা বধ করেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—শকট-ভঞ্জন লীলার শিক্ষা-দ্বারা সাধক কোন্ অনর্থ দূর করিবেন ?

উঃ—"শকটাসুর-বধ প্রাক্তন ও আধুনিক অসৎ-সংস্কার, জাড্য ও অভিমান-জনিত ভারবাহিত্ব; বাল-কৃষ্ণভাব শকট ভঞ্জন-পূর্ব্বক সেই অনর্থকে দূর করেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—তৃণাবর্ত্ত কোন্ কোন্ অনর্থের আদর্শ ?

উঃ—"তৃণাবর্ত্ত-বধ—বৃথা পণ্ডিতাভিমান, তজ্জনিত কুতর্ক, শুষ্কযুক্তি বা শুষ্ক ন্যায়াদি ও তৎপ্রিয় লোকসঙ্গই তৃণাবর্ত্ত; হৈতুক পাষণ্ড-মত-সমূহ ইহাতেই থাকে। বালকৃষ্ণ-ভাব সাধকের দৈন্যে কৃপাবিষ্ট হইয়া সেই তৃণাবর্ত্তকে মারিয়া ভজনের কণ্টক দূর করেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন লীলায় সাধকের পক্ষে কোন্ অনর্থ দূর করিবার শিক্ষা আছে ?

উঃ—"যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন—শ্রী-মদ হইতে আভিজাত্য-দোষে যে অভিমান হয়, তাহাতে ভূতহিংসা, স্ত্রীসঙ্গ ও আসব-সেবাদি-জন্য মত্ততা উৎপন্ন হইয়া জিহ্বা-লাম্পট্য এবং নির্দ্দয়তা-প্রযুক্ত ভূতহিংসা ও নির্লজ্জতাদি দোষ হয়। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যমলার্জ্জুন ভঙ্গ করত সে দোষ দূর করিয়া থাকেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

(ক্রমশঃ)

'শ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য'

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

শ্রীএকাদশী শ্রীহরির প্রিয়তমা তিথি। একাদশী ৬৪ ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। এজন্য একাদশীব্রত পালন সাক্ষাদ্ ভগবদ্ভক্তি। এই একাদশীব্রত পালন করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হন। তাই আজ আমরা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা ভিক্ষা ক'রে একাদশী-মাহাত্ম্য আলোচনা ক'রবো।

একাদশী-মাহাত্ম্য শ্রবণ ও কীর্ত্তন ভগবৎ-সুখপ্রদ। একাদশী সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদা। শাস্ত্র বলেন—

"অত্র ব্রতস্য নিত্যত্বাদবশ্যং তৎ সমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপাপহং সর্ব্বার্থদং শ্রীকৃষ্ণতোষণম্॥"

একাদশীব্রত নিত্য বলিয়া ইহা প্রত্যেকেরই পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যথায় প্রত্যবায় বা অমঙ্গল হয়। একাদশী যাবতীয় পাপ নাশ করে এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কামনা-পূর্ত্তি, মুক্তি ও ভক্তি প্রদান করিয়া থাকে। একাদশী পালন করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন।

শাস্ত্র বলেন—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্।
মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ॥"

(বৃহন্নারদীয়-পুরাণ)

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি স্ত্রীলোক (সধবা অথবা বিধবা) ভক্তি সহকারে বিষ্ণু-প্রীতিকর একাদশীব্রত পালন করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন।

"একাদশী-ব্রতং নাম সর্ব্বকামফল-প্রদম্।
কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বিপ্রৈর্ব্বিষ্ণু-প্রীণন-কারণম্॥" (ঐ)

একাদশী-ব্রত নিখিল কাম-ফল-প্রদ। শ্রীহরির প্রীতি-বিধানার্থ এই ব্রতের আচরণ করা ব্রাহ্মণাদি সকলেরই কর্ত্তব্য।

"য ইচ্ছেদ্বিষ্ণুনা বাসং পুত্র-সম্পদমাত্মনঃ।
একাদশীমুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥"

(বিষ্ণুরহস্য)

যিনি ধন, পুত্র ও বৈকুণ্ঠ-বাস আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়-পক্ষীয় একাদশীতেই উপবাস করিবেন।

"প্রসঙ্গাদথবা দম্ভাল্লোভাদ্বা ত্রিদশাধিপ।
একাদশ্যাং মনঃ কৃত্বা সর্ব্বদুঃখাদ্বিমুচ্যতে॥"

প্রসঙ্গক্রমে অথবা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া একাদশী করিলেও যাবতীয় দুঃখ দূর হয়।

"শমায়াস্য মহারোগাদ্দুঃখিনাং সর্ব্বদেহিনাম্।
একাদশ্যুপবাসোঽয়ং নির্ম্মিতং পরমৌষধম্॥"

(তত্ত্বসাগর)

মহারোগী ব্যক্তিও একাদশীতে উপবাস করিলে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে।

"একাদশীসমং কিঞ্চিৎ পাপত্রাণং ন বিদ্যতে।
স্বর্গমোক্ষপ্রদা হ্যেষা রাজ্য-পুত্র-প্রদায়িনী॥"

একাদশীতে উপবাস করিলে পাপ নাশ হয়, স্বর্গ-লাভ হয়, পুত্র, ধন ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

"ব্যাজেনাপি কৃতা রাজন্ ন দর্শয়তি পাতকম্॥
অনায়াসেন রাজেন্দ্র প্রাপ্যতে বৈষ্ণবং পদম্॥"

ছলপূর্ব্বক একাদশী-ব্রত অনুষ্ঠিত হইলেও পাপ নষ্ট হয় এবং বৈকুণ্ঠ লাভ হইয়া থাকে।

"উপোষ্যৈকাদশীমেকাং প্রসঙ্গেনাপি মানবঃ
ন যাতি যাতনাং যামীমিতি নো যমতঃ শ্রুতম্॥"

একাদশীব্রত পালন করিলে পাপীলোকের যাবতীয় পাপ নষ্ট হয়, তাহাকে আর নরকে যাইতে হয় না।

"একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ পাপং যৎ কৃতং বৈশ্য-মানবৈঃ।
একাদশ্যুপবাসেন তৎ সর্ব্বং বিলয়ং ব্রজেৎ॥
একাদশীসমং কিঞ্চিৎ পুণ্যং লোকে ন বিদ্যতে।"

একাদশীর উপবাস করিলে মানবগণের একাদশ-ইন্দ্রিয়-কৃত যাবতীয় পাপ সমূলে নষ্ট হয়। জগতে একাদশী সদৃশ পুণ্য আর নাই।

"একাদশীসমং কিঞ্চিৎ পাপত্রাণং ন বিদ্যতে।
তমুপোষ্য বিধানেন পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ॥"

একাদশীতে উপবাস করিলে স্বর্গলাভ হয় এবং পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। (পদ্মপুরাণ)

"ধর্ম্মদা হ্যর্থদা চৈব কামদা মোক্ষদা কিল।
সর্ব্ব-কাম-দুঘা নৃণাং দ্বাদশী বরবর্ণিনি॥
একাদশী-ব্রতং সৌম্য যত্নেকং সম্যগর্জ্জিতম্।
কিং দানৈঃ কিং তপস্তীর্থৈঃ সর্ব্বদং বিধিনা কৃতম্॥"

(পদ্মপুরাণ)

মানবগণের সম্বন্ধে একাদশী ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-দায়িনী ও সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদা সন্দেহ নাই। একটীমাত্র একাদশী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই আর দান, তপোঽনুষ্ঠান বা তীর্থসেবনে কি প্রয়োজন? বিধাতা কর্তৃক এই তিথি সর্ব্বফল-প্রদরূপে সৃষ্ট হইয়াছে।

"নাহং শাস্তা বিশেষেণ তেভ্যো বিপ্র বিভেম্যহম্।
যেষাং পুত্রশ্চ পৌত্রশ্চ একাদশ্যামুপোষিতঃ।
স মহাত্মা স্বপুরুষান্ শতমুদ্ধরতে বলাৎ॥"

(পদ্মপুরাণ)

পদ্মপুরাণে যমরাজ জনৈক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন—হে বিপ্র! যে সকল ব্যক্তির পুত্র ও পৌত্রাদি একাদশী-ব্রত আচরণ করে, আমি শাসন-কর্ত্তা হইয়াও তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বদা ভীত থাকি। সেই একাদশীব্রত-পরায়ণ মহাত্মা স্বয়ং শতপুরুষকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

"একাদশ্যুপবাসী যো নরো ভবতি ভূতলে।
মুক্তং ময়া শতানন্দ তেষাং ত্রিপুরুষং কুলম্॥
একাদশ্যামভুঞ্জানা যুক্তাঃ পাপ-শতৈরপি।
ভবদ্ভিঃ পরিহর্ত্তব্যা হিতা মে যদি সর্ব্বদা॥
বরং চণ্ডালজাতীয় একাদশ্যুপবাসকৃৎ।
ন তু বিপ্রশ্চতুর্ব্বেদী যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে॥"

স্কন্দপুরাণে যমরাজ স্বীয় দূতবৃন্দকে বলিতেছেন—একাদশীতে উপবাসী থাকিলে আমি তদীয় তিন কুল পরিত্রাণ করিয়া থাকি। হে দূতগণ! যদি নিরন্তর মদীয় হিত-সাধনে তোমাদিগের বাসনা থাকে, তাহা হইলে একাদশ্যুপবাসীরা শত শত পাপানুষ্ঠান করিলেও তাহাদিগকে বর্জ্জন করিবে। আরও লিখিত আছে, চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ যদি একাদশীতে আহার করে, তাহা হইলে একাদশ্যুপবাসী চণ্ডালও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"ইত্থং গুহ্যং সমাখ্যাতং দৃষ্ট্বা শাস্ত্র-সমুচ্চয়ং।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কলৌ কার্য্যং হরেদ্দিনম্॥"

(স্কন্দপুরাণ)

ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন—নিখিল শাস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক এইরূপ গুহ্য আখ্যান বর্ণন করিলাম যে,—কলিকালে মানব নিখিল অনিত্য ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক একমাত্র একাদশী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

"মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বা যাতি পরং পদম্॥"

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

মহাপাপী ব্যক্তিও একাদশীর উপবাস করিলে ভক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে।

"একাদশ্যুপবাসং যঃ শ্রদ্ধয়া কুরুতে নরঃ।
স সর্ব্বপাতকৈঃ সদ্য স্ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে॥
ন পশ্যত্যাময়ং নাপি নরকান্তরযাতনাম্।
স নমস্যঃ প্রপূজ্যশ্চ বাসুদেব-প্রিয়ো হি সঃ॥"

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

শ্রদ্ধাবান্ হইয়া একাদশীর উপবাস করিলে তৎক্ষণাৎ কঞ্চুকমুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় নিখিল পাতক হইতে পরিত্রাণ-লাভ হয় এবং রোগ বা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। সেই ব্যক্তি সকলের প্রণম্য, পূজনীয় ও শ্রীহরির প্রিয় হইয়া থাকে।

একাদশীতে অন্নাদি ভোজন করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। একাদশীতে ভোজন করিলে মহাপাপ হয়।

শাস্ত্র বলেন—

"যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥
তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে।
সোঽশ্নাতি পার্থিবং পাপং যোঽশ্নাতি মধুভিদ্দিনে॥

(শ্রীনারদীয় পুরাণ)

ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, পিতৃহত্যা প্রভৃতি পাপ একাদশী-তিথিতে অন্নকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এজন্য একাদশীতে অন্ন ভোজন করিলে পৃথিবীতে যত পাপ আছে, সব পাপই করা হয়।

"মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা।
একাদশ্যান্ত যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ॥"
(স্কন্দপুরাণ)

শ্রীসনাতন টীকা—বিষ্ণু-লোকাৎ বৈকুণ্ঠাৎ চ্যুতো ভবতি—ন কদাচিদপি বৈকুণ্ঠং গচ্ছতি। যদ্বা বিষ্ণু-লোকাৎ বৈষ্ণবাৎ চ্যুতো ভবতি—তৎসঙ্গং ন প্রাপ্নোতি।

একাদশীতে অন্ন, রুটী, লুচি, সুজি প্রভৃতি ভোজন করিলে মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা প্রভৃতি পাপ করা হয়। সেই দুর্ভাগা ব্যক্তি কখনও বৈকুণ্ঠে যাইতে পারে না এবং সে বিষ্ণুভক্তের সঙ্গলাভেও বঞ্চিত হয়।

"অগ্নিবর্ণায়সং তীক্ষ্ণং ক্ষিপন্তি যমকিঙ্করাঃ।
মুখে তেষাং মহাদেবি যে ভুঞ্জন্তি হরের্দিনে॥"
(স্কন্দপুরাণ)

শ্রীশিবজী পার্ব্বতী দেবীকে বলিতেছেন—হে দেবি! হরিবাসরে আহার করিলে যমদূতেরা সেই পাপীর মুখে লোহিত-বর্ণ তীক্ষ্ণ লৌহ নিক্ষেপ করে।

"ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ।
একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেবহি॥
ব্রহ্মঘ্নস্য সুরাপস্য স্তেয়িনো গুরুতল্পিনঃ।
নিষ্কৃতির্ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তা নৈকাদশ্যন্নভোজিনঃ॥"
(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

একাদশীতে ব্রহ্মচারী, গৃহী বানপ্রস্থ বা যতি, যে কেহ হউক না অন্ন, রুটী, লুচি, সুজি প্রভৃতি খাইলে গো-মাংস ভক্ষণ করা হয়।

যাহারা একাদশীতে অন্ন ভোজন করে তাহারা ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, চৌর্য্য ও গুরুপত্নী-গমন পাপে লিপ্ত হন। এইসব পাপ হইতে তাহাদের কোনদিন নিষ্কৃতি হয় না। এইজন্য তাহাদের চিরকাল নরক ভোগ অনিবার্য্য।

"এক এব নরঃ পাপী নরকে নৃপ গচ্ছতি।
একাদশ্যন্নভোজী যঃ পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি॥" (ঐ)

পাপ করিলে পাপীর নরক হয়। কিন্তু একাদশীতে অন্ন ভোজন করিলে সেই পাপী ব্যক্তি পিতৃপুরুষ সহ বহুকাল নরক ভোগ করিয়া থাকে।

বিষ্ণু-স্মৃতিতে লিখিত আছে একাদশীতে আহার করা কদাচ মানবের কর্ত্তব্য নহে।

"ভুঙ্ক্ষ ভুঙ্‌ক্ষ্বেতি যো ব্রূয়াৎ সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
গো-ব্রাহ্মণ-স্ত্রিয়শ্চাপি জহীহি বদতি ক্বচিৎ॥"
(পদ্মপুরাণ)

গোহত্যা কর, ব্রহ্মহত্যা কর বলিলে যে পাপ হয়, একাদশীতে কাহাকেও অন্ন খাইতে বলিলে সেই পাপ হইয়া থাকে।

"বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ।
বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ॥"
(গৌতমীয়তন্ত্র)

বিষ্ণুভক্ত হইয়া কেহ ভুলক্রমেও একাদশীতে অন্ন ভোজন করিলে তাহার বিষ্ণুপূজা ব্যর্থ হয় এবং সে ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকে।

"পরমাপদমাপন্নে হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যজ্যং দ্বাদশী-ব্রতম্॥"
(বিষ্ণুরহস্য)

মহা বিপদ্ উপস্থিত হইলেও একাদশীতে অন্ন ভোজন করা উচিত নয়। পিতা-মাতার মৃত্যুতে অশৌচকালেও একাদশী অবশ্য করনীয়।

"একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥"
(পদ্মপুরাণ)

একাদশীর দিন শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে ঐ দিনে শ্রাদ্ধ না করিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

পদ্মপুরাণ বলেন—

"সপুত্রশ্চ সভার্য্যাশ্চ স্বজনৈর্ভক্তি-সংযুতঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥"

সজ্জন ব্যক্তিগণ স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া উভয়পক্ষের একাদশীতে অবশ্যই উপবাস করিবেন।

শাস্ত্র বলেন—

"ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিক-শরীরিণাম্।
ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানাঞ্চ নক্তাদি পরিকল্পনম্॥"
(বৌধায়ন স্মৃতি)

যাঁহারা ব্যাধিগ্রস্ত, যাঁহাদিগের দেহ পিত্তপ্রবণ এবং যাঁহাদের বয়স ৩০ বৎসরের বেশী, তাঁহারা রাত্রিতে

অনুকল্প করিবেন। তাহাতেও যদি বিশেষ অসুবিধা হয়, তবে দিবাভাগেও একবার অনুকল্প করিতে পারেন। ফল, মূল, জল, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা এইগুলি ভক্ষণ করিলে ব্রত নষ্ট হয় না। কিন্তু উত্থান-একাদশী, শয়ন-একাদশী, পার্শ্ব-একাদশী ও ভৈমী-একাদশী এই চারটী একাদশীতে কোন কিছু খাওয়া উচিত নয়।

দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করা কখনও উচিত নয়। দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিলে শত-বর্ষার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট হয়। পরমায়ুঃ ক্ষয় হয়, ধর্ম্ম নষ্ট হয় এবং পুত্র-কন্যাও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ব্রহ্মপুরাণ বলেন—

"ধৃতরাষ্ট্রেণ মৈত্রেয়ঃ পৃষ্টঃ প্রাহ নরাধিপম্।
তদর্থং তে বিয়োগোঽভূৎ পুত্রানাং ভার্য্যায়া সহ॥
পূর্ব্বং ত্বয়া সভার্য্যেণ দশমীশেষ-সংযুতা।
কৃতা চৈকাদশী রাজন্ তস্যেদং কারণং মতম্॥"

ধৃতরাষ্ট্র মৈত্রেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো, আমার শত পুত্রের মৃত্যু কেন হইল? তদুত্তরে মুনি বলিলেন—আপনি পূর্ব্বজন্মে ভার্য্যার সহিত স্মার্ত্তমতে দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পাপে ও অপরাধে আপনার শত পুত্র বিনষ্ট হইয়াছে।

কূর্ম্মপুরাণ আরও বলেন—দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিলে একাত্তর যুগ যাবৎ তাহাকে ভীষণ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

গরুড় পুরাণও বলেন—

"বিদ্ধামেকাদশীং বিপ্রাস্ত্যজন্তোতাং মনীষিণঃ।
তস্যামুপোষিতো যাতি দারিদ্র্যং দুঃখমেব চ॥"

দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিলে দারিদ্র্য ও দুঃখ হয়।

"বর্জ্জনীয়ঃ প্রযত্নেন বেধো দশমীসম্ভবঃ।
নচেৎ পুত্র ন সন্দেহঃ প্রেত-যোনিমবাপ্স্যসি॥"

দ্বারকা-মাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মাকে তাঁহার পিতৃগণ বলিতে-ছেন—হে বৎস, সযত্নে বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিবে; নচেৎ প্রেত যোনি লাভ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

একাদশীতে উপবাস করিয়া মিথ্যাকথন, দিবানিদ্রা, মৈথুন, দ্যূতক্রীড়া, তাম্বূলসেবন, পুনঃ পুনঃ জলপান ও দন্তধাবন পরিত্যাজ্য।

ভৈমী একাদশী

একাদশীদিনে হরিনাম-সংকীর্ত্তন, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন, মন্ত্রজপ ও নামজপ ভগবৎ-সুখার্থ অবশ্য কর্ত্তব্য।

শাস্ত্র বলেন—ভৈমী একাদশীব্রত ভগবান্ শ্রীহরির খুব প্রীতিপ্রদ। যাঁহারা আদর ও প্রীতির সহিত এই ভৈমী একাদশীতে উপবাস করেন, ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন হন এবং তাঁহাদের যাবতীয় পাপ নষ্ট হওয়ায় তাঁহারা নিষ্পাপ হন। এই ভৈমী একাদশী পাপ-নাশিনী, পুণ্যদায়িনী ও ভক্তি-বিধায়িনী। ইহা পবিত্র হইতেও পবিত্র এবং মহা-মঙ্গলকর। এই ব্রত পালনের দ্বারা যাবতীয় রোগ নাশ হয়, অর্থলাভ হয় এবং সংসার হইতে মুক্তি এবং ভক্তি হইয়া থাকে। দেবতাগণও আদরের সহিত এই ব্রত পালন করিয়া থাকেন। এইজন্য সজ্জন-মাত্রেরই এই ভৈমী একাদশী অত্যন্ত আদরের সহিত পালন করা কর্ত্তব্য। এই ভৈমী একাদশীতে উপবাস, হরিকথাশ্রবণ ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, যাবতীয় কামনা-পূর্ত্তি, মুক্তি ও ভক্তিলাভ হয়।

পঞ্চ-পাণ্ডবদের অন্যতম শ্রীভীমসেন একদিন ভগবান্‌কে বলেন যে, হে ভগবন্! আমার উদরে বৃকনামক অগ্নি থাকায় আমি ক্ষুধা সহ্য করিতে পারি না। এইজন্য বেশী উপবাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তদুত্তরে ভগবান্ শ্রীহরি বলেন যে—হে ভীম, তোমার উদরে আমি বৃকনামক অগ্নিকে স্থাপন করিয়াছি। এইজন্য তোমার নাম বৃকোদর হইয়াছে। তুমি যখন বেশী উপবাস করিতে পার'না, তখন তুমি মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে উপবাস করিও। তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে এবং এই একাদশী তোমার নামানু-সারে ভৈমী একাদশী বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ হইবে।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধামে
শ্রীশ্রীউর্জ্জব্রত বা দামোদর ব্রত

পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ অস্মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীপুরীধামস্থ শ্রীশ্রীনারায়ণছাতার সংলগ্ন আবির্ভাবপীঠস্থানটিকে উদ্ধারার্থ সুদীর্ঘ নয়দশ বর্ষব্যাপী আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। পরম-করুণ ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীগোপীনাথ জগন্নাথদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া গত বৎসর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি-পূজাকালে শত শত বিঘ্নবিপত্তির মধ্যেও তাঁহাকে ঐ স্থানটি ক্রয় ও রেজেষ্ট্রী করিয়া লইবার সৌভাগ্য প্রদান করেন। এজন্য গতবৎসর প্রভুপাদের শতবৎসরপূর্ত্তি আবির্ভাবতিথি-পূজা উপলক্ষে এই শ্রীপুরীধামেই শ্রীদামোদরব্রত বা শ্রীউর্জ্জব্রত উদ্‌যাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' নীতি অনুসারে জমি রেজিষ্ট্রীর পরও প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক নানা বিঘ্ন উপস্থাপিত হওয়ায় সেই সকল বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইতে আরও কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সেই স্থানে শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠের সাইনবোর্ড সংস্থাপন করিয়া তথায় বৃহদায়তন মঠমন্দিরাদি নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করা হইতেছে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উক্ত আবির্ভাবপীঠোদ্ধার বা পীঠপ্রকটমহোৎসবকে ভিত্তি করিয়া প্রভু-প্রিয়তম শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজ এবারও শ্রীপুরীধামে ভক্তবৃন্দসহ বিপুলাকারে শ্রীদামোদর ব্রত বা উর্জ্জব্রত পালনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। [পূজ্যপাদ মহারাজ গত ২৪শে আগষ্ট (১৯৭৪), ৭ই ভাদ্র (১৩৮১) কলিকাতা হইতে পুরী এক্সপ্রেসে পুরীধামে যাত্রা করিয়াছেন। আগামী ২৮শে ডিসেম্বর নাগাদ তাঁহার কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে। প্রায় চারিমাস কাল তাঁহার শ্রীপুরীধামে অবস্থিতি।]

বঙ্গদেশের কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, শ্রীমায়াপুর, নবদ্বীপ, পায়রাডাঙ্গা, রিষড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি; উড়িষ্যার উদালা (ময়ূরভঞ্জ), বালেশ্বর, বহরমপুর (গঞ্জাম) প্রভৃতি এবং দিল্লী, পাঞ্জাব, বৃন্দাবন, হায়দরাবাদ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে দেড়শতাধিক পুরুষ ও মহিলা ভক্ত এই উর্জ্জব্রতনিয়মসেবা পালনার্থ পুরীধামে সমবেত হইয়াছিলেন। আমরা ৭ই কার্ত্তিক শ্রীবিজয়া দশমী দিবস কলিকাতা হইতে পুরী এক্সপ্রেসে রিজার্ভ বগীতে পুরী যাত্রা করি। গাড়ী লেট থাকায় ৮ই কার্ত্তিক বেলা প্রায় ৯॥ টায় পুরী পৌঁছাই। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব আমাদিগকে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটস্থ সুবৃহৎ বাগাড়িয়া ধর্ম্মশালায় (সেঠ তুলারাম সুজনমল বাগারিয়া ধর্ম্মশালা—১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত) স্থান দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তথায় উপর ও নীচের তলায় অনেকগুলি ঘর আমাদিগের জন্য স্বতন্ত্রভাবে রাখা হইয়াছিল। ঠাকুর ঘর ও রন্ধনশালা উপর তলায়ই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জল, শৌচাগার (Lavatory), প্রস্রাবের স্থান (Urinal), স্নানাগার (Bathroom) প্রভৃতির ব্যবস্থা দুই তলায়ই আছে এবং মোটামুটিভাবে মন্দ নহে, ব্যবহারযোগ্য। বাগাড়িয়া মহাশয় ধর্ম্মপ্রাণ উদারচেতা সজ্জন, পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি। ধর্ম্মশালার ম্যানেজার, দ্বারপাল প্রভৃতি তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দও অতীব সজ্জন, তাঁহাদের সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়াছি। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে সগোষ্ঠী সানুচর বাগাড়িয়া মহাশয়ের নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা করি, তিনি জয়যুক্ত হউন।

নিয়মসেবার পাঠকীর্ত্তন বক্তৃতাদির নিয়ম মোটামুটি এইভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছিলঃ—(১) প্রভাতে ঠাকুরঘরের সম্মুখবর্ত্তী অলিন্দে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব বন্দনান্তে শ্রীভাগবত-গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্বাদি কীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের ১ম শ্লোক এবং

শ্রীগোবিন্দলীলামৃত হইতে অষ্টকালীয় লীলার ১ম যামের ১ম শ্লোক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ সহ কীর্ত্তিত হইলে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীবিগ্রহ (শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী শ্রীনয়ননাথজিউ) ও বৈষ্ণবগণকে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক নিম্নতলে আয়োজিত সভায় যোগদান করা হয়, তথায় শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণববন্দনান্তে শ্রীদামোদরাষ্টক এবং ২য় যামোচিত কীর্ত্তনাদির (শিক্ষাষ্টকের ২য় শ্লোক ও গোবিন্দলীলা-মৃতের অষ্টকালীয় লীলার ২য় শ্লোক শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ কৃত অনুবাদ সহ) পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদি হয়, তৎপর তৃতীয় যামোচিত শ্লোক ও পদাবলী কীর্ত্তনান্তে পূর্ব্বাহ্নকালীন সভা ভঙ্গ হয়। পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহের পূজা, মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও আরাত্রিক কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। অপরাহ্নকালীন সভার অধিবেশনে চতুর্থ যামোচিত শ্লোক ও পদাবলী কীর্ত্তনান্তে (প্রতি যামেই শিক্ষাষ্টকের ১টি ও শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের অষ্টকালীয়লীলার ১টি করিয়া শ্লোক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ সহ কীর্ত্তন করা হয়) শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। পাঠের পূর্ব্বে বা পরে কোন কোন দিন বক্তৃতারও ব্যবস্থা হইয়াছে। অতঃপর ৫ম যামোচিত কীর্ত্তনান্তে অপরাহ্ণ কালীয় সভা ভঙ্গ হয়। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর তুলসী আরাত্রিক কীর্ত্তনাদি হইয়া গেলে পুনরায় সান্ধ্য সভার অধিবেশনে ৬ষ্ঠ যামো-চিত শ্লোক ও পদাবলী কীর্ত্তনের পর বিশিষ্ট বক্তৃবৃন্দের বক্তৃতা হয়। অতঃপর ৭ম ও ৮ম যামোচিত শ্লোক ও পদা-বলী কীর্ত্তনের পর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা সমাপ্ত করা হইয়া থাকে। এই নিয়মে ৮ই কার্ত্তিক, ২৬শে অক্টোবর শনিবার শ্রীহরিবাসর হইতে ৯ই অগ্রহায়ণ, ২৫শে নভে-ম্বর শ্রীউত্থান একাদশী পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন— এই ত্রিকাল পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদির নিয়মিত ব্যবস্থা হইয়াছে। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব প্রত্যহ প্রত্যূষে ভজন-রহস্য গ্রন্থ হইতে ভজনের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়াছেন। বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতাদি দিয়াছেন—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য-দেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, ঐ শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, ঐ শ্রীমদ্ ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, ঐ শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ঐ শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ঐ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, ঐ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ঐ শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ঐ শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ঐ শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ, ঐ শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ঐ শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১ অধ্যায় হইতে ১০।৯ অধ্যায় পর্য্যন্ত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীরূপশিক্ষা শ্রীসনাতন-শিক্ষা ও শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদাদি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীভাগবত ব্যাখ্যার ভার অর্পিত হইয়াছিল শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের উপর।

নিয়মসেবারম্ভের প্রথমদিবস অপরাহ্নে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তনসহ আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠে লইয়া যান, তথায় কিছুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তনান্তে প্রণতি বিধান পূর্ব্বক আমাদিগকে লইয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন। খোল-করতালাদি ধর্ম্মশালায় রাখিয়া আসা হয়। এই সময়ে দর্শকজনসংঘট্টমধ্যে কোন পকেটমার পাঞ্জাবী বৃদ্ধভক্ত শ্রীনারায়ণ দাসজীর পকেট কাটিয়া ১৫০৲ দেড়শত টাকা আত্মসাৎ করে। পূজ্যপাদ মহারাজ এই ঘটনার দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকে সাবধান করিয়া দেন। এইরূপে মধ্যে মধ্যে নগরকীর্ত্তন বাহির করিয়া কীর্ত্তনমুখে শ্রীক্ষেত্রের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দর্শন করা হইয়াছে।

১১ই কার্ত্তিক (২৯।১০।৭৪) প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় আমরা পূজ্যপাদ আচার্য্য দেব সহ শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমায় বাহির হইয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে 'পতিত-পাবন জগন্নাথ দেব'কে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রথমে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমভবন শ্রীগঙ্গামাতা মঠে যাই। তথায় শ্রীমন্দিরে সিংহাসনোপরি শ্রীরাধা রসিক রায়, শ্রীরাধা মদনমোহন, শ্রীরাধা শ্যামসুন্দর, শ্রীরাধা রাধা-

বিনোদ, শ্রীরাধারাধারমণ, শ্রীরাধা দামোদর, শ্রীগৌরাঙ্গ, পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ প্রমুখ বিগ্রহ দর্শন করি। পূজারী শ্রীভাগীরথীদাস আমাদিগকে ঐ সকল বিগ্রহ দর্শন করাইলেন। বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীবনমালীদাস গোস্বামী। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ সংক্ষেপে শ্রীমহাপ্রভু-সার্ব্বভৌম মিলন ও মহাপ্রভুর সার্ব্বভৌম-উদ্ধারলীলাকথা শ্রবণ করান। আমরা শ্রীমন্দিরে ও সার্ব্বভৌম-বৈঠক বলিয়া কথিত স্থানে অর্থাৎ যে স্থানে মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম সমীপে বেদান্ত শ্রবণলীলা করিয়া বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেস্থানে প্রণাম করিয়া 'শ্বেতগঙ্গা' দর্শনে যাই এবং কুণ্ডজল স্পর্শ ও মস্তকে ধারণ করি। পূজ্যপাদ হৃষীকেশ মহারাজ আমাদিগকে তন্মাহাত্ম্য শ্রবণ করান। শ্বেতগঙ্গা ও গঙ্গামাতা মঠের বহু অলৌকিক মহিমা আছে। আমরা প্রবন্ধান্তরে তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। পুঁটিয়ার রাজদুহিতা শ্রীশচীদেবীই গঙ্গামাতা নামে প্রসিদ্ধা। কৃষ্ণাত্রয়োদশী তিথিতে মহাবারুণীস্নানদিবস বা যেদিন গঙ্গাস্নানের বিশেষ যোগ থাকে, সেদিন গঙ্গাদেবী সাক্ষাদ্ভাবে শ্বেতগঙ্গায় আবির্ভূতা হন। একবার শচীদেবী শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া গঙ্গার স্রোতোবেগে ভাসমানা হইয়া একেবারে শ্রীমন্দির মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্মে আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীগঙ্গা দেবী শ্রীজগন্নাথ-পাদপদ্মোদ্ভবা। আমরা গঙ্গাজল মস্তকে ধারণ ও প্রণতি বিধান করিয়া তথা হইতে শ্রীকাশীমিশ্র ভবন শ্রীরাধাকান্ত মঠে যাই। প্রথমে ঐ ভবনের অন্তঃপ্রকোষ্ঠ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদনস্থলী গম্ভীরা দর্শন ও তৎসমক্ষে কিছুক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তন করতঃ বন্দনান্তে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত মন্দিরে শ্রীরাধাকান্তের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার-সেবা দর্শন করি। শ্রীরাধাকান্তের বামে শ্রীরাধা, দক্ষিণে শ্রীললিতা দেবী বিরাজিতা। রাধারাণীর বামে কএকযুগল রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ, তাঁহার পুরোভাগে শ্রীগৌরচন্দ্র এবং শ্রীললিতা দেবীর সম্মুখে শ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ বিরাজিত। গর্ভমন্দিরের বাহিরে শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামীর শ্রীমূর্ত্তি পূজিত হন। ইনি শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুরের শিষ্য। শুনা যায়, ইঁহার পূর্ব্বনাম শ্রীমকরধ্বজ পণ্ডিত—শ্রীমুরারি পণ্ডিতের পুত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু বালক মকরধ্বজকে 'গোপাল' বলিয়া ডাকিতেন। কথিত আছে—কোন নামপরায়ণ বৈষ্ণব বহির্দ্দেশে গমনকালে তাঁহার নামোচ্চারণরত জিহ্বাকে টানিয়া ধরিয়া রাখিতেন, তচ্ছ্রবণে গোপাল বলিয়াছিলেন—"নামগ্রহণের কোন স্থানাস্থান, কালাকাল, শুচি অশুচি বিচার নাই, 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ', 'স্মরণে ন কালোনিয়মিতঃ' ইহাই শ্রীমুখবাক্য। বহির্দ্দেশে অবস্থানকালেই যদি কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কি তাঁহাকে নাম উচ্চারণ না করিয়াই প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে? সুতরাং নামগ্রহণকে কোন কালাকাল স্থানাস্থানাদি বিচার দ্বারা নিয়মিত করিতে গেলে নামে নৈরন্তর্য্য থাকে না, মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্যও উল্লঙ্ঘিত হয়।" বালকের মুখে অপূর্ব্ব ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলেন—শ্রীমান্ গোপাল গুরুপদে অভিষিক্ত হইবার যোগ্য। সেই হইতে ভক্তসমাজে মকরধ্বজ 'গোপাল-গুরু' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীগোপাল গুরুর শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র। শ্রীগোপাল গুরু 'স্মরণক্রম-পদ্ধতি' বা 'সেবা-স্মরণ-পদ্ধতি' এবং তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রও 'ধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি' গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন।

শ্রীশ্রীরাধাকান্ত অপূর্ব্ব নয়ন মনোহর বিগ্রহ। মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ভাবাবিষ্ট হইয়া ভক্তবৃন্দ সহ অনেকক্ষণ যাবৎ উদাত্তকণ্ঠে কীর্ত্তন ও উদ্দণ্ড নর্ত্তন করেন। শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণস্থ তুলসী-মঞ্চ দর্শন ও বন্দনা করিয়া আমরা তথা হইতে সংকীর্ত্তন-সহ শ্রীসিদ্ধবকুলে যাই। তথায় মন্দির মধ্যে সিংহাসনোপরি ষড়্ভুজ মহাপ্রভু, তদ্দক্ষিণে শ্রীনিতাই চাঁদ ও বামে শ্রীসীতানাথ এবং গর্ভমন্দিরের বাহিরে দ্বার-পার্শ্বে নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করি। ঐ মন্দির-সংলগ্ন একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শ্রীনৃসিংহদেব বিরাজিত। আমরা ভক্তিবিঘ্ন বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবকে প্রণাম করিয়া শ্রীসিদ্ধবকুলবৃক্ষ পরিক্রমা ও তাঁহাকে দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করিলাম। একটি ত্বকের উপরে অপূর্ব্ব ফুল ফল সুশোভিত সতেজ বৃক্ষ আজিও নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের প্রাণবন্ত ভজনের জ্বলন্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। আহা সেই বৃক্ষরাজকে

দর্শন করিলে মস্তক আপনা হইতেই তৎপাদমূলে নত হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করে। পরিক্রমণান্তে আমরা ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করি। তথায় প্রাতঃকালীন সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও হৃষীকেশ মহারাজ পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্নকালীন সভায় শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ, পরমহংস মহারাজ ও মাধব মহারাজ যথাক্রমে বক্তৃতা করেন। রাত্রে শ্রীভাগবতপাঠের পর শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ হরিকথা বলেন। ধামকীর্ত্তনাদি পূর্ব্ববৎ।

১৩ই কার্ত্তিক আমরা পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠ বন্দনান্তে প্রথমে শ্রীনরেন্দ্র সরোবরে যাই, তথায় অনেকেই স্নান করেন। আচমনাদি করিয়া আমরা তথা হইতে শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে আসি। তথায় আমরা প্রথম প্রকোষ্ঠে দর্শন করি—চতুর্ভুজ কৃষ্ণমূর্ত্তি, তাঁহার উপরের দক্ষিণ হস্তে চক্র ও বামহস্তে শঙ্খ এবং নিম্নের দুই হস্তে বংশী। শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীরাধিকা, দক্ষিণে শ্রীললিতা দেবী বিরাজিতা। তৎপার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরায় রামানন্দ এবং তৎপার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীবলরাম, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব। দর্শন ও বন্দনান্তে আমরা শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়াছি, এমন সময়ে শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ তাঁহার পার্টিসহ আমাদের সহিত মিলিত হন। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ হিন্দী ভাষায় সংক্ষেপে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরায় রামানন্দ মিলন সংবাদ কীর্ত্তন করেন। সন্ত মহারাজ তাঁহার মধুর কণ্ঠে 'গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। আমরা অতঃপর উদ্যান মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীহনুমান্‌জী দর্শনান্তে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস—অদ্য (১৩ই কার্ত্তিক, ৩১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার) চণ্ডীগড় মঠের স্নিগ্ধ সেবক শ্রীরাধাকিষণজীকে পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রদত্ত সংস্কার-পদ্ধতি অনুযায়ী ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বেষ প্রদান করেন। তাঁহার যথাবিধানে ক্ষৌরকর্ম্ম ও নরেন্দ্র সরোবরে স্নান সম্পাদিত হইবার পর তাঁহাকে মন্ত্রপূত ডোর কোপীন বহির্ব্বাস ও দণ্ডাদি ধারণ করাইয়া হোমকর্ম্মসম্পাদনান্তে সন্ন্যাস প্রদত্ত হয়। শ্রীরাধাকিষণজীর সন্ন্যাসের নাম হয়—**ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ।** পাঞ্জাব প্রদেশস্থ দুইজন ভক্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। প্রথম শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, দ্বিতীয় শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। উভয়েই বক্তা।

১৪ই কার্ত্তিক পূর্ব্বাহ্নে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের অন্তঃপ্রাঙ্গণে (চক্রবেড়ে) মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খঘণ্টাদি বাদ্যধ্বনিসহ মহাসঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব মন্দির কর্তৃপক্ষের পারমিশন (অনুমতি) লইয়া অগ্রেই সম্পূর্ণ পার্টিসহ শ্রীমন্দির কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেন। পরে পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ তাঁহার পার্টিসহ তাঁহার (অর্থাৎ পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের) পার্টিসহ মিলিত হন। বর্দ্ধমানস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজও তাঁহার পার্টিসহ যোগদান করেন। মৃদঙ্গাদিবাদ্যধ্বনিসহ শতশত ভক্তকণ্ঠোত্থ সংকীর্ত্তন-ধ্বনি মিলিত হইয়া এক সুমধুর নাদব্রহ্মের আবির্ভাব হয়। আমরা সর্ব্বপ্রথম শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ বন্দনা করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে বারচতুষ্টয় শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করি। ষড়্‌ভুজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির সমক্ষেও অনেকক্ষণ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের ভাবাবেশে বিচিত্র অক্ষর বিন্যাসসহ মধুর পদাবলী কীর্ত্তন অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। পুনরায় ৭ই অগ্রহায়ণ, ২৩শে নভেম্বর শনিবারও শ্রীমন্দিরমধ্যে ঐরূপ বেড়া কীর্ত্তন হইয়াছিল। আমাদের পাণ্ডা শ্রীগোপীনাথ শর্ম্মা উভয়দিবসই আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমরা উভয়দিবসই কীর্ত্তনের পর জগন্নাথ দর্শনের সৌভাগ্য বরণ করি। উভয় দিবসই শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ আমাদের সহিত ধর্ম্মশালায় আসিয়া 'নগর ভ্রমিয়া আমার গৌর এল ঘরে' ইত্যাদি বিরাম কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদিগের সকলকেই পূজ্যপাদ মহারাজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিসকড়ি গজাপ্রসাদ দ্বারা তর্পণ বিধান করেন।

১৭ই কার্ত্তিক ৪ঠা নভেম্বর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাব-তিথিপূজাবাসরে শ্রীল ঠাকুর

মহাশয়ের বিবিধ শিক্ষাবৈচিত্র্যসম্বলিত চরিতামৃত আলোচিত হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠের ত্যাগী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থ ভক্তবৃন্দ শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের 'শ্রীচৈতন্য আশ্রমে' নিমন্ত্রিত হন। পূজ্যপাদ আচার্যদেবের সহিত আমরা অনেকেই তথায় গিয়াছিলাম। ২০শে কার্ত্তিক শ্রীবহুলাষ্টমী শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাবির্ভাবতিথিপূজা উপলক্ষে ও ২৯শে কার্ত্তিক সংক্রান্তি দিবসেও আমরা শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের আশ্রমে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। তাঁহার প্রীতিমূলা বৈষ্ণবসেবাচেষ্টা আদর্শস্থানীয়া।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবও গত ২৮শে কার্ত্তিক শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা—অন্নকূট মহোৎসববাসরে এবং ৯ই অগ্রহায়ণ শ্রীউত্থান-একাদশী ও ১০ই অগ্রহায়ণ দ্বাদশীবাসরে শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ ও শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজকে তাঁহাদের পার্টিসহ ধর্ম্মশালায় নিমন্ত্রণ করিয়া পরমাদরে বিচিত্র মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা তর্পণ বিধান করেন। বলাবাহুল্য একাদশী দিবস যথাবিহিত অনুকল্পেরই ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীরূপপাদোক্ত উপদেশামৃতে বর্ণিত আছে—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥

অর্থাৎ দেওয়া নেওয়া বা আদান প্রদান, গুহ্যকথা বলা ও গুহ্যকথা শুনা এবং ভোজন করা ও ভোজন করান'—এই ছয়টি শাস্ত্রোক্ত প্রীতির লক্ষণ। এই কএকটি শুদ্ধ সাধুপ্রতি বিহিত হইলে সাধুসঙ্গ, নতুবা অসাধুপ্রতি হইলে অসাধুসঙ্গ হইয়া থাকে।

১৫ই কার্ত্তিক, ২রা নবেম্বর শনিবার হইতে ২৯শে কার্ত্তিক, ১৬ই নবেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত আমাদের গত বৎসরের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে (শ্রীগোপবন্ধুর প্রতিমূর্ত্তির সান্নিধ্যে) নির্ম্মিত সভামণ্ডপে সকাল, বৈকাল ও সন্ধ্যার সভার অধিবেশন হয়। ইহার মধ্যে ৬ই নবেম্বর সন্ধ্যায় উড়িষ্যা সরকারের আইনমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ বিশ্বাল মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব, শ্রীচৈতন্য-আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি কুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং সভাপতি যথাক্রমে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। সভাপতি মহাশয় উৎকল ভাষায় বলেন। সভায় 'ল' সেক্রেটারী, এন্ডাউমেন্ট কমিশনার, টেম্পল এ-ডি-এম্, বাঁকী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, শ্রীমহাদেব মিশ্র, বালেশ্বরের কবিরাজ··· প্রমুখ বহু বিশিষ্ট সজ্জন সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

অতঃপর এই সভামণ্ডপে ৭ই নবেম্বর হইতে ১১ই নবেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যায় **পঞ্চদিবসব্যাপী পাঁচটি বিশেষ ধর্ম্মসভার** অধিবেশন হয়। **প্রথম দিবস** ৭।১১ তারিখে সভাপতি ছিলেন—পুরী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান (পৌরপ্রধান) শ্রীবামদেব মিশ্র মহোদয়। বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—Efficacy of Math and Temple অর্থাৎ 'মঠমন্দিরের উপকারিতা'। বক্তা—যথাক্রমে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব, বাঁকী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং সভাপতি। **দ্বিতীয়দিবস** ৮।১১ তারিখে সভাপতি— শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং প্রধান অতিথি—পদ্মশ্রী শ্রীসদাশিব রথ শর্ম্মা। বক্তব্যবিষয়—Necessity for worship of Deities অর্থাৎ "শ্রীবিগ্রহসেবার আবশ্যকতা।" বক্তা যথাক্রমে—শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব (হিন্দীভাষায়), প্রধান অতিথি মহোদয় উৎকল ভাষায় এবং সভাপতি। **তৃতীয় দিবস** ৯।১১ তারিখে সভাপতি—শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র এম্-এল্-এ। বক্তব্য বিষয়—Beuefits of belief in God and transmigration of soul অর্থাৎ "ঈশ্বর-বিশ্বাস ও জন্মান্তর বিশ্বাসের উপকারিতা"। বক্তা যথাক্রমে—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ (রিষড়া-হুগলী) শ্রীপাদ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ, সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব এবং সভাপতি। **চতুর্থ দিবস** ১০।১১ তারিখে সভাপতি—পণ্ডিত শ্রীরঘু-

নাথ মিশ্র, কটক (Ex M.L.A.)। বক্তব্য বিষয়—Super excellence of Bhagabat Dharma অর্থাৎ 'ভাগবতধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমতা'। বক্তা যথাক্রমে—বর্দ্ধমান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, শ্রীচৈতন্য আশ্রমাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব, পণ্ডিত শ্রীমদ্ বিভুপদ পাণ্ডা বি-এ,বি-টি, কাব্য ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ এবং সভাপতি।

পঞ্চম দিবস ১১।১১ তারিখে সভাপতি—বাঁকী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায়। বক্তব্য বিষয়—"Speciality of the teachings of Sree Chaitanya Mahapravu" অর্থাৎ 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য'। বক্তা যথাক্রমে—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব, শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ এবং সভাপতি।

অতঃপরও ২৯শে কার্ত্তিক, ১৬ই নভেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত সভামণ্ডপে সভার অধিবেশন হয়।

২০শে কার্ত্তিক, ৭ই নভেম্বর শ্রীবহুলাষ্টমী—শ্রীরাধাকুণ্ডাবির্ভাব তিথিতে আমরা সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের বহির্মণ্ডল পরিক্রমা করিয়া সভামণ্ডপে বসি। যামকীর্ত্তনাদির পর শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দেশানুসারে শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু হিন্দীভাষায় শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক ব্যাখ্যা এবং শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি চতুর্থ অধ্যায় পাঠ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ দৈনন্দিন নিয়মসেবার ভাগবত পাঠ সমাধা করিয়া ভাঃ ১০।৩৬ অধ্যায় হইতে অরিষ্টাসুরবধ-কথা এবং অরিষ্টবধান্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নর্ম্মসংলাপময়ী শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডাবির্ভাব সম্বন্ধিনী পৌরাণিকী-কথা (ঐ ভাঃ ১০।৩৬।১৫ শ্লোকের চক্রবর্ত্তী টীকা হইতে) আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদিবসব্যাপী সভার প্রথম অধিবেশন হয়।

২১শে কার্ত্তিক ৮ই নভেম্বর শুক্রবার পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব আমাদের সকলকে লইয়া সকাল ৭টায় নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ বাহির হন। পূজ্যপাদ পরমহংস মহারাজ তাঁহার ৮২ বৎসর বয়সেও নবীনের ন্যায় উদ্যম লইয়া পদব্রজে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। স্বর্গদ্বারে অনেকে সমুদ্রস্নান করিলেন, কেহ কেহ মহাতীর্থ সমুদ্রজল মস্তকে ধারণ করিলেন। মৎস্যজীবি ধীবরগণের মৎস্যশিকারের অসংখ্য নৌকা সমুদ্রবক্ষে ভাসমান দেখা গেল। আমরা তীরে উঠিতে বামপার্শ্বে একটি মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ সুভদ্রা বলদেব-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রণাম করিলাম। অতঃপর আমরা শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ভক্তিকুটীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণতি জ্ঞাপন করি। সেই কুটীর-গাত্রে খোদিত প্রস্তর-ফলকে অদ্যাপি উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে—

> "গৌরপ্রভোঃ প্রেমবিলাসভূমৌ
> নিষ্কিঞ্চনো ভক্তিবিনোদোনামা।
> কোঽপি স্থিতো ভক্তিকুটীরকোষ্ঠে
> স্মৃত্বানিশং নামগুণং মুরারেঃ॥"

বর্ত্তমানে বাহ্যদর্শনে ভক্তিকুটীটি অতিজীর্ণ ধ্বংসপ্রায় হইয়া আছে। দেখিয়া বড়ই দুঃখ হইল। তথা হইতে আমরা তৎসন্নিহিত শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠে প্রবেশ পূর্ব্বক তত্রত্য মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজিউ দর্শন করি। সেবক ব্রহ্মচারী অনন্তরাম সগোষ্ঠী আচার্য্য দেবকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন। তথা হইতে আমরা শ্রীশ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের সমাধিমন্দির দর্শনে গমন করি। তথায় মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করিয়া স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠত্রয়ে শ্রীনিতাই গৌর সীতানাথ শ্রীবিগ্রহত্রয় দর্শন করি। সর্ব্বত্র ভূমিষ্ঠ প্রণাম জ্ঞাপন পূর্ব্বক তথা হইতে সতীর্থ শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজের মঠে (শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আশ্রমে) গমন করি। তিনি বর্ত্তমানে তাঁহার নবদ্বীপস্থ মঠে থাকিয়া শ্রীদামোদর ব্রত পালন করিতেছেন। আমরা তথায় স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের সমাধি মন্দির এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী মন্দিরে দণ্ডবৎ

প্রণতি বিধান পূর্ব্বক তথা হইতে নিত্যধামপ্রাপ্ত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগোবিন্দ আশ্রমে গমন করি। এখানে শ্রীমদ্‌……বামন মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা এখান হইতে সতীর্থ শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের শ্রীচৈতন্য আশ্রমে গমন করি। তথায় পূঃ মহারাজ আমাদিগের সকলকেই শ্রীজগন্নাথের গজা প্রসাদ দ্বারা তর্পণ করেন। তথা হইতে আমরা চটকপর্ব্বতোপরিস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে গিয়া প্রথমেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভজনস্থান দর্শন করি। পরমারাধ্য প্রভুপাদ যেখানে বসিয়া ভজন করিতেন, বিশ্রাম করিতেন, যেখানে তাঁহার ভোগরন্ধন হইত, যেখানে তাঁহার সেবকসূত্রে পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ অবস্থান করিতেন, সেই সমুদয় স্থান গৃহদ্বার সমস্তই দর্শন করিলাম। শ্রীল প্রভুপাদের বিশ্রামকক্ষে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ও তৎ কৃপাপাত্ররূপে শ্রীমন্মধ্বাচার্যপাদের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরগদাধর-বিনোদমাধবজিউ শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রণাম করিলাম। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বহু প্রাচীনস্মৃতি অন্তরে জাগরূক হইয়া হৃদয়খানি আলোড়িত বিলোড়িত করিতে লাগিল। ডাঃ শ্রীশ্যামসুন্দর প্রভু, পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব ও আমাদিগকে প্রসাদী মাল্যচন্দনাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। আমরা তথা হইতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর সেবা শ্রীশ্রীগোপীনাথ মন্দিরে আসিলাম। মধ্যপ্রকোষ্ঠে শ্রীগোপীনাথ, তাঁহার বামে শ্রীরাধিকা ও দক্ষিণে শ্রীললিতা দেবী বিরাজিতা। এস্থানে শ্রীগোপীনাথ মাহাত্ম্য এইরূপ অলৌকিক যে, ভক্তবৎসল শ্রীগোপীনাথ এখানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীগদাধর-পণ্ডিত গোস্বামীর সেবা গ্রহণ করিতেছেন। পণ্ডিত গদাধরের বৃদ্ধকালে শ্রীগোপীনাথের ঊর্দ্ধ অঙ্গে শৃঙ্গারসেবা সম্পাদন বড়ই ক্লেশ ও শ্রম সাপেক্ষ বলিয়া গোপীনাথ নিজেই বসিয়া তাঁহার সেবা লইতে লাগিলেন। শ্রীগোপীনাথের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে শ্রীরেবতী ও শ্রীবারুণী দেবী-সহিত শ্রীহলমুষলধর মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলরাম বিরাজিত। শ্রীগোপীনাথের বামপ্রকোষ্ঠে, শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন ও শ্রীশ্রীগৌরগদাধর বিগ্রহ বিরাজিত। আমরা সকলকেই দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীচরণামৃত গ্রহণ করিলাম। তৎপর পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী তৃতীয় যাম কীর্ত্তন করিলে কীর্ত্তন-বিনোদ শ্রীপাদ ঠাকুরদাস প্রভু শ্রীগোপীনাথবিজ্ঞপ্তি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলেন। আমরা তথা হইতে শ্রীযমেশ্বর মহাদেবমন্দিরে আগমন পূর্ব্বক বৈষ্ণবরাজ শম্ভুকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া তৎসমীপে কৃষ্ণভক্তি বর প্রার্থনা করি। এখান হইতে আমরা বরাবর ধর্ম্ম-শালায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করি। বৈকালে যথানিয়মে শ্রীভাগবতপাঠ ও যামকীর্ত্তন এবং সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর প্যাণ্ডেলে পঞ্চদিবসীয় সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়।

২৩শে কার্ত্তিক, একাদশী—সকালে নগর-কীর্ত্তনে বাহির হইয়া আমরা পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থলীতে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক কলেজের পার্শ্ব-বর্ত্তী রাস্তা দিয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দির সমক্ষে উপস্থিত হই। অতঃপর শ্রীশ্রীপতিত পাবন জগন্নাথ দেবকে বন্দনা করিয়া সভামণ্ডপে উপবেশন করি।

২৪শে কার্ত্তিক—অদ্য বোলপুর নিবাসী গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপ্রণত পাল দাসাধিকারী মহোদয় মধ্যাহ্নে উৎসব দেন। প্রনতপাল প্রভু শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবায় বিশেষ অনুরাগী, তাঁহার নিষ্কপট ব্যবহার এবং সেবাপ্রবৃত্তি-দ্বারা তিনি শ্রীমঠের প্রায় সকল বৈষ্ণবেরই চিত্ত জয় করিয়াছেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের অত্যন্ত স্নেহভাজন তিনি। শ্রীগুরু-কৃপায়ই ভগবৎ-কৃপালাভ সম্ভব হইয়া থাকে। তাঁহার ভক্তিমতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ গোরাচাঁদ পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত। তৎপরি-বারভুক্ত যাঁহারা এখনও দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য পান নাই, তাঁহারাও সকলেই তাঁহার সেবাকার্য্যে আনু-কূল্যই বিধান করিয়া থাকেন। মনে হয় এই সুকৃতিবলে তাঁহারাও শীঘ্র শীঘ্রই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপাভাজন হইয়া তাঁহাদের সেবাধিকার লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিবেন।

অদ্য অপরাহ্নে শ্রীপাদ ইন্দুপতি প্রভু 'আম্নায়ঃ প্রাহ'

শ্লোকের বিদ্বদ্‌রঞ্জন ব্যাখ্যা করেন, পরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। অদ্য রাত্রে পঞ্চমদিবসীয় সভার অধিবেশন শেষে এক হাস্যোদ্দীপক ও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। একটি স্বাস্থ্যবান্ হনুমান্ সভাস্থলে শ্রোতৃবৃন্দের বসিবার একটি চেয়ারে বহুক্ষণ যাবৎ স্থির ধীর হইয়া বসিয়া হরিকথা শুনিয়াছে। সভাশেষে আমরা অনেকেই তাহার গায়ে হাত বুলাইলাম। পরে সে তাহার গন্তব্য স্থলে চলিয়া গেল। অনেকে বলিতে লাগিলেন—হনুমানটি পোষা হনুমান্, যাহাই হউক ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক চেয়ারে স্থির হইয়া শ্রোতার আসন গ্রহণ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে।

২৫শে কার্ত্তিক—অদ্য আমরা সংকীর্ত্তন সহ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ও গুণ্ডিচামন্দির পরিক্রমা করিয়া আসি। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব আমাদের পরিক্রমা start (যাত্রা) করাইয়া দিয়া বিশেষ সেবা কার্য্যবশতঃ ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসেন। পূজ্যপাদ পরমহংস মহারাজ আমাদিগের পথপ্রদর্শক হইয়া সর্ব্বাগ্রে অগ্রগামী হন। আমরা প্রথমে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে যাই, এই মহাতীর্থে কত যুগযুগান্তরের প্রাচীন স্মৃতি ও ইতিহাস বিজড়িত! সপার্ষদ মহাপ্রভু ইঁহার জলে কতই না বিহার ও লীলাবিলাস করিয়াছেন! অনেকেই ইঁহাতে অবগাহন স্নান করিলেন। আমরা সরোবরকে প্রণাম করতঃ তাঁহার পূতবারি মস্তকে ধারণ ও আচমনাদি করিয়া সরোবরতটে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ও রাণী গুণ্ডিচা দেবীর পৃথক্ পৃথক্ মন্দির, শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ ও শ্রীঅন্নপূর্ণা মন্দির, শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব (শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রতিনিধি-শিব-পঞ্চকের অন্যতম), পঞ্চমুখী হনুমান্‌জী, বদরীনারায়ণ প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন করিয়া শ্রীনৃসিংহ মন্দিরে যাই। তথায় শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখি, পূজারী উপস্থিত নাই, প্রদীপ জ্বালা না থাকায় ঘোর অন্ধকার, পরে ভগবদিচ্ছায় একটি ছোট প্রদীপ পাওয়া যায়, তৎসহায়তায় শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও নতি স্তুতি বিধান করি। ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায়ই জীব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ষড়্‌বিধ ভক্তিশত্রুর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করতঃ শুদ্ধভাবে ভগবদ্‌ভজনের সৌভাগ্য লাভ করেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণভজন-প্রয়াসী ভক্তিপথের যাত্রী মাত্রেরই অবতারী শ্রীকৃষ্ণের নৃসিংহাবতারানুগত্য অনিবার্য্য প্রয়োজনীয়। আমরা ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ দেবকে প্রণাম ও তাঁহার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিয়া শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির দর্শনার্থ গমন করি। গেটে সরকারের তরফ হইতে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির সংস্কারার্থ গৃহস্থ যাত্রীমাত্রের নিকট ১০ পয়সা করিয়া আনুকূল্য গ্রহণ করতঃ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার বিজ্ঞাপক টিকিট দেওয়া হইতেছে দেখিলাম। ত্যাগী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও বনচারীদিগের কোন বন্ধনী দিতে হইতেছে না। যাহা হউক আমরা গুণ্ডিচা মন্দিরের ভিতর বাহির দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

পঞ্চদিবসব্যাপী সভা ২৪শে কার্ত্তিক সমাপ্ত হইয়া গেলেও ২৯শে কার্ত্তিক ১৬ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ঐ প্যাণ্ডেলেই সভার অধিবেশন চলিতে থাকে। ২৫শে কার্ত্তিক সান্ধ্য সম্মিলনে প্রথমে তীর্থ মহারাজ ও দামোদর মহারাজ (কৃষ্ণনগর), পরে পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ রায় রামানন্দ-সংবাদ ব্যাখ্যা-মুলে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার সর্ব্বোত্তম বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। 'জ্ঞানে প্রয়াসং' শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইবার পর যাম-কীর্ত্তনাদি হয়। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ তাঁহার বক্তৃতায় শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য বুঝাইতে গিয়া ভীষ্মের যুদ্ধে অস্ত্র ধারণলীলা, গোবৎস ও গোপবালকরূপে গাভী ও মাতৃস্থানীয়া গোপীগণের স্তনদুগ্ধ পানলীলার দৃষ্টান্ত, কৃতজ্ঞ বলিতে পূতনাকে ধাত্রী-উচিত গতিদানাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। কৃষ্ণ সমর্থ ও বদান্যাদি অনন্ত-কল্যাণ-গুণ-সমুদ্র, ইহা নানা দৃষ্টান্ত সহকারে বলেন।

২৬শে কার্ত্তিক, ১৩ই নভেম্বর—আমরা অদ্য চক্র-তীর্থ পরিক্রমা করি। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব পরিক্রমা যাত্রা করাইয়া দিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া যান। আমরা পূজ্যপাদ পরমহংস মহারাজের আনুগত্যে প্রথমে শ্রীবেরি হনুমান্‌জীর মন্দিরে যাই। তথায় ব্রহ্মচারী দেবপ্রসাদ, শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ হৃষীকেশ

মহারাজ কীর্ত্তন করেন। শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করিয়া নামকীর্ত্তন ও দামোদরাষ্টক কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ চক্রতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। বেরী হনুমান্ সমুদ্রের গতি রোধ করিতেছেন। চক্রতীর্থে শ্রীজগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা জিউর শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম চিহ্নাঙ্কিত দারুব্রহ্ম মূর্ত্তি ভাসিয়া আসেন। এখানে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে উচ্চ রত্নবেদীর উপর মধ্যস্থলে শ্রীচক্রনৃসিংহ, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীঅনন্ত-নৃসিংহ এবং বামপার্শ্বে শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ বিরাজিত। একটি বড় শালগ্রাম আছেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য শ্রুত হয়। একসময়ে শ্রীবলদেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথ-দেবকে বলিলেন—তোমার স্ত্রী তাহার ভক্তের জাতিকুল বিচার করে না, যাহার তাহার গৃহে যায়, সুতরাং তাহার হস্তপাচিত অন্ন আমরা কি করিয়া গ্রহণ করি? লক্ষ্মীদেবী অভিমানভরে চক্রতীর্থে মন্দির করিয়া রহিলেন। জগন্নাথ বলরাম অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দেখিলেন—ভাণ্ডারে চাউলাদি কোন পদার্থই নাই, দোকানপাটে, সজ্জনগৃহে কোথায়ও কিছু মিলে না, তখন তাঁহারা ভ্রমণ করিতে করিতে এই চক্রতীর্থে আসিয়া ছদ্মবেশধারিণী লক্ষ্মীগৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। প্রথমে লক্ষ্মীদেবী আত্মগোপন পূর্ব্বক হীন কুলোদ্ভূতা বলিয়া পরিচয় দেন। পরে রান্নার যোগাড় করিয়া দিয়া দুইভাইকে রন্ধন করিয়া লইতে বলিলেন। দুই ভাই অনেক চেষ্টা করিয়াও রন্ধনে অপারগ হইলে শেষে ক্ষুধার জ্বালায় মালক্ষ্মীরই হস্তপাচিত অন্ন গ্রহণে স্বীকৃত হন। তখন মা আত্মপ্রকাশ করিয়া পরম আদরে ও প্রীতিভরে দুই ভাইএর সেবা করেন। আমরা শ্রীলক্ষ্মীমন্দিরে শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া চক্রদর্শন ও বন্দনা করি, সুমিষ্টতোয়পূর্ণ চক্রহ্রদের জলে আচমন করি। লবণ সমুদ্রতীরে একটি ক্ষুদ্র হ্রদের মিষ্ট জল আস্বাদ করতঃ সকলেই বিস্মিত হই। অতঃপর আমাদের অনেকেই সমুদ্র স্নান করিলেন, আমরাও অবগাহন করিয়া ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

অদ্য শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে খুব ভিড় দেখিলাম, বাইশ পাহাচ ও মন্দির মধ্যে দুই পার্শ্বেই অমাবস্যায় পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধের ঘটা। বিষ্ণুগৃহে দীপদানও একটী দ্রষ্টব্য বিষয়। শ্রীপুরীধামের প্রায় সর্ব্বত্র শ্রীবৃন্দাদেবীর পূজাদর্শনে ও হুলুধ্বনি বা 'জয়কার' শ্রবণে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। আর একটি দৃশ্য উল্লেখযোগ্য—শ্রীবিজয়া দশমীর পর দিন হইতে কএকদিন ধরিয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে শ্রীসিংহবাহিনী দেবী-মূর্ত্তির আড়ঙ্গ (বা আড়ং)। দেবী আসিয়া জগন্নাথ দেবকে প্রণাম করতঃ আড়ংএ বসেন। অদ্য আর একটি দৃশ্য দেখিলাম—বহ্ন্যুৎসব। ঐ শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বাজার বসিয়া যায়। পাট-কাঠির গোছা বা কাঁড়িতে (আমাদের দেশে বলে 'কাঁড়ু') আগুন ধরাইয়া তাহা শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের চূড়ার দিকে তুলিয়া ধরা হয়। ঐ পাটকাঠির অগ্নি-কুণ্ডও করা হয়। আমাদের দেশের মত নানাবিধ বাজিও পোড়ান হইতেছিল। ইহাই দীপালি বা দীপমালিকা মহোৎসব বলিয়া মনে হইল। কারণ অদ্য নিশীথেই শ্রীশ্যামাপূজা।

২৭শে কার্ত্তিক প্রতিপৎ তিথি অমাবস্যাবিদ্ধা বলিয়া আমাদের শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা বা অন্নকূট মহোৎসব ২৮শে কার্ত্তিক অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিবস চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনা বলিয়া গোপূজা ও গোক্রীড়ার ব্যবস্থা ২৭শে কার্ত্তিক তারিখেই নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

২৮শে কার্ত্তিক শুক্রবার প্রাতে পূজ্যপাদ আচার্য্য-দেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীশ্রীগিরিধারী ও শ্রীশালগ্রামের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি বিধান করেন। গোবরের স্তূপ করিয়া গোকুলত্রাণকারক গোবর্দ্ধনধরাধরের পূজা করা হয়। বহু উপচার-বৈচিত্র্যসহ অন্নকূট মহোৎসব সম্পাদিত হইল। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

অদ্য সন্ধ্যায় প্যাণ্ডেলে পূজ্যপাদ পরমহংস মহা-রাজের সভাপতিত্বে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ ও সভাপতির যথাক্রমে ভাষণ হয়।

২৯শে কার্ত্তিক, ১৬ই নভেম্বর সন্ধ্যায় প্যাণ্ডেলে শেষ অধিবেশনে শ্রীমৎ তীর্থ মঃ, নিষ্কিঞ্চন মঃ (হিন্দীতে), সাগর মঃ (উৎকল ভাষায়) এবং শ্রীল আচার্য্যদেব যথাক্রমে বক্তৃতা করেন। সভাশেষে 'তদীয়' বস্তু শ্রীতুলসী ও শ্রীভাগবতগ্রন্থ কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করা হয়। শ্রীমৎ তীর্থ মঃ হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, মহামন্ত্র ও সপরিকর শ্রীজগন্নাথদেবের জয় গান করেন। অতঃপর হরির লুট হয়। অবশ্য লুটের প্রসাদীবাতাসা হাতে হাতে বিতরণ করা হয়। পুঃ আচার্য্যদেব জয়গান করেন। ১লা অগ্রহায়ণ হইতে ধর্ম্মশালাতেই পূর্ব্ববৎ সকাল, বৈকাল ও সন্ধ্যায় সভার অধিবেশন হয়। ৯ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত নিয়মসেবার পাঠ ও নামকীর্ত্তনাদি নিয়মিতভাবে চলিতে থাকে। ৯ই অগ্রহায়ণ পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের আবির্ভাব তিথিপূজা ও পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথিপূজা-বাসর। ১০ই অগ্রহায়ণ নিয়মভঙ্গ মহোৎসব। তৎপূর্ব্বে ৫ই অগ্রহায়ণ পূর্ব্বাহ্ণে মার্কণ্ডেশ্বর শিব ও সরোবর, অপরাহ্ণে শ্রীপুরী গোস্বামীর কূপ ও শ্রীলোকনাথ দর্শন এবং ৬ই অগ্রহায়ণ আঠারনালা পাদপীঠ দর্শন, পরিক্রমা ও পূজা করা হয়। ৭ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের ১ম হইতে ৫ম অধ্যায় পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত হয়, ৮ই অগ্রহায়ণ ভাঃ ১০।৭-৮ম অঃ সংক্ষেপে আলোচিত এবং ৯ই অগ্রহায়ণ ৯ম অধ্যায় হইতে—দামবন্ধন লীলা টীকাসহ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা হয়। ৭ই অগ্রহায়ণ বালিয়াটীর শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী উৎসব দেন। ৮ই অগ্রহায়ণ মোটর বাসযোগে আমরা শ্রীশ্রীসাক্ষীগোপাল, শ্রীশ্রীঅনন্ত-বাসুদেব ও শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া আসি। ১২ই অগ্রহায়ণও আমরা বাসযোগে শ্রীশ্রীআলবরনাথ বা আলালনাথ এবং শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ দর্শন করি। ১৩ই অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমা ও চন্দ্রগ্রহণ দিবস আমরা শ্রীজগন্নাথদেবের রাজবেষ দর্শন করি, অতঃপর শ্রীকপালমোচন শিবও দর্শন করা হয়। ১৪ই অগ্রহায়ণ ৩০শে নবেম্বর আমরা ৬৫জন শ্রীপুরীধাম হইতে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হই। শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত কতিপয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সেবক পুরীধামে রহিলেন। পাঞ্জাব, ইউ-পি, হায়দরাবাদ, গঞ্জাম ও ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থানের ভক্তবৃন্দ বিভিন্ন ট্রেণে ইতঃপূর্ব্বেই স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে রওনা হইয়াছেন।

[শেষের দিকের সংবাদ গুলি স্থানাভাবে সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। পরে বিস্তারিত ভাবে দিবার ইচ্ছা রহিল।]

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শুভবিজয়-বৈজয়ন্তী

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৯শে অগ্রহায়ণ (১৩৮১), ইং ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৭৪) রবিবার পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা ও শ্রীবৃন্দাদেবীকে পুরোভাগে লইয়া তদানুগত্যে ভক্তবৃন্দসহ শঙ্খঘণ্টামৃদঙ্গ-মন্দিরাদি বাদ্যধ্বনি সহযোগে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অস্মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব স্থলীতে প্রবেশ করিয়াছেন। স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট সজ্জনও উক্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব ঐ ১৫ই ডিসেম্বর দিবস হইতেই তথায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শুভারম্ভ ঘোষণা করিয়া তথায় শ্রীমঠের কার্য্য আরম্ভ করাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে গত বৎসর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি-পূজাবাসর হইতেই তথায় মঠের প্রকৃত শুভারম্ভ বিঘোষিত হইয়াছে। ভক্তহৃদয়ের আর্ত্তি সম্বর্দ্ধননিমিত্তই বাহ্যতঃ এই বিলম্বের অভিনয়। শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থলীর যে অংশ আমাদিগের পক্ষ হইতে খরিদ করা হইয়াছে, তাহাতে অনেক গুলি গৃহ, প্রত্যেকটিতেই ভাড়াটিয়া আছেন। ভগবদনুগ্রহে উক্ত আবির্ভাবস্থলীতে প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণ দিকের একটি প্রশস্ত কক্ষটিকে খালি পাইয়া আপাততঃ তাহাতেই প্রবেশ করা হইয়াছে। শীঘ্রই আরও কএকটি ঘর খালি হইবার কথা আছে। তাহা হইলে আর অসুবিধা হইবে না। কিন্তু এই সকল ঘরের একটিও রাখা যাইবে না। সমস্তই ভাঙ্গিয়া নূতন পরিকল্পনানুসারে নূতন মন্দির, নাটমন্দির, সেবকখণ্ডাদি নির্ম্মিত হইবে। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের যেরূপ অদম্য উদ্যম ও অক্লান্ত সেবাচেষ্টা, তাহাতে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী-গোপীনাথ জগন্নাথ —শীঘ্রই তাঁহার মনোঽভীষ্ট পূরণ করিবেন, ইহাই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, দক্ষিণ কলিকাতা, হায়দরাবাদ, চণ্ডীগড় এবং আসামের গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, তেজপুর, সরভোগ প্রভৃতি স্থানের বিরাট্ বিরাট্ মঠ-সৌধ ও অভ্রভেদী উচ্চচূড় মন্দির অতি অল্পদিনের মধ্যেই যেভাবে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-গাম্ভীর্য্য প্রকট করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়া মনে হয়, পুরীধামেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজজন শ্রীপাদ মাধব মহারাজকে তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অচিন্ত্য কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিবেন। গুরুকৃপাবলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থানটির উদ্ধার সম্পর্কে তাঁহার যে প্রকার অত্যদ্ভুত অদম্য উৎসাহ মনোবল ধৈর্য্য স্থৈর্য্য, অক্লান্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, অকাতরে অর্থব্যয় এবং সর্ব্বোপরি শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবৎপাদপদ্ম সেবায় অচলা অটলা মতি দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব অচিরেই তাঁহার সেবাপথের সকল বিঘ্ন বিদূরিত—অপসারিত করিয়া তাঁহার দ্বারা অবশ্যই অঘটন ঘটন করাইবেন। গুরুকৃপাবলই সকল বলের চরম বল। শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট শুদ্ধভক্তিপ্রচারে যাঁহাদের আন্তরিক নিষ্কপট প্রবৃত্তি থাকে, তাঁহারা অবশ্যই গুরুকৃপাবলে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা গুরুসেবার দোহাই দিয়া নিজেকে জাহির করিবার জন্য —নিজেদের লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য ব্যস্ত বা যত্নবান্ হন, তাঁহারা আপাততঃ বহির্ম্মুখ লোকসমাজে 'বাহবা' অর্জ্জন করিলেও গুরুদেবের নিষ্কপট কৃপালাভে তাঁহারা চিরবঞ্চিত, গুরুদেব তাঁহাদিগকে লৌকিক প্রতিষ্ঠাদি লাভের সুযোগ দিয়া বঞ্চনাই করিয়া থাকেন। অন্তরে বাহিরে নিষ্কপট গুরুসেবাপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট শ্রীপাদ মাধব মহারাজ অবশ্যই গুরুকৃপায় জয়যুক্ত হইবেন, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-স্থলীতে শত ফুট মন্দির উত্থিত হইয়া তাহা হইতে 'সুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' ন্যায়ানুসারে গুরুদেবের অসমোর্দ্ধা মহিমা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত—বিঘোষিত হইবে—শ্রীগুরু-মনোঽভীষ্ট শ্রীচৈতন্যবাণী-সেবার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইবে—সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের জয়গানে মুখরিত হইবে। ভাগ্যবন্ত জনগণের অন্তরে শ্রীল প্রভুপাদই সেবা-প্রেরণা জাগাইয়া তাঁহাদের প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্যকে নিঃশ্রেয়সার্জ্জনে নিযুক্ত করাইবেন। শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত-দাসাভিমানী প্রভুপাদ উচ্চ কীর্ত্তন বড় ভালবাসেন। কিন্তু প্রাণবন্তজনের কীর্ত্তনই তাঁহার আন্তরিকসুখ বা প্রীতিপ্রদ, শরণাগতিই ভক্তের ঐ প্রাণ স্বরূপ, সেই প্রাণবান্ হইয়াই প্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইবার শক্তি তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। অনন্তকল্যাণগুণবারিধি শ্রীভগবানের অভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদও কল্যাণগুণ-সমুদ্র। নিষ্কপটে তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলে তাঁহার নিরস্তকুহক করুণা হইতে কখনও বঞ্চিত হইতে হইবে না, অদোষদরশী প্রভুপাদ তচ্চরণাশ্রিত নিষ্কপট দাসানুদাসকে অবশ্যই কৃপা করিবেন, তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতির অভাবজনিত কোন ত্রুটীই তাঁহার কৃপালাভের পরিপন্থী হইবে না। পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার বিশ্বাসী মাদৃশ অধম সেবকগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সেবাধিকার প্রদান করুন, ইহাই তচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা।

বিরহ-সংবাদ

কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ষষ্ঠীতলা নিবাসী ভগবদ্ভক্ত শ্রীমতিলাল পাল মহাশয় গত ৩০ অগ্রহায়ণ (১৩৮১), ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭৪) সোমবার শুক্লা তৃতীয়া সংক্রান্তি-দিবস বেলা পৌনে নয় ঘটিকার সময় তাঁহার ষষ্ঠীতলাস্থ বাসভবনে ৮১ বৎসর বয়সে ভক্তমুখে ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে করিতে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ তাঁহার অসুস্থ সংবাদ শ্রবণে উক্তদিবস তাঁহাকে দেখিতে যান। গৌড়ীয় মঠের মহারাজ আসিবার কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত হন এবং হাত যোড় করিয়া তাঁহাকে দুইবার প্রণতি জ্ঞাপন করেন। মহারাজজী তাঁহার সম্মুখে বসিয়া হরিকথা বলিতে আরম্ভ করেন। ১০।১২ মিনিট কাল পর্য্যন্ত ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে করিতে বৃদ্ধ পালমহাশয়ের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। অন্তকালে ভক্তমুখে ভগবন্নাম শ্রবণ করিতে করিতে এইরূপ মৃত্যু বহুভাগ্যফলেই সংঘটিত হইয়া থাকে। তিনি পরিণত বয়সে উপযুক্ত পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা, সহধর্ম্মিণী ও বহু নাতিনাতিনী রাখিয়া ভগবৎপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানেই দেহ রক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে সহায়তা করিয়া মঠসেবকগণের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার জনৈক গ্রাহক ছিলেন। কৃষ্ণনগরস্থ মঠসেবকগণ এবং শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদকসঙ্ঘ সুহৃদ্‌বিয়োগ-বিধুর চিত্তে শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা করিতেছেন। [ভক্ত আত্মা নিত্য ভক্তি-শ্রী-যুক্ত, এজন্য আমরা তাঁহার নামকে 'শ্রী'-হীন করি নাই।]

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।
স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা '৬২

(২) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—ভিক্ষা ১'৫০

(৩) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১'

(৪) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— '৫০

(৫) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, '৬২

(৬) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত ,, ১'২৫

(৭) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE— Re. 1 00

(৮) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ,, ৬'০০

(৯) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১'০০

(১০) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১'৫০

(১১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] ... — ১০'০০

(১২) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — — '২৫

দ্রষ্টব্য :— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

বিগত ২৪ আষাঢ়, (১৩৭৫); ৮ জুলাই (১৯৬৮) সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক উপরি-উক্ত ঠিকানায় স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীমঠের ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। (ফোন : ৪৬-৫৯০০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৪শ বর্ষ

১২শ সংখ্যা

মাঘ ১৩৮১

সম্পাদক:—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেবড়ী,(ওল্ড সালারজং মিউজিয়াম),
হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পুরী, (উড়িষ্যা)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৬। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৭। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৮১। ২ মাধব, ৪৮৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ মাঘ, বুধবার; ২৯ জানুয়ারী, ১৯৭৫। | ১২শ সংখ্যা

পারমার্থিক সম্মিলনীতে
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় দিবসের অভিভাষণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২১০ পৃষ্ঠার পর]

এক সময়ে ঠাকুর মশায়—যিনি পূর্ব্ব-পরিচয়ে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত হ'বার লীলা প্রকাশ ক'রেছিলেন, বহু বহু ভাল লোক—আভিজাত্য-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সত্য কথা ব'লেছিলেন, তাতে তাঁ'কে অসদ্ ব্যক্তিগণের আক্রমণের পাত্র হ'তে হ'য়েছিল। মৎসর-প্রকৃতির আধ্যক্ষিক কতকগুলি অবিচারক লোক বল্‌তে লাগ্‌ল, নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থ-কুলে জন্মগ্রহণ ক'রে কেন ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে পার-মার্থিক উপদেশ দিয়ে শিষ্য করছেন? এই কথা শুনে ঠাকুর মশায় বল্লেন,—তা' হ'লে আমি সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হ'ব। ঠাকুর মশায়ের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্ত্তী বল্লেন,—তা' হ'লে জগৎ ত' রসাতলে যা'বে—জগতে নাস্তিক পাষণ্ডের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পা'বে! এই ব'লে তখন তাঁ'রা একজন সাজলেন—বারুই, আর একজন সাজলেন—কুমোর। যখন বিদ্বেষি-সম্প্রদায়ের গর্ব্বিত পণ্ডিত-মণ্ডলী ঠাকুর মশায়কে বিচারে পরাস্ত করবার মতলব নিয়ে খেতুরীতে এ'সে পৌঁছলেন, তখন তাঁ'রা তাঁ'দের আহারের বন্দোবস্তের জন্য বাজারে হাঁড়ি কিনতে কুমোরের দোকানে গেলেন। তখন কুমোর তাঁ'দের সঙ্গে সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ ক'রেদিলেন। তারপর তাঁ'রা পান কিনতে পানের দোকানে গেলেন, বারুইও পণ্ডিতদের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কথা আরম্ভ করলেন। এ সকল দেখে শুনে গর্ব্বিত পণ্ডিতগণ মনে মনে বিচার ক'রলেন,—যে-দেশের কুমোর বারুই পর্য্যন্ত সংস্কৃতে কথা বল্‌তে পারেন, সে দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ঠাকুর নরোত্তম যে কত বড় পণ্ডিত, তা' অনুমানও করা যেতে পারে না; সুতরাং তাঁ'র কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে আমাদিগের সম্মান লাঘব কর্‌বার পরিবর্ত্তে আমাদের এখান থেকেই বিদায় নেওয়া শ্রেয়ঃ। এরূপ বিচার ক'রে তাঁ'রা সেখান থেকে সরে পড়লেন। যাঁ'রা সত্য আশ্রয় করেন, তাঁদিগকে চিরকালই এরূপভাবে আক্রান্ত হ'তে হয়।

সাধারণ বিবেকরহিত বিচার বা সাধারণ বিবেক-যুক্ত বিচার ও সত্য এক নহে। অনেকে সাধারণ বুদ্ধিকে (Common Sense কে) 'সত্য' মনে করেন। যেটা Common Sense এর সঙ্গে খাপ খায় না, তাকে তাঁরা সত্যের পদ হ'তে বিচ্যুত ক'রতে চান। কিন্তু এইরূপ

সাধারণ বুদ্ধি—কা'দের ? ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-বিনির্ম্মুক্ত, বিমুক্ত আত্মার সহজ বুদ্ধি অথবা ভ্রম-প্রমাদাদি-যুক্ত, পরিবর্ত্তনশীল মনের অভিজ্ঞতাবাদোত্থ সাধারণ বুদ্ধি ? ভ্রম-প্রমাদযুক্ত গড্ডলিকার সাধারণ বুদ্ধি—মনোধর্ম্ম মাত্র, তা'তে আপেক্ষিক বা সাময়িক সত্যের একটা ছবি থাকতে পারে, কিন্তু উহা বাস্তব-সত্য নহে। লোকের রজস্তমস্তাড়িত-বুদ্ধি অবিমিশ্র সত্ত্বগুণের কথা বুঝতে পারে না। একজন পায়স খাচ্ছে, আর একজন যদি সেখানে এ'সে বলে যে, আমার কিছু চূণ সুরকী আছে, আপনি সেগুলি পরমান্নের মধ্যে মিশিয়ে পায়সের পূর্ণতা সম্পাদন ক'রে নিন, তা' হ'লে যেমন মিষ্টান্ন খাওয়ার ফল পাওয়া যায় না, উহার আস্বাদন নষ্ট হ'য়ে যায়, মুখে কাঁকর, চূণ প্রভৃতি লেগে গলা পুড়িয়ে দেয়—গলা বন্ধ ক'রে দেয়, তা'তে মানুষের মৃত্যু হয়, সেরূপ পরম নিরপেক্ষা, স্বতন্ত্রা, বিশুদ্ধা, নির্গুণা ভক্তির সহিত গুণজাত জগতের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টাকে যদি কেহ মিশিয়ে নিতে বলেন—ভক্তির অসম্পূর্ণতা (?) সম্পূর্ণ কর্'বার পরামর্শ দেন, তা'হ'লে ঐরূপ ব্যক্তির পরামর্শও মিষ্টান্নে বিজাতীয় চূণ সুরকি মিশ্রিত কর্‌বার পরামর্শের ন্যায় হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ—বদ্ধজীবের চেষ্টা, উহা দেহ ও মনোধর্ম্ম ; আর ভক্তি—আত্মার বৃত্তি বা আত্মধর্ম্ম, উহা পরম মুক্তের চেষ্টা ; সুতরাং কর্ম্ম-জ্ঞানাদি প্রাপঞ্চিক বিজাতীয় অনাত্ম-চেষ্টাসম্পন্ন বস্তুর সহিত ভক্তির মিশ্রণ হ'তে পারে না। তবে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি যখন ভক্তির অধীনতা স্বীকার ক'রে চলে, তখন কথঞ্চিদ্‌ভাবে সেই কর্ম্ম-মিশ্রা ও জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি পরভক্তির পথে উপনীত হ'বার আনুকূল্য ক'রতে পারে। পরাভক্তি লাভ হ'লে মিশ্রভাব আর থাকে না, ইহাই এই শ্লোকে কথিত হ'য়েছে—

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥"

আমরা এইরূপ বিচারেই মনীষী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দিয়েছিলাম, আমরা হাটে বাজারে যা'কে তা'কে প্রশ্ন দিই নাই বা ক্ষীরের সঙ্গে রাবিস মিশা'বার অভিলাষ নিয়েও আমরা প্রশ্ন পাঠাই নাই। অবিমিশ্র সত্য - অকৈতব সত্য জগতে প্রকাশিত হউক, এইরূপ অভিলাষ নিয়েই আমরা কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর চে'য়েছিলাম, কিন্তু কাম-ক্রোধ-লোভের বশীভূত হ'য়ে কতকগুলি লোক এরূপ শিষ্টাচার-বহির্ভূত ব্যবহার প্রদর্শন করেছেন যে, তাঁদের ব্যবহারেই তাঁ'রা তাঁ'দের স্বরূপের বিজ্ঞাপন প্রচার ক'রে ফেলেছেন! আমরা কর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গ করতে প্রস্তুত হই নাই, যাঁ'রা বহির্জগতের অভিজ্ঞতাবাদ বা মনোধর্ম্মকে নিয়ে অভ্যুদয়ের হিমালয়ে আরোহণ করতে চান, আমরা সেরূপ আরোহবাদী আধ্যক্ষিকের সঙ্গ ক'রবার জন্য প্রস্তুত হই নাই,—"প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব, রাখিব গড়ের পারে।"—ইহাই আমাদের গুরুদেবের উপদেশ। উদরোপস্থবেগসম্পন্ন ব্যক্তিকে আমরা চাই না, তাঁ'রা বাস্তবিক অকৃত্রিম অনুসন্ধিৎসু নন ; দ্বিজিহ্ব লোক—যা'দের বাইরে এক প্রকারের জিভ, ভিতরে আর একপ্রকারের জিভ, সে শ্রেণীর লোক নিয়ে আমা'দের কি প্রয়োজন হ'বে ? নিত্য আত্মার উপলব্ধি যাঁ'দের হ'য়েছে—ভগবানের সেবক-সম্প্রদায় যাঁ'রা, তাঁ'রা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, তাঁ'দের কাছ থেকে আমরা প্রশ্নের উত্তর পেতে পারব। আমাদের গুরুপাদপদ্ম যে কথা জানিয়ে দি'য়েছেন, দ্বিজিহ্বলোক তা' শুনবে না—তা'রা কখনও সেদিকে উন্মুখ কর্ণ দিবে না। আমা'দের প্রশ্নগুলি বাইরের লোকে বুঝতে পারেন নাই—শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় ভাগবত-জীবন যাঁ'দের হয় নাই, তাঁ'রা বুঝতে পারেন নাই। সেজন্য ভাগবত বলেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

আমরা যে সকল কথা সাধুকে জানতে দিই না—গোপনে যে-সকল কথা রেখে দিই, প্রকৃত সাধু সে-সকল কথা আমাদের অন্তর থেকে বের ক'রে তা'র উপর অস্ত্র প্রয়োগ করেন। 'সাধু' মানেই হচ্ছে,—তিনি একটা খড়্গ হাতে নিয়ে যূপকাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান র'য়েছেন—মানুষের যে ছাগের ন্যায় বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন,

পরুষ-ভাষারূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা' হ'লে তিনি আমার অমঙ্গলকারী—আমার শত্রু। তা' হ'লে আমরা প্রেয়ঃ পন্থা গ্রহণ ক'রলাম, শ্রেয়ঃ চাইলাম না।

ভাগবত-জীবন যা'র নয়, তা'র কাছে ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য।

"সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।"

ভাগবত-জীবন কার ?—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিল স্বপ্যবস্থাষু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

"কৃষ্ণে মতি হউক"—এরূপ আশীর্ব্বাদই সাধুগণ ক'রে থাকেন। "কৃষ্ণে মতি নষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রভু হউক"—জীবের প্রতি এরূপ আশীর্ব্বাদ সাধুর আশীর্ব্বাদ নয়।

'কৃষ্ণ'-শব্দ ব্যতীত অন্যত্র 'ভক্তি'-শব্দ প্রযোজ্য হ'তে পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র ভক্তির বিষয়। ব্রহ্ম—জ্ঞানের বস্তু, পরমাত্মা—সান্নিধ্যের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বস্তু। আমরা পরবর্ত্তিকালে আমাদের আলোচনার সময় দেখা'ব, কি ক'রে কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য হ'তে পারেন।

আমাদের প্রথম দিবসের আলোচনার বিষয়—চিদচিৎ বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের আকর; চিদচিদ্-বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের যন্ত্র; চিদচিদ্ বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের সিদ্ধান্ত; চিদচিদ্ বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের সঙ্গতি এবং চিদচিদ্ বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের ধারণা। 'চিৎ' শব্দটীর মোটামুটী অর্থ হচ্ছে—জ্ঞান। জ্ঞান—কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মযুক্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় আমরা জান্‌তে পারি,—

"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

সম্বিৎশক্তিমদ বিগ্রহই বিগ্রহই—কৃষ্ণচন্দ্র। এই জ্ঞানলাভের আকর তিন প্রকার,—চেতন-আকর; চিদচিন্মিশ্র আকর ও অচিৎ আকর। প্রত্যক্ষবাদী বলেন, অচিৎ হইতেই চিৎ বা জ্ঞানের উৎপত্তি, ইঁহারা অচিন্মাত্রবাদী। এরূপ বিচারে যে বৃত্তির উদয় হয়, তা'র নাম—তর্ক। অচিৎ হ'তে যাঁ'রা চেতনকে জন্মগ্রহণ করা'তে চান, সেই চেতনটাকে ক্রমশঃ কিরূপে Neutralise করা যায়—কিরূপে Effervesce করান যায় তা' তাঁদের পরিবর্ত্তিকালের বিচার্য্য বিষয় হয়। তাঁ'রা, তপস্যার দ্বারা ক্রমশঃ তাঁদের সাময়িক চেতনতাটাকে অচেতনে পরিণত ক'রতে চান। প্রচুর পরিমাণে কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে অত্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত হ'য়ে পড়লে ঐরূপ অনুভূতিরহিত অচিৎ হ'বার স্পৃহা বা নির্ব্বাণ-মুক্তির জন্য লালসা উপস্থিত হয়। দানশীল হওয়া ভাল—লোকের সেবা-শুশ্রূষা করা ভাল। মানুষ যখন অচিদ্‌ রাজ্যে নিষ্পেষিত হয়, তখন সাময়িক উপশম দিবার জন্য ঐরূপ ধারণা আমাদের প্রমাকে প্রলুব্ধ করে। বহির্জ্জগতের আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে আমরা সৎকর্ম্মী হই, পুণ্যবান্ হই, ধার্ম্মিক হই, নৈতিক হই, কখনও বা অসৎকর্ম্মী, পাপী, অধার্ম্মিক, অনৈতিক হ'য়ে পড়ি। বহির্জ্জগতের আক্রমণের দ্বারা আমরা ঐরূপভাবে চালিত হ'য়ে থাকি।

সূক্ষ্মেতে স্থূলতা নাই, কিন্তু সূক্ষ্ম স্থূল হ'তে জন্মগ্রহণ ক'রেছে। বহির্জ্জগতের স্থূলবস্তু হ'তে ভাব আকর্ষণ ক'রে সূক্ষ্মতা প্রকাশিত হ'চ্ছে। এই সূক্ষ্মভাবের জনক—স্থূল বিষয়।

এই জগতে চেতন-বৃত্তির সহিত অচেতন-বৃত্তি ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট হ'য়েছে। অচিদ্‌রাজ্য হ'তে মন ও বুদ্ধি জ্ঞান-সংগ্রহে নিযুক্ত র'য়েছে। যেখানে পরমাণুবাদী বা জড়শক্তির অচিৎএর কথা নাই—যেখানে কোন প্রকার অচেতনের কথা নাই, সেখানে কেবল চিৎ। কেহ কেহ বলেন, কেবল চেতনে নিঃশক্তিক অনুভূতি থাকবে। আধ্যক্ষিকজ্ঞানী জগতে যে জড়শক্তির ভিতর অনুভূতি পে'য়েছিল, তা' হ'তে পলা'বার জন্য যখন যত্ন হয়, তখনই আমাদের প্রাপ্য চেতনকে নিঃশক্তিক কর্‌বার জন্য একটা চেষ্টার উপায় হ'য়ে থাকে। যা'কে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভাষায় 'বহিরঙ্গা শক্তি' বলে, সেই বহিরঙ্গাশক্তিরহিত বস্তুকে নির্ভেদজ্ঞানিগণ 'ব্রহ্ম' ব'ল্‌তে চান। তাঁ'রা Radio activity, Molecular theory হ'তে যে শক্তির পরিচয় পে'য়েছেন—চিদচিন্মিশ্র জগৎ

হ'তে যে শক্তির পরিচয় পে'য়েছেন, সেই শক্তিকে নিরাস ক'রে ব্রহ্মের কল্পনা করেন। কিন্তু যাঁ'রা বৃহৎএর সমগ্রতা দেখতে পান, তাঁ'রা 'ব্রহ্ম' শব্দে ভগবান্‌কেই জানেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় ব'ল্‌তে গেলে,—

"'ব্রহ্ম' শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।"

সাঙ্কর্ষণ-সূত্রে 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা বিষ্ণুকে লক্ষ্য করেন। ভাগবতের শেষে আমরা একটী শ্লোক দেখতে পাই,—

"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥"

শব্দমাত্রেরই দ্বিবিধ বৃত্তি—বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি ও অজ্ঞ-রূঢ়িবৃত্তি। যে শব্দের বৃত্তি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শ্রীচৈতন্যদেব হ'তে তফাৎ হ'য়ে অন্য কিছু উদ্দেশ করে, তা'—শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ি। বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে সকল কথাই কৃষ্ণ-বাচক—কৃষ্ণোদ্দেশক। যে সকল শব্দ আমাদের ভৃত্যগিরি করে—আমাদের ভোগের কাজ চালিয়ে দেয়, সেইসকল ভোগ-সাধক শব্দ ভগবদ্‌বস্তু হ'তে পৃথক্ হ'য়ে অবিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি প্রকাশ ক'রে থাকে। 'কৃষ্ণ' শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদ্দিষ্ট হয়—গুণজাত জগতে 'কৃষ্ণ' শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়—'কৃষ্ণ' শব্দ দ্বারা গণগড্ডলিকা যা' বুঝেন, তা' কৃষ্ণ শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে। ভাষান্তরে 'গড্' 'আল্লা' প্রভৃতি শব্দ, এমন কি, সংস্কৃত ভাষায় 'ঈশ্বর' 'পরমাত্মা' প্রভৃতি শব্দ কৃষ্ণ হ'তে মিশ্রিত একটা মহের (তেজঃপুঞ্জের) বাচকমাত্র। তাঁ'রা 'কৃষ্ণ' শব্দের পূর্ণপ্রগ্রহবৃত্তি ধারণ করতে পারেন না। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

এই অর্থ গৌরসুন্দর দক্ষিণ দেশ হ'তে এ'নে প্রচার ক'রেছিলেন। অন্য দেশের কথা কি, এই ভারতবর্ষেও যে চিন্তাস্রোতের মধ্যে ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ প্রকাশিত র'য়েছে, তা' কেবল কৃষ্ণ-শব্দের গৌণী শক্তি বা নিঃশক্তিক বিচারের ব্যঞ্জক, উহারাও কৃষ্ণ-শব্দের পূর্ণতা অভিজ্ঞাপক নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান যে জিনিষকে দেখে, শুনে, ঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করে, তা' প্রকৃতিপ্রসূত বস্তুবিশেষ; এইসকল প্রকৃতিপ্রসূত বস্তুকে লক্ষ্য ক'রে কৃষ্ণ-শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। কৃষ্ণবস্তু জড়েন্দ্রিয় বা নিরিন্দ্রিয়-জ্ঞানের অধিগম্য নহেন, তিনি অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃতবস্তু।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(অনর্থ-নিবৃত্তি)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২১১ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—বৎসাসুর কোন্ অনর্থের প্রতীক?

উঃ—"বৎসাসুর-নাশ—বালবুদ্ধিজনিত লোভ হইতে যে দুষ্ক্রিয়া ও পর-বুদ্ধিবশবর্ত্তিতা হয়, তাহাই বৎ-সাসুর নামক অনর্থ। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহা দূর করেন।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—বকাসুরের স্বরূপ কি?

উঃ—"বকাসুর-বধ—কুটীনাটী, ধূর্ত্ততা ও শাঠ্য হইতে মিথ্যা ব্যবহারই বকাসুর। তাহাকে নাশ না করিলে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি হয় না।" —চৈঃশিঃ ৬।৬

প্রঃ—অঘাসুর কোন্ অনর্থের প্রতীক?

উঃ—"অঘাসুর-বধ—ভূতহিংসা, দ্বেষজনিত পর-দ্রোহরূপ পাপবুদ্ধি দূরীকরণ। ইহা একটী নামাপরাধ।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—ব্রহ্মমোহটী কোন্ অনর্থের সূচক?

উঃ—ব্রহ্মমোহ—কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-চর্চ্চায় সন্দেহবাদ ও ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে মাধুর্য্যের অবমাননা।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—ধেনুকাসুর কোন্ অনর্থের আদর্শ?

উঃ—ধেনুকবধ—স্থূলবুদ্ধি, সজ্জ্ঞানাভাব, মূঢ়তা-জনিত তত্ত্বান্ধতা বা স্বরূপজ্ঞান-বিরোধ, উহার দূরীকরণ।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—কালিয়নাগ কোন্ অনর্থের প্রতীক?

উঃ—কালিয়দমন—অভিমান, খলতা, পরাপকারিতা,

ক্রূরতা ও জীবে দয়াশূন্যতা, ইহার দূরীকরণ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—দাবাগ্নি কোন্ অনর্থের সূচক ?

উঃ—"দাবাগ্নিনাশ—পরস্পরবাদ, সম্প্রদায়বিদ্বেষ, অন্য দেবাদির বিদ্বেষ ও যুদ্ধ ইত্যাদি সংঘর্ষমাত্রেই দাবানল, উহার দূরীকরণ।　—চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—প্রলম্ব কোন্ অনর্থের প্রতীক ?

উঃ—প্রলম্ব-বধ—স্ত্রীলাম্পট্য লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাশার দূরীকরণ।"　—চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—দাবানল কোন্ অনর্থের সূচক ?

উঃ—"দাবানল-পান—নাস্তিকাদির দ্বারা ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের প্রতি উপদ্রবের দূরীকরণ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—যাজ্ঞিক বিপ্রগণের কৃষ্ণ-প্রতি অবহেলা কোন্ অনর্থের আদর্শ ?

উঃ—"যাজ্ঞিক বিপ্রের ব্যবহার কৃষ্ণের প্রতি বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত ঔদাসীন্য বা কর্ম্মজড়তা।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—ইন্দ্রপূজা কোন্ অনর্থের আদর্শ ?

উঃ—"ইন্দ্রপূজা নিবারণ—বহ্বীশ্বর বুদ্ধিত্যাগ ও অহংগ্রহোপাসনার দূরীকরণ।"　— চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—বরুণ হইতে নন্দোদ্ধার-লীলার তাৎপর্য্য দ্বারা সাধক কি শিক্ষা লাভ করিবেন ?

উঃ—"বরুণ হইতে নন্দোদ্ধার—বারুণী ইত্যাদি আসবের সেবায় ভজনানন্দ বৃদ্ধি পায়,—এই বুদ্ধির দূরীকরণ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—সর্পগ্রাস হইতে নন্দমোচন-লীলার তাৎপর্য্য কি ?

উঃ—"সর্প-কবল হইতে নন্দমোচন—মায়াবাদাদি-গিলিত ভক্তি-তত্ত্বের উদ্ধার ও মায়াবাদাদির সঙ্গ-ত্যাগ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—শঙ্খচূড় কোন্ অনর্থের প্রতীক ?

উঃ—"শঙ্খচূড়-বধ—প্রতিষ্ঠাশা ও স্ত্রীসঙ্গ-স্পৃহা বর্জ্জন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—অরিষ্টাসুর-বৃষ কোন্ অনর্থের প্রতীক ?

উঃ—"অরিষ্ট-বৃষাসুর বধ—ছলধর্ম্মাদির অভিমানে ভক্তিকে অবহেলা-করণ; উহার ধ্বংস।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—কেশী-দৈত্য কোন্ অনর্থের আদর্শ ?

উঃ—"কেশী-বধ—আমি বড় ভক্ত ও আচার্য্য—এই অভিমান, ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি ও পার্থিবাহঙ্কার; উহার বর্জ্জন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—ব্যোমাসুর কোন্ আদর্শের প্রতীক ?

উঃ—"ব্যোমাসুর-বধ—চৌরাদি ও কপট-ভক্তের সঙ্গত্যাগ।"　—চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—দৃঢ়তার অভাব কিরূপ অনর্থ ? তদ্দ্বারা কি অশুভ হয় ?

উঃ—"আজকার মত এই প্রতিকূল বিষয়টী স্বীকার করি, কল্য হইতে বিশেষ সাবধান হইব;—এইরূপ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। যে বিষয়টী ভজন-বাধক বোধ হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা অবলম্বন করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধন-কার্য্যের এক পদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না।"

—'সাধন', সঃ তোঃ ১১।৫

প্রঃ—ধর্ম্মধ্বজিতা কি একটী অনর্থ ?

উঃ—"ইন্দ্রিয়-প্রিয় ধর্ম্মধ্বজীদিগের কোন কুপরামর্শই শুনিবে না।"　—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য

[শ্রীগঙ্গানারায়ণ ব্যানার্জ্জি এম্-এ, বি-টি]

যাহা প্রকৃষ্টরূপে আনন্দিত হইয়া প্রদত্ত হয়, তাহার নাম প্রসাদ অর্থাৎ কৃপা। ভগবানের উচ্ছিষ্টকে মহাপ্রসাদ বলে। সেই প্রসাদ ভক্তগণ গ্রহণ করিলে তাহাকে মহা-মহাপ্রসাদ বলা হয়। শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
ভক্তশেষ হইলে মহা-মহাপ্রসাদ আখ্যান॥

মহাপ্রসাদ সেবনের দ্বারা যেরূপ যাবতীয় অমঙ্গল নষ্ট হয় এবং শুদ্ধভক্তি লাভ হইয়া থাকে, ভক্তোচ্ছিষ্ট মহা-মহাপ্রসাদও তদ্রূপ সর্ব্ববিধ অমঙ্গল নষ্ট করিয়া ভগবৎ পাদপদ্মে ভক্তি প্রদান করে। ভক্ত-পদধূলি, ভক্ত-পদজল ও ভক্তের উচ্ছিষ্ট—এই তিনটি ভগবৎ-প্রাপ্তির বিশেষ সহায়ক ও ভক্তিবর্দ্ধক। শাস্ত্র বলেন—

'ভক্ত-পদধূলি' আর 'ভক্তপদ-জল'।
'ভক্ত-ভুক্তশেষ'—এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৬০-৬১)

মহাপ্রসাদ চেতন বস্তু, অপ্রাকৃত বস্তু—নির্গুণবস্তু। তাহা জাগতিক কোন বস্তুবিশেষ নহে। এই মহাপ্রসাদ ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ।

মহাপ্রসাদ পরম পবিত্র বস্তু। এই মহাপ্রসাদ কুক্কুরাদি মুখস্পৃষ্ট হইলেও সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকেন। কুক্কুরের মুখস্পর্শে প্রসাদ কখনও অপবিত্র হয় না। পতিতপাবন বস্তু পতিতস্পর্শে কখনও পতিত হইয়া যান না। শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে একথা অনাদিকাল হইতে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ আছে।

শাস্ত্র বলেন—

কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পচ্যতে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥

(স্কন্দপুরাণ)

অর্থাৎ কুক্কুরের মুখস্পৃষ্ট হইলেও এই পবিত্র মহাপ্রসাদ ব্রাহ্মণগণেরও গ্রহণীয়। এই মহাপ্রসাদ সেবন করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।

মহাপ্রসাদ পর্য্যুষিত, শুষ্ক, কিংবা দূরদেশ হইতে আনীত হইলেও ইহা অপবিত্র হয় না। ইহা প্রাপ্তি-মাত্রেই সেবনীয়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥

(পদ্মপুরাণ)

মহাভাগ্য-ফলেই জীবের এই বৈকুণ্ঠবস্তু মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয়। পাপী লোকের ইহাতে বিশ্বাস হয় না। এইজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

(মহাভারত)

অন্নব্রহ্ম মহাপ্রসাদ, দারুব্রহ্ম বা শিলাব্রহ্ম ভগবদ্-বিগ্রহ, শব্দব্রহ্ম হরিনাম ও নরব্রহ্ম ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরুদেব—এই চারিটী ব্রহ্মবস্তুতে মহাপাপী লোকের বিশ্বাস হয় না।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস আরও বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ সেবন করিলে সহস্র একাদশীব্রতের ফল লাভ হয়। যথা—

একাদশীসহস্রৈস্তু মাসোপোষনকোটিভিঃ।
তৎফলং প্রাপ্যতে পুংভির্বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯ম বিঃ ১৩৪)

এখানে শাস্ত্র একাদশীব্রত পালন অপেক্ষা ভগবন্নৈবেদ্য-সেবনের অধিক মাহাত্ম্য জানাইয়াছেন। এইজন্য অনেক স্মার্ত্তই একাদশীদিবসে পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের অথবা নিকটস্থ কোনও বিষ্ণুমন্দিরের প্রসাদ সেবন করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণের একাদশীব্রত করিতে হইবে না, শাস্ত্র এরূপ বলেন নাই। একাদশীব্রত সকলেরই অবশ্য পালনীয়। শুদ্ধ একাদশীদিবসে শ্রীহরির প্রসাদকে প্রণাম করিয়া তৎপর দিবস তাহার দ্বারা পারণ করিবেন। বৈষ্ণবগণ একাদশী-দিবসে শ্রীমহাপ্রসাদের সম্মান ঐরূপভাবেই করিবেন, ভক্ষণ করিবেন না।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বর্ণিত আছে—ভগবৎ-প্রসাদ দ্বিবিধ—উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট। ভগবানে নিবেদিত দ্রব্য উচ্ছিষ্ট-প্রসাদ, আর অন্নাদির অগ্রভাগ ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া পাক-পাত্রে বাকী যাহা থাকে, তাহাই অবশেষ প্রসাদ। যথা— (হঃ ভঃ বিঃ ১০।৯৪)

উচ্ছিষ্টমবশিষ্টঞ্চ ভক্তানাং ভোজন-দ্বয়ম্॥

(আদিপুরাণ)

শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভু এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

'অবশিষ্টং পুরস্তাদানীতং পাক-পাত্রাদৌ স্থিতম্'।

শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ (উৎকল খণ্ড) বলিতেছেন—"ভগবৎ-প্রসাদ সেবনের দ্বারা পাপীর যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রসাদ আঘ্রাণ করিবামাত্র মানসিক পাপ, নিরীক্ষণমাত্রে দর্শনজ পাপ, আস্বাদমাত্রে বাচিক পাপ ও অন্যান্য যাবতীয় কায়িক পাপ দূরীভূত হয়। যে ব্যক্তি দৈব বা পিতৃকর্ম্মে শ্রীহরির পরমপবিত্র নৈবেদ্যান্ন নিবেদন করে, তৎপ্রতি দেবতাবৃন্দ ও তদীয় পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন এবং সে ব্যক্তি দেহান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে। অধিক আর কি বলিব—দেবতাগণও মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া এই মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া থাকেন।

"মহাপ্রসাদ বেশ্যাগৃহে বিদ্যমান থাকিলে অথবা নীচ ব্যক্তিগণ সেই অন্ন স্পর্শ করিলেও তাহাতে দোষ নাই। কারণ সেই অন্ন ভগবৎ-তুল্য অপ্রাকৃত নির্গুণ বস্তু। নিখিল বর্ণাশ্রমী, সধবা, বিধবা, ব্রতী বা অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি সকলেই এই প্রসাদ-সেবনে পবিত্র হন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতাদি-অভিমানে এই পরম-মঙ্গলপ্রদ প্রসাদ সেবন হইতে বঞ্চিত হওয়া কাহারও উচিত নয়। ভক্তিসহকারে হউক অথবা ক্ষুধা নিবারণার্থে হউক প্রসাদ ভক্ষণ করিলেই নিখিল পাপরাশি বিদূরিত হয়। ভগবন্নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলে যাবতীয় রোগের উপশম, সন্তান লাভ, দারিদ্র্য নাশ, দীর্ঘায়ুঃ ও ধন-সম্পত্তি লাভ হয়। যে সব দুর্ভাগা অমৃততুল্য এই মহাপ্রসাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে, ভগবান্ শ্রীহরি তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ায় তাহারা মহাদুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়।"

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন—

মহাপ্রসাদ-সেবা করিতে হয়।
সকল প্রপঞ্চ জয়॥ (শরণাগতি)
মহাপ্রসাদের কৃপা সেই জীবে হয়।
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি তাঁর মিলিবে নিশ্চয়॥
(নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ)

যদি কেহ মনে করেন—গুণজাত প্রাকৃত অন্নব্যঞ্জনাদি কি করিয়া অপ্রাকৃত, নির্গুণ বা চিন্ময় হয়? তদুত্তর এই যে,—ভক্তের শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদত্ত দ্রব্যই ভগবান্ সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁহার অধর-স্পর্শে স্পর্শমণি ন্যায়ে প্রাকৃত বস্তুও চিন্ময় হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥

বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজস, দ্যূতক্রীড়াস্থল তামস—এই তিনটী মায়িক গুণজাত বা প্রাকৃত; কিন্তু আমার নিকেতন অর্থাৎ ভগবন্মন্দির নির্গুণ বা অপ্রাকৃত। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীল শ্রীজীব প্রভুকৃত ক্রমসন্দর্ভের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

"ভগবৎসম্বন্ধ-মাহাত্ম্যেন নিকেতনস্য নৈর্গুণ্যং স্পর্শমণি-ন্যায়েন।"

অর্থাৎ স্পর্শমণি-স্পর্শে যেরূপ লৌহ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভগবৎ-সম্পর্ক-হেতু গৃহাদি নির্গুণ বা অপ্রাকৃত হয়। এইজন্যই ভগবন্নিকেতন নির্গুণ। এইভাবে প্রাকৃত অন্নব্যঞ্জনাদি ভগবৎ-সংস্পর্শহেতু নির্গুণ বা চিন্ময় হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উক্তিতেও আমরা পাই—

প্রভু কহে—এই সব হয় প্রাকৃত-দ্রব্য।
ঐক্ষব, কর্পূর, মরিচ, এলাইচ, গব্য॥
রাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর-স্পর্শ হইল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল॥
(চৈঃ চঃ অঃ ১৬।১০৮, ১১২)

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা—মদ্ভক্তজনো যদ্দদাতি তচ্চ ভক্ত্যৈব উপহৃতং চেত্তর্হ্যশ্নামি ন তু কস্যচিদনুরোধেনেত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ—বস্তু খলু স্বাদ্বস্বাদু বা ভবতু, কিন্তু স্বাদ্বিদমিতি বুদ্ধ্যা মদ্ভক্তেন ভক্ত্যৈব যৎ দীয়তে তন্মে অতিস্বাদ্বেব ভবেৎ, তত্র ন মে কোঽপি বিবেকস্তিষ্ঠতীতি। তদশ্নামীতি-প্রেয়স্যপ্যনশনীয়মপি পুষ্পমহং ভক্তপ্রেমমোহিতোঽশ্নামি। ননু, দেবতান্তরভক্তস্য ভক্ত্যুপহৃতং বস্তু কিং নাশ্নামি যতো মদ্ভক্তজনো যদ্দদাতীতি ব্রূষে।

তত্র সত্যং নাশ্নাম্যেবেত্যাহ,—প্রযতাত্মন ইতি। মত্তক্ত্যেব স শুদ্ধান্তঃকরণো ভবতি নান্যথা। যদ্বা ভক্তৌ প্রকর্ষেণ যতমানমনসঃ। অতস্তস্যৈবাশ্নামি নান্যস্যেত্যর্থঃ।

নিষ্কাম ভক্তগণ ভক্তি বা প্রীতির সহিত ভগবান্‌কে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রভৃতি যাহা প্রদান করেন, ভক্তিবশ শ্রীভগবান্ তাহাই প্রীতিপূর্ব্বক সানন্দে ভোজন করিয়া থাকেন; কিন্তু কাহারও অনুরোধে কোন কিছু গ্রহণ করেন না। দ্রব্য স্বাদু হউক বা বিস্বাদ হউক, সুস্বাদু বুদ্ধিতে ভক্ত ভগবান্‌কে যাহা নিবেদন করেন, ভগবান্ তাহা সুস্বাদু মনে করিয়াই ভক্ষণ করেন। তাহাতে তাঁহার ভাল-মন্দের বিচার থাকে না। ভক্ত-প্রদত্ত আঘ্রাণীয়, অভক্ষ্য পুষ্পও শ্রীহরি ভক্তপ্রেমমোহিত হইয়া ভোজন করিয়া থাকেন। কারণ, ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

"কেবল প্রীতির বশ চৈতন্য গোসাঞি।"
স্নেহ-সেবাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর-কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে।
পরমানন্দ হয় যার নাম শ্রবণে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়।
শুক্তা-পাতা কাসন্দিতে মহাসুখ হয়॥
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায়॥
শুক্তা খেলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি' প্রভুর উল্লাস॥
"বসন্তি হি প্রেম্নি গুণা ন বস্তুনি॥"

এখন জিজ্ঞাস্য—শ্রীভগবান্ যদি নিবেদিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সব ভোজন করেন, তবে নৈবেদ্য-পাত্র পূর্ণ থাকে কেন? তদুত্তর এই যে—ভক্তের ভক্তিপ্রদত্ত অন্নব্যঞ্জনাদি ভগবান্ ভোজন করিয়া কৃপাপূর্ব্বক ভক্তের জন্য পূর্ণভাবেই প্রসাদ রাখিয়া দেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই পাত্রটি প্রসাদ-পূর্ণ থাকে। আবার কখনও কখনও পাত্র শূন্য থাকিতেও শুনা যায়। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী-পাদের গোপাল-প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই—

"হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরী-গোঁসাই গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥
অনেক ঘট ভরি' দিল সুবাসিত জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্ত-স্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকান কিছু নাই॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ৪র্থ পঃ)

পানিহাটি-নিবাসী শ্রীরাঘব পণ্ডিত মহাশয়ের প্রসঙ্গেও আমরা দেখিতে পাই—

"ইঁহার (রাঘবের) কৃষ্ণ-সেবার কথা শুন, সর্ব্বজন।
পরম-পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম॥
ভোগের সময় পুনঃ (নারিকেল) ছুলি' সংস্করি'।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখ ছিদ্র করি॥
কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি'।
কভু শূন্য ফল রাখেন, কভু জল ভরি'॥
জলশূন্য ফল দেখি' পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি' শস্যে করে শতপাত্র পূরিত॥
শস্য সমর্পণ করি' বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন॥
কভু শস্য খাঞা কৃষ্ণ পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের, প্রেমসিন্ধু ভাসে॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ১৫শ পঃ)

বর্ষশেষে

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার চতুর্দ্দশ বর্ষ সমাপ্ত হইতে চলিল। তাঁহার শিক্ষাসার স্মরণ করিতে করিতে আমরা আবার তাঁহার পঞ্চদশ বর্ষের শুভারম্ভ দর্শন ও বন্দনের সৌভাগ্য বরণ করিব। এই চতুর্দ্দশ বর্ষের

১ম সংখ্যায় "বর্ষারম্ভে শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী" শীর্ষক প্রবন্ধে পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের অমৃতময়ী বাণী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীল আচার্য্যদেব লিখিয়াছেন—"* * * জগতের কল্যাণসাধননিমিত্ত শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের অনতিদূরে শ্রীচৈতন্যের প্রেমিক পার্ষদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্কীর্ত্তন-মুখরিত ভক্তিপূতগৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণ ও বাণীর বৈশিষ্ট্য স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক প্রচার করিবার জন্য প্রেমময় পতিতপাবনাবতার শ্রীজগন্নাথ দেবের প্রেরণায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেম ও বাণীর সেই মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে আখ্যাত হইয়া জগজ্জীবকে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেজন্য বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে এই বলিয়া প্রণাম করিয়া থাকেন—

'নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥'

* * * শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকটে তাঁহার বাচক-স্বরূপ বা তাঁহার বাণী 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' রূপে উপস্থিত হইয়া আরাধ্যের বিরহে আমাদের সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার প্রাকট্য বিধান করিতেছেন। এইরূপ পরমোদার, শুদ্ধভক্তগণের বিরহবেদনায় প্রাণসঞ্চারকারী এবং ভজনবল প্রদানকারী **শ্রীগুরুরূপী শ্রীচৈতন্যবাণী** সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্তা হউন। * * * * *।"

শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে আমরাও 'শ্রীচৈতন্য-বাণী'কে জগদ্গুরুরূপে দর্শন-প্রয়াসী হইয়া আমাদের নিষ্কপট সেবাপ্রবৃত্তি-দ্বারা তাঁহাকে কতটুকু সুখদান করিতে পারিতেছি, তাহা জানি না, তবে তিনি অদোষদরশী, আমাদের অজ্ঞতা-জন্য সকল দোষত্রুটী সংশোধন পূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার মনোহভীষ্ট-সেবায় উত্তরোত্তর যোগ্যতা প্রদান করুন, ইহাই তচ্চরণে আমাদের অন্তরের একান্ত প্রার্থনা।

আমরা শ্রীপত্রিকার প্রারম্ভেই পর পর দুইটি প্রবন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী প্রদান করিয়া পরে তাঁহাদেরই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তানুকূল প্রবন্ধ ও প্রচার-প্রসঙ্গাদি সন্নিবেশ করিয়া থাকি। কাগজের দাম অসম্ভাবিতভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় পত্রিকার কলেবর বর্দ্ধিত করিবার আন্তরিকী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবে অদূরভবিষ্যতে অঘটনঘটনপটীয়সী শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে।

এ বৎসর হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভ উপলক্ষে ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে ১১ বৈশাখ, ২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত হরিদ্বারে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠের শিবির সংস্থাপিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব বঙ্গদেশে আনন্দপুর (জেঃ মেদিনীপুর), খড়্গপুর ও দিল্লীতে বিরাট্ ধর্ম্ম-সম্মেলনে অভিভাষণ প্রদান করিয়া তথা হইতে জালন্ধরে (পাঞ্জাব) শুভবিজয় করেন। তথায় পঞ্চদশ বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ৮ই জালন্ধর হইতে যাত্রা করতঃ ৯ই এপ্রিল প্রাতে হরিদ্বারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ শিবিরে শুভপদার্পণ করেন। তদবধি ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যহ বহু শুশ্রূষু সজ্জন সমীপে ভজনরাজ্যের বহু মূল্যবান—অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা করেন। তবে এত আনন্দের মধ্যেও একটি অতীব মর্ম্মন্তুদ দুঃখের সংবাদ এই যে, গত ২ বৈশাখ (১৩৮১), ইং ১৬ এপ্রিল (১৯৭৪) মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ২-৩০ ঘটিকায় পূজ্যপাদ মহারাজের শিষ্যদ্বয় শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগর-ওয়াল (শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী) ও শ্রীরামজীদাস উত্তরকাশী (টেরীগারোয়াল) যাইবার পথে দেহরক্ষা করিয়াছেন! শ্রীসুরেন্দ্র কুমার পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের মূল স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। (শ্রীপত্রিকার ৫ম সংখ্যায় শ্রীসুরেন্দ্রজীর সংক্ষিপ্তজীবনী প্রদত্ত হইয়াছে।) জালন্ধরে ধর্ম্মসম্মেলনের মুখ্য উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপক ছিলেন শ্রীসুরেন্দ্র কুমার। হিন্দীভাষায় **'শ্রীচৈতন্য-সন্দেশ'** নামক একটি সাময়িকপত্র ও ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশ এবং পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ও অদম্য উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু "স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ-ভঙ্গ।"

এবৎসর গত ৯ জ্যৈষ্ঠ, ২৩মে বৃহস্পতিবার অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ সহরে দেওয়ান দেউড়িস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নিজস্ব ভূখণ্ডে নবনির্ম্মিত ভবনের উদ্‌ঘাটন ও উক্ত নবভবনে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃদেবতা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ রাধাবিনোদ জিউ শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয় মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মীয়মাণ মন্দিরটীর নির্ম্মাণকার্য্যও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, আশা করা যায়—শীঘ্রই তাহা সুসম্পন্ন হইবে এবং শ্রীবিগ্রহগণও শীঘ্রই নবমন্দিরে শুভবিজয় করিবেন।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে প্রতিবর্ষে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী সময়ে ও শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহগণের প্রকট-উৎসবকালে (শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রাকালে) দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে পঞ্চ পঞ্চ করিয়া দশদিবসব্যাপী বিরাট্ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়া থাকে। অন্যান্য মঠেও এইরূপ বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শাস্ত্রজ্ঞ আচারবান্ কৃতবিদ্য সুপণ্ডিত বক্তৃবৃন্দকে লইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ঐ সকল সভায় নির্দ্ধারিত বিষয়াবলম্বনে গবেষণাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করিয়া থাকেন। সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তই ঐ সকল সভার আলোচ্য বিষয়। এতদ্ব্যতীত আমাদের প্রত্যেক মঠেই প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় অপতিতভাবে যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে। নিয়মসেবার সময়ে আবার প্রাতে, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায়—তিনবার পাঠ হয়। পাঠের অগ্রপশ্চাৎ প্রত্যহ মহাজন-পদাবলী, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রত্যূষে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে মঙ্গলারতি, ভোগারতি ও সন্ধ্যারতি কীর্ত্তনও নিয়মিতভাবে হয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবশতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে বিগত ২৬ মাঘ (১৩৮০), ৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৭৪) শনিবার হইতে ১ ফাল্গুন, ১৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত যে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবমহিমা-শংশন, শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজা বা শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ও বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সুব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ বৎসরের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—শ্রীশ্রীপুরীধামে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-পীঠে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বিজয়-বৈজয়ন্তী উত্থাপন এবং তদুপলক্ষে তথায় মাসাধিককালব্যাপী মহাসংকীর্ত্তন মধ্যে শ্রীশ্রীদামোদরব্রতোদ্‌যাপন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব এবার প্রায় চারিমাস কাল শ্রীপুরীধামে বাস করিয়া গত ১২ই পৌষ (১৩৮১), ইং ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৭৪) শনিবার সকাল প্রায় ৭টায় কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। প্রত্যহ বিভিন্ন সময়ে তাঁহার দর্শন লাভার্থ বহু ভক্তের শ্রীমঠে সমাবেশ হইতেছে, শ্রীল আচার্য্যদেব সকলকেই কৃষ্ণ-কথামৃতদ্বারা আপ্যায়িত করিতেছেন। রাত্রেও তিনি বহু শুশ্রূষু ভক্তবৃন্দকে তাঁহাদের শ্রোত্রমনোহভিরাম (শ্রবণ ও মনের সুখপ্রদ) —হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীমদ্ভাগবত কথা শুনাইতেছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব গত ২৪শে পৌষ, ৯ জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৩টার ট্রেণে কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর যাত্রা করিয়াছেন।

বহু ভক্তিগ্রন্থ ও শ্রীগীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রের টীকা-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতীয় ১।২।২১ শ্লোকের 'সারার্থদর্শিনী' টীকায় ভগবৎসাক্ষাৎকার ও তন্মাধুর্য্যানুভব সম্বন্ধে যে চতুর্দ্দশটি ক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এজন্য আমরা আজ শ্রীচৈতন্য-বাণী চতুর্দ্দশ বর্ষশেষে সেই চতুর্দ্দশটি ক্রম স্মরণপ্রযত্ন করিতেছি :—

"সতাং কৃপা মহৎসেবা শ্রদ্ধা গুরুপদাশ্রয়ঃ।
ভজনেষু স্পৃহা ভক্তিরনর্থাপগমস্ততঃ॥
নিষ্ঠারুচিরথাসক্তীরতিঃ প্রেমাথ দর্শনম্।
হরের্ম্মাধুর্য্যানুভব ইত্যর্থাঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ॥"

সাধু তাঁহার নিজইচ্ছাক্রমে যে সঙ্গদানরূপ কৃপা করিয়া থাকেন, তাহাকেই যাদৃচ্ছিকী মহৎকৃপা বলে। তিনি কৃপাপূর্ব্বক স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া শ্রীভগবানের মহিমা-সূচিকা যেসকল হৃৎকর্ণরসায়না অর্থাৎ হৃদয় ও কর্ণের প্রীতিপ্রদা কথা শ্রবণ করান, তাহা প্রীতিপূর্ব্বক সেবা অর্থাৎ শ্রবণ করিলে অবিদ্যা নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ শ্রীহরিতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধামূলা সাধনভক্তি, ইহা আসক্তি পর্য্যন্ত), রতি অর্থাৎ ভাবভক্তি এবং ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ হয়। (ভাঃ ৩।২৫।২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

সাধুর কৃপা-ক্রমে সাধু মহতের সেবা-সৌভাগ্য লাভ হয়, তাহা হইতে সাধুগুরু-শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস-রূপ শ্রদ্ধা জন্মে, এই শ্রদ্ধা হইতে সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে শ্রীনামমন্ত্রদীক্ষা ও শিক্ষালাভ, তাহা হইতে ভজনে স্পৃহা জাগিয়া উঠে, তাহাতে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদয়ে ক্রমশঃ শ্রীগুরুমুখে তত্ত্ব শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীভগবানে পরানুরক্তিরূপ ভক্তির উদয় হয় এবং শ্রবণাদি নববিধা ভক্তিমধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন জ্ঞানে নাম গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্ত হইতে থাকে। অনর্থ-নিবৃত্তিক্রমে ভক্তি ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে রতি অর্থাৎ ভাবভক্তি এবং প্রেম-ভক্তিস্তর লাভ করে। এই পরিপক্ব প্রেমভক্তিতেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার ও তাঁহার মাধুর্য্যানুভবপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"

ভজনের ক্রম সম্বন্ধেও তিনি শ্রীশ্রীরূপানুগত্যে লিখিয়াছেন—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধন-ভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেম—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯-১৩

শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-গ্রন্থে ঐ ক্রম এইরূপে জানাইয়াছেন—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

—ঐ চৈঃ চঃ ম ২৩।১৪-১৫

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে অসৎ বা পরিণামশীল বস্তুতে শিথিলানুরাগ হইয়া অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়বিশ্বাসোদয় রূপ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ অর্থাৎ অপ্রাকৃতবুদ্ধিতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণাশ্রয়ক্রমে তাঁহাদের নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা ও ভজনরীতি শিক্ষা লাভ হয়। অনন্তর শ্রৌতপথানুসরণে তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীগুরুচরণান্তিকে ভজনক্রিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনানুষ্ঠান হইতে থাকে। তৎফলে ক্রমশঃ অনর্থ-নিবৃত্তি অর্থাৎ পরমার্থে প্রবৃত্তি জাগিয়া তদিতরবিষয়-ভোগ পিপাসা আপনা হইতেই কমিতে আরম্ভ করে। এইরূপ জড়বিশ্বাসাক্ত-নিবৃত্তিক্রমে ভক্তি 'নিষ্ঠা' রূপ ধারণ করে অর্থাৎ 'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' (ভাঃ ১১। ১৯।৩৬—'মদবিষয়ে চিত্তের একাগ্রতাই শমঃ') এই ভগবদ্বাক্য হইতে 'অবিক্ষেপেণ সাতত্যং' অর্থাৎ চিত্ত-বিক্ষেপরহিত নৈরন্তর্য্যরূপ নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। তৎফলে রুচি বা বুদ্ধিপূর্ব্বিকা সেবনেচ্ছা জন্মে। তদনন্তর আসক্তি বা স্বারসিকী (স্বাভাবিকী—গাঢ়তৃষ্ণাময়ী) রুচির উদয় হয়। এই আসক্তি নির্ম্মল হইলে কৃষ্ণ-প্রীতির অঙ্কুর স্বরূপ 'ভাব' বা 'রতি' হয়। সেই রতি গাঢ় হইলেই চরম প্রয়োজন-স্বরূপ 'প্রেম' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সাধকগণের প্রেমোদয়ের ইহাই ক্রম।

শ্রীল রূপপাদ-কথিত এই নয়টি ক্রমেই শ্রীল চক্রবর্ত্তি পাদোক্ত চতুর্দ্দশটি ক্রম অনুস্যূত। এইরূপ ক্রম উল্লঙ্ঘন-

কারী বা ক্রমবিপর্য্যায় সাধনকারী কেহই প্রেমলাভে সমর্থ হন না। সুতরাং সাবধানে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে ভজনক্রম অনুসরণ করিতে হইবে। সেই ভজন-পথটি অতি দুর্গম হইলেও অনুগতজনের নিকট খুবই সুগম। আনুগত্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নানাবিঘ্নবিড়ম্বিত হইতে হইবে—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"।

মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণার্থ চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী বনবাসক্লেশসহন-লীলায়ও বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সাক্ষাদ্ ভগবল্লক্ষ্মী শ্রীসীতাদেবীর আদর্শ পতিপরায়ণতা, লক্ষ্মণ ও ভরতের অপূর্ব্ব ভ্রাতৃপ্রেম, লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশবর্ষ অনাহারে অনিদ্রায় অপূর্ব্ব ভ্রাতৃ সেবাদর্শ, ভরতেরও নন্দীগ্রামে জটাবল্কলধারী হইয়া চতুর্দ্দশবর্ষ কঠোর বৈরাগ্যের সহিত শ্রীরামপাদুকাসেবন, অযোধ্যাবাসী প্রজাপুঞ্জের শ্রীরামবিরহ-বিধুরতা, মহালক্ষ্মী শ্রীসীতাহরণ-প্রয়াসী রাবণাদি মহাপাপিষ্ঠ রাক্ষসগণের শেষ পরিণাম, বস্তুতঃ রাবণের মূল সীতাস্পর্শনাসামর্থ্য, ছায়া-সীতা হরণাপরাধেরই শাস্তি প্রাপ্তি, কপিপতি শ্রীহনুমানাদির অপূর্ব্ব শ্রীরামসেবানুরক্তি, শ্রীরামের প্রজা-বাৎসল্য, ভ্রাতৃবাৎসল্য, প্রপন্নভয়ভঞ্জনলীলা, অবর-কুলোদ্ভূত গুহক ও শবরীপ্রতি অনুরাগ প্রভৃতি শ্রীরামচরিতামৃতের বহুশিক্ষা স্মরণার্হ। শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধে ১০-১১ অধ্যায়ে শ্রীরামলীলা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত ব্রহ্মার স্তবটিও বিশেষ যত্নসহকারে আলোচ্য। আধ্যক্ষিক জ্ঞান-প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধভক্ত চরণাশ্রয়ে সম্মুখরিত ভগবৎকথাশ্রবণাভিলাষী ব্যক্তিই অজিত ভগবান্‌কে জয় করিতে সমর্থ হন। শ্রীভগবানের শ্রীচরণানুগৃহীত ব্যক্তিই ভগবন্মহিমা-জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইতে পারেন। ব্রহ্মা শিবাদিরও অগম্য অবাঙ্মনসোগোচর অধোক্ষজ অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্ব তদনুগ্রহ ব্যতীত কে জানিতে পারে? শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অসমোর্দ্ধ পরাৎপর বস্তু—শ্রীবাসুদেবাদি স্বরূপেরও অংশী। তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ—মায়াধীশ শ্রীভগবান্ বলদেবও তাঁহার ব্রহ্মবিমোহনলীলায় বিস্ময় প্রকাশ করেন।

চতুর্দ্দশভুবনাত্মক এই ব্রহ্মাণ্ডে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া অগণিতবার ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীগুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদ-প্রাপ্ত কোন ভাগ্যবান্ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-সম্পন্ন জীব শুদ্ধভক্তিলতাবীজ প্রাপ্ত হইয়া তাহা সযত্নে হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ পূর্ব্বক তাহাতে শুদ্ধভক্ত-সাধুগুরুমুখনিঃসৃত কৃষ্ণ-কথামৃতজলসিঞ্চন-রত হইলেই তাহা অঙ্কুরিত পল্লবিত হইয়া ক্রমশঃ গোলোকবৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষ অবলম্বনের সৌভাগ্য লাভ করিবে। কিন্তু সাধুসঙ্গ হইতে একটু শিথিলপ্রযত্ন হইলেই লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটী প্রভৃতি অবান্তর বিষয় প্রবল হইয়া ভক্তি-লতার গোলোকগতি রুদ্ধ করিয়া দিবে। এজন্য সর্ব্বদা সাবধানে সৎপ্রসঙ্গ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। ভক্তিপথ বড়ই দুর্গম।

দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্বলম্বনম্॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১।২

অর্থাৎ "সাধুগণ স্বীয় কৃপাযষ্টি দান পূর্ব্বক দুর্গমপথে মুহুর্মুহুঃ স্খলিতপাদ ও অন্ধস্বরূপ আমার অবলম্বন হউন।"

শ্রীশ্রীপুরীধামে উত্থান একাদশীব্রত

শ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব তিথি ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাবতিথি-পূজাবাসর

গত ৯ অগ্রহায়ণ (১৩৮১), ইং ২৫ নবেম্বর (১৯৭৪) সোমবার শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবমহিমা-শংসনমুখে পরমমঙ্গলময় শ্রীউত্থানএকাদশীব্রত পালিত হইয়াছেন। ভক্তগণ প্রত্যুষে গুর্ব্বানুগত্যে "সোঽহসাবদভ্র-

করুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধপ্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্। উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় নো বিষাদং মাধব্যা, গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ॥ দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব। অবলোকন-দানেন ভূয়ো মাং পালয়াচ্যুত॥" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণমুখে শ্রীভগবদুত্থান বন্দনা করিয়া মঙ্গলারাত্রিক দর্শন করেন। যামকীর্ত্তনাদি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত তিলকাহ্নিক পূজাদি সমাপন পূর্ব্বক নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়া প্রথমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠে গমন করি। তথায় প্রণামাদি করিয়া তথা হইতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে আসি, তথায় শ্রীপতিতপাবন জগন্নাথ দেবকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে শ্রীমন্দিরের মেঘনাদ প্রাচীরের বহির্মণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ করি। প্রথমে ভোগ-মণ্ডপের বহির্দ্দিকস্থ অন্নফেনাদির যে সকল চৌবাচ্চা আছে, যে স্থানে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু পরিত্যক্ত পর্য্যুষিত প্রসাদান্ন সংগ্রহ করিতেন, গবাদি পশু বা কাকাদি পক্ষীও যাহার দাবী করিত না, যেস্থানে তৈলঙ্গী গাভীগণ বিশ্রাম করে, গম্ভীরায় অবস্থান-কালে একদা যেস্থানে মহাপ্রভু মহাভাবাবেশে কূর্ম্মাকৃতি হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সকল স্থান দর্শন ও বন্দনা করি। তথা হইতে আমরা দক্ষিণদ্বারের নিকটস্থ 'কান পাতা হনুমান্' নামে প্রসিদ্ধ বিরাট্ শ্রীহনুমান্ মূর্ত্তি দর্শন ও প্রণাম করি। কেহ কেহ বলেন অন্তর্মণ্ডলস্থ প্রদর্শনীদ্বারে যে শ্রীহনুমান্ মূর্ত্তি আছেন, তিনিই 'কানপাতা' হনুমান্। সমুদ্রের গর্জ্জনে প্রভুর নিদ্রাসুখ ভঙ্গ না হয়, এজন্য শ্রীজগন্নাথাভিন্ন-শ্রীরামেরদাস হনুমান্ কান পাতিয়া আছেন, সমুদ্রকে সতর্ক করিতেছেন। আমরা তথা হইতে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের আনুগত্যে দক্ষিণপার্শ্ব মঠে যাই। মাননীয় মহান্ত মহারাজ সপার্ষদ মহারাজজীকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের প্রসাদী মাল্য চন্দন দান করেন। পূঃ মহারাজ আমাদিগকে তাঁহার সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। ইঁহারই সৌজন্যে আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থান সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। অবশ্য সর্ব্বমূলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-কৃপা বর্ত্তমান আছেনই। আমরা শ্রীমঠের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করতঃ শ্রীবিগ্রহকে প্রণতি বিধান করিয়া তথা হইতে বহির্গত হই এবং শ্রীমন্দিরের বহির্মণ্ডল প্রদক্ষিণ করতঃ ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব স্বীয় জন্মদিনে সর্ব্বাগ্রে স্বহস্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী জিউর মহাভিষেক ও ষোড়শোপচারে পূজা বিধান করিয়া থাকেন। তাই তিনি শীঘ্রই প্রস্তুত হইয়া পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ৯ ঘটিকায় ধর্ম্ম-শালার দ্বিতলস্থ ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করেন। এদিকে উক্ত ধর্ম্মশালার নিম্নতলস্থ প্রশস্ত অলিন্দে আয়োজিত সভামণ্ডপে অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন চলিতে থাকে। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্যবৃন্দ ঐ সভামণ্ডপের এক পার্শ্বে শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজার্থ বিচিত্রবর্ণের পুষ্প-মাল্য-পল্লব-পতাকা-বস্ত্রাদি বিমণ্ডিত একটি সুন্দর উচ্চাসন রচনা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব পূজা সমাপনান্তে উক্ত সভা-মণ্ডপে শুভাগমনপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে পুষ্পমাল্য চন্দন ও সোত্ত-রীয় বস্ত্র দ্বারা তাঁহার সতীর্থ গুরুভ্রাতৃবৃন্দের পূজা বিধান করিলে সতীর্থগণও মাল্যচন্দনাদি দ্বারা তাঁহার প্রতি-পূজা বিধান করেন। অতঃপর তদীয় শিষ্যবৃন্দ তাঁহাকে উক্ত আসনে উপবেশন করাইয়া যথাশাস্ত্র ষোড়শোপচারে গুরুপূজা সম্পাদন করতঃ গুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। প্রথমে পুরুষ, পরে মহিলা ভক্তবৃন্দ—এইরূপ ক্রমে, আবার পুরুষমধ্যে আশ্রমাদি মর্য্যাদাবিচারক্রমানু-বর্ত্তনমুখে যথাসম্ভব শৃঙ্খলা সংরক্ষণ পূর্ব্বক মহাসংকীর্ত্তন ও জয়ধ্বনিমধ্যে পুষ্পাঞ্জলি দানের ব্যবস্থা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের একসপ্ততিতম শুভাবির্ভাব বাসরে এক-সপ্ততি সংখ্যক দীপারতি বিহিত হইয়াছিল। তাঁহার দীক্ষিত শিষ্য ব্যতীতও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান্ বহু ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী নরনারী তৎপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন। পুরীধামস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রম হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ ও পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-কুমুদ সন্ত মহারাজ সপরিকরে উক্ত উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। বেলা প্রায় ১৷৷০ টায় অনুকল্পের ব্যবস্থা হয়। কেহ কেহ দিবাভাগে নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া রাত্রে ফল মূলাদি অনুকল্প স্বীকার করেন। কেহ বা সম্পূর্ণ দিবারাত্রই নিরম্বু থাকেন।

অপরাহ্ণে যথানিয়মে যামকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত

ব্যাখ্যা হয়। অদ্য ভাঃ ১০।৯ম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধনলীলা ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল। অদ্য সন্ধ্যায় আমরা অনেকেই পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ বলদেব সুভদ্রাজিউকে দর্শন করি। অত্যন্ত ভিড়, তথাপি শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় দর্শন ভালই হইয়াছে। সন্ধ্যা ৭টায় পুনরায় সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সভাপতিত্ব করেন। যামকীর্ত্তনাদি পূর্ব্ববৎ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি মহারাজের পরম পবিত্র অতিমর্ত্ত্য চরিতামৃত কীর্ত্তন করেন, পরে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রথমে কিছুক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশান্তিলতা মুখোপাধ্যায় (মনুমা) ব্যাকরণ-তীর্থ-কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অভিনন্দন পাঠ করেন। তৎপর পণ্ডিত শ্রীমদ্ বিভুপদ পাণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় তাঁহার উপপণ্ডিত শ্রীজগদীশ পাণ্ডা কাব্য-ব্যাকরণ তীর্থ মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অভিনন্দনপত্রদ্বয় পাঠ করিয়া শুনান। অতঃপর পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করিলে নিয়মিত যামকীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। গত বৎসরেও এই শ্রীপুরীধামে এইস্থানেই শ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-তিথিপূজা মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছিল। তৎকালে পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ স্বয়ং সতীর্থ শ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাবতিথি, কুল শীল বিদ্যাবুদ্ধি, সৌজন্য, অলৌকিক গুরুসেবানিষ্ঠা, অপূর্ব্ব ভগবদ্ভজনানুরাগ, নিষ্কলঙ্ক পূতচরিত্র, আসমুদ্র হিমাচল শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বাণী প্রচারে অদম্য উৎসাহ, স্নিগ্ধ স্বভাব, শান্তসৌম্যমধুর মূর্ত্তি, উদারচিত্ততা ও সত্যপরায়ণতাদি অসংখ্য সদ্ গুণের উচ্চ প্রশংসা-মুখে একটি অনিন্দ্য-সুন্দর ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ যাযাবর মহারাজ, পূজ্যপাদ পরমহংস মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডি-পাদগণও তাঁহার বহু গুণ গান করিয়াছিলেন। এ বৎসর তচ্ছিষ্য সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার শিক্ষাসারসম্বলিত সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত কীর্ত্তনমুখে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব "দামোদরোত্থানে দিনে প্রধানে ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে। প্রপঞ্চলীলা পরিহারবন্তং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর সংজ্ঞম্॥" ইত্যাদি স্তবদ্বারা পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তাঁহার কতিপয় শিক্ষামৃত-সমন্বিত অপূর্ব্ব বৈরাগ্যপূর্ণ অতিমর্ত্ত্য চরিতগাথা কীর্ত্তন করেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলাবিষ্কারের কিছু পূর্ব্বে ৪৫০ শ্রীগৌরাব্দে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে স্বীয়গুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অপ্রকটের একবিংশতি বর্ষপূর্ত্তিবিরহ-তিথি-পূজা এই সময়ে এই শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন চটক পর্ব্বতে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-গোপীনাথ-গুণকীর্ত্তন মুখে সম্পাদন করিয়াছিলেন। উহার কিছুপূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ ঐ গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের "প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাং ইত্যাদি এবং শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদের "নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বং" ইত্যাদি প্রার্থনাস্তোত্রদ্বয়কে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার মন্ত্ররূপে জানাইয়া তদ্দ্বারা শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাদর্শ-প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে দর্শন করিতেন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণরূপে এবং তদালিঙ্গিত রাধাকুণ্ডকে দর্শন করিতেন সাক্ষাৎ শ্রীবৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীবার্ষভানবী রূপে। তাই শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভুবরের শ্রীগুরুগোবর্দ্ধনপূজাদর্শ আমাদের নিত্য স্মরণীয়। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ পূজানুষ্ঠানের পর শ্রীল দাস গোস্বামীর যে মনঃশিক্ষৈকাদশক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাও আমাদের নিত্য কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন — "শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দয়াপরবশ হইয়া আমার প্রভুকে দেখাইয়া দেন। ** প্রভুর অলৌকিকচরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে, আদর্শ বৈষ্ণব ইহ জগতে থাকিতে পারেন।" শ্রীল বাবাজী মহারাজের প্রপঞ্চাগত বহিরঙ্গ পরিচয়ে জানা যায়, তিনি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত টেপাখোলা নামক স্থানের নিকট পদ্মানদী তটবর্ত্তী 'বাগ্জান' নামক পল্লীতে কোন বৈশ্যকুলে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল 'বংশীদাস'।

ক্রমশঃ

দোষ দিব কারে?

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ]

আমরা নিজ নিজ কর্মদোষে জগতে লাঞ্ছিত, অপমানিত, প্রহৃত বা নানাবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ বা অন্য কাহারও উপর দোষারোপ করিয়া বলি যে, তাঁহারাই আমাদিগের তাদৃশ দুঃখ বিধাতা। একটু স্থির মস্তিষ্কে সূক্ষ্ম বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, আমাদের স্ব স্ব কৃতকর্ম্মই আমাদের দুঃখ-শোকাদির জনক — স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্। "নিজকর্ম্ম নিজহাতে গলেতে বাঁধিয়া। কুবিষয়বিষ্ঠাগর্তে দিয়েছে ফেলিয়া।" এ সম্বন্ধে শাস্ত্রাদিতে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এস্থলে তাহার দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, যথা —

(১) মহাভারতে কথিত আছে—অণীমাণ্ডব্য ঋষি জনৈক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ। তিনি মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিতেন। একদা কয়েকটি চোর তাঁহার আশ্রমে অপহৃত দ্রব্য রাখিয়া পলায়ন করিতে থাকে। কিন্তু দৈবক্রমে রাজপুরুষগণ-কর্তৃক তাহারা ধৃত হয় এবং সেই সঙ্গে অণীমাণ্ডব্যকেও রাজদরবারে চালান দেওয়া হয়। বিচারে সকলেরই শূলদণ্ড হয়। ধ্যানমগ্ন ঋষি এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি শূলবিদ্ধ হইয়া অনাহারে বহুকাল জীবিত রহিলেন। তখন রাজা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তৎসমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঋষি রাজাকে ক্ষমা করিলে রাজা সেই শূল বাহির করিবার জন্য কর্ম্মচারীদের আদেশ দেন। কিন্তু শূল কিছুতেই বাহিরে আসিল না। তখন শূলের বাহিরের অংশ কাটিয়া ফেলা হইল। মুনি অন্তর্গত শূল লইয়া তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। মুনিবরের প্রকৃত নাম মাণ্ডব্য, সেই সময় হইতে তাঁহার নাম 'অণীমাণ্ডব্য' হয়। অণীমাণ্ডব্য অর্থে অণী অর্থাৎ শূলবিদ্ধ মাণ্ডব্য বা শূলাগ্র বহনকারী মাণ্ডব্য বুঝায়। একদা এই ঋষি যমের নিকটে যান ও নিজের দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যমের নিকটে জানিতে পারিলেন যে, তিনি শৈশব এক পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ঐরূপ শাস্তি হইয়াছে। ইহা লঘুপাপে গুরুদণ্ড। তাই ঋষি যমকে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবার অভিশাপ দিলেন। যম মুনিশাপে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। আর তখন হইতে তিনি বিধান দেন যে, চৌদ্দ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য কাহাকেও দণ্ডভোগ করিতে হইবে না।

(২) রাজা উত্তানপাদের দুই পত্নী—সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতির পুত্র ধ্রুব, সুরুচির পুত্র উত্তম। একদা ধ্রুব উত্তমকে পিতৃক্রোড়ে আরূঢ় দেখিয়া তাহারও পিতৃক্রোড়ে আরোহণের ইচ্ছা হইল। কিন্তু রাজা সুরুচির ভয়ে ধ্রুবকে কোনরূপ আদর করিতে পারিলেন না। সুরুচি ধ্রুবকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—'বৎস ধ্রুব, তুমি রাজ-তনয় সত্য। কিন্তু তুমি যখন আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর নাই, তখন তুমি রাজক্রোড়ে বসিবার যোগ্য হইতে পার না। যদি একান্তই তুমি রাজ-সিংহাসন লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তপস্যাদ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহারই অনুগ্রহে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর।' ইহাতে ধ্রুব দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় ক্রোধে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সাশ্রুনয়নে জননীর নিকট গমন করিলেন। সুনীতি পুরজনসমীপে ধ্রুবের রোদন-কারণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন এবং তিনিও রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের অন্ত নাই দেখিয়া তিনি নিজে ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"বৎস, অন্যে তোমার অপকার করিল, এরূপ মনে করিও না। কারণ জীব পূর্ব্বজন্মে পরকে যে প্রকার দুঃখ দান করে, পরজন্মে সে আবার নিজেই সেই প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।' সুতরাং নিজ কর্ম্মফলের জন্য অন্যের উপর দোষা-

রোপ করা উচিত নহে। সুনীতিও সুরুচির ন্যায় পুত্রকে শ্রীহরির আরাধনা করিতে উপদেশ করিলেন। মাতার আদেশে ধ্রুব শ্রীহরির আরাধনা করিয়া শীঘ্রই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির পাদপদ্ম দর্শন লাভ করিলেন।

অবশ্য সুরুচির ধ্রুবকে ভগবদারাধনার কথা বলিবার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অন্যরূপ থাকিলেও ভক্তিমতী সাধ্বী সুনীতি সুরুচির বাক্যের হেয়াংশ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক উপাদেয়ার্থ গ্রহণ করিয়াই পুত্রকে শিক্ষা দিয়াছিলেন—

"মামঙ্গলং তাত পরেষু মংস্থা
ভুংক্তে জনো যৎ পরদুঃখদস্তৎ॥"

(ভাঃ ৪।৮।১৭)

ভোগময়ী দৃষ্টি ও দ্বিতীয়াভিনিবেশ থাকাকাল পর্য্যন্ত জীবের শান্তিলাভ ঘটে না। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী গুরুব্রুবগণের শরণাগত হইলে জীবের কামনারূপা অশান্তি অপনোদিত হয় না। সাধুসঙ্গপ্রভাবে কৃষ্ণভজনোপদেশ লাভ করিলেই জীবের প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয়। ভক্তি ব্যতীত আর সকল পথই নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও বৃথা জানিতে হইবে।

ভিক্ষুগীতোক্ত প্রণালীক্রমে বুদ্ধির সাহায্যে মনঃসংযম দ্বারা দুর্জ্জনকৃত তিরস্কার-সহনোপায় অবলম্বনীয়। অসজ্জনের পরুষবাক্য বাণ অপেক্ষাও তীব্রতরভাবে মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করে; কিন্তু তাহা সহনশীল হইয়া সহ্য করাই মহত্ত্বের পরিচায়ক। অবন্তীনগরের কোন এক ব্রাহ্মণ-ভিক্ষু দুর্জ্জন কর্তৃক অতীব পরিভূত হইয়াও উহাকে নিজ কর্ম্মবিপাক বিচার করিয়া পরম ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ—কৃষি-বাণিজ্যাদি-জীবী, অত্যন্ত লোভী, কৃপণ ও কোপন-স্বভাব ছিলেন। ফলে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বান্ধব, ভৃত্য সকলেই সর্ব্বপ্রকার ভোগবঞ্চিত হইয়া তাঁহার প্রতি অপ্রিয় আচরণ করিতে লাগিল। কালে দস্যু, জ্ঞাতি ও দৈব তাঁহার সমস্ত অর্থ অপহরণ করিল। ধনহীন হইয়া সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে ব্রাহ্মণের অত্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। অর্থের উপার্জ্জন-রক্ষণাদিতে পরিশ্রম, ভয়, চিন্তা ও ভ্রম উপস্থিত হয়; অর্থ হইতে চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, গর্ব্ব, মত্ততা, ভেদবুদ্ধি, শত্রুতা, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্যাদিতে আসক্তি—এই পঞ্চদশ প্রকার অনর্থের উদয় হয়।—এই সকল বিচার তাঁহার হৃদয়ে উপস্থিত হইলে তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন যে, বস্তুতঃ ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্টই হইয়াছেন—যাহার ফলে তাঁহার এই অবস্থা-বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে এবং আত্মোদ্ধারের উপায়-স্বরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থায় তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল হরিভজনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুবেষ গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষার নিমিত্ত নগরাদিতে প্রবিষ্ট হইলে লোকে তাঁহাকে নানাভাবে উপদ্রব উৎপীড়ন করিলেও তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল-ভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া নিজ অভীষ্ট-সাধনে অবিচলিত রহিলেন এবং ভিক্ষুগীতি নামে প্রসিদ্ধ গাথা গান করিয়া-ছিলেন। জন, দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম, কাল—ইহারা কেহই সুখদুঃখের হেতু নহে, পরন্তু মনই ইহার কারণ, মনই জীবকে সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করায়। মনোনিগ্রহই দান-ধর্ম্মাদি সকলেরই লক্ষ্য। সমাহিত-চিত্ত ব্যক্তির ঐসকলে কোনই প্রয়োজন নাই, অসমাহিতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষেও উহারা নিষ্ফল। অহংভাবই অপ্রাকৃত আত্মাকে বিষয়ে আবদ্ধ করে। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের অনুষ্ঠিত ভগবন্নিষ্ঠার অনুসরণে মুকুন্দ-চরণ-সেবার দ্বারাই দুষ্পার সংসার-সাগর পার হইতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভগবচ্চরণে বুদ্ধি নিবিষ্ট করিয়া মনকে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত করিবে, ইহাই সকল সাধনের সার।

স্বধামে শ্রীমদ্ যশোদাজীবনদাস ব্রহ্মচারী

গত ২ নারায়ণ (৪৮৮ গৌরাব্দ), ১৫ পৌষ (১৩৮১), ৩১ ডিসেম্বর (১৯৭৪) মঙ্গলবার কৃষ্ণতৃতীয়া তিথিতে (পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাবতিথিপূজার পূর্ব্বদিবস) পুষ্যা নক্ষত্রে বেলা প্রায় ২ ঘটিকার সময় দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ যশোদা-জীবনদাস ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দের মুখে

তারকপারকব্রহ্ম নামসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে ন্যূনাধিক ৭৭বৎসর বয়সে, সজ্ঞানে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাবতিথিপূজার দিন মঠে মহোৎসব, তজ্জন্য তিনি কাহারও কোন উদ্বেগের কারণ না হইয়া তৎপূর্ব্বদিবসই, মঠবাসী বৈষ্ণববৃন্দ—সকলেরই প্রসাদ পাওয়া হইয়া গেলে স্বচ্ছন্দে নামসংকীর্ত্তনকোলাহল মধ্যে মহাপ্রয়াণ করিলেন। শ্রীযশোদা জীবন প্রভুর সেবারত শ্রীমদ্ রাইমোহন দাস ব্রহ্মচারী পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে অবস্থিত শ্রীমদ্- ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজকে ডাকিবামাত্র পুরী মহারাজ তথায় গিয়া দেখেন—শ্বাস আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তখন হইতেই তিনি ক্ষণমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকেন। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবও তৎপার্শ্বে আসিয়া বসেন। শিয়রে তুলসী ও শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাগ্রন্থ রাখা হইয়াছিল। অল্প অল্প করিয়া গঙ্গাজল ও শ্রীশ্রীগিরিধারী জিউর চরণামৃত মুখে দেওয়া হইতে লাগিল। তিনিও তাহা গ্রহণ করিতেছিলেন। প্রায় ২ ঘটিকায় ধীরে ধীরে তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ নিস্পন্দ হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বিন্দুমাত্রও মুখবিকৃতি লক্ষিত হয় নাই। চক্ষুরও সহজ ভাব। এরূপ স্বচ্ছন্দ প্রয়াণ খুব কমই দেখা যায়। যাহা হউক তুমুল হরিধ্বনি মধ্যে তাঁহাকে খাটে শোয়াইয়া ত্রিতলোপরিস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে নাটমন্দিরে শ্রীমন্দির-সম্মুখে নামাইয়া রাখা হয়। শ্রীমন্দিরের দরজা অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। খাটখানি পুষ্পমালা ও পত্র-পুষ্প-পল্লবাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইল, তাঁহাকেও শ্রীচরণামৃত, প্রসাদ, পুষ্পমাল্যচন্দনাদি দেওয়া হইল। ইতঃপূর্ব্বেই দ্বাদশাঙ্গে তিলক রচনা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অবিশ্রান্ত হরিনাম চলিতেছে। সেই নামসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ তাঁহাকে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। মঠের বহু ভক্ত সেই শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। মনে হয় ৪॥ ঘটিকায় মঠ হইতে যাত্রা করা হয়। চিতাসজ্জা হইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। চিতায় উঠাইবার পূর্ব্বে মহাসঙ্কীর্ত্তন মধ্যে ব্রহ্মচারীজীর সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া গঙ্গায় সম্পূর্ণ অবগাহন স্নান করান' হয়। পুনরায় ঘৃত ম্রক্ষণ পূর্ব্বক পঞ্চগব্যাদি দ্বারা মন্ত্রস্নান সম্পাদন করতঃ নববস্ত্র পরাইয়া দ্বাদশাঙ্গে তিলক রচনা করতঃ চন্দনদ্বারা বক্ষে কতকটি মন্ত্র ও মহামন্ত্র লিখিয়া মুখে মস্তকে চরণামৃত-মহাপ্রসাদ, বক্ষে প্রসাদী মাল্যচন্দন অর্পণ করতঃ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে দক্ষিণশিয়রে চিতার উপর শয়ন করান' হয়। অতঃপর অগ্নিসহ বারসপ্তক চিতা প্রদক্ষিণ করতঃ শীর্ষদেশে অগ্নি সংযোগ করা হয়। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীজগদীশ চন্দ্র পাণ্ডা প্রভৃতি সাত্বতশাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে দাহাদি যাবতীয় শ্মশানকৃত্য সম্পাদন করেন। দুই ঘণ্টার মধ্যেই দাহকার্য সমাপ্ত হইলে যথাবিধানে গঙ্গোদক-দ্বারা চিতা নির্ব্বাপণ করা হয়। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, সর্ব্বশ্রী দেবপ্রসাদ, মদনগোপাল, বীরভদ্র, প্রেমময়, রাইমোহন, বলভদ্র, নবীনমদন, অজিতকুমার, মুরহর, গোলোকনাথ, শ্যামসুন্দর, গোরাচাঁদ দাস প্রমুখ ব্রহ্মচারিবৃন্দ ও শ্রীননীগোপাল দাস বনচারী, শ্রীমদ্ গোবিন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতি বহু ভক্ত শ্মশানে গিয়াছিলেন এবং কীর্ত্তন, মৃদঙ্গবাদন ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি বিষয়ে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায় প্রভু গত ২৫শে পৌষ (১৩৮১) কৃষ্ণাত্রয়োদশী তিথিতে একাদশদিবসে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ জিউর প্রসাদান্ন দ্বারা শুদ্ধ সাত্বতবিধানে শ্রীমদ্ যশোদা জীবন প্রভুর ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বহু ভক্ত নরনারীকে ঐ দিবস মধ্যাহ্নে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে। ব্রহ্মচারী শ্রীরাই-মোহন দাস শ্রীমদ্ যশোদাজীবন প্রভুর জীবদ্দশায় অনেক সেবাকার্য্য করিয়াছেন, এজন্য তিনিও তদুদ্দেশ্যে পণ্ডিত শ্রীজগদীশ পাণ্ডা মহোদয় দ্বারা সমগ্র গীতা পারায়ণ ও একটি ভোজ্য নিবেদন করান। শ্মশানে এক অপরিচিত ভদ্রলোক উপযাচক হইয়া সাতিশয়

দৈন্য সহকারে আমাদিগকে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্যোদ্দেশ্যে পাঁচটি টাকা প্রদান করেন। শ্মশানে একসঙ্গে বহু চিতা জ্বলিতেছে, এক নিভিতেছে, আর একটি জ্বলিয়া উঠিতেছে; বিরাম নাই। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে ভূতসকল এইরূপে যমমন্দিরে যাইতেছে, ইহার শত শত দৃষ্টান্ত প্রতিনিয়ত চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াও 'শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি'! হায়, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে! কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইলেও তাহা তাৎকালিক এবং তাহা 'শ্মশানবৈরাগ্য' বলিয়াই আখ্যাত হইয়া থাকে!

যশোদাজীবন প্রভুর পূর্ব্বনাম—শ্রীযতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়—ওরফে হারাধন মুখোপাধ্যায়। পিতার নাম —স্বধামগত শ্রীঅন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়, গ্রাম—কাঞ্চনপাড়া, জেলা ফরিদপুর। তাঁহারা জমীদার ছিলেন। দেশ পার্টিশনের পরে এদেশে আসেন। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব পূর্ব্বাশ্রমে ইঁহার আপন ভাগিনেয়, তথাপি সন্ন্যাসাশ্রমাশ্রিত বলিয়া মাতুল ভগবদ্ভক্তিরস-রসিক ভাগিনেয়ের নিকট ভাগবতী দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার দীক্ষার নাম হয়—শ্রীযশোদাজীবন ব্রহ্মচারী। ইঁহার বহু আত্মীয় স্বজন ঢাকা, ফরিদপুর ও কলিকাতা সহরে আছেন। ইনি অতিশয় সরলপ্রকৃতির স্নিগ্ধ সত্যনিষ্ঠ সচ্চরিত্র ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। অন্তর ও বাহির সমভাবাপন্ন। পাককার্য্যে ইঁহার যথেষ্ট নিপুণতা ছিল। তাঁহার ন্যায় একজন নিষ্কপট বান্ধব-বিয়োগ-সংঘটনে ভক্তমাত্রেরই হৃদয় বিরহ-বিহ্বল। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিত্যকল্যাণ বিধান করুন, ইহাই তচ্চরণে তদ্দাসানুদাসগণের একান্ত প্রার্থনা।

পুরীতে বিশ্বধর্ম্মসম্মেলন

ওড়িষ্যার ধর্ম্মপ্রাণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্যোগে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে চক্রতীর্থের সন্নিকট সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী পূত বেলাভূমিতে বিশাল সভামণ্ডপে বিগত ১৫ই অগ্রহায়ণ ১লা ডিসেম্বর (১৯৭৭খৃঃ) রবিবার হইতে ১৯শে অগ্রহায়ণ, ৫ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী বিশ্বধর্ম্ম সম্মেলনের বিরাট্ আয়োজন হয়। উক্ত সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি—ভুবনেশ্বরের খ্যাতনামা শিল্পপতি শ্রীবংশীধর পাণ্ডা এবং সম্পাদক—কটকের প্রাক্তন এম্-এল্-এ পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র মুখ্যভাবে সম্মেলনের ব্যবস্থাদি-বিষয়ে যত্ন করেন। সম্মেলন যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কটক হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র মহোদয় এবং তাঁহার পরিজনবর্গ। শ্রীজগন্নাথদেবের অপার করুণায় সুন্দর আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে সম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগ দেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্যগণ বিভেদ বিস্মৃত হইয়া সম্মিলিতভাবে ধর্ম্মভাব জাগরণের দ্বারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজের কল্যাণ বিধান করুন, ইহাই সম্মেলনের মুখ্য তাৎপর্য্য ছিল। উক্ত ধর্ম্মমহাসম্মেলনের উদ্বোধন করেন—দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চি-কামকোটি পীঠস্থ শঙ্করাচার্য্য শ্রীজয়েন্দ্র সরস্বতী মহারাজ। হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে যাঁহারা সম্মেলনে যোগ দেন ও অভিভাষণ প্রদান করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পুরীর গোবর্দ্ধন-পীঠের শঙ্করাচার্য্য শ্রীনিরঞ্জনদেব তীর্থ মহারাজ, Divine Life Societyর সভাপতি স্বামী শ্রীচিদানন্দজী মহারাজ, শ্রীমিণ্টু মহারাজ, পুরীর রামকৃষ্ণ মঠের সম্পাদক শ্রীতটস্থানন্দজী মহারাজ, স্বামী শ্রীরামানন্দজী ভারতী, স্বামী শান্তানন্দজী মহারাজ, কবিযোগী শ্রীশুদ্ধানন্দ ভারতী, স্বামী শ্রীহরিহরানন্দজী গিরি; ইসলামধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে মমতাজ আলি; খৃষ্টান-ধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে আর্কবিশপ হেন্‌রি ডি, সৌজা; বাহাই ধর্ম্মের ডক্টর মুঞ্জে; আহমদিয়

সম্প্রদায়ের মিঃ এস্ সি সালাম প্রভৃতি। এতদ্ ব্যতীত ওড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথ দাস, ওড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব, কটক হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীকুঞ্জবিহারী পাণ্ডা, ওড়িষ্যার প্রসিদ্ধ দৈনিক 'সমাজ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধানাথ রথ, বিশ্বধর্ম্ম-সম্মেলনের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, ডক্টর টি-এম্-পি মহাদেবন্, পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীহরিহর মহাপাত্র, শ্রীগৌরী কুমার ব্রহ্ম, শ্রীঅরিন্দম বসু, পণ্ডিত শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা, শ্রীকুঞ্জ-বিহারী দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, মহারাষ্ট্রের ডক্টর এস্ বি, ভার্ণেকর, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মিশ্র, পণ্ডিত শ্রী অনন্ত ত্রিপাঠী শর্ম্মা, পণ্ডিত শ্রীচিন্তামণি মিশ্র, পুরীর চন্দ্রশেখর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসত্যবাদী মিশ্র, বাঁকী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায়, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, শ্রীটি, রামকৃষ্ণ; অধ্যাপক শ্রীজয়কৃষ্ণ মিশ্র, কটকের অধ্যাপক শ্রীরঙ্গধর সারঙ্গী, ডক্টর এম্-ডি বাল সুব্রামনিয়ম্ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ধর্ম্মের বিভিন্ন দিক্ আলোচনামুখে ভাষণ প্রদান করেন। প্রত্যহ প্রাতঃ ও অপরাহ্নকালীন অধিবেশনদ্বয়ে সহস্র সহস্র নরনারীর বিপুল সমাবেশ হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ তৃতীয় দিবসের অপরাহ্নকালীন অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"সনাতন-ধর্ম্ম all-accommodating এবং all-embracing. কারণ এই ধর্ম্ম কোনও ব্যক্তিবিশেষের, কোনও জাতি-বিশেষের, বা সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্ম নহে। ভৌগোলিক সীমা দ্বারা বিভক্ত কোনও দেশের ধর্ম্ম সনাতনধর্ম্ম নহে। হিন্দুর ধর্ম্মকে 'সনাতনধর্ম্ম' বলা যাবে না। সনাতন বস্তুর যে ধর্ম্ম, উহাই সনাতনধর্ম্ম। দেহ ও মন অসনাতন, সুতরাং উহার ধর্ম্মও অসনাতন। দেহ মনের অতীত আত্মা সনাতন হওয়ায় তাঁর ধর্ম্ম সনাতনধর্ম্ম। সকল জীবের স্বরূপধর্ম্ম সনাতনধর্ম্ম। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিসঙ্গবশতঃ জীবেতে যে বহু নৈমিত্তিক ধর্ম্মের প্রকাশ দেখা যায়, উহা বর্ণভেদে, আশ্রমভেদে, জাতিভেদে, দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন। বদ্ধজীবের পক্ষে স্বরূপের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজসাধ্য নয় ব'লে ক্রমমার্গে স্বরূপধর্ম্মের উদ্বোধনের জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা প্রদত্ত হ'য়েছে। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে সনাতনধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া হয় এই উদ্দেশ্যে যে, উহার চরম লক্ষ্য সনাতনধর্ম্ম। বদ্ধ-জীবের কল্যাণের জন্য এরূপ সুবৈজ্ঞানিক সমাজ-ব্যবস্থা কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। সনাতনধর্ম্মের মুখ্য তাৎপর্য্য শ্রীভাগবতধর্ম্ম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ-মুখে প্রচার করেছিলেন,—যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে বিশ্ববাসী প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হ'তে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বাণী তাঁহার যোগ্য অধস্তনগণের, বিশেষতঃ বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মিশন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় গুরুদেব নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আবির্ভাবের পর তাঁ'র এবং তাঁ'র শিষ্য প্রশিষ্যগণের ব্যাপক প্রচার-ফলে অধুনা বিশ্বের সর্ব্বত্র সমাদৃত হ'চ্ছে এবং 'হুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ'—অর্থাৎ কলিযুগে শ্রীপুরুষোত্তমধাম হ'তে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কৃষ্ণভক্তি প্রচারিত হবে—এই পদ্মপুরাণ-বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন ক'রছে।"

মহোৎসব

গত ১৬ই পৌষ, ইং ১।১।৭৫ হইতে ৩।১।৭৫ পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব; ১লা মাঘ, ইং ১৫।১।৭৫—যশড়া শ্রীপাটে শ্রীশ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব এবং ১০ মাঘ, ইং ২৪।১।৭৫ হইতে ১৪ই মাঘ, ২৮।১।৭৫ পর্য্যন্ত দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পঞ্চদিবসব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যবাণীর আগামী ১৫শ বর্ষের ১ম সংখ্যায় উহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান

পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলা :—নদীয়া

৩ নারায়ণ, ৪৮৮ শ্রীগৌরাব্দ
১৬ পৌষ, ১৩৮১ ; ১ জানুয়ারী, ১৯৭৫।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয়-পার্ষদ ও অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবা-নিয়ামকত্বে আগামী ২২ গোবিন্দ, ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ২৮ গোবিন্দ, ১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলা-ভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ **১৬ ক্রোশ নবদ্বীপধাম-পরিক্রমণ**; ১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ বা ৬।৫৭ গতে বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর); ১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার **শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা** উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, বক্তৃতা, ভোগরাগ, প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ এবং পরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধবে উপরিউক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে আমরা পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-35

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুর্দ্দশ বর্ষ

[১৩৮০ ফাল্গুন হইতে ১৩৮১ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

—·—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

—০—

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' প্রেসে মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

—০—

শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৮

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

চতুর্দ্দশ বর্ষ

(১ম—১২শ সংখ্যা)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।